সীমান্ত
ঈগল
নসীম হিজাযী

বিদ্রোহী

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এল পঞ্চাশজন ঘোড় সওয়ার। ঘন বন পেরিয়ে নদীর ভাংগা পুলের কাছে থামল ওরা। নদীর ওপারে বন আরো গভীর। উপত্যকায় জংলী গাছের সাথে আংগুরলতা, আপেল, নাশপাতি আর হরেক রকম ফলের গাছ দেখে বুঝা যায়, কোন কালে এ অরণ্য এক সুদৃশ্য বাগান ছিল। পুলের ওপাশে রাস্তার দুদিকে গাছের ডালপালা ভাঙা সড়কটাকে ছাদের মত ঢেকে রেখেছে। ঘাস আর গুল্মলতা জড়িয়ে রেখেছে সড়কের ভাঙা ইট-পাথর। দেখলেই বুঝা যায়, এ সড়কে মানুষের পা খুব কমই পড়ে।

নদীটা গভীর নয়। সড়ক ছেড়ে কয়েক পা নিচে নামলে সহজেই নদী পেরোতে পারে সওয়াররা। কিন্তু সামনের দুজন কি ভেবে পুলের কাছে পৌছেই পেছন ফিরে সওয়ারদের থেমে যেতে ইশারা করল।

দলের সকলেই যুদ্ধসাজে সজ্জিত। সামনের দুজন সওয়ারের একজনের গায়ে দুধ-সাদা জামা এবং পাগড়ী। চোখ দুটো ছাড়া গোটা চেহারা নেকাবে ঢাকা। তার সাথী দলের আর সবার মতোই পরেছে বর্ম এবং শিরস্ত্রাণ। কিন্তু তার সুদৃশ্য কালো ঘোড়া, কারুকার্যময় তলোয়ার, বর্ম আর নজরকাড়া শিরস্ত্রাণ সহজেই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। তার চেহারায়ও এমন একটা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে যা সচরাচর দেখা যায়না। বুঝা যায়, এ দুজনই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

পুলের কাছে এসে থামল দলটি। দাঁড়িয়ে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলো। সাদা পোশাকধারী বলল, 'আমার ভয় হয়, সে যদি অস্বীকার করে?'

কালো ঘোড়ার সওয়ারী জওয়াব দিল, 'তবে বিদ্রোহীদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা হয় তেমনটি করা ছাড়া আমাদের আর কোন গতি থাকবে না।'

'না, আমাদের দুশমনদের কাছ থেকে সে তার নিজের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। সে যদি শুধু এই সীমান্ত রক্ষার জিম্মাটুকু বহন করে, তবে তার আজাদীর সম্মান আমরা অবশ্যই করবো।'

'যদি আমাদের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়?'

'তবু তার ওপর আমরা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবো না। শুধু এ আফসোস নিয়েই এখান থেকে বিদায় হবো যে, এক অসামান্য ব্যক্তিত্বকে গ্রানাডার সামরিক বাহিনীতে শামিল করতে পারলাম না।'

কালো ঘোড়ার সওয়ার কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নদীর ওপারে একটা হরিণ দেখে কথা থামিয়ে চটজলদি সে তূনীর থেকে তীর বের করল। যেই মাত্র সে ধনু তাক

করেছে অমনি বৃক্ষের আড়াল থেকে শন শন করে একটা তীর এসে পুলের পাশে গাছে ঝুলানো একটা কাঠের ফলকে বিঁধে গেল। লাফ দিয়ে জংগলে মিশে গেল হরিণ।

আচমকা এ অপ্রত্যাশিত তীর ছুটে আসায় সওয়ারীরা ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। কালো ঘোড়ার সওয়ারী তীরবিদ্ধ কাঠের ফলকটির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল সেখানে তীরের সাথে বাঁধা আছে এক টুকরো কাগজ। সাদা পোশাকধারী সংগীকে বলল, 'সম্ভবত ওখানে কিছু লেখা রয়েছে।'

দুজনই ঘোড়াসহ এগিয়ে গেল গাছের কাছে। তারা দেখলো কাগজটিতে লেখা আছে, 'নদীর অপর পার 'সীমান্ত ঈগলের' অধীন। এই চারণভূমি মুজাহিদদের ঘোড়ার জন্য নির্ধারিত। এ বনের ফল ও এর শিকার ধরার অধিকার শুধু তাদেরই আছে, স্পেনের জমিনকে যারা পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে চায়। গ্রানাডার ঐ সব লোকরাই শুধু এ জমিনে পা রাখতে পারবে, যারা মুজাহিদদের জামাতে শামিল হতে আগ্রহী। যারা ইসলামের দুশমনদের গোলামীতে সন্তুষ্ট অথবা যারা খৃষ্টানদের 'কর' দিয়ে বেঁচে থাকাকেই শেষ পর্যন্ত কবুল করে নিয়েছে এ জমিনে পা রাখার দুঃসাহস যেন না করে ওরা। তরবারীর জওয়াব আমরা তরবারীতেই দিয়ে থাকি।'

লেখা পড়ে সাদা পোশাকধারী লোকটি সংগীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কার্ডিজের মত গ্রানাডার লোকদেরও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখার অধিকার তার অবশ্যই আছে। কিন্তু আমি যে কোন মুল্যে তার সাথে দেখা হতে চাই।'

'এখান থেকে আট মাইল দূরে এক পুরোনো কেল্লায় থাকে সে। কিন্তু আমরা ওদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত কিছুতেই আর সামনে এগুতে পারবো না। এ ঘন অরণ্য তীরন্দাজে ভরা। আমি সাদা পতাকা দেখাচ্ছি। হয়তো কেউ বেরিয়ে আসবে। আমরাও খবর পাঠানোর সুযোগ পাব।'

সাদা পোশাকধারী লোকটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তার সংগীটি তখন দলের এক সওয়ারকে কাছে ডেকে সাদা নিশান উড়ানোর হুকুম দিল।

নিশান উড়িয়ে ওরা পুলের আরেকটু কাছে সরে এল।

বর্মধারী লোকটি চিৎকার করে বলল, 'কেউ কি আছেন এখানে? আমরা সীমান্ত ঈগলের কাছে দুস্তির পয়গাম নিয়ে এসেছি।'

একই কথা কয়েকবার উচ্চারণ করে সে একটু দম নেয়ার জন্য থামল। তার আশা ছিল কেউ না কেউ এ ডাকে সাড়া দেবেই। জওয়াবের জন্য খানিক বিরতি দিয়ে সে যখন আবার ডাকতে যাবে তখনি দেখা গেল ওপারের একটা গাছের ডাল হঠাৎ নড়ে উঠেছে। এক নওজোয়ান নিচে নেমে নদীর পারে এসে বলল, 'দুস্তির জওয়াব আমাদের কাছে দুস্তি। কিন্তু সীমান্ত ঈগল জানতে চান, দুস্তির পয়গামের জন্য এত সশস্ত্র সওয়ার কেন?'

এপার থেকে জওয়াব দিল সেই বর্মধারী, 'আমার বিশ্বাস, বদর বিন মুগীরার জানবাজরা গ্রানাডার পঞ্চাশজন সশস্ত্র সেপাইকে ভয় পাবে না। তবুও যদি তাদের আপত্তি থাকে তবে সেপাইদের ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে। আর না হয় আমাদের হাতিয়ারগুলো তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি। অথবা আমাদের সাথীরা নদীর

এপারে দাঁড়িয়ে থাকবে, তোমরা কেবল আমাদের দু'জনকে তোমাদের আমীরের কাছে নিয়ে যাবে। আমরা আমাদের সদিচ্ছা প্রমাণ করার জন্য এ ধরনের যে কোন শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত।'

'আপনারা দেখছি সীমান্ত ঈগলের নাম জানেন, তাঁর অভ্যাস সম্পর্কেও জানেন হয়তো। আমারা জানতে চাই, যে ফৌজের অগ্রবাহিনী এ সিপাইরা– তার সংখ্যা কত?'

বর্মধারী নিজের শিরস্ত্রাণ এক সিপাইর হাতে দিয়ে বলল, 'তোমাদের কাছে যদি গ্রানাডা ফৌজের এক সালারের কোন ইজ্জত না থাকে, কমপক্ষে গ্রানাডার শাহী ঘরের সম্মান করবে নিশ্চয়ই?'

এ কথায় অস্থির হয়ে যুবক পেছন ফিরে গাছের দিকে তাকাল।

একটু পরে বৃক্ষের পেছন থেকে ভেসে এল অশ্বখুরধ্বনি। দেখতে না দেখতে এক সওয়ার এসে নদীর পারে থামল। তার দেহে ঝলমলে বর্ম, শিরে শিরস্ত্রাণের পরিবর্তে পাগড়ী। আঠার বিশ বছরের এক সুদর্শন যুবক। তার চেহারায় চমকাচ্ছে অসাধারণ সাহসিকতার ছাপ।

আগন্তুকদের লক্ষ্য করে সে বলল, 'বদর বিন মুগীরার সাথে দেখা করার জন্য গ্রানাডার শাহী খান্দানের সুপারিশ নিষ্প্রয়োজন। নিষ্ঠাবান মুজাহিদদের সাথে দেখা করতে পারলেই বরং সে বেশী খুশী হয়।'

'মুজাহিদদের আন্তরিকতা শুধু জিহাদের ময়দানেই যাচাই করা যায়। কুদরত যদি আমার আর তোমাদের আমীরকে একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেন তবে আমার সিনার যখম থেকে উথলে উঠা খুনই আমার আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে পারবে। তোমাদের আমীরকে গিয়ে বলো, মুসা বিন আবি গাস্‌সানের আন্তরিকতায় যদি সন্দেহ হয় আজই যেন কার্ডিজের কোন শহর চড়াও করে দেখে নেয়। আমি আর আমার পঞ্চাশ জন সেপাই তলোয়ারের ছায়া আর তীর বৃষ্টির মাঝেও তার সঙ্গে থাকব।'

ওপার থেকে নওজোয়ান ভাল করে তাকাল বক্তার দিকে। কিছু না বলেই ঘোড়াকে নামিয়ে দিল নদীতে। বর্মধারীর কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, 'যদি আপনি মুসা বিন আবি গাস্‌সান হয়ে থাকেন তবে বিনা প্রশ্নে আমি আমার দুস্তির হাত প্রসারিত করছি।'

মুসা বিস্মিত হয়ে নওজোয়ানের হাতে হাত রেখে বলল, 'তাহলে আপনিই বদর বিন মুগীরা? আমি অবাক হচ্ছি যে---------'

'আপনি অবাক হচ্ছেন প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা পরস্পরকে কেন চিনতে পারিনি?'

'আমি এ কথাই বলতে চাচ্ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আপনি বয়স্ক লোক হবেন। কিন্তু আমি খুশী হয়েছি, 'ঈগল' হওয়ার জন্য এ বয়েসটাই উপযুক্ত। আন্দালুসের শাহী খান্দানের সাথে যদি অতীত তিক্ততা আপনি ভুলে যেতে পারেন, তবে এমন এক ব্যক্তিত্বের সাথে আপনার পরিচয় করাতে চাই যাকে আমি স্পেনের তুনীরের শেষ তীর মনে করি।'

'স্পেনের তুনীরের শেষ তীর বলতে যদি আপনি আল জাগলকে বুঝিয়ে থাকেন, তবে তার সাথে দেখা করাকে আমি আমার সৌভাগ্য মনে করব। গ্রানাডার যে সব

মুজাহিদ আমার দলে শামিল হয়েছে, তারা আমাকে সেখানকার যেসব ব্যক্তিত্বের কথা বলেছে তাদের মধ্যে মুসা বিন আবি গাসসান, আল জায়গারা আর শাহী পরিবারের আল জাগলকে দেখার জন্য আমার মন সত্যি প্রচন্ড উতলা হয়ে আছে।'

'আল জায়গারাকে আমরা সাথে আনিনি। আপনার জন্য খুশীর খবর হচ্ছে আল জাগল এখন আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।'

মুসার পাশে দাঁড়ানো সাদা পোশাকপরা ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন বদর বিন মুগীরা। আল জাগল ডান হাত মোসাফেহার জন্য বাড়িয়ে দিয়ে বাম হাতে নেকাব খুলে ফেললেন।

পঞ্চাশের মত বয়স আল জাগলের। অনাবিল আন্তরিকতা নিয়ে তিনি বদরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্পেনের তুনীরের শেষ তীর তো তুমি।'

'শুকরিয়া। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, স্পেনের তীর ধরার হাতগুলো আজ সেতারের তারে তারে খেলা করছে।'

'সে হাত থেকে সেতার আমি ছিনিয়ে নেব, না পারলে সে হাত কেটে ফেলব, এ পয়গাম নিয়েই এসেছি আমি। স্পেনের হাতগুলোতে তীর নেই বলেই সে হাতগুলো আজ সেতারের তার নিয়ে খেলছে। আমি ওদের জন্য তীর জমা করছি। তোমাদেরকে গ্রানাডা ফৌজে শামিল হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছি আমি।'

'এ দাওয়াত আগেও আমাকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি এবং আমার সঙ্গীরা গ্রানাডার দর্শনীয় বস্তু হওয়ার চেয়ে এ বনে থাকাকেই পছন্দ করি। এখানে মর্মরের মহল নেই, নেই রেশমী পোশাক। তবু আমাদের যা আছে গ্রানাডাবাসীদের তা নেই।

আমাদের মনে এ প্রশান্তিটুকু অবশ্যই আছে যে, আমরা গ্রানাডার অধিবাসীদের মত করদ প্রজা নই। শুধু এ প্রশান্তিটুকুর জন্যই আমরা জীবনের সব আকর্ষণ ছেড়ে এসেছি। গ্রানাডায় গিয়ে দ্বিতীয়বার গোলামী কবুল করতে রাজী নই আমরা। আমার ভয় হয়, গ্রানাডার আবহাওয়ায় গেলে আমাদের পাথর কাটার মত তীক্ষ্ণধার তলোয়ারগুলো ভোঁতা হয়ে যাবে। যে তলোয়ার বহুবার খৃষ্টানদের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে, গ্রানাডার বয়লারে পড়ে গেলে গলে যাবে সে লোহা। তাই দিয়ে তৈরী হবে সেতারের তার। না, না, এমন অনুরোধ আমাকে করবেন না। ঈগল শুধু ততোক্ষণই ঈগল থাকে, যতক্ষণ সে থাকে উপত্যকায়, উড়তে পারে অসীম নীলিমায়।'

মাফ করুন। আমি শাহী দরবারের আদব কায়দা জানিনা। আমি এক সিপাই। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ লড়াইয়ে নেমেছি। জিহাদের এ পথ থেকে সরে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে আপনাকে এ আশ্বাস দিচ্ছি, যেদিন গ্রানাডার সুলতান কর্ডোভা ও সেভিলে ইসলামের ঝান্ডা ওড়ানোর ঘোষণা দেবেন, দাওয়াত ছাড়াই আমরা সেদিন আপনার কাছে ছুটে যাবো। স্পেনের যে মাটিতে গ্রানাডাবাসী শুধু ঘাম ঝরায়, আমাদের খুন দিয়ে আমরা তাকে গুলজার করে তুলবো। খোদার কসম! কাউকে আমীর বানাবার জন্য আমরা লড়ছি না। আমরা লড়ছি মানবতার মুক্তির জন্য।

আমি এক সিপাই। আমি গ্রানাডার সেই সিপাহসালারের জন্য অপেক্ষা করছি, যার দৃষ্টি হবে তারিকের মত, আবদুর রহমানের মত হবে যার দীল। এ উপত্যকা হবে

সেই সিপাহসালারের ঘাঁটি। যতদিন তিনি না আসবেন, আমি ততোদিন এ উপত্যকার হেফাযত করে যাবো। আপনারা যদি সেই সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী থাকেন, তবে এ ঘাঁটি সবসময় প্রস্তুত অবস্থায় পাবেন। নয়তো আমাকে আমার অপেক্ষার প্রহর গুনতে দিন। আমার পূর্বে আমার পিতা, তার আগে দাদা যে সিপাহসালারের আগমন প্রতীক্ষায় এ ঘাঁটির সংরক্ষণ করেছিলেন আমিও তাদের মতো আমার দায়িত্ব পালন করে যাব।'

থামলেন বদর।

স্নেহ মহব্বতে আবেগাপ্লুত হয়ে অনেকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন আল জাগল। বললেন, 'মুগীরার বেটার কাছে আমি এমনটিই আশা করেছিলাম। ধন্য তোমার ঘোড়ার চারণভূমি। যে বৃক্ষের ছায়ায় তোমরা বিশ্রাম নাও, মোবারকবাদ তাকে। অবশ্যই গ্রানাডার মহল ঈগলের ঘর হওয়ার উপযুক্ত নয়। কিন্তু তোমাদেরকে মহলে থাকার দাওয়াত দিতে আসিনি আমি। আমি এসেছি এক খুশীর খবর নিয়ে। কার্ডিজের সাথে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আবুল হাসান আজই জিহাদের ঘোষণা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি তার কাছে থেকে চার মাস সময় নিয়েছি। এ চার মাসে আমাদের অনেক কিছুই করতে হবে। তোমাকে কি করতে হবে, আশা করি তা বলে দেয়ার দরকার নেই।'

বদরের চোখ দুটি খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠল। কিছু না বলে আল জাগলের হাত ঠোঁটে লাগালেন তিনি। বললেন, 'খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা তোলার জন্য কুদরত যদি এ হাত নির্বাচন করে থাকেন, তবে আমি চুমু খাচ্ছি এ হাতে।'

আল জাগল বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন বদরকে। ছাড়া পেয়ে বদর মুসার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি আর আপনার সাথীদের খোশআমদেদ জানাচ্ছি এ ঈগল উপত্যকায়।'

মুসা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। মুচকি হেসে আল জাগল বললেন, 'মুসা! অনেক কষ্টে ঈগল তোমার কব্জায় এসেছে। ওকে ছেড়ে দিও না।'

মুসা বললেন, 'পেরেশান হবেন না। আপনাকে কব্জায় রাখার পরিবর্তে আপনার সাথে ওড়ার চেষ্টা করব।'

'আপনাকে আমি ভাল করেই জানি। গ্রানাডার নয়নমনিকে কে না চেনে?'

'একটা কথা না বলে আমি পারছি না।' মুসা বললেন।

'বলুন।'

'আমার ধারণা ছিল, পরিস্থিতি আপনাকে হুশিয়ার করেছে। কিন্তু আজ যা আপনি করলেন, তা ধারণার বাইরে। একাই আপনি চলে এলেন আমাদের কাছে। আমাদের নিয়ত খারাপ নয় এ ধারণা আপনার কেমন করে হল?'

বদর হাসলেন, 'পঞ্চাশজন সৈনিকের নিয়ত যতই খারাপ হোক এখানে তাদেরকে আমি বিপদের কারণ মনে করি না।'

'আমাদের পিছনে কোন ফৌজ নেই, এটাই বা আপনি ভাবলেন কিভাবে?'

'বিশ ক্রোশ দূরে, থাকতেই আমি আপনাদের আসার সংবাদ পেয়েছি। আর এও

জানি, পেছনে কোন ফৌজ নেই আপনাদের। যখন ঢালু বেয়ে নিচে নামছিলেন, গাছে বসে আমি আপনাদের কথাও শুনেছি। তবুও আমি যথেষ্ট হুশিয়ার। সত্যি বলতে কি, আপনারা পঞ্চাশ জনই এখন আমার বেষ্টনীতে।'

হয়রান হয়ে মুসা তাকাল চারদিকে। মুচকি হেসে বদর বলল, 'আপনার সন্দেহ দূর করছি আমি।'

তূনীর থেকে তীর তুলে নিল বদর। পুলের কাছে গাছে ঝুলানো ফলকে নিশানা করে বলল, 'আমাদের সম্মানিত মেহমানরা জানতে চাচ্ছেন এ মুহূর্তে এখানে তোমরা কত ঈগল মজুদ রয়েছে। হুশিয়ার! এ ফলক হবে তোমাদের নিশানা।'

বদরের তীর ফলকে বিঁধতেই বিভিন্ন দিক থেকে শুরু হল তীর বৃষ্টি। গোটা ফলক ভরে গেল তীরে। বাতাসে উড়তে লাগল গাছের ছেঁড়া পাতা।

'আমাদের পেছনের বৃক্ষেও কি তোমাদের লোক রয়েছে?' মুসার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, আপনাদের সামনেও। সেদিকের তীর হবে এর চেয়েও বেশী।'

আল জাগল বললেন, 'মুসা, এই নওজোয়ানের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। ফৌজের কিছু সালারকে ক'দিনের জন্য এখানে পাঠিয়ে দেব। এখন ওর সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ সারতে চাই। আজই ফিরে যাবার ইচ্ছে আমার।'

'আমাকে ক্ষমা করুন। এতোক্ষণ পর্যন্ত এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছি আপনাদের। আসুন, বসে নিশ্চিন্তে আলাপ করা যাবে।'

'কিন্তু আপনার আস্তানা অনেক দূরে। ওখানে গেলে আজ আর ফিরে যেতে পারবো না।'

'আপনাদের বেশী দূরে নিয়ে যাব না। আসুন, এ বনের ফল আর শিকার আপনাদের জন্য, সবুজ কাঁচা ঘাস রয়েছে ঘোড়ার জন্য।'

'আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করলাম।' বললেন মুসা।

বদরের নেতৃত্বে নদী পেরোল সবাই। নদীর ওপারে পৌছে সাথীদের হাজির হওয়ার হুকুম দিলেন বদর। মুহূর্তে নদীর আশপাশের গাছ থেকে প্রায় দু'শ সৈন্য নিচে নেমে তাঁর পাশে জমায়েত হল।

অরণ্যের গোপন সুড়ং থেকে বেরিয়ে এল এক দ্রুতগামী সওয়ার। বদরের তীরন্দাজ আর আগন্তুক সেপাইদের কাছে এসে ঘোড়া থামাল সে। বাইশের কাছাকাছি বয়স। তার গায়ের রং এবং গঠন স্পেনীশদের মত। সৈনিক সুলভ দৃঢ়তার চাইতে ইলম আর মেধার তীক্ষ্ণতাই বেশী তার চেহারায়। বদরের মত তার মাথায়ও সফেদ পাগড়ী। বর্মের ওপর জামা। ঘোড়ার জিনের সাথে বাঁধা চামড়ার দুটো থলে।

বদর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বশীর এসেছ! এ সম্মানিত ব্যাক্তি স্পেনের ভাই আল জাগল আর ইনি মুসা। আমাদের জন্য বয়ে এনেছেন এক খোশ খবর। খুব শীঘ্রই কার্ডিজের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা শুনতে পাবে।'

ঘোড়া থেকে নেমে দু'জনের সাথেই মোসাফেহা করল বশীর। বদর বললেন, 'ও বশীর বিন হাসান। আপনারা ওর নাম শুনে থাকবেন। তার মত নিপুন শৈল্য চিকিৎসক স্পেনে আর নেই। কর্ডোভার আলীশান মহল ছেড়ে আমাদের সাথে বনে থাকাকেই ও

পছন্দ করেছে।'

সঙ্গীদের ইশারা করলেন বদর। একে একে জংগলে গায়েব হয়ে গেল ওরা।

খানিক পর বদর ও বশীর মেহমানদের নিয়ে এক ঝরণার কাছে পৌছলেন। পঞ্চাশ ষাট জন ফৌজি অফিসার ওদের স্বাগত জানালেন। গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের গালিচায় পাতা ছিল বিশাল দস্তরখানা। ওরা মেহানদের ঘোড়াগুলো এক পাশে বেঁধে ঘাস ঢেলে দিল সামনে। আল জাগল এবং অফিসাররা দস্তরখানে বসলেন।

হাত তালি দিলেন বদর। ঘন গাছের আড়াল থেকে খাবার নিয়ে এগিয়ে এল কয়েকজন। বনের পশুপাখীর ভুনা গোশত আর রকমারী ফলে ভরে উঠল দস্তরখান। হয়রান হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল মেহমানরা। আল জাগল মুখ খুললেন, 'আপনি খুব বাড়াবাড়ি করেছেন। আমি অবাক হচ্ছি, এত অল্প সময়ে এতো সব ব্যবস্থা করা কিভাবে সম্ভব হল?'

'আমিতো আগেই বলেছি, আপনারা বিশ ক্রোশ দূরে থাকতেই সংবাদ পেয়েছি আমি। আরো জেনেছি, নাস্তা করার জন্যও কোথাও থামেননি আপনারা। আমার গোয়েন্দা বলেছে, আপনাদের কাছে কোন রসদও নেই। খাবার ইন্তেজাম করা ছাড়া আমি আর কি ভাবতে পারি?'

খাওয়া শেষে সবাই জোহর পড়লেন আল জাগলের ইমামতিতে। বদর, আল জাগল, মুসা এবং বশীর একটু দূরে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসলেন। স্পেনের মানচিত্র সামনে মেলে ধরলেন মুসা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত লড়াই নিয়ে আলোচনা চলল। বদরের কিছু প্রস্তাবে একমত হয়ে আল জাগল বললেন, 'হামলার কয়েক দিন আগে আপনাকে গ্রানাডায় ডেকে পাঠাব। এ মুহূর্তে সীমান্তের কিছু এলাকা আপনার হাওলা করে দিতে চাই। অরণ্যকে ঘাঁটি করেই এলাকাগুলোর হেফাজত আপনি করতে পারবেন। আবুল হাসানের কাছ থেকে আপনাকে গভর্ণর নিয়োগ করার অনুমতি নিয়ে এসেছি।'

'আমার ভয় হয়, এতে অচিরেই ফার্ডিনেন্ড আমাদের তৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যাবে। প্রস্তুতির মওকা না দিয়েই ওরা হামলা করে বসতে পারে আমাদের ওপর।' বললেন বদর।

মুসা বললেন, 'আমার মনে হয় নামমাত্র গভর্ণর আর একজন হলে ভাল হয়। কাজ করবেন উনি।'

আল জাগল বললেন, 'এ চারমাসে আমাদের স্বার্থ বিরোধী কিছু দৌড়-ঝাপ অবশ্য করবে খৃষ্টানরা। এ সময় তাদের তৎপরতা সম্পর্কে আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। কর্ডোভা, সেভিল এবং অন্যান্য শহরের বিপ্লবী মুসলমানদের আপনি কাছে ডেকে নিন। তাদের ঘোড়া এবং অস্ত্র দেয়ার জিম্মা আমি নিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে গ্রানাডা এবং স্পেনের পরাধীন মুসলমানরা দেশকে খৃষ্টানদের গোলামী থেকে আজাদ করার জন্য জানবাজী রাখতে প্রস্তুত হবে।'

গম্ভীর কণ্ঠে বদর বললেন, 'হায়! আজ থেকে দু'একশো কি পঞ্চাশ বছর আগেও

যদি কেউ এমনটি ভাবত! দু'শ বছর আগে কর্ডোভা, টলেডো এবং সেভিল থেকে প্রায় তিনলাখ মুজাহিদ জিহাদের আগ্রহ নিয়ে গ্রানাডায় আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিল ওদের তরবারীগুলো। এ উপত্যকায়-ই পঞ্চাশ বছর আগে ষাট হাজার মুজাহিদ ছিল। আর আমার কাছে রয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার সিপাই। কিন্তু গ্রানাডা যদি লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে এর সংখ্যা তিনগুণ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। এ বনে এখনো অনেক অতিরিক্ত ঘোড়া আছে। হাতিয়ারের দরকার হলে আপনাকে সংবাদ দেব।'

সীমান্ত এলাকা বদরকে হাওলা করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ শেষে সাথীদেরকে রওনা করার হুকুম দিলেন আল জাগল।

সীমান্ত ঈগল

মুসলমানরা স্পেন দখলের পর প্রায় আটশো বছর পেরিয়ে গেছে। এ আটশো বছর এক মহান জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস। অসংখ্য ঘটনায় পরিপূর্ণ এ ইতিহাস। একদল আরব বিজেতা এর সূচনা করেছিলেন। উমাইয়াদের পরাক্রমশালী শাসকবর্গ ঘাম ঝরা শ্রম আর রক্ত ভেজা পরিশ্রম দিয়ে রংয়ের পরশ বুলিয়েছে সে ইতিহাসে। রোম উপসাগরের উন্মত্ত তরঙ্গ মালার গতি স্তব্ধ করে দিয়েছিল এ জাতির ঐতিহ্য। এদের দৃঢ় ইচ্ছার সামনে পিরিনিজের সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ অবনত হয়েছিল সুদীর্ঘ কাল।

তারপর।

সময়ের স্রোতে একদিন দেখা গেল বঞ্চিতের অশ্রু দিয়ে তারাই লিখছে ইতিহাসের আরেক অধ্যায়। সভ্যতা সংস্কৃতির যেই ছোট্ট চারাগাছটি তারিক, মুসা আর আব্দুর রহমানের পরশে পরিণত হয়েছিল বিশাল মহিরুহে– মৌসুমী হাওয়ার দাপটে ঝরে যেতে লাগল তার পাতা। সভ্যতার সে গাছটি এখন ধ্বংস প্রায়।

ঝড়ের বেগে মুসলমানগণ প্রবেশ করেছিল স্পেনে। মুক্তির অপার আনন্দে স্পেনের অধিবাসীরা আরবের শাহ সওয়ারদের হাতে তুলে দিয়েছিল নিজেদের অস্ত্র।

বখতিয়ারের আগমনে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল নিপীড়িত ভারতবাসী– স্পেনের নিপীড়িব জনতাও তেমনি আরবদের গ্রহণ করেছিল মুক্তিদূত হিসাবে। এক স্বর্গীয় বারিধারায় পরিবর্তিত হল তাদের অন্ধত্ব। অনুর্বর জমিন ফিরে পেল উর্বরতা। জান্নাতী বাগানে পরিণত হল গোটা স্পেন। যার অধিবাসীরা ছিল মূর্খতার বেড়াজালে বন্দী, ওষ্ঠাগত ছিল যাদের প্রাণ, তারাই এগিয়ে এল আলোর মশাল হাতে। পথ দেখাল ইউরোপকে। ইউরোপ তখন পশুত্ব আর বর্বরতার আঁধারে আচ্ছন্ন। স্পেনের প্রতিটি ঘরে ঘরে তখন জ্বলছিল জ্ঞানের অনির্বাণ দীপ শিখা। ইউরোপের অধিকাংশ মানুষ যখন

পশুর ছালে লজ্জা নিবারণ করতো, রাত্রি যাপন করতো গর্তে আর জংগলে, স্পেন তখন শিল্পকলাকে শনৈঃ শনৈঃ পরিপূর্ণতায় পৌছে দিচ্ছিল। ইউরোপে যখন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নদের গোনা যেত হাতের আঙ্গুলে, স্পেনে তখন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না, যার ঘরে গ্রন্থাগার নেই।

উমাইয়াদের শাসনকাল স্পেনের ইতিহাসের সোনালী যুগ। আজো যদি কোন পর্যটক কল্পনার পাখা মেলে উড়ে যায় কর্ডোভা, সেভিল আর টলেডোয়, সেখানকার মাটির নিচের শানশওকত দেখে মনে তার প্রশ্ন জাগে, এই কি সেই স্পেন, যার শৌর্য বীর্য দেখে অবাক হয়ে যেতো বিদেশী পরিব্রাজকগণ? এ স্পেনই কি আরবদের আন্দালুসিয়া?

যে দেশের কোথাও অভাব ছিল না। ইরান, রাশিয়া আর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল যার ব্যবসা ক্ষেত্র। যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল দুনিয়াজোড়া। যে দেশের দার্শনিকরা ছিলেন যুগের এরিষ্টল আর সক্রেটিস। প্রতি সন্ধ্যায় স্পেনের এ বিরাণ ভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতো ঐতিহাসিকদের আত্মা। আজো তাদের দরদ ভরা কণ্ঠ এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে প্রতিদিন।

'হ্যাঁ এ সেই স্পেন, যা ছিল আরবদের আন্দালুস। যার শান শওকত আজো কিংবদন্তী হয়ে আছে। এই সেই জাবালুত্তারেক, যেখানে নোঙ্গর করেছিল তারিক বিন জিয়াদের জাহাজ। ঐ তো কর্ডোভা, তৃতীয় আব্দুর রহমানের জৌলুসে ভরা দরবার। এখানে এসে থমকে যেতো দুনিয়ার বড় বড় রাজদূতও। যে মহান জাতি ঘাম ঝরা শ্রম দিয়ে এর মাটিতে এনেছে জীবন, খুনের ফোয়ারায় একে করেছে সৌন্দর্য্যমন্ডিত, যাদের কারণে এদেশ ইউরোপের জন্য হয়েছিল আলোক বর্তিকা, আজ তারা নেই। এ বিরাণ ভূমির নিচে তাদের শবদেহ শুয়ে আছে নিশ্চুপ।

দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের কাহিনী লুকিয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু স্পেনকে যারা জয় করেছিল তাদের উত্থান পতনের কাহিনীর চাইতে করুণ আর শিক্ষাপ্রদ কাহিনী সে আজো দেখেনি। আকাশের ঐ যে চাঁদ সুরুজ আর তারকার মেলা– সৃষ্টির প্রথম থেকেই দেখছে ওরা উন্নতি ও অবনতির পথে ছুটে চলা হাজারো কাফেলা। যাদের হৃদয় আছে, আকাশের চাঁদ তারার চোখ থেকে তারা জেনে নিতে পারে স্পেনের ইতিহাস। আরব শাসকদের উত্থান পতনের শত কাহিনী খোদিত রয়েছে সে চাঁদ সুরুজের গায়।

স্পেনে বিজয়ী মুসলমানদের প্রাথমিক অধ্যায় সবেমাত্র শেষ হয়েছে। উত্তর সীমান্তে গজিয়ে উঠল ছোট ছোট খৃষ্টান রাজ্য। ওরা ছিল শক্তিশালী ইসলামী হুকুমতের করদ রাজ্য। দুর্বল সুলতানদের আমলে নিজেদের স্বাধীন রাজা হিসেবে ঘোষণা করতো ওরা। লুটপাট করত সীমান্ত এলাকায়। উমাইয়া খিলাফতের দরিয়াদীল মুসলিম শাসকগণ তবুও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন।

হিজরী পঞ্চম শতক। উমাইয়াদের পতন যুগ। নেতৃত্বহীন মুসলমানগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। প্রায় বিশটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল স্পেন। এই বিভক্তিকে কাজে লাগালো ষষ্ঠ ফাঞ্চু। উত্তর সীমান্তের ছোট ছোট খৃষ্টান রাজ্যগুলোকে

একত্রিত করে উসুরিয়া, লিসবন এবং কার্ডিজ নিয়ে গঠন করে একক রাষ্ট্র।

স্পেনের মুসলিম আমীরগণ প্রতিবেশী দ্বারা আক্রান্ত হলেই আল ফাঞ্চুর ডাক পড়ত সাহায্যের জন্য। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে আল ফাঞ্চু প্রতিদান উসুল করতো কড়ায় গন্ডায়। স্পেনের অধিকাংশ শাসকই এভাবে অধীন হয়ে রইল তার। দেশের সর্বত্র পাহারা কায়েম করল ফাঞ্চু। লুটপাট চালাতে লাগল নির্দ্বিধায়।

তখন ছিল মুসলমানদের দুর্যোগ মুহূর্ত। মরক্কো আর আলজেরিয়ার মুসলিম শাসক ইউসুফ বিন তাশফিন ছুটে এলেন তাদের সাহায্যে। খৃষ্টানদের বন্দী দশা থেকে মুক্তি দিলেন তাদের। কিন্তু দুর্বলচিত্ত মুসলমানদের এক করতে পারলেন না। বাধ্য হয়েই স্পেনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। স্পেন হল আফ্রিকার একটা প্রদেশ।

আফ্রিকায় উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইউসুফ বিন তাশফিন। খুব বেশী দিন টেকেনি এই সালতানাত। এই নাজুক পরিস্থিতিতে এগিয়ে এলেন আব্দুল মোমেন। ভেঙ্গে পড়া মুসলিম শক্তিকে জোড়া লাগালেন তিনি। পরাজিত হল ছোট ছোট শাসকবর্গ। আবার প্রতিষ্ঠিত হল মুয়াহহিদীনদের সালতানাত। উত্তর সীমান্তের খৃষ্টানদের পরাজিত করলেন মুসলমানগণ।

মুয়াহহিদীন শাসকগণ আফ্রিকায় বসে স্পেন শাসন করতেন। এ কারণেই স্পেনে তাদের প্রভাব কমে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। এই সুযোগে বাড়তে লাগল স্পেনের আমীরদের বিরোধিতা। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের শেষ সামরিক শক্তিটুকুও নিঃশেষ করে দিল খৃষ্টানরা। অধিকার করতে লাগল একটার পর একটা শহর। মুসলমানরা পরস্পর ঝগড়া ফ্যাসাদে লিপ্ত রইল ১৬২৫ থেকে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। কার্ডিজের খৃষ্টান রাজা তৃতীয় ফার্ডিনেন্ড এবং আরাগুনের সম্রাট এক হয়ে আক্রমণ করল কর্ডোভা, বেলেনসিয়া, মার্সিয়া এবং সেভিল। পরাজিত হলো মুসলিম শক্তি। কর্ডোভা এবং সেভিল খৃষ্টানদের হাতে চলে যাওয়া– বাগদাদ ও বোখারা তাতারীদের হাতে চলে যাওয়ার চাইতে কম ক্ষতিকর ছিল না।

শেষ ভরসা ছিল গ্রানাডার সালতানাত। ছাইরুলবিদা পর্বত এবং সমুদ্র উপকূল থেকে শুরু করে জাবালুত্তারেক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এর সীমানা। প্রায় আড়াইশ বছর পর্যন্ত গ্রানাডায় মুসলিম শাসন কায়েম ছিল। গ্রানাডার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শাসক খৃষ্টানদের পরাস্ত করেছেন কখনো কখনো। কিন্তু এমন দৃঢ়চেতা শাসক গ্রানাডা পায়নি, যিনি খৃষ্টানদের সকল ষড়যন্ত্রের মূল উৎপাটন করতে পারতেন।

কোন আমীর খৃষ্টানদের ওপর বিজয়ী হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা দিত। কিন্তু কদিন পরেই হিংসা বিদ্বেষে আবার ভরে যেতো গোটা সালতানাত। এর পরও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে দুনিয়ার কোন শহর গ্রানাডার সমকক্ষ ছিল না। এখানকার অট্টালিকা সমূহ ছিল দর্শনীয় বস্তু। দূর দেশের ছাত্ররা এসে অধ্যয়ন করত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। গ্রানাডার ডাক্তার আর শল্যবিশারদ গোটা দুনিয়ায় ছিল তুলনাহীন। কোন জাতি যখন আজাদী, ইজ্জত আর মুক্তির পথ ধরে চলতে চায়, জ্ঞান বিজ্ঞান তখন চাবুকের কাজ করে। এ পথ থেকে সরে গেলে তা হয় নেশাযুক্ত ঔষধ। দায়িত্বহীনতার জন্য যা বিবেকের দংশন থেকে রক্ষা করে।

নবম থেকে পঞ্চদশ শতক খৃষ্টানদের মধ্যযুগের শেষ পর্যায়। গ্রানাডার ইসলামী হুকুমত তীব্র গতিতে ছুটছিল ধ্বংসের দিকে। পঞ্চম ফার্ডিনেন্ডের সাথে ইসাবেলার বিয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠা খৃষ্টান শক্তির ঐক্য স্পেনে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা মুসলমানদের প্রদীপে বাতাসের প্রবল ঝাপটার কাজ দিল।

কার্ডিজের আমীর এবং সাধারণ মানুষ বদর বিন মুগীরাকে সীমান্ত ঈগল নামেই স্মরণ করে। কার্ডিজের সৈন্যদের তিনি পরাজিত করেছেন বার বার। গ্রানাডায়ও তিনি ঐ নামেই পরিচিত।

ষাট মাইল লম্বা এবং চল্লিশ মাইল পাশ এই গভীর অরণ্য দীর্ঘদিন স্বাধীন মানুষের আবাসস্থল ছিল। গ্রানাডা থেকে নিরাশ হয়ে প্রতিবেশী খৃষ্টান রাজ্যের সাথে লড়াই করার জন্য ওরা চলে আসত এখানে। বদরের আগে এ এলাকার আমীর ছিলেন তার আব্বা, অনেক এলাকা ছিনিয়ে এনেছিলেন তিনি খৃষ্টানদের কাছ থেকে। অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এ এলাকার সাথে।

পঞ্চম ফার্ডিনেন্ড বিয়ে করলেন রানী ইসাবেলাকে। ফলে উত্তর সীমান্তের কার্ডিজ আর আরাগুন এক হয়ে গেল। ফার্ডিনেন্ডের শক্তির সামনে ছোট ছোট খৃষ্টান শাসকরা ছিল সাধারণ সর্দারের মতই। গ্রানাডার সালতানাতের চাইতে মুগীরার ছোট্ট এলাকাই বেশী বিপজ্জক ছিল ওদের জন্য। তারা জানতো সৈন্যদের বিরাট অংশ হারাতে হবে এ এলাকা জয় করতে গেলে।

অনাগত দুর্যোগের গন্ধ পেয়েছিলেন মুগীরা। স্পেনে ঘুরে ঘুরে মুজাহিদ সংগ্রহ করতে লাগলেন তিনি। নিজের এলাকার হেফাজত একজন নায়েবের হাতে সোর্পদ করে ব্যবসায়ীর বেশে ঘুরতে লাগলেন বড় বড় শহর গুলোতে। কর্ডোভা ও সেভিলের মুসলমানরা তার হাতে জিহাদের শপথ নিল। গোলামীর জিঞ্জিরে যাদের হৃদয়গুলো তড়পাচ্ছিল, সময় এলে নিজের এলাকায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করার প্রতিশ্রুতি দিল তারা। জীবন মরণ ইসলামের জন্য কোরবান করার মত মুসলমান দীর্ঘ গোলামীর পর খৃষ্টীয় স্পেনে খুব কমই বাকী রইল। মুগীরা বুঝলেন, দ্বীন সম্পর্কে বেখবর করার সব পদ্ধতি গ্রহণ করেছে খৃষ্টান সরকার।

মুসলমানদেরকে ধর্মচ্যুত করার কঠোর প্রয়াস চলে ফার্ডিনেন্ডের আমলে। মুসলমানদের শিক্ষাঙ্গনে আরবী পড়া নিষিদ্ধ হল। আরবীয় পোশাক বেআইনী করা হল। বাধ্য করা হল মুসলমান সন্তানদের খৃষ্টানদের স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য। যারা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতো, তাদের জন্য ছিল যৎসামান্য সুযোগ। মুসলমানদের জন্য বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা ছিল। হাটে-ঘাটে অপদস্ত করা হত তাদের।

কমজোর ঈমানদারদের একটি দল প্রকাশ্যে ছিল খৃষ্টান, আর গোপনে নামাজ পড়তো নিজের ঘরে। এসব মুসলমানদের জন্য স্পেনের জাতীয় আন্দোলন ছিল বিপদজ্জনক। দেশী-বিদেশীর প্রশ্ন তুলল মুনাফিকরা। স্পেনীয়দের খেপিয়ে তুলল আরবীয়দের বিরুদ্ধে। এ সুযোগ গ্রহণ করল খৃষ্টান সরকার।। ঘৃতাহুতি দিল এ আগুনে। মসজিদ, মাদ্রাসা এবং শহরে বন্দরে তীব্র হয়ে উঠল এ আন্দোলন। আরব আর বর্বরী মুসলমানদের অধিকাংশই চলে গেল মরক্কো। বাকীরা এসে গ্রানাডা ওঠলো।

সফর শেষ করলেন মুগীরা। আশানুরূপ ফল পেলেন না। তবে ত্রিশটি শহরের প্রায় চার হাজার মুসলমান জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করল তার হাতে। নিরাশ হলেন না তাই। সিদ্ধান্ত নিলেন, স্পেনের প্রতিটি শহরে জিহাদের পয়গাম পৌছানোর। তিনি বুঝলেন, গ্রানাডার কোন জিন্দাদিল সম্রাট বিদ্রোহের পতাকা না তুললে, মুসলমানদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। গ্রানাডার সুলতান খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করলে তিনি স্বসৈন্যে অংশ নেবেন, এ ছিল তার জীবনের বড় আশা। কিন্তু মসনদের দাবীদারদের আত্মকলহের নজীর হয়ে রইল গ্রানাডা। এর পরও মুগীরা নিরাশ হলেন না। বেশভূষা পরিবর্তন করে প্রতি বছর ঘুরতেন শহরে বন্দরে। সংগ্রহ করতেন মুজাহিদ। নিজের আস্তানায় ফিরেও গোপন সংগঠন গুলোর কাছে চিঠি লিখতেন অনবরত।

গভীর অরণ্য। পুরনো কিল্লার এক কামরায় বসে আছেন মুগীরা। ভেতরে ঢুকল এক সিপাই।

'সীমান্ত থেকে একজন অপরিচিতকে গ্রেফতার করেছে আমাদের লোকেরা, টলেডোর জরুরী পয়গাম নিয়ে নাকি সে এসেছে।' বলল সে।

মুগীরা তখন পর্যন্ত টলেডো সফর করেন নি। অপরিচিত ব্যক্তিকে হাজির করা হল তার সামনে। বদর তখন চৌদ্দ বছরের বালক, বসে আছে পিতার পাশে। ভেতরে ঢুকেই চারদিকে দেখে নিল আগন্তুক।

'আপনার সাথে গোপনে কিছু কথা বলার প্রয়োজন ছিল।' বলল সে।

মুগীরা সিপাইকে বাইরে যেতে ইশারা করে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার বলো।'

লোকটি তাকাল বদরের দিকে।

'চিন্তার কারণ নেই, ও আমার ছেলে।' বললেন মুগীরা।

লোকটি একটা নীল খাম বের করল পকেট থেকে। এগিয়ে দিল মুগীরার দিকে। তিনি চিঠিটায় বেশ আগ্রহ নিয়ে চোখ বুলালেন। চিঠিটা তাকে বেশ চিন্তিত করে তুলল। চিঠির শেষ লেখাগুলো তার কানে বারবার বাজতে লাগলো 'টলেডোর দশ হাজার মুজাহিদ আপনার জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আশ্চর্য হচ্ছি, এ শহর এখনো আপনি দৃষ্টির বাইরে রেখেছেন দেখে। স্পেনের অন্যান্য শহরের তুলনায় এ শহরের মুসলমানরা বেশী মজলুম। জুলুমের বোঝার নিচে ধুকে ধুকে মরার চাইতে আপনার সাথে বীরের মৃত্যু গ্রহণ করার মতো হাজারো ব্যক্তি রয়েছে এখানে।'

দূতের দিকে গভীর ভাবে তাকালেন মুগীরা। বললেন, 'যাও, তাদের বলো আমি খুব শীঘ্রই আসব।'

সিপাইদের নির্দেশ দিলেন, 'একে আদবের সাথে সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে দাও।'

রাতের তৃতীয় প্রহরে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন মুগীরা। পরলেন পাদ্রীর পোশাক। একজন সিপাই এসে বলল, 'আপনার ঘোড়া প্রস্তুত।'

'এক্ষুণি আসছি।' বললেন মুগীরা।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল সিপাই। মুগীরা প্রদীপ হাতে দাঁড়ালেন ছেলের শিয়রে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার নিষ্পাপ চেহারার দিকে। একটু নুয়ে চুমু খেলেন তার কপালে।

হঠাৎ চিৎকার দিয়ে চোখ খুলল বদর। জড়িত কন্ঠে বলল, 'আমি কোথায়? আব্বাজান আপনি!' বলেই মুগীরাকে জড়িয়ে ধরল। 'আব্বাজান! আব্বাজান! আপনাকে একা যেতে দেবো না। আমিও যাব আপনার সাথে।'

মুগীরা বুকের সাথে চেপে ধরলেন বদরকে। বললেন, 'কি হয়েছে বেটা।'

'আব্বাজান, আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। কতগুলো নেকড়ে আমাদের তাড়া করছে। আপনি পেছনে পড়ে গেলে ওরা আপনাকে ধরে ফেলল। আমি এগিয়ে যেতে চাইলাম সাহায্যের জন্য। কিন্তু আপনি বললেন, 'বদর! পালিয়ে যাও। পালিয়ে যাও।' আব্বাজান! আপনি যেতে চাইলে আমিও যাব আপনার সাথে।'

'না বেটা।' গম্ভীর কন্ঠে জওয়াব দিলেন মুগীরা।

'আব্বাজান! গত বছর আপনি ওয়াদা করেছিলেন, গ্রানাডা যাওয়ার সময় আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন।'

'কিন্তু আমি গ্রানাডা নয় টলেডো যাচ্ছি। ওখানে তুমি আমার সাথে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।'

'আব্বাজান আমি ভীরু নই।'

'বেটা, যুদ্ধের ময়দান হলে নিশ্চয় তোমায় আমি সাথে নিতাম। টলেডো আমার একা যাওয়া প্রয়োজন।'

'আমার বিশ্বাস, আপনি সেখানে একা যাবেন না।'

'তা কেন?'

'আব্বাজান, আপনিই তো বলতেন আমার স্বপ্ন মিথ্যা হয় না।'

কী যেন ভাবলেন মুগীরা। বললেন, 'স্বপ্নের তা'বীর অন্য ভাবেও করা যায়। তুমি আমার সাথে থাকলে নেকড়ের সামনে পড়ব।'

বদর একটু ভেবে বলল, 'আপনি কবে ফিরবেন আব্বাজান।'

'এ মাসেই আমি ফিরে আসব। যদি কোন কারণে দেরী হয় খুঁজতে যেও না। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি হবে এ অরণ্যের রক্ষক। তুমি কর্তব্যে অবহেলা করবে না, এই আশা নিয়ে আমি যাচ্ছি। এ কাজ ফেলে আমার পিছনে ছুটলে বুঝব, তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করেছ।'

এক মাস কেটে গেছে কিন্তু মুগীরা ফিরে আসেন নি। এ ধরণের সফরে সপ্তাহের বদলে মাসও যেতে পারে। সঙ্গীরা তাই কোন সন্দেহ করেন নি। কিন্তু বদরের পেরেশানী দিনের পর দিন বাড়তে লাগল। একজন হুশিয়ার গোয়েন্দাকে টলেডোয় পাঠানোর প্রস্তাব করলেন তিনি। 'যার দাওয়াতে তিনি গেলেন তার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।' জবাব দিল পরামর্শ পরিষদ।

আলমারী থেকে দাওয়াতপত্র বের করলেন বদর। কিন্তু প্রেরকের নিজের নাম গোপনের অনেক অজুহাত দেখতে পেলেন চিঠিতে। সেখানে লেখা ছিল, 'আপনার স্মরণশক্তিতে একটু দৃষ্টি বুলালেই চিনতে পারবেন আমাকে। সেভিলের কাছে এক

সরাইখানায় আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আফসোস, ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার আগে আপনার নাম বলেন নি। কথা বলার সুযোগ পেলে বুঝতে পারতেন আমার ও আপনার উদ্দেশ্য এক। কিন্তু কিছু বলার আগেই আপনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। আমার সম্পর্কে আপনার মনে সন্দেহ জাগতে পারে ভেবে আপনাকে আমি অনুসরণ করিনি। টলেডো আসতে অসুবিধা মনে করলে আপনার খেদমতে হাজির হতে আমি তৈরী। কিন্তু যে কারণে দাওয়াত দিচ্ছি এতে সে উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। যদি আসেন, শহরের পূর্ব পাশের ফটকের বাইরে একটা সরাইখানা দেখবেন। সরাইখানার মালিকের সামনের পাটির নিচের দুটি দাঁত ভাংগা, দেখতে বেটেখাট। তাকে বলবেন, 'হারানো বন্ধুর সাথে দেখা করতে চাই।' টলেডোয় আমাকে খুঁজবেন এভাবে। সে আপনাকে আমার কাছে পৌছে দেবে। আপনার নাম বা উদ্দেশ্যে কিছুই বলবেন না তাকে।'

এ চিঠি যেমনি ছিল শান্তনাদায়ক তেমনি ছিল চিন্তার কারণ। বদরের সঙ্গীরা একজন হুশিয়ার গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দিলেন টলেডোতে। এখনো ফেরেনি সে।

কিছুদিন পর। কর্ডোভার গোপন সংগঠনের পক্ষ থেকে দূত এল। বয়ে আনল এক দুঃসংবাদ। টলেডোর চৌরাস্তায় মুগীরাকে ফাঁসী দেয় হয়েছে। ওরা এ সংবাদ পেয়েছে কয়েকজন ব্যবসায়ী মারফত।

কয়েকদিন পর একই সংবাদ নিয়ে ফিরে এল বদরের গোয়েন্দা। বদর আর তার সংগীরা জানতে চাইল বিস্তারিত ঘটনা। গোয়েন্দা বলল, 'মুগীরার দাওয়াতকারীকে আমি খুঁজে পাইনি। সরাইখানার মালিকের বুকে রাতে তরবারী চেপে ধরে তাকে সত্য কথা বলতে বাধ্য করেছি। সে বলেছে, এ কাজ করার জন্য শহরের কোতোয়াল তাকে নির্দেশ দিয়েছে।' বদর এবং তার সংগীরা বুঝলেন সেই চিঠির প্রেরক গাদ্দার। শহর কোতোয়াল অথবা গভর্নরের নির্দেশ পালক কেউ। বাঘ শিকারের টোপের মত ব্যবহার করা হয়েছে সরাইখানার মালিককে।

ধীরে ধীরে গোটা স্পেনে পৌছে গেল মুগীরার মৃত্যু সংবাদ। বিভিন্ন শহরের গোপন সংগঠন এ সংবাদে নিরাশ হয়ে গেল। গ্রানাডার মানুষ অনুভব করল তাদের সব চাইতে শক্তিশালী হাতটা ভেংগে গেছে। মুগীরার অল্পবয়স্ক অথচ বুদ্ধিদীপ্ত সন্তানের প্রতি আস্থা ছিল অরণ্যের মুজাহিদদের। অল্প কদিনের মধ্যে সে প্রমাণও করলো তার যোগ্যতা।

বদর বাহিনীর ওপর সীমান্তের খৃষ্টান গভর্নর একদিন আচানক আক্রমণ করে বসল। বদর সরে এল পিছনে। ওদের নিয়ে এল গহীন পার্বত্য এলাকায়। সেখানে শত শত দুশমনদের জন্য একজন তীরন্দাজই ছিল যথেষ্ট। পার্বত্য এলাকায় খৃষ্টানদের অর্ধেক সৈন্য খতম হলে ওরা জংগলের দিকে সরে যেতে বাধ্য হল।

অরণ্যের তীরন্দাজরা পাহাড়ী তিরন্দাজদের চাইতে বেশী বিপদজ্জনক ছিল খৃষ্টানদের জন্য। ওরা টের পেল বাঘের থাবা থেকে বেরিয়ে সিংহের মুখ গহ্বরে প্রবেশ করেছে ওরা। কিছুতেই ওরা আর এগুতে পারল না। ঘন অরণ্যে লুকিয়ে থাকা সিপাইদের তীর বৃষ্টিতে কাবু হয়ে গেল ওরা। ছয় হাজারের মধ্যে মাত্র পনেরশো ফৌজ নিয়ে এবার পিছিয়ে যেতে চাইল খৃষ্টান সেনাপতি।

আচমকা গাছের ওপর থেকে সেনাপতির ঘোড়ার উপর লাফিয়ে পড়লো বদরের এক সৈন্য। ধস্তাধস্তি করে দু'জনেই পড়ে গেলো নিচে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওরা সেনাপতির দূরাবস্থা। দ্বিতীয়বার দেখার সাহস হলনা কারো। যে যেদিকে পারে পালাতে লাগল। সীমান্তের কাছাকাছি এসে দেখল আরেক বিপদ। সবগুলো পথ বন্ধ করে দিয়েছে বদরের সৈন্যরা। পিছনে তীর বৃষ্টি, সামনে তরবারীর চমক। যারা বেঁচে গেল, ছুটল বায়ের ঢালুর দিকে। কিন্তু আধমাইল গিয়েই সবার চক্ষু চড়কগাছ। সামনে অপেক্ষা করছে বিরাট গর্ত। নিরাশ হয়ে ঘোড়াসহ দুশো সৈন্য ঝাপিয়ে পড়ল গর্তে, বাকীরা ছেড়ে দিল হাতিয়ার। গর্তে পড়ে যাওয়া খৃষ্টানদের ধাওয়া করতে কয়েকজন সিপাইকে নির্দেশ দিলেন বদর। বাকীদের পাহারায় নিযুক্ত করলেন আরো কিছু সৈন্য।

ভোর বেলা শুরু হয়েছিল এ সংঘর্ষ। দুপুর নাগাদ সব চুপচাপ হয়ে গেল। বিকেলে দেখা গেল জখমী এবং বন্দী খৃষ্টান সৈন্যদের পোশাক পড়ছে বদরের দু'হাজার সৈন্য। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বড় ধরনের এক অভিযানে বের হয়ে গেল সন্ধ্যার একটু আগে।

বিজয়ী জেনারেলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তৈরী হচ্ছিল ফার্ডিনেন্ডের শহুরে বাসিন্দারা। সূর্যের লালিমা ভেদ করে ভেসে ওঠছে সন্ধ্যার কাল রেখা। ফটকের কার্নিশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠল এক সিপাই, 'ঐ যে তারা এসে গেছে। কাউন্ট সেন্ট ইয়াগো- জিন্দাবাদ।'

জিন্দাবাদ আওয়াজ ভেসে আসছিল চারদিক থেকে। গীর্জায় বেজে ওঠল ঘন্টা ধ্বনি। হাজার হাজার নারী পুরুষ বেরিয়ে এল শহরের বাইরে। সবার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন বিশপ। হাতে ফুলের তোড়া। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ নিকটতর হতেই ওদের জিন্দাবাদ ধ্বনি মুখরিত করে তুলল আকাশ বাতাস। হঠাৎ এক সওয়ার কাফেলা থেকে এগিয়ে শহরের ফটকের কাছে পৌছে ঘোড়া থামালেন। একবার পিছন ফিরে তাকালেন। দেখতে দেখতে দুহাজার সৈন্য জমা হল দরজার সামনে। শহুরে বাসিন্দারা থ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্যে। ভয় পেয়ে এদিক ওদিক সরে গেল সবাই।

সাদা পোশাকধারীর আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে কেঁপে উঠল দিগবিদিক। বিশপ বুঝতে পারল না এ আওয়াজ। তার দৃষ্টি চলে গেল সাদা পোশাকধারীর পতাকার দিকে। ক্রুশের পরিবর্তে সেখানে শোভা পাচ্ছে হিলালী নিশান। হাত থেকে ফুলের তোড়া পড়ে গেল তার। কেউ আল্লাহু আকবারের তকবীর ধ্বনি শুনছিল। কেউবা দেখছিল আক্রমণ কারীদের সেনাপতির হাতে উড়ন্ত হেলালী নিশান।

খোলা দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করলো দু'হাজার মুজাহিদ। কিছুক্ষণ পর কাউন্টের সৈন্যদের যারা পালাতে পেরেছিল ছুটে এল শহরের ফটকে। পলায়নপর শহুরে বাসিন্দারা বলল, 'মুসলমানরা শহর দখল করে ফেলেছে।'

গভীর রাত পর্যন্ত মালে গনীমত সংগ্রহ করলেন বদর বিন মুগীরা। সোনা, রূপা ছাড়াও জরুরী জিনিসপত্র এবং পশুদের এক বিরাট বহর নিয়ে শহর শূন্য করে ফেললেন। মালে গনীমত পাচঁশো সওয়ারীর হাওলা করে আশপাশের ছোট ছোট

শহরের দিকে রওনা করলেন বদর। পরিশ্রান্ত সিপাইরা অরণ্যের আবাসে রওনা করলেন পরদিন ভোরে। তাদের সামনে ছিল একপাল পশু, গনীমতের মালে বোঝাই গাধা আর খচ্চর। বন্দী হয়ে সময় কাটাতে হবে, আক্রমণের আগের রাতেও ভাবেনি সেন্ট ইয়াগো। মেরীর মুর্তির সামনে শপথ করেছিল দু'হাজার সৈন্য, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ওরা যুদ্ধ করে যাবে।

দুশমনের পক্ষ থেকে বাধা আসার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মুগীরার মৃত্যুর পর এই আচানক হামলার মোকাবিলা এত হুশিয়ারীর সাথে করা হবে, এমনটি ভাবেনি সে। সাদা পোশাক পরা একজন লোককে সে বনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে সৈন্যদের কি যেন বলতে দেখেছে। এই নতুন সেনানায়ক মুগীরার চেয়ে কম বিপজ্জনক নয় তখনই বুঝে নিয়েছে সেন্ট ইয়াগো। বেচারা এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছে সারারাত। বদরের লোকদের দেয়া খানা তখনও তেমনি পড়েছিল। আত্মমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তার সাথে কথা বলছিল পাহারাদার।

কখনো স্বগতোক্তি করত সে, 'কে এই শিকারী? এখন কোথায়? তাকে দেখব আমি। মেরীর কসম! সে মানুষ নয়।' কখনও রাগের মাথায় চিৎকার করে উঠত, 'ফিরে গিয়ে কিভাবে মুখ দেখাব আমি, আমায় কেন তোমরা হত্যা করছ না?'

পালিয়ে যাবে না, বন্দী হবার সময় ইজ্জতের কসম করে বলেছিল সে। বদরের সৈন্যরা এ জন্য তার হাতে বেড়ি পরায়নি আবার সাধারণ কয়েদীদের মত নিরস্ত্রও করেনি তাকে। কিন্তু রাগে অপমানে নিজের খঞ্জরে আত্মহত্যা করার সময় একজন সৈনিক তার হাত ধরে ফেলল। এ অবস্থা দেখে ছুটে এল আরো কয়েকজন। বাধ্য হয়ে জোর করে নিরস্ত্র করা হল তাকে। বদরের সহকারী তার হেফাজতের জন্য নিযুক্ত করল দুজন পাহারাদার।

'আমীর না আসা পর্যন্ত এর হেফাজত করা আমাদের জন্য ফরজ।' বললেন তিনি।

পরদিন দুপুরে বনে ফিরে এলেন বদর। আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে কেঁপে উঠল শান্ত বনভূমি। অশ্বস্তিতে কেটেছে সেন্ট ইয়াগোর সারাটা রাত। তাবু থেকে বেরিয়ে গাছের ঠান্ডা ছায়ায় ঘাসের উপর ঘুমুচ্ছিল সে। তাকবীরের আওয়াজে চোখ মেলে দেখলো অস্ত্র সজ্জিত বদর তার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখ দুটি ছাড়া কালো নেকাবে তার চেহারা ঢাকা। পোশাকে রক্তের দাগ। সেন্ট ইয়াগো তার মাথ থেকে পা পর্যন্ত দেখল কয়েকবার। 'আমার হাত তোমার মুখের পর্দা পর্যন্ত উঠলে দেখতাম জীবনে চরম ভাবে কে আমায় পরাজিত করল।'

'জয় পরাজয়ের জন্য চিন্তিত হওয়া একজন সৈনিকের উচিৎ নয়।' জবাব দিলেন বদর। সাথীদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার আশা ছিল এর সাথে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে। আমি জানতে চাই, তার ইজ্জতের শপথের মর্যাদা দেয়া হয়নি কেন? কেন নিরস্ত্র করা হল তাকে?'

বদরের সহকারী বললেন, 'আমরা শুধু তার অস্ত্রের অন্যায় ব্যবহার থেকে তাকে বিরত রেখেছি। একজন বীরের পক্ষে আত্মহত্যা সাজে না।'

'ঘোড়া এবং অস্ত্র ফিরিয়ে দাও তাকে আর অন্যান্য সৈন্যদের বাঁধন খুলে চোখ

বেঁধে সীমান্তে পৌঁছে দাও।'

'সীমান্তে নিয়ে গিয়ে আমাদের ওপর তীর বৃষ্টি করবে না, এ আশা কি আপনার সৈন্যদের ওপর করতে পারি?' বলল সেন্ট ইয়াগো।

ঝাঝালো কণ্ঠে জবাব দিলেন বদর, 'না, এ দস্তুর তো শুধু আপনাদের। পতিত দুশমনের ওপর আমরা অস্ত্র চালাই না।'

বদরের সহকারী একটু এগিয়ে এল। ধীর কণ্ঠে বলল, 'মুক্তিপণ ছাড়া আমরা তাকে ছাড়ছি না।'

'তোমার মতে কত হতে পারে এর মুক্তিপণ?'

'পঞ্চাশ হাজার তো বটেই।'

'এর চেয়ে শতগুণ বেশী উসুল করেছি আমরা। এদেরকে সীমান্তে দিয়ে এস। কয়েক বছর পর তাদের শুন্য কোষাগার ভরে গেলে এখানে আসার জন্য আবার দাওয়াত দেব। আমার সংগীদের বিশ্রাম প্রয়োজন।' বলেই বদর কিল্লার দিকে রওনা করলেন।

এ বিজয়ের পর সাধারণ মানুষের মুখে মুখে সেন্ট ইয়াগোর দেয়া নাম 'সীমান্ত ঈগল' বিখ্যাত হয়ে গেল। অসংখ্য বীরত্ব গাঁথা যোগ হতে লাগল এ নামটির সাথে। অন্ধবিশ্বাসী খৃষ্টানদের ধারণায় 'সীমান্ত ঈগল' অতি মানব। বিদ্রোহী অরণ্য এবং অনেক দূরে খৃষ্টান শহরে একই সময়ে লড়তে দেখা গেছে তাকে। খৃষ্টান রাজ্য থেকে তার খ্যাতি পৌঁছলো গ্রানাডা পর্যন্ত। আলেমগণ তাকে বললেন ইসলামের গাজী। তার সাথে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া শাহজাদীর প্রেমের রং চড়াল কবিদের কলম। জীবন যৌবনের শত কাহিনী রচিত হল সাহিত্যের ভাষায়। দিনের শেষে শ্রান্ত কৃষক ঘরে ফিরে গল্পের আসর জমাল তাকে নিয়ে।

সেন্ট ইয়াগো ছিল ফার্ডিনেন্ডের প্রিয়ভাজন বীরদের একজন। চরম পরাজয়ের পর অরণ্যের নতুন দুশমনের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস হল না তার। সীমান্তে সৈন্য পাঠাতে এলাকার সামরিক ঘাঁটিতে সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করত সে। বিজয়ের আশায় দু'বছর ধরে প্রস্তুতি নিল ফার্ডিনেন্ড। মানুষের মন থেকে 'সীমান্ত ঈগল' ভীতি দূর করতে এবং নিজের শক্তি যাচাই করতে কয়েকবার আক্রমণ করল তার বিরুদ্ধে। সেন্ট ইয়াগোর মতই হল ওদেরও পরিণতি।

'সীমান্ত ঈগল' নিজেদের স্থানে অত্যন্ত বিপজ্জনক উপলব্ধি করল ফার্ডিনেন্ড। কিন্তু বনভূমি ছেড়ে খৃষ্টান রাজ্য কব্জা করার মত সৈন্য সংখ্যা তার ছিল না। সুতরাং গ্রানাডার শেষ ইসলামী সালতানাত ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করল খৃষ্টান সরকার। যার অধিবাসীরা পরাধীনতার বিরুদ্ধেই শুধু নয় বরং হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে ছিল উদগ্রীব।

এ সুযোগ কাজে লাগালেন বদর। সংগঠিত করতে লাগলেন শক্তি। বিভিন্ন শহরের গোপন সংগঠনগুলো অনুভব করল, মুগীরার অল্পবয়স্ক সন্তান ছাড়া কোন উপায় নেই। অনেকেই ঘরবাড়ী ছেড়ে বদরের দলে এসে যোগ দিল জিহাদের প্রেরণা নিয়ে।

কর্ডোভার মুহাজির ছিলেন বশীর। অল্প বয়সেই চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে

www.priyoboi.com

উঠেছিলেন তিনি। ফিরিয়ে এনেছিলেন বংশের হৃতগৌরব। কর্ডোভা এবং সেভিলের গভর্ণর ছিলেন তার চিকিৎসাধীন। ঘোড়া থেকে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন কার্ডিজের যুবরাজ। ফার্ডিনেন্ড ডেকে পাঠালেন তাকে। তার সুস্থ হবার পর সম্রাট এবং তার স্ত্রী ইসাবেলা রাজ চিকিৎসক হবার অনুরোধ করলেন বশীরকে। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি ফিরে এলেন কর্ডোভা। দু'বছর পর বদরের ডাকে ছুটে গেলেন শানদার মহল ছেড়ে। বরণ করলেন অরণ্যের মুজাহিদী জিন্দেগী।

আল জাগলের সাথে মোলাকাতের দু'মাস পর 'সীমান্ত ঈগলের' এলাকার সাথে যুক্ত ছিল গ্রানাডা সীমান্তের যে এলাকা আবুল হাসান গোপন নির্দেশে তা বদরের হাওলা করে দিলেন। খাজনা আদায় এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না বদরের। মহকুমা হাকীমের তত্ত্বাবধানে ছিল এ সব। নতুন সামরিক ঘাঁটি তৈরী এবং সৈন্যদের সংগঠিত করার জিম্মা নিলেন বদর। অল্প কজন বিশ্বস্ত সামরিক অফিসার মাত্র চিনতেন নতুন সেনাপতিকে। সমগ্র স্পেনের মত গ্রানাডার মুসলমানও যাকে 'সীমান্ত ঈগল' নামে স্মরণ করে, তিনিই যে সেনাপতি জানত না কেউ। সৈন্যদের সামনে একদিন গভর্ণর ঘোষণা দিলেন, 'তাদের অনুরোধেই 'সীমান্ত ঈগল' সৈন্যদের জংগলে ট্রেনিং দিতে সম্মত হয়েছেন। আমি দু'শ করে তোমাদের পাঠাব ওখানে। আমার বিশ্বাস, তার প্রশিক্ষণ তোমাদের জন্য হবে অত্যন্ত ফলপ্রসু।'

যুদ্ধের নতুন পদ্ধতি শিখার চাইতে অরণ্যের বাজপাখীকে দেখার ইচ্ছাই সৈন্যদের মাঝে ছিল প্রবল। সীমান্ত ঈগলের পোশাকে তাদের স্বাগত জানাতেন বদরের নায়েব মনসুর বিন আহমেদ। জংগল আর পাহাড়ে যুদ্ধের পদ্ধতি শিখানোর পর তদের তিনি ফেরত পাঠাতেন।

গ্রানাডা সীমান্তে সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করল ফার্ডিনেন্ড। আবুল হাসান জবাব দিলেন, 'এসব প্রচেষ্টা সীমান্ত শিকারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য।'

ফার্ডিনেন্ডের আশ্বস্ত হবার আরও কারণ ছিল। সীমান্ত থেকে তার দেশে যাতায়াতের লোকজন বৃদ্ধি পায়নি। কর্ডোভা, কার্ডিজ এবং অন্যান্য শহরের ব্যবসায়ী তার দেশের অনুমতি পত্র দেখিয়ে সীমান্ত পার হয়ে যেতো গ্রানাডায়।

গাদ্দার

কার্ডিজের রাত। রানী ইসাবেলা আর ফার্ডিনেন্ড বসে আছেন শাহী মহলের সোনার আসনে। চেহারায় তাদের দুশ্চিন্তার ছাপ। মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলেন রানী। বললেন, 'আপনি এত পেরেশান কেন? গ্রানাডার রাজস্ব এত বেশী নয়, যার জন্য

এত চিন্তা করতে হবে।'

'রানী! রাজস্বের জন্য আমি চিন্তিত নই।' বললেন ফার্ডিনেন্ড। 'রাজস্ব বাবদ যা পাই আবুল হাসানের কাছ থেকে, সীমানার চৌকিগুলোতে তার কয়েকগুণ বেশী খরচ করতে হয় আমাকে। খেরাজ দেয়া বন্ধ করেছে আবুল হাসান। এর মানে নিজের শক্তির উপর তার পরিপূর্ণ আস্থা। বদ কিসমত আমাদের। গ্রানাডা তখতের দাবীদার আজ কেউ নেই। আমাদের তলোয়ারের চাইতে ওদের আত্মকলহই ছিল এতদিন আমাদের সাফল্যের কারণ।'

'ওরা এক হলেও আমাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলবে না। কর্ডোভা, টলেডো এবং সেভিলে বিদ্রোহীদের পরিণতি নিশ্চয়ই ভুলেনি ওরা।'

'স্পেনিশ, বরবরী এবং আরবী মুসলমান যখন আত্মকলহে লিপ্ত ছিল, সে সময়ের কথা বলছ তুমি। তরবারির চাইতে তাদের বিচ্ছিন্নতাকেই বেশী কাজে লাগিয়ে ছিল আমাদের পূর্বসুরীরা। এজন্যে আমাদের কব্জায় এসেছে স্পেনের তিনচতুর্থাংশ। আমাদের মত ওরা এক হলে বিজয় হত সুদূর পরাহত।'

'তাদের পারস্পরিক ঝগড়া মা মেরীর কৃপা।'

'হায়! মেরীর সুনজরে যদি গ্রানাডার মুসলমানও কর্ডোভা আর টলেডোর মত বিচ্ছিন্ন হতো। নয়তো ওদের ঐক্য বড় দুশমনকেও পিছু হটতে বাধ্য করবে। ওরা বিচ্ছিন্ন হলে মামুলি বাতাসে ধুলির স্তুপের মত উড়ে যাবে। তাদের ঐক্য ঝড়ের সামনে বিরাট মরুদ্যান যেন। শুনেছি গ্রানাডার কিছু আলেম ইসলামের নামে ওদের জাগানোর চেষ্টা করছে। তাই যদি হয়, 'সোনা রূপার টাকার পরিবর্তে আমাদের টাকশালে তৈরী হয় ইস্পাতের কৃপাণ' আবুল হাসানের এ ধমক ফেলে দেয়ার নয়।'

'রানী। অসংখ্য সিপাইয়ের চাইতে ওদের গৃহযুদ্ধের ওপরই আমার ভরসা ছিল বেশী। নিরুপায় না হলে গ্রানাডায় ফৌজ ব্যবহার করা ঠিক হবে না। তবে দুশমনকে প্রস্তুতির সুযোগ দেয়াও উচিত নয়।'

'আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু কাউন্ট সেন্ট ইয়াগোর পরাজয়ে আমাদের সিপাইদের যে দুর্ণাম রটেছে তা এখনো মুছে যায়নি।'

'সীমান্ত ঈগলকে আমরা স্বাধীন সুলতান মেনে নিয়ে গ্রানাডার বিরুদ্ধে তার সাথে কোন চুক্তি করতে পারি না?'

'না। আমার ভয় হয়, আবুল হাসান বিদ্রোহ করলে সে তার সাথেই যাবে।'

কামরায় ঢুকে নতজানু হয়ে কুর্নিশ করল একজন ফৌজি অফিসার। বলল 'আবু দাউদ সাক্ষাতের অনুমতি চাইছে।'

'আমি হুকুম দিয়েছিলাম অবিলম্বে তাকে আমার সামনে হাজির করার জন্য।' রাগত কণ্ঠে বলল ফার্ডিনেন্ড। কথার চাইতে আওয়াজেই ভয় পেল অফিসার। কুর্নিশ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'গ্রানাডা গিয়ে আবু দাউদ আমাদের পক্ষে থাকবে, এর ভরসা কি?' বলল রানী।

'মুগীরাকে পাকড়াও করার পর থেকে সে বরাবর আমাদের বিশ্বস্ত আছে।'

'কিন্তু গ্রানাডার শাহী মহলে প্রবেশ করা তার জন্য যদি সহজ না হয়?'

কামরায় এল আবু দাউদ। বয়স পয়তাল্লিশের কাছাকাছি। চেহারা আরবী-স্পেনিশ মিশ্রিত। অর্ধেকেরও বেশী দাড়ি সাদা। তবুও তার চেহারায় ছিল যৌবনের দীপ্তি। কালো জুব্বা আর সাদা পাগড়ী পরেছিল সে। সামনে এগিয়ে সে চুমো খেল বাদশাহ এবং রানীর হাতে। দু'তিন কদম পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আদবের সাথে।

'বসো।' শুন্য চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইশারা করলেন বাদশাহ। স্বসংকোচে বলল আবু দাউদ, 'হুকুম অমান্য করার সাধ্য নেই গোলামের। কিন্তু রানী এবং বাদশাহ্‌র সামনে দাঁড়ানোও আমার জন্য বড় ইজ্জত।'

'বাদশাহ এবং রানী তোমায় বসতে বলছেন।' মুচকি হেসে বলল ফার্ডিনেন্ড।

'গোলামের অবাধ্য হবার অধিকার নেই।' বলেই বসল আবু দাউদ। ফার্ডিনেন্ড বললেন, 'আবু দাউদ! আমাদের পবিত্র পাদ্রীদের পূর্বেই তুমি কুদরতের ইশারা পেয়ে থাক। আরো একটা পরীক্ষা নেব তোমার বুদ্ধির। বলতো কোন মুশকিলে পড়েছি আমরা?'

'মুনিবের সামনে মামুলী বুদ্ধি প্রদর্শনতো গোলামের জন্য গোস্তাখী। আমি হুজুরের নির্দেশ পালন করছি মাত্র। মহামান্য সম্রাট চাইছেন এ দীন গোলাম যেন গ্রানাডা যায়।'

'তুমি পাদ্রীর পোশাকে থাকলে একে বলতাম রুহানিয়াত। কিন্তু আমি জানি বুদ্ধির বাইরে কিছু নেই তোমার। তোমায় গ্রানাডা পাঠাব বুঝলে কিভাবে?'

'আবুল হাসান কর দেয়া বন্ধ করেছে, গোলাম তা জানে। শাহানশাহ ওমরাদের বৈঠক ডেকেছেন, তা শেষ হবার পরই দূত আমার কাছে পৌছেছে। এ অবস্থায় আমাকে দিয়ে কি আশা করছেন, বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আবুল হাসানের বিরুদ্ধে কোথাও পাঠাতে হলে গ্রানাডা পাঠাবেন, তা আমি জানি।'

'এ অভিযানে তোমাকে কি করতে হবে ভেবেছ নিশ্চয়?'

'জি হ্যাঁ। বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে হবে গ্রানাডায়। একজন দাবীদার তৈরী করতে হবে সালতানাতের। গ্রানাডা গিয়েই ফয়সালা করব কে হবে এই দাবীদার।'

'আল জাগল সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'

'ভাইয়ের পক্ষই সমর্থন করবে আল জাগল। কিন্তু ....'

'কিন্তু কি?'

'সঠিক বলতে পারছি না, আবুল হাসানের এক পুত্রকে কাজে লাগানো যেতে পারে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তা বুঝেছি। আবু আব্দুল্লাহর সন্দেহ, বাবা সৎ ভাইকে করবেন ভাবী সম্রাট। আমি আরো শুনেছি, খৃষ্টান স্ত্রীর প্রতি আবুল হাসান বেশী দুর্বল।'

'তা হলে তুমি কিসের অপেক্ষা করছ? আব্দুল্লাহর সন্দেহ তুমি তার দীলে গেঁথে দিতে পার। আজই রওনা কর।' খুশী হয়ে বললেন ফার্ডিনেন্ড।

'আমি প্রস্তুত। কিন্তু স্ত্রী পরিজনও সাথে নিতে চাই। আপনার ফৌজের জন্য গ্রানাডার সব দুয়ার খুলে দেয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করতে হবে আমায়। এতটুকু সন্দেহও সব পরিকল্পনা মাটি করে দিতে পারে। একজন আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে সীমান্ত পাড়ি দেব আমি। স্ত্রী পরিজন আপনার হুকুমতের জুলুমের ইতিহাস বর্ণনা করবে। তা হলে কেউ সন্দেহ করবে না আমাকে। স্ত্রীর মাধ্যমে হারেমে যাবার সুযোগটাও পেয়ে

যাব।'

'আবু দাউদ! তোমার এ খেদমত আমি কোনদিন ভুলব না। ওয়াদা করছি, গ্রানাডায় আমাদের প্রথম গভর্নর থাকবে তুমি আর তোমার বংশের কব্জায়। তুমি চাইলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে আমি প্রস্তুত।'

'খাদেমের জন্য হুজুরের জবান লেখার চেয়ে কম নয়।'

'ভোরেই আমার সাথে দেখা করবে। শাহী খাজাঞ্চিখানা থেকে মেটানো হবে তোমার সব প্রয়োজন।'

জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। চার ঘোড়ার একটা টাংগা ফার্ডিনেন্ডের সীমান্তে গিয়ে পৌছল কর্দমাক্ত হয়ে। থামল কেল্লার দরজায়। কেল্লার মুহাফেজ অপেক্ষা করছিল দরজায়। ছুটে বেরিয়ে এল টাংগার কাছে।

অফিসার গোছের এক নওজোয়ান এগিয়ে এসে খুলে ফেলল গাড়ীর দরজা। ভেতরে উঁকি মেরে আদবের সাথে বলল, 'গভর্নরের পক্ষ থেকে আপনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ আমি পেয়েছি। তাজাদম ঘোড়া আপনার জন্য তৈরী। কিন্তু ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ঘোড়ার গাড়ীর সফরে কষ্ট হবে আপনার। ভালো মনে করলে বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। পাহাড়ী নদীর পানি নেমে যাক। আপনার খানা তৈরী।'

বাইরে উঁকি মেরে আবু দাউদ বলল, 'আমার সফরের জন্য এমন আবহাওয়াই ভালো। খানা খেয়েই চলে যাব আমি। সফরের ব্যাপারে তোমাকে কয়েকটি জরুরী কথা বলতে চাই।'

'প্রাণ দিয়ে আপনার হুকুম তামীল করব আমি। আসুন।'

আবু দাউদের সাথে স্ত্রী এবং দুই যুবতী মেয়ে নামল গাড়ী থেকে। একজনের নাম ইনজিলা। দ্বিতীয় জনের চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট মনে হয়। মায়ের মতোই তার গোলগাল চেহারা, নীল চোখ আর সোনালী চুল। গালের তিলটাও মায়ের অতীত যৌবনের প্রতিচ্ছবি যেন।

দ্বিতীয় মেয়ে রাবিয়া। ইনজিলার সৎ বোন। মীরা তার সৎ মা। কাজল টানা চোখ দুটি তার সৎমা ও বোনের থেকে আলাদা। ওদের চাইতে একটু লম্বা সে। ফরসা শরীর, হালকা লাবণ্যময়ী চেহারা। মনে হয় দুধ ও মধুর সাথে কুদরত কিছু গোলাপী রং মিশিয়ে দিয়েছে। চেহারার গাম্ভীর্য আর ঔজ্জ্বল্যের সংমিশ্রনে তাকে মনে হচ্ছিল নারী সৌন্দর্যের অপূর্ব মানস প্রতিমা।

সামান্য মিল ছিল রাবিয়া এবং ইনজিলার চেহারায়। যা অনুভব করা যায় শুধু, বলা যায় না। দুজনই সুন্দরী। ইনজিলার সৌন্দর্য যদি হয় মরু ফুলের উচ্ছসিত আবেগ, রাবিয়ার গাম্ভীর্য অর্ধ ফোটা গোলাপের মৃদু হাসি।

ফৌজি অফিসারের সাথে ওরা ঢুকল কেল্লার ছোট্ট কামরায়। বসল খাবার টেবিলের সাজানো চেয়ারে। রুপোর থালায় খাবার সাজিয়ে ঘরে ঢুকল ওয়েটার। আবু দাউদের ইশারায় ফৌজি অফিসার বসল একটা চেয়ারে। খেতে খেতে প্রশ্ন করল আবু দাউদ, 'এখান থেকে গ্রানাডার প্রথম চৌকির দূরত্ব কদ্দুর?'

'আট মাইলের মত। তিন মাইল পরেই তাদের সীমানায় প্রবেশ করবেন। মনে হয় ওদের চৌকির অফিসারকে লিখলে সে এগিয়ে এসে আপনার হিফাজতের ব্যবস্থা করত। কিন্তু ওদের কিছু না বলার নির্দেশ পেয়েছি গভর্ণরের পক্ষ থেকে।'

'আমার পরামর্শ আনুযায়ীই কাজ করেছেন গভর্ণর। শাহী দূতের মত নয় বরং আশ্রয় প্রার্থী মুসলমানদের মত আমি ওদের সীমানায় প্রবেশ করতে চাই।'

'ওদের ধোকা দিতে চাইলে গাড়ী ছেড়ে শুধু ঘোড়া অথবা পায়ে হেঁটে রওনা করতে পারেন। কারণ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গাড়ী এ সড়ক অতিক্রম করেছে, এমনটি ওরা ভাববে না।'

'গ্রানাডা আর কার্ডিজের ব্যবসায়ী নির্দ্বিধায় এ পথে আসা যাওয়া করে। আমি যা ভেবেছি, অনেকটা সফল হব আশা করি। তোমাদের বিশজন সিপাইকে আমাদের গাড়ীর পিছনে লেলিয়ে দাও। গ্রানাডা সীমান্তে পৌঁছে আমাদের গাড়ী জোরে ছুটতে থাকবে। ওরা প্রকাশ্যে দেখাবে আমাদের ধাওয়া করছে। খৃষ্টান ফৌজ আমাদের ধাওয়া করছে দেখলে আশা করি গ্রানাডার সিপাইরা আমাদের সহজেই প্রবেশের অনুমতি দেবে। আমরাও আশ্রয় পাব। তোমাদের সিপাইরা ওদের সাথে ছোটখাট সংঘর্ষ করে ফিরে আসবে।'

'নিঃসন্দেহে এটা উত্তম পরিকল্পনা। কিন্তু তবু আমার ভয় হয়, আপনার গাড়ী কোন বিপদে না পড়ে। পথ মোটেই ভাল নয়।'

'এ অবস্থায় ছোটখাট বিপদ তো আসবেই। যেমন কোচওয়ান যখমী হতে পারে। অথবা ঘোড়ার গায়ে দু'একটা তীর লাগতে পারে। এসব মামুলী ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, আমি নিজেই সিপাইদের সাথে থাকব।'

একজন চাকর কিল্লার এক সিপাইকে ডাকল ফৌজি অফিসারের হুকুমে।

'তোমরা বিশজন সওয়ার তৈরী হও।' বললেন অফিসার। এরপর আবু দাউদের দিকে ফিরে বললেন, 'সীমান্ত ঈগল সম্পর্কে কিছু শুনেছেন আপনি?'

একথায় আবু দাউদ প্রশান্ত চিত্তে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, অনেক কিছুই শুনেছি। কিন্তু তার এলাকা তো এখান থেকে অনেক দূর।'

'অনেক দূরে হলেও তার সংগীরা এর মধ্যেই তিনবার আমাদের ঘোড়া ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

'কখন?' প্রশ্ন করল ইনজিলা।

'গত বছর। এ বছর আমাদের দিকে মনযোগ দেয়নি সে। গত বছর এক সপ্তাহ এ কিল্লা ছিল তার কব্জায়।'

'তাকে তোমরা নিশ্চয় দেখেছ? সে দেখতে কেমন?'

'আমাদের সামনে সে মুখোশ খোলেনি। কিন্তু আওয়াজে বুঝা যায় বয়স খুব বেশী নয়।'

'কিল্লা থেকে তাকে বের করলেন কিভাবে?' জানতে চাইল মীরা।

'সে নিজেই চলে গেছে। তার দরকার ছিল আমাদের শস্য আর ঘোড়া।'

'সে নাকি বড় জালেম?' বলল ইনজিলা।

'না, তাকে জালেম বলা ঠিক হবেনা, এ তার সৌন্দর্য। গরীব মিসকিনদের উপর হাত তোলেনি সে। আঘাত করেনি পড়ে যাওয়া দুশমনকে। আমাদের সালতানাতের বড় দুশমন সে এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একজন ভদ্র দুশমন।'

আবু দাউদ বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। কাউন্ট সেন্ট ইয়াগোও তোমার মত তার প্রশংসা করে।'

'আব্বাজান, পথে যদি সে আমাদের সামনে পড়ে?' বলল ইনজিলা।

মীরা রাগতঃ কণ্ঠে বলল, 'খোদার কাছে ভাল দোয়া করো।'

'যদি তার সাথে রাস্তায় দেখা হয়, গ্রানাডা পৌঁছার জন্য সবচেয়ে ভাল ঘোড়াই দেবে আমাদের।' বলল আবু দাউদ।

রাবিয়া জিজ্ঞেস করল, 'মানুষ তাকে ঈগল বলে কেন?'

'এ নাম কাউন্ট সেন্ট ইয়াগোর দেয়া। আসলে তার তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা, হুশিয়ারী ঈগলের চেয়ে কম নয়।'

আবু দাউদ বলল, 'সে মুগীরার সন্তান, এ কথা কি ঠিক?'

'তা জানিনা। কারো মতে সে মুগীরার সন্তান। কেউ বলে মরক্কোর অধিবাসী।'

'সে কে আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারব।'

'বাদশাহ কি তাকে আক্রমণ করার চিন্তা করেছেন?'

'বাদশাহকেই আক্রমণ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তার জন্য এমন এক হুশিয়ার ব্যক্তির দরকার যে তার যুদ্ধের তরিকা সম্পর্কে জানে।'

বৃষ্টির তীব্রতা কমেনি তখনো। আড়াই মাইল যাবার পর আবু দাউদ গাড়ীর গতি বাড়াতে হুকুম দিল কোচওয়ানকে। পিছনের সওয়ার অফিসারের নির্দেশে থামিয়ে দিল তাদের ঘোড়া। গাড়ী আধ মাইল যাওয়ার পর আবার ওরা ঘোড়া ছেড়ে দিল।

উপত্যকার সরু রাস্তা মাঝে মাঝে পানিতে ডুবে ছিল। আবু দাউদের তাড়াহুড়ো সত্ত্বেও কোচওয়ান যথেষ্ট সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। ধাওয়াকারীদের সাথে দূরত্ব কমে এলে সওয়াররা নিজেদের গতি কমিয়ে সুযোগ দিত টাংগা এগিয়ে যাওয়ার।

বন্যার তোড়ে কয়েক জায়গায় রাস্তা ভেঙ্গে গেছে। ভাঙ্গা রাস্তায় গাড়ী ঝাকাচ্ছিল খুব। আবু দাউদের স্ত্রী আর ছোট মেয়ে ইনজিলা অভিযোগ তুলছিল বারবার। তার নিজের মাথাও টক্কর খাচ্ছিল স্ত্রী কন্যার মাথার সাথে। তবুও সে ছিল নির্বিকার।

একবার রাস্তার ডুবন্ত পাথরে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠল গাড়ী। মীরা টক্কর খেল গাড়ীর ছাদে। চিৎকার দিয়ে বলল, 'গাড়ী থামাও। না হয় জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ব আমি। তুমি একটা জানোয়ার। আমার আর মেয়ের জীবন শেষ করবে তুমি আজ। বুঝেছি তোমার নিয়ত ভাল না। গ্রানাডা যাবার আগেই আমাদের হাত থেকে রেহাই পেতে চাও তুমি। খোদার দিকে চেয়ে গাড়ী থামাও।'

বড় ধরণের আর একটা ঝাকিতে ঠুকে গেল রাবিয়া ও ইনজিলার মাথা। কঁকিয়ে উঠল ইনজিলা। আবু দাউদ বললেন, 'তোমার মায়ের মত কম হিম্মতের পরিচয় দেবে জানলে সাথে নিতাম না তোমাকে। দেখতো রাবিয়ার চেহারায় কোন অনুযোগ নেই।'

আবু দাউদের কথায় মীরা ও ইনজিলা একচোট নিল রাবিয়াকে। মীরা বলল, 'রাবু

তো খুশী হবেই। আপন ধর্ম আর জাতির লোকদের কাছে যাচ্ছে সে।'

গাল ফুলিয়ে বলল ইনজিলা, 'কোন বিপদ দেখলে আপনি রাবিয়ার দিকে ঝুঁকে যাবেন, সে আমরা জানি।'

রাবিয়া এবার মুখ খুলল, 'আব্বাজান, ইনজিলা আর আম্মাকে পেরেশান করছেন কেন? গাড়ী থামাতে বলুন আপনি।'

'মীরা একটু সাহসী হও। গ্রানাডা সীমান্তে প্রবেশ করছি আমরা। ওদের লোক এভাবে দেখলে আমাদের প্রবেশের অনুমতি দেবে। ঘরে একথা বলায় খুশীতে লাফিয়ে উঠেছিল তুমি। এখন এই সামান্য কষ্টেই ঘাবড়ে গেছ? ইজ্জত এবং প্রতিপত্তির জন্য মানুষকে এর চেয়ে বড় বিপদের মোকাবিলাও করতে হয়।'

'তুমি একটা আস্ত আহম্মক। এ ঝড় বৃষ্টিতে কে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে? নিজের স্থানে আরাম করছে ওরা।'

'তবুও ওদের চৌকি পর্যন্ত এভাবে যাওয়াই আমাদের জন্য জরুরী। আমরা পালিয়ে এসেছি আর সম্রাটের সিপাইরা তাড়া করছে আমাদের– নতুবা এ বিশ্বাস হবে না ওদের।'

পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছিল টাংগা। এবার একটু সমতল পথে এগুচ্ছিল ওরা। মীরা ও ইনজিলা গজর গজর করতে থাকলেও রাগ পড়ে গিয়েছিল।

'আমি একজন সওয়ার দেখেছি।' চিৎকার করে বলল কোচওয়ান।

'এক্ষুণি সে তার সংগীদের সংবাদ দেবে।' বলেই আবু দাউদ জানালায় মাথা গলিয়ে বাইরে তাকাল। পিছনে আসা সওয়ারদের ইশারা করল থেমে যেতে। টাংগার গতি বাড়িয়ে দিতে বলল কোচওয়ানকে। এবার পাহাড়ী পথ বেয়ে নিচে নামছে টাংগা। খানিক পর কোচওয়ান বলল, 'পানিতে ডুবে আছে পাহাড়ী পথ। পথের কোন চিহ্নই নজরে আসছেনা। এলোপাথাড়ি টাংগা চালানো বিপজ্জনক।'

'টাংগা থামাবে না। সতর্কতার সাথে চলো। দ্বিগুণ বকশিশ দেয়া হবে তোমাকে।'

মীরা ও ইনজিলা আবার আকাশ তুলে নিল মাথায়। তাদের শান্ত্বনা দিয়ে আবু দাউদ বলল, 'কোচওয়ান বেকুব নয়। সে হুশিয়ার হয়েই গাড়ী চালাবে। দরকার হলে গতি কমিয়ে দেবে টাংগার।'

জানালা দিয়ে পেছনে তাকালেন তিনি। থেমে যেতে ইশারা করলেন ধাওয়াকারী সওয়ারদের। ওরা কমিয়ে দিল গতি। পাহাড়ী পথটাকে নদী মনে হচ্ছিল। দ্বিগুণ পুরস্কারের আশায় বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে কোচওয়ান পানিতে নামিয়ে দিল ঘোড়া। দু'তিন লাফ দিয়ে টাংগা সরে গেল সড়ক থেকে। সামনের ঘোড়া দুটো পাথরে টক্কর খেয়ে পড়ে গেল। টাংগার গতি হঠাৎ থেমে যাওয়ায় কোচওয়ান গিয়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। তার পর পানিতে। ঘোড়া গুলো এলোপাথাড়ি ছুটল এবার। পানি খুব গভীর ছিল না। অন্য কোন ঝামেলা ছাড়াই সড়কে পৌছল ঘোড়াগুলো। আরো একটা টিলা পেরিয়ে প্রশস্ত ময়দানে পৌছল টাংগা। কোচওয়ান ছাড়াই টাংগা চলছিল। ভিতরে বসে থাকার কারণে কেউ তা টের পেল না।

সড়ক থেকে সরে এসে এবার খোলা ময়দানে ছুটতে লাগল ঘোড়া। এবারের

ঝাকুনি ছিল সহ্যের বাইরে। কয়েকবার কোচওয়ানকে ডাকল আবু দাউদ। জবাব না পেয়ে খুলে ফেলল দরজা। বাইরে ঝুঁকে দেখল কোচওয়ান নেই। একটু দূরেই ঘন জংগল। এমন পাথুরে পথে টাংগা চলছে যে তখন তাদের মরণ দশা।

পিছনের সওয়ার ছিল অনেক দূরে। ঘেরাও করে এ ঘোড়াগুলো থামানো ছিল তাদের পক্ষে অসম্ভব। আচমকা সামনের জংগল থেকে বেরিয়ে এল প্রায় চল্লিশজন সওয়ার। ওদের দ্রুতগামী ঘোড়া মুহূর্তে পৌছে গেল টাংগার কাছে। কালো ঘোড়ার সওয়ার ছিল মুখোশপরা। তার সাদা জামা উড়ছিল বাতাসে। মুখোশধারীর ইশারায় অপর সংগীরা নেজা উঁচিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলল। ধাওয়া করল টাংগার পিছনে আসা সওয়ারদের। টাংগার দিকে কয়েকটি তীর ছুড়ে ফিরে গেল ওরা। টাংগা কোচওয়ান শূন্য দেখে নিজের ঘোড়া টাংগার সাথে জুড়ে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে লাফ মেরে বসল মুখোশধারী। পাথরে লেগে টাংগার একটা চাকা ভেঙ্গে গেছে, এখনো টের পায়নি কেউ। একদিকে উল্টে গেলো টাংগা। ছিড়ে গেল ঘোড়ার জিন। মুখোশধারী অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় একে একে দু'টো ঘোড়রই লাগাম ধরে ফেলল। সমস্ত শক্তি দিয়ে থামানোর চেষ্টা করল তাদের। মাটিতে হিচঁড়ে চলা টাংগা বার কয়েক পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। মুখোশধারীর সঙ্গীরা টাংগার পিছু ধাওয়াকারীদের হটিয়ে পেরেশান এক কোচওয়ানকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল। ভাংগাচুরা টাংগার আহত সওয়ারদের লক্ষ্য করে বলল কোচওয়ান, 'আফসোস! যখমের হাত থেকে আমি বাঁচাতে পারলাম না ওদের। তবুও আশা করি বাঁচবে ওরা। টাংগার ভিতরে একটা বাক্স পড়ে আছে ওটাও তুলে নিন।' আবু দাউদের জ্ঞান তখনো লোপ পায়নি। চোখ মেলে উঠে বসল সে। হাত বুলালো রক্তাক্ত কপালে। মুখোশধারী এবং তার সংগীদের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে 'শুকরিয়া' বলেই স্ত্রী কন্যাদের দিকে তাকাল।

'মীরা! রাবিয়া! ইনজিলা!' বলেই হাত দিয়ে ধাক্কা দিল তিজনকেই।

কঁকাতে কঁকাতে চোখ খুলল মীরা। ভয়ানক অবস্থা দেখে আবারও বন্ধ করে ফেলল চোখ। একটু পরে ভয়ে ভয়ে আবার চোখ খুলে 'ইনজিলা, আমার ইনজিলা' বলে ধাক্কা দিল তার গায়ে। নিচের ঠোঁট আর কপালের পাশ থেকে রক্ত ঝরছিল ইনজিলার। কাৎরাতে কাৎরাতে মায়ের দিকে চোখ তুলে চাইল সে।

মেজবান

জ্ঞান ফিরতেই চোখ খুললো রাবিয়া। মোমের আলোয় দেখল বিশাল এক কামরায় শুয়ে আছে ও। পাশের এক চেয়ারে আবু দাউদ, অন্যটায় এক অপরিচিত ব্যাক্তি বসে আছে। মেয়ের জ্ঞান ফিরতে দেখে আবু দাউদ বলল, 'রাবিয়া! আমার বেটি!'

'আমি কোথায়?' দুর্বল কণ্ঠে বলল ও।

'বেটি! আমরা খুব ভালো জায়গায় রয়েছি। এখানে বিপদর কোন আশংকা নেই। আর ইনি তোমার ডাক্তার।'

অপর কামরার বিছানায় শুয়ে আছে মীরা আর ইনজিলা। 'আব্বাজান! ওরা কেমন আছে?' মীরা ও ইনজিলার দিকে ইশারা করল রাবিয়া।

'ওরা ভালো।'

এক যুবক কামরায় প্রবেশ করল। রাবিয়ার দৃষ্টি তার উপর স্থির হয়ে রইল খানিকক্ষণ। উঠে দাঁড়াল আবু দাউদ।

'আপনি বসুন।' নওজোয়ান এগিয়ে এসে হাত রাখল আবু দাউদের কাঁধে। 'আপনার মেয়ে কেমন আছে তাই দেখতে এসেছি।'

'এই মাত্র চোখ মেলেছে ও। আপনাকে আমরা খুব কষ্ট দিচ্ছি।'

'আপনাদের মতো মেহমানের জন্য এরচে ভালো কোন স্থান যদি আমার কাছে থাকতো!'

বিছানা থেকে ওঠে চুপিচুপি রাবিয়ার শিয়রে বসল ইনজিলা। রাবিয়ার মাথায় হাত রেখে আবেগ ভরা কণ্ঠে বললো, 'তুমি কেমন আছো রাবু বু।'

'আমি ভালো। মাথা এবং হাটুতে একটু ব্যথা। আব্বাজান কেমন আছেন?'

'তিনি ভালো।'

যে যুবক ডাক্তারের দায়িত্ব পালন করছিল সে বলল, 'এখন কথা বলা ঠিক নয়। পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। ঘুমের ঔষধ দিচ্ছি আমি।'

দ্বিতীয় যুবক প্রশ্ন করল, 'খুব চোট লাগেনি তো?'

'সকাল পর্যন্ত বলতে পারবো। তবে চিন্তার কারণ নেই।'

'কতো দিনের মধ্যে সুস্থ হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল আবু দাউদ।

'শীগগিরই সেরে উঠবে। আপনারও বিশ্রামের প্রয়োজন।'

দীর্ঘ বিশ্রামের পর চোখ খুলল রাবিয়া। জানালার গরাদে ঝুঁকে ইনজিলা তাকিয়ে আছে বাইরে। মীরা হেলান দিয়ে বসে আছে বিছানায়।

'ইনজিলা.....' রাবিয়া ডাকলো। ঘাড় ফিরিয়ে ইনজিলা চাইল তার দিকে।

'ইনজিলা! রাতে দুজন লোক দেখেছি এখানে।'

'এখনও আমি ওদের দেখছি জানালা পথে।'

'হয়তো আমি স্বপ্ন দেখেছি।'

'আমরা এখন কোথায় আছি যদি জানতে, বলতে, জেগেই স্বপ্ন দেখছি।'

'সম্ভবতঃ আমি টাংগা থেকে পড়ে বেহুশ হয়ে গিয়েছিলাম। তাও দুপুরে! হয়তো রাতে জ্ঞান ফিরে পেয়েছি। দেখি কামরায় জ্বলছে মোমের আলো। মনে হয় আমরা গ্রানাডার কোন ফৌজি চৌকিতে অবস্থান করছি।'

'না। সে পথ ছেড়ে সরে এসেছি কয়েক মাইল। অজ্ঞান অবস্থায়ই তোমাকে আমাদের সাথে নিয়ে এসেছি। রাবিয়া! তোমার জন্য আমি কেঁদেছি। মাঝ রাতে এখানে এসেছি আমরা। আব্বার ধারণা, তোমার চিকিৎসক স্পেনের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার।'

'কিন্তু আমরা কোথায় এখন?'

'তুমি বিশ্বাস করবে না রাবিয়া, আমরা এখন ঈগল উপত্যকায়।'

'ঈগল উপত্যকা! তুমি ঠাট্টা করছো?' বসতে চেষ্টা করল রাবিয়া; সামান্য নড়াতেই মাথায় তীব্র ব্যথা অনুভব করে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে আবার শুয়ে পড়ল।

'ইনজিলা, সত্যি কথা বলো। আমায় পেরেশান করো না।'

'সত্যিই বলছি।'

'আমি বুঝতে পারছিনা।'

'তুমি সীমান্ত ঈগলকে দেখেছ, একথাও হয়তো মানবে না। মেরীর কসম! তাকে শুধু দেখোনি বরং কিছু সময় তার সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্যও লাভ করেছ। আমি মিথ্যে বলছি না।'

'তার মানে?'

'তার সাহচর্যে কেটেছে তোমার জীবনের কিছু মূল্যবান সময়।'

'ইনজিলা ঠিক বলেছে। তবে তোমার কোন অপরাধ নেই। তুমি তখন অজ্ঞান ছিলে।' কথা বলল মীরা।

ইনজিলার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইল রাবিয়া। হাসি চেপে ইনজিলা বলল, 'ভয়ের কারণ নেই। নিজের ঘোড়ায় করে তিনি তোমায় এখানে নিয়ে এসেছেন। তোমার স্থানে আমি অজ্ঞান হলেও তাই করা হতো। আমি ভাবতাম সীমান্ত ঈগল একটা পশু ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে তিনি এক ফেরেশতা। তোমার জ্ঞান ফিরাতে না পেরে নিরাশ হয়ে পড়েন আব্বা। তিনি এসেই হাত রাখলেন তোমার শিরায়। তোমাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে আব্বাজানকে শান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'স্পেনের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের কাছে একে নিয়ে যাচ্ছি। আশা করি বাঁচানো যাবে। আমাকে আপনার বন্ধু মনে করবেন।'

'আপনাকে আমি চিনি না। মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলে বাক্স ভরা সোনা রূপা সব আপনার।' বললেন আব্বা।

'আল্লাহ আমাকে হেফাজত করুন। মানুষকে সেবা করে যারা বিনিময় গ্রহণ করে আমরা তাদের দলের নই। আপনার স্বর্ণ ভরা বাক্সও আমার লোকেরা হেফাজত করবে।' বলেই ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলেন তিনি। মাঝ রাতে আমরা এখানে আসি। এসেই বুঝেছি, অনেক আগেই তোমরা পৌঁছেছ।'

'তিনিই যে সীমান্ত ঈগল তুমি জানলে কিভাবে?'

'তুমি জেগে ওঠার একটু আগে আব্বা বললেন।'

'জীবন বাজী রেখে যিনি টাংগার ঘোড়া থামিয়েছেন, তিনিই কি সীমান্ত ঈগল?'

'হ্যাঁ। তুমি জ্ঞান ফিরে পাবার পর তোমার অবস্থা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন রাত প্রায় শেষ। এর আগেও তোমাকে দেখতে তিনবার এসেছিলেন তিনি। এসেছেন আজ সকালেও। পরনে সামরিক পোশাক। সম্ভবতঃ কোথাও যাচ্ছিলেন। আব্বা বললেন সন্ধ্যা পর্যন্ত আর আসবেন না। ডাক্তার তো রাতভর এক চেয়ারেই বসেছিলেন। আমি ওঠে দেখি তিনি তোমার শিরা দেখছেন।'

'আব্বাজান কোথায়?'

'কোচওয়ানকে দেখছেন ঐ কামরায়। বেচারাও দারুণ চোট পেয়েছে।'

তিনদিন পর। মাথা ব্যথা কমলেও হাটুতে ব্যথা ছিল রাবিয়ার। কিছুতে ভর না দিয়ে চলতে পারছিল না।

আচানক সীমান্ত ঈগল কিভাবে তাদের সাহায্যে পৌছলেন ভেবে হয়রান হচ্ছেন আবু দাউদ। গত তিনদিন ধরে ফার্ডিনেন্ডের অত্যাচারের কাহিনী বলে বলে তাঁর আস্থা অর্জন করেছেন। জুম্মার দিন বিপ্লবী ভাষণ দিলেন বদরের সঙ্গীদের সামনে। আবেগময় ভাষায় বললেন স্পেনে খৃষ্টান শাসনের ফলে মুসলমানদের কি দূরবস্থা হচ্ছে সে কথা। কেঁদে ফেলেছে শ্রোতারা। অতীত স্পেনের অনেক কাহিনী তুলে ধরে বদরের সঙ্গীদের স্বাধীনচেতা মনের প্রশংসা করেছেন দীল খুলে।

উপসংহারে বলেছেন, 'আগামী দিন কোন ভুল যেন আমরা না করি। ঐক্যবদ্ধভাবে ফার্ডিনেন্ডের মোকাবিলা না করলে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। ভীরু আর কাপুরুষের জীবনের চেয়ে বাহাদুরের মৃত্যুই শ্রেয়। এ পয়গাম নিয়েই গ্রানাডাবাসীর কাছে আমি যাচ্ছি। আমাদের ওপর অত্যাচারের অবস্থা শুনলে আবুল হাসান ইসলামের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় দেরী করবেন না, এ আশা আমরা করতে পারি।'

বক্তৃতা শেষে বদর এবং বশীরের সাথে ফিরছিলেন তিনি। 'আমার ধারণা গ্রানাডার মুসলমানদের মধ্যে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারবেন আপনি।' বললেন বদর।

গম্ভীর কণ্ঠে আবু দাউদ জবাব দিলেন, 'আমার দায়িত্ব ঠিকই আদায় করব আমি। কিন্তু ভয় হয়, একজন অপরিচিত ব্যক্তির কথায় কতটুকু দৃষ্টি দেবে মানুষ!'

'ওরা এখন জাগছে।'

'কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করতে পারি?' সসংকোচে বলল বশীর।

'কোন প্রশ্ন করতে আপনিও যদি সংকোচ বোধ করেন, জুলুম করা হবে আমার প্রতি।'

বশীর বলল, 'আল্লাহ্ ইলমে দ্বীনের দৌলতে ধন্য করেছেন আপনাকে। তাহাজ্জুদ পড়েন গভীর রাতে। আপনার ভাষায় যাদুর মত আকর্ষণ। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি আপনি.........'

'আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন এর পরও আমার স্ত্রী কন্যা খৃষ্টান কেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই। নিশ্চয় এর একটা যুক্তিযুক্ত কারণ আছে।'

'কারণ একটা আছে। তাকে আমি যুক্তিযুক্ত বলছিনা। আপনাদের মত মুজাহিদদের সিদ্ধান্তই বেশী সহি। এ স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের। প্রথমা মুসলমান স্ত্রী গতা হয়েছেন। তার মেয়েও মুসলমান। এ স্ত্রী মার্সিয়ার এক খৃষ্টান পরিবারের। শাদীর পূর্বে আমি ভাবিনি যে, খৃষ্টান রাজ্যে বসে বিয়ের পর ওদের ধর্মান্তরিত করতে পারব না। বিয়ের কারণে আমি একজন আজাদ মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হয়েছি। বিয়ের এটাও একটা কারণ। কওমের ওপর জুলুম উৎপীড়ন বরদাশত করতে পারিনি আমি।

বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করতে চাচ্ছিলাম আমি আমার জাতিকে। খৃষ্টান স্ত্রী আমার জন্য ঢাল স্বরূপ হয়েছে। অবশ্য তার কাছেও কোনদিন প্রকাশ করিনি আমার ইচ্ছা।

সে স্পেনের হাজার হাজার ধর্মচ্যুত মুসলমানদের মতই মনে করে আমাকে। স্বধর্মীয়দের কাছে বলাবলি করে, নিজের ধর্মের চাইতে খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আমি বেশী অনুরক্ত। কয়েকটা শহরে মুসলমানদের বিপ্লবী জামাত তৈরী করতে পেরেছি। শুনে আশ্চর্য হবেন, আমি দশবছর পর্যন্ত কার্ডিজে। বড় বড় খৃষ্টান ওমরাদের ঘর পর্যন্ত আমার পদচারণা। আমি তাদের সালতানাতের মূল উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছি কেউ আজো এমনটি সন্দেহ করেনি। আমার কাজের যাচাই করার অধিকার আপনাদের আছে। কিন্তু আমার মনের খবর জানেন আল্লাহ। এই মহিলাকে বিয়ে করার আগে আমি অনুভব করতাম গোয়েন্দা সবসময় আমার পিছনে লেগে আছে। বিয়ের পরে অনেকটা কেটে গেছে এ বিপদ। আবুল হাসান অথবা যে কেউ যখনি খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন, আমার বিশ বছরের গোপন তৎপরতা প্রকাশ পাবে।

তাহলে কেন আমি পালিয়ে এলাম জিজ্ঞেস করবেন হয়ত। আমার তৎপরতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে এ জন্য নয় বরং পালানোর অন্য কারণ রয়েছে। শাহী খান্দানের এক নওজোয়ান বিয়ে করতে চায় আমার মেয়েকে। স্ত্রীকে রাজী করিয়েছে ওরা। অতীত কাজের নিরিখে ও মনে করছিল খৃষ্টান যুবকের সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে আপত্তি করব না আমি। আমি জানলাম যখন, কি অবস্থা হল বুঝতেই পারছেন। বিয়েতে অসম্মত হলাম। ফার্ডিনেন্ডের নির্দেশ পৌঁছে গেল আমার কাছে। পালিয়ে আসা ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। ভয় ছিল, গ্রানাডা যাচ্ছি শুনলে স্ত্রী সঙ্গ দেবে না, ছিনিয়ে নেবে বিয়েতে অসম্মত মেয়েকেও।'

'মেয়ে কি শাহী খান্দানের বিয়েতে রাজী ছিল না?' বলল বশীর।

'না। তীরের আঘাতে সে ঐ যুবকের একটা চক্ষু কানা করে দিয়েছে।'

'আপনি এদিকে কিভাবে এলেন?' প্রশ্ন করল বদর বিন মুগীরা।

'অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমি বিয়ের বিরোধিতা করেছি। এক বন্ধুর দ্বারা চিঠি লিখিয়ে ঘরে পাঠিয়েছি তার চাকরের মাধ্যমে। আমার কথা মতই সে লিখেছে, ইনজিলার নানা মৃত্যু শয্যায়। মৃত্যুর পূর্বে দেখতে চান মেয়ে আর নাতনীকে। এসব ব্যাপারে মেয়েরা সাধারণতঃ কোন ব্যাখ্যায় যেতে চায়না। তাছাড়া উত্তরাধিকারের ব্যাপারও ছিল সাথে। মর্সিয়ার দীর্ঘ সফরের জন্য তৈরী হল স্ত্রী। তার ইচ্ছা আরো মজবুত করার জন্য আমি বললাম, এ সময় সফর করা ঠিক নয়। বর্ষাও শুরু হচ্ছে, পথঘাট ভাল নয়।

স্ত্রী তার বাবাকে দেখার চাইতে উত্তরাধিকারের অছিয়ত শোনার জন্যই ছিল বেশী উদগ্রীব। তদুপরি বিয়েতে রাজি ছিলনা ইনজিলা। ভোরে রওনা করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। রাবিয়াকে আগেই বলেছি ব্যাপারটা। সৎ নানাকে দেখতে যাবে বলল রাবিয়াও। কিন্তু দেখা দিল আর এক বিপদ। রাতের খানার জন্য বসেছি আমরা, কানা এসে হাজির। সকালে আমরা যাচ্ছি শুনে সে বায়না ধরল আমাদের সঙ্গে যাবার। আমি নিষেধ করলাম। তার পক্ষ নিল মীরা। সে থাকলে সফরও আসান হবে বলল সে। হাল

ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম আমি।

ভোরে টাংগায় উঠতে যাব, ঘোড়া নিয়ে সে হাজির। সামনের চৌকিতে ঘোড়া তৈরী রাখতে নির্দেশ দিয়েছি, বলল সে। তার বদৌলতে রাস্তায় কোন কষ্ট হয়নি আমাদের। কিন্তু মর্সিয়া যত এগিয়ে আসছিল ততই বাড়তে লাগল আমার পেরেশানী। তার ঘোড়া চলতে লাগল টাংগার সামনে অথবা পিছনে।

কোচওয়ান আমার পুরোনো চাকর। আমার উদ্দেশ্য জানত সে। এর হাত থেকে বাঁচতে না পারলে গ্রানাডা পৌছতে পারবেন না, কোচওয়ান পরামর্শ দিল আমায়। এক কঠিন ফয়সালা করতে বাধ্য হলাম আমি। এক দুপুরে টাংগার মধ্যে ঝিমাতে ঝিমাতে ইনজিলার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল মীরা। বললাম, ইনজিলা, নিশ্চয় জান কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তোমায়।'

'মর্সিয়া নিয়ে যাচ্ছেন?'

আমি বললাম, 'না ইনজিলা, এর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে চাই। গ্রানাডা যাচ্ছি আমরা।'

চোখ দুটো পানিতে ভরে এল ওর। বলল, 'আব্বাজান, ওর সাথে বিয়ের চাইতে মৃত্যুই আমার জন্য ভাল। তার হাত থেকে বাঁচার জন্য যে কোন স্থানে যেতে আমি প্রস্তুত।'

'একটু সামনে গেলেই এ সড়ক থেকে আলাদা হয়ে যাবে গ্রানাডার সড়ক। কুকুরের মত সে আমাদের অনুসরণ করছে। রাস্তা পরিবর্তন করতে গেলেই সামনের চৌকি থেকে আমাদের বাঁধা দেবে। এর হাত থেকে বাঁচার পথ একটাই।'

একটু চিন্তা করল ইনজিলা। বলল, 'এখন সে আমাদের পিছনে। আপনার কাছে ধনুক রয়েছে। তীর চালনা জানেন আপনি।'

'তোমার আম্মাকে আমি ভয় করছি।'

'আম্মাতো ঘুমিয়ে আছেন। হিম্মত করুন আপনি।'

'পিছনের গরাদে একটু ঝুকে দেখলাম। বড়জোর পঞ্চাশ গজের দূরত্ব। একটা অশ্লীল গান গাইছিল ও। টাংগার গতি কমাতে বললাম কোচওয়ানকে। দূরত্ব কমে এলে তীর চালালাম আমি।

তীর লেগে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল সে। টাংগার গতি বাড়াতে বললাম কোচওয়ানকে। ভয় ছিল, সে জীবিত থাকলে গোটা স্পেনে আমার খোঁজ শুরু হবে। পূর্ণ গতিতে চলতে লাগলাম আমি। মীরা চোখ খুলল। তাকে বললাম, সে সামনে চলে গেছে। রাস্তা পরিবর্তনের কথা বেমালুম চেপে গেলাম তার কাছে। সীমান্তের শেষ চৌকি অতিক্রম করতেই পিছনে দেখলাম ক'জন সওয়ার।

তাদের গতিতে সন্দেহ হল আমার। টাংগার গতি বাড়াতে হুকুম দিলাম কোচওয়ানকে। বৃষ্টির দরুণ রাস্তা ছিল খারাপ। আল্লাহর শোকর, টাংগার চাকা তখনই ভেংগেছে যখন আমাদের সাহায্যে এলেন আপনারা। মর্সিয়ার সড়কেই ওরা আমাদের খুঁজেছে, না পেয়ে এসেছে গ্রানাডার পথে। হয়ত এ জন্যই সীমান্ত পর্যন্ত পৌছতে পেরেছি আমরা। ইনজিলা ও মীরা কেন মুসলমান হয়নি– এগুলো হচ্ছে এ প্রশ্নের

জবাব। এবার আপনাদের একটা প্রশ্ন করব আমি।'

'প্রশ্ন করার অধিকার আপনার আছে।' বললেন বদর।

'আপনাদের এলাকা আমাদের রাস্তা থেকে অনেক দূরে। যদিও শিকারী পাখীর বিচরণ ক্ষেত্র নির্দিষ্ট নয় কিন্তু আমাদের সাহায্যের জন্য এমন ভাবে পৌছলেন, যেন তৈরী ছিলেন আগে থেকেই। কিভাবে এমনটি হল?'

'কিছুদিন থেকেই গ্রানাডার হুকুমতের সাথে আমাদের সম্পর্ক বন্ধু সুলভ। কিছু এলাকা তারা আমার জিম্মায় রেখেছেন। চৌকিগুলো দেখতে যেতে হয় মাঝে মাঝে। বৃষ্টির মধ্যে পেলাম আপনাদের। আমার আসল আবাস এখান থেকে অনেক দূরে। যে কিল্লায় আপনারা পদধুলি দিয়েছেন তা আমাদের এলাকার এক প্রান্তে।'

'সীমান্তের জিম্মা আপনাকে যিনি দিয়েছেন তার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করছি। সবগুলো সীমান্তের জিম্মা গ্রানাডা আপনাকে সোপর্দ করলে তা হবে আমাদের খোশ কিসমত।'

'না, না। এত বড় জিম্মা সামলাবার যোগ্যতা নেই আমার।'

'গ্রানাডার কাউকেই চিনিনা আমি। যাবার আগে দু'চার জন মোখলেছ মানুষের নাম বললে প্রীত হবো।'

'এমন এক ব্যক্তিকে লিখব আমি, যার মাধ্যমে গোটা গ্রানাডা সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন। আমার মনে হয় অনেক দিন সেখানে থাকতে হবে আপনাকে। বশীর! ওনার মেয়ে কবে নাগাদ চলতে ফিরতে পারবেন?'

'ইনশাআল্লাহ সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবেন তিনি।' বলল বশীর।

আবু দাউদকে মেহমান হিসেবে এক কিল্লায় রেখেছে বদর বিন মুগীরা। বাইরের হামলা থেকে তা নিরাপদ ছিল না নিজের এলাকার মত। খুব বেশী মজবুত ছিল না এর ভীত, যা বাইরের বড় ধরণের হামলায় বাধা হতে পারে। গ্রানাডা সীমান্তের চৌকি দেখা শোনা করতে গিয়ে বদর এখানে থামতো কখনো। এ কিল্লার অবস্থান ছিল গ্রানাডার সীমান্তে। তখনো কার্ডিজের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করেনি গ্রানাডা। এ জন্যে এখনি কোন হামলার আশংকা করতেন না বদর। এর হেফাজতের জন্য অল্প কয়েকজন মাত্র সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন। তবুও কার্ডিজ সীমান্তের আশপাশে গোয়েন্দা এবং পাহারাদাররা টহল দিতো। পাহারাদারের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করা হল আবু দাউদ আসার পর।

সাধারণভাবে কাজের অগ্রগতি এবং সীমান্ত চৌকির অফিসারদের জরুরী হুকুম দেয়ার জন্য দু'চার দিন এ কিল্লায় অবস্থান করতেন বদর। এরপর ফিরে যেতেন বনের গভীরে মূল ঘাটিতে। গ্রানাডা থেকে আগত নতুন অফিসার আর সৈন্যদের প্রশিক্ষণ চলত এ কিল্লায়। আবু দাউদের কারণে তাঁকে এখানে থাকতে হয়েছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে। দু'তিন দিন পরপর এখানে আসতেন তিনি। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন মুজাহিদদের। আবার ফিরে যেতেন বনে। মনগড়া কাহিনী শুনিয়ে যদিও আবু দাউদ তাঁর বিশ্বস্ত হয়েছে, তবুও আল জাগল অথবা মুসার কোন লেখা ছাড়া কোন অপরিচিতকে নিচের এলাকায় ঢুকাবার পক্ষপাতি ছিলেন না বদর। এ কারণেই রাবিয়াকে চিকিৎসার জন্য নিজের এলাকায় নেননি, ডেকে পাঠিয়েছেন বশীর বিন হাসানকে।

মায়ের মৃত্যুর এক বছর পর যে বাবা খৃষ্টান মহিলাকে বিয়ে করলেন, তিনি ছাড়া রাবিয়ার আপন বলতে কেউ ছিল না। যখন তার মা মরেছে তখন তার বয়স এক বছরও হয়নি। জীবনের প্রথম তেরটি বছর কেটেছে তার টলেডোতে, মামার কাছে। অনেকের মত খৃষ্টান অত্যাচার মামাদেরও হিজরত করতে বাধ্য করেছে গ্রানাডা। মামা সাথে নিতে চাইলেন রাবিয়াকে। কিন্তু বাবার জন্য তা আর পারেননি। বাবার সাথে কার্ডিজ আসতে বাধ্য হল রাবিয়া। বাপের বাড়ীর পরিবেশ সম্পূর্ণ নতুন ছিল তার জন্য। বিমাতা এবং বোন ছিল খৃষ্টান। প্রতিপত্তির মোহ দ্বীন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল তার পিতাকে। কার্ডিজের খৃষ্টানদের দৃষ্টিতে সে ছিল এক প্রগতিশীল মুসলমান। খৃষ্টানদের সভায় বাইবেল এবং মুসলমানদের মাহফিলে কোরান তেলাওয়াত করে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করত সে। উঁচু স্তরের পাদ্রীরা জানত মুসলমানদের বেশে এ লোকটি তওহীদের সবচেয়ে বড় দুশমন। এজন্য অন্য মুসলমানের মত তাকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করা হতো না তাকে।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কোন কোন মুসলমান সন্দেহ করত তাকে। সম্রাটের দরবারে এবং গীর্জায় গিয়ে সে 'মুসলমানদের জন্য কিছু করছে'—সাধারণ মানুষকে সে এ আশ্বাস দিয়েছিল, যা মসজিদে বসে সম্ভব নয়। বিভিন্ন শহরের পাগলপারা ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হত গভীরভাবে। খৃষ্টান সরকারকে অবহিত করত এদের সংবাদ। পালিয়ে যেত এরপর শহর ছেড়ে। খৃষ্টান সরকার গ্রেফতার করত সেই সব বিপ্লবী মুসলমানদের। বিনা বিচারে শহীদ করে দিত সবাইকে।

এর স্বীকৃতি স্বরূপ আবু দাউদ স্বর্ণ মেডেল পেয়েছে ফার্ডিনেন্ডের পক্ষ থেকে। কার্ডিজের লর্ড বিশপ তাকে দিয়েছে রূপার তৈরী ক্রুশ।

রাবিয়ার স্বভাব চরিত্র ছিল বাবার সম্পূর্ণ বিপরীত। মামা বাড়ীর শিক্ষা তার মনে জন্ম দিয়েছিল ইসলাম-প্রীতি। সে অনুভব করত অসহায় মজলুম মুসলমানদের বেদনা। কার্ডিজের খৃষ্টান শাসনের বিরুদ্ধে তার মনে সৃষ্টি হয়েছিল প্রচন্ড ঘৃণা। শৈশবের অনুভূতি না কাটতেই পিতৃগৃহের তিক্ত পরিবেশ মামাকে স্মরণ করিয়ে দিত বারবার। শৈশবের ফেলে আসা ঘটনাবলী ছিল তার চিন্তাম্লাত উদাসীন জীবনের সম্পদ। শহরের পাদ্রী ইনজিলাকে বাইবেল পড়াতে এলেই একজন বুজর্গ আলেমের স্মৃতি ভেসে উঠত তার মনে, যিনি কোরানের তালিম দিয়েছিলেন তাকে। সৎমা ইনজিলার সাথে বাইবেল পড়ার জন্য বলতো রাবিয়াকেও। রাবিয়া আরেক কামরায় কোরান শরীফ নিয়ে বসে যেত। প্রতি রবিবারে ইনজিলা গীর্জায় চলে যেত মায়ের সাথে। রাবিয়া তার মৃতা মায়ের এক প্রতিবেশিনী বান্ধবীর কাছে ছুটে যেতো। কখনো ভাবতো নিশ্চয়ই আল্লাহ গ্রানাডা যাবার সুযোগ এনে দেবেন তার জন্য। টলেডোর হারানো সাথীদের ফিরে পাবে আবার। এ জন্য আল্লাহর কাছে কত দোয়া করেছে সে। এরই মধ্যে একদিন সে শুনল, মামা এবং আরো কয়েকজন গ্রানাডা ছেড়ে মরক্কো চলে গেছে। সংবাদটা শুনে হৃদয়টা গুড়িয়ে গেল তার। শত অপকর্মের পরও রাবিয়ার জন্য স্নেহ ছিল আবু দাউদের। ইনজিলার চাইতেও রাবিয়াকে স্নেহ করে সে, এ অভিযোগ তুলত মীরা।

'ইনজিলাকে স্নেহ করার জন্য তো তুমিই রয়েছো, আমি না হলেও চলবে। কিন্তু

আমি ছাড়া দুনিয়ায় রাবিয়ার যে কেউ নেই।' বলেই খামোশ হয়ে যেতো আবু দাউদ।

মীরার মেজাজ ছিল খিটখিটে। মেয়েকেও শিক্ষা দিয়েছে অপরকে ঘৃণা করতে। মায়ের মতই ইনজিলা ছিল গরবিনী। তবুও তার মাঝে ছিল একটা দরদী প্রাণ। কখনো তার মা বাড়াবাড়ি করলে ইনজিলা পক্ষ নিত রাবিয়ার। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে সে ছিল মায়ের মতই গোঁড়া। তার সাথে ধর্মীয় আলোচনা থেকে বিরত থাকত রাবিয়া। কখনো মীরা ও ইনজিলার কোন কোন কথা অসহ্য হয়ে উঠতো তার কাছে। বাধ্য হয়েই তর্কে জড়িয়ে পড়ত সে। এতে যুক্তির চাইতে গলাবাজিই হত বেশী। মীরা ও ইনজিলা ফার্ডিনেন্ডের শানশওকত এবং রোমের খৃষ্টান সম্রাটের শৌর্য বীর্য বর্ণনা করে আকর্ষণ করতে চাইত তাকে। তার জবাবে তারেক, মুসা, আবদুর রহমান এবং ইউসুফ বিন তাশফিনের বিজয়ের মহান ঘটনাবলীর উদাহরণ দিত রাবিয়া। মীরা বলত, 'অমুক পাদ্রী সুসংবাদ পেয়েছেন, স্পেন থেকে মুসলমানদের হটাতে আল্লাহ ফার্ডিনেন্ডকে মনোনীত করেছেন।'

'আমি স্বপ্নে দেখেছি, স্পেনের প্রতিটি শহরে ইসলামের বিজয় নিশান উড়াচ্ছেন আবুল হাসান।' বলত রাবিয়া।

মুগীরার মৃত্যুর সংবাদে সব খৃষ্টানদের মত মীরা এবং ইনজিলাও খুশী হয়েছিল। কিন্তু রাবিয়া পেয়েছিল চরম আঘাত। তিন দিন পর্যন্ত সে কথা বলেনি কারো সাথে। সীমান্ত ঈগলের হাতে কাউন্ট সেন্টের পরাজয়ের সংবাদে যা খুশী হয়েছে রাবিয়া তার সৎমা এবং ইনজিলা সে পরিমাণে পেয়েছে ব্যথা।

এরপর ঘরে ধর্মীয় বিতর্ক শুরু হলে সীমান্ত ঈগলের নাম অবশ্যই এসে যেতো আর নাম শুনে যতই রেগে উঠত মীরা ও ইনজিলা, রাবিয়া ততই বাড়িয়ে বর্ণনা করত তার বীরত্বের কাহিনী। রাতে মীরা ও ইনজিলা মেরীর মুর্তির সামনে হাটু গেড়ে বসে খৃষ্টানদের জন্য প্রার্থনা করত। নামাজান্তে সীমান্ত ঈগলের বিজয়ের জন্য পাশের কামরায় মুনাজাত করতো রাবিয়া।

মীরা স্বামীর কাছে অভিযোগ করল, 'রাবিয়া আমাদের সম্রাটের শত্রুকে পছন্দ করে।'

রাবিয়াকে রাগ করলেন আবু দাউদ। বললেন, 'বিদ্রোহী হিসেবে আমাদের ফাঁসীতে ঝুলাক, যদি না চাও, সীমান্ত ঈগলের ব্যাপারে একটু সাবধানে মুখ খুলবে। তোমার মায়ের ধর্মের উপর চলতে বাধা দেইনি তোমাকে। তার অর্থ এই নয়, যে সম্মান পেয়েছি আমি ফার্ডিনেন্ডের দরবারে, তোমার কারণেই তা ধ্বংস হয়ে যাক। সীমান্ত ঈগল এক বিদ্রোহী। সময় এলে ফার্ডিনেন্ড ধ্বংস করে দেবে তাকে।'

মুসলমানের পুনরুজ্জীবনে নিরাশ হয়ে যারা আগামী দিনের সব আশা ছেড়ে দিয়েছে খৃষ্টানদের উপর, একজন আলেম হয়েও বাবা তাদের চাইতে ভিন্ন নয়, এই প্রথমবার অনুভব করল রাবিয়া।

এরপর বাবার তৎপরতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল সে। ধীরে ধীরে অনুভব করল রাবিয়া, বাবা যে সফরের কথা বলে বেরিয়ে যান, সে কেবল ফার্ডিনেন্ডের গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের আঞ্জাম দেয়ার জন্যই। নিজকে সে বড় নিঃসঙ্গ ও অসহায় ভাবতে

লাগল। বয়সের সাথে সাথে এ অনুভূতি কেবল বেড়েই চলল। মুসলমানদের সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন চলে গেল তার মন থেকে। নিরাশার আবর্তে ডুবে যেতে লাগল সে। তার জন্য জিন্দেগী যেন কেবল দিন রাত্রির বিরতিহীন আবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবু দাউদের সাথে গ্রানাডা যাচ্ছে শুনে হৃদয়ের ঘুমন্ত আশা জেগে উঠল রাবিয়ার। বাবার সঠিক উদ্দেশ্য জানত না ও। তবুও সফরের প্রতিটি মনজিলেই বেড়ে যেত তার হৃৎপিন্ডের স্পন্দন। গ্রানাডার অনেক দৃশ্য ভেসে উঠত তার চোখে। সফরের মাঝে সীমান্ত ঈগলের কথা এসেছে কয়েকবার। তার ব্যাপারে মীরা ছিল ভয়ানক ভীতা। আবু দাউদের নিষেধ সত্ত্বেও প্রতিটি নতুন চৌকিতে প্রশ্ন করত মীরা, 'সীমান্ত ঈগলের আক্রমণের ভয় নেইতো পথে?'

চৌকি অফিসার শান্তনা দিতো তাকে। পরের চৌকিতে পৌছে একই প্রশ্ন করত আবার। একবার পথে এমনি প্রশ্ন করেছিল সে সরাইখানার মালিকের কাছে। মালিককে বললেন আবু দাউদ, 'সীমান্ত ঈগল নারীর উপর হাত তোলে না, এ কথা কেন বলছ না তাকে।'

রাবিয়া সৎ মায়ের প্রশ্নের জবাব মনযোগ দিয়ে শুনত। গ্রানাডার সুন্দর শহর, পাহাড় আর বনভূমিতে ছুটে যেতো তার মন। যেখানে লুকিয়ে থাকা কয়েকজন মুজাহিদ কাউন্ট সেন্টকে চরমভাবে পরাজিত করেছিল।

'আমাদের রাস্তা সীমান্ত ঈগলের আওতার অনেক বাইরে।' বাবার এ কথায় আফসোস হত রাবিয়ার।

ওরা এখন সীমান্ত ঈগলের আশ্রয়ে। কার্ডিজে যেভাবে তিনি পরিচিত, তাতে ওরা ভেবেছিল বয়স্ক এবং ভয়ঙ্কর মানুষ এই সীমান্ত ঈগল। কিন্তু তিনি তার বিপরীত। রাগের চাইতে তার দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ছে করুণা সিন্ধু। তাঁর পৌরুষদীপ্ত চেহারায় ছিল এক অপূর্ব সম্মোহনী আকর্ষণ। তাঁর বাহাদুরীর কাহিনী জানা না থাকলেও প্রথম দেখাতেই মুগ্ধ না হয়ে পারতো না রাবিয়া। জাতির এই জিন্দাদিল মুজাহিদকে এক নজর দেখাই ছিল তার জীবনের বড় পাওয়া। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যে মুখোশধারী রক্ষা করেছিলেন তাদের টাংগা। অচৈতন্য রাবিয়াকে নিজের ঘোড়ার পিঠে করে নিয়ে এসেছিলেন কিল্লায়। যখন শুনল এই সে সীমান্ত ঈগল, বিশ্ব প্রকৃতিতে নতুনভাবে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করল সে। তার অসুস্থতার সময় সকাল বিকাল আসতেন তিনি। একটু সুস্থ হলে ভাটা পড়ল তার আগমনে।

রাবিয়ার ব্যান্ডেজ দেখতে দিনে দুবার অবশ্যই আসতেন বশীর। এই সুন্দর যুবকের পদধ্বনির অপেক্ষায় থাকত ইনজিলা। দরজা খুলে দিত ছুটে গিয়ে। রাবিয়ার কাছে বসলে বিভিন্ন বাহানায় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইত ইনজিলা। প্রশ্ন করত, 'কবে নাগাদ সফর করতে পারবে আমার বোন।'

'খুব শীঘ্রই।' নির্লিপ্তভাবে জবাব দিতেন বশীর।

'আববাজান বলেন, আপনি হাত দিলেই নাকি রোগ ভাল হয়ে যায়। কিন্তু সে দিন টাংগা থেকে পড়ার পর থেকেই আমার দাঁতে ব্যথা।'

'দুষ্টমী করছ। তোমার দাঁত ভালই আছে।'

'একটু ভাল করে দেখুন। গতরাতে সত্যিই ও ব্যথায় কাতরাচ্ছিল।' পাশের কামরা থেকে বলল মীরা।

'ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

ব্যান্ডেজ শেষ হয়েছে রাবিয়ার। বশীর বিন হাসান ফিরলেন ইনজিলার দিকে। চিন্তিত হয়ে পড়লেন দাঁত দেখে। মীরাকে প্রশ্ন করলেন, 'এর আগে কখনও ওর দাঁতে ব্যথা হয়েছে?'

'না।' জবাব দিল মীরা। আবার চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। আর একদিকে ফিরে হাসি চাপার চেষ্টা করছে ইনজিলা।

'দাঁতের গোড়ায় কিছু অসুবিধা থাকতে পারে। ভয় নেই, আমি ঔষুধ দিচ্ছি। মাড়িতে ভাল করে মালিশ করবে।'

ঔষুধ দিয়ে চলে গেলেন বশীর। মাকে বোকা বানাতে ইনজিলা চলে এল দরজায়। ঔষুধ ছাড়াই আঙ্গুল দিয়ে মলতে লাগল দাঁত। একটু পরে শুরু হল থুথু ফেলা। মাঝে মাঝে থুথুর সাথে রক্তও ফেলতে লাগল সে। মা বললেন, 'বেটি, যত ভাল ডাক্তারই হোক ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে তো মুক্ত নয়?'

'না, না। অনেকটা আরাম বোধ করছি ঔষুধে।' তাড়াতাড়ি বলল ইনজিলা।

মীরা কোন দিকে সরে গেলেই প্রাণ খুলে হাসত ইনজিলা। রাবিয়া তাকে কিছু বললেই ইনজিলা নরম ভাবে বলত, 'বোনটি আমার! রাগ করিসনে। আর কখনো অমন করব না। দূর ছাই, আমার কি দোষ, ওকে দেখলেই আমার ভেতরের দুষ্টুমীটা মাথ চাড়া দিয়ে উঠে কেন? বুঝতে পারছি নিজেই আহম্মক বনছি। অনেক সময় দুঃখের মাঝেও রস খুঁজে পাওয়া যায়। আমার দাঁত দেখে ও যখন পেরেশান হয়ে ভাবতে থাকে, জোরে হাসতে ইচ্ছে করে আমার। সেও তখন হাসবে।'

'পাগলামো করোনা ইনজিলা।' রাবিয়া বলল পেরেশান হয়ে। 'তার দুনিয়া আর তোমার দুনিয়া আলাদা, সে এক মহান ব্যক্তি। তার মর্যাদার দিকে খেয়াল রাখা উচিত তোমার।'

হাসে ইনজিলা। বলে, 'শুধু শুধুই তুমি পেরেশান হচ্ছ। বিশ্বাস কর এ শুধু রসিকতা।'

আরেক সন্ধ্যা। বশীর ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন রাবিয়ার। পাশে আবু দাউদ।

'গতরাতে ইনজিলা ঘুমায়নি। ভাল করে একটু ওর দাঁত গুলো দেখুন।' বলল মীরা। আবু দাউদ সায় দিলেন তার সাথে।

'আজ এমন ঔষুধ দেব, তিন দিনের মধ্যেই ইনশাল্লাহ সব ব্যথা চলে যাবে আপনার মেয়ের।' শিশি থেকে ঔষুধ ঢাললেন কাপে। ইনজিলার দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'খাও।'

'খাওয়ার ঔষুধ?' চোখ বড় বড় করে বলল ইনজিলা।

ঠোঁটের কোণের মুচকি হাসিটা চেপে বশীর বললেন, 'হ্যা, এ খেলে দাঁতের ব্যথা থাকবে না।'

একটু নুয়ে পিয়ালা তুলে ধরল ইনজিলা। মুখে দিয়েই বলে উঠল, 'বেশী তেতো,

আমি খাব না।'

বশীর উঠে ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমাকে খেতেই হবে।'

বশীরের অযাচিত ধমকে ভয় পেয়ে ইনজিলা বলল, 'আমার বমি আসবে।'

'তাহলে অন্য ঔষুধ দেব। অনেক ঔষুধ আছে আমার কাছে।'

'একটু নরম সুরে ইনজিলা বলল, 'তা হলে খাই।'

আবু দাউদ বললেন, 'হ্যাঁ বেটি খেয়ে নাও। তোমার উপকার হবে এতে।'

অভ্যাস মত ইনজিলা প্রশ্ন করল বশীরকে, 'কোন অসুবিধাতো হবে না?'

রেগে গেলেন আবু দাউদ। বললেন, 'বশীর বিন হাসানের ঔষুধে ক্ষতি?'

ইনজিলা অনেক কষ্টে গলায় ঢেলে দিল ঔষুধ।

'এ শিশিটা রেখে যাচ্ছি।' মুচকি হেসে বললেন বশীর। 'আবার দাঁতে ব্যথা শুরু হলে এই পরিমাণ খেয়ে নেবে। দাঁত ছাড়াও পেটের পীড়ার জন্যেও ভাল। আজ অনেক ক্ষুধা লাগবে তোমার।'

চলে গেলেন বশীর আর আবু দাউদ। ইনজিলা বাঁকা চোখে চাইল রাবিয়ার দিকে। খিলখিল করে হেসে উঠল সে। কিছুক্ষণ মুখ বাঁকিয়ে নিজেও হেসে উঠল ইনজিলা।

উঁচু টিলার ওপর এ কিল্লা। দু'মানুষ সমান উঁচু এর দেয়াল। ঘর গুলো দোতলা। নিচে সিপাইদের থাকার জায়গা। অফিসারদের জন্য ওপর তলা। এ দেয়ালের পরেই ঘোড়ার আস্তাবল। আরেক দিকে মসজিদ। অন্য দিকে পুরনো দেয়ালের ভগ্নাবশেষ।

দোতালার প্রান্তে সুন্দর দুটি কামরা আবু দাউদ এবং তার মেয়েদের থাকার জন্য। স্ত্রী ও মেয়েদের কামরা যথেষ্ট প্রশস্ত। জানালা দিয়ে দেখা যায় সবুজ উপত্যকা। উপত্যকার প্রান্তে উঁচু পাহাড়ের সারি। মাঝখানে ছোট নদী। ঝিকমিক করছে নদীর পানি। আবু দাউদের কামরার ডানে ছোট্ট কামরায় যখমী কোচওয়ান। বাম দিকে বদর এবং বশীরের কামরা। ফৌজি অফিসারদের কামরা তার সামনে।

দিনের বেলা আবু দাউদের কাছে বসতে পারতো না বদর। সীমান্ত ফাঁড়ি গুলো দেখাশোনা করতে চলে যেতো ভোরে। কখনো কখনো রাতেও থাকতো বাইরে। তার অনুপস্থিতিতে মেহমানদের দেখতো বশীর। একজন বড় ডাক্তার হলেও বশীর ছিল উঁচুস্তরের আলেম। ইতিহাস, দর্শন এবং অন্যান্য বিষয়ে আবু দাউদের যোগ্যতায় তিনি প্রীত হলেন। দিনে রুগী দেখতে তিনিও চলে যেতেন অনেক দূরে। ফিরতেন রাতে। শোবার আগে আবু দাউদের সাথে আলাপ করতেন বিভিন্ন বিষয়ে। খানা খেতেন একত্রে।

বাইরে থেকে ফিরে সুযোগ পেলে বদর সময় দিতেন আবু দাউদকে। অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ চলত বশীর ও আবু দাউদের মধ্যে। বেশী সময় বসতে পারতেন না বদর। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই চলে যেতেন কামরায়। রাবিয়া, ইনজিলা আর মীরা নিজের কামরায় খানা খেতেন।

বদরের কণ্ঠ শোনা গেলেই কান খাড়া রাখতো রাবিয়া। এখন সুস্থ সে। তার কামরায় আসা যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বদর। তবুও আবু দাউদের কামরায় গেলেই প্রশ্ন

করে বদর, 'আপনার বেটি কেমন?'

অবশ্য বদরের এ আকর্ষণ শুধু সেবার কারণে, বুঝতে পারে রাবিয়া।

ইনজিলা সবসময়ই সংকোচহীনা। আবু দাউদের কাছে বশীর এলে ছুতা ধরে সেখানে চলে যেতো সে। তেতো ঔষুধের পর দাঁতের ব্যথা ছিলনা মোটেও। ধীরে ধীরে যুবক ডাক্তারের জন্য আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল ইনজিলা।

কোচওয়ান তখন পূর্ণ সুস্থ। বদর, বশীর আর আবু দাউদ রাতের খানা খাচ্ছিল। আবু দাউদ বললেন, 'আমার কোচওয়ান দেশে ফিরতে চায়। ছেলে মেয়ে ওর কার্ডিজে। গ্রানাডা গিয়ে পাঠিয়ে দেব ওকে এ প্রতিশ্রুতি ছিল আমার। গ্রানাডা পৌছতে আমাদের কিছু সময় লাগতে পারে হয়তো। বেচারা সন্তানদের জন্য শুধুই চিন্তা করবে। এজন্য তাকে আমি পাঠিয়ে দিতে চাই। আপনারা কি তার সফরে বন্দোবস্ত করতে পারবেন?'

'আমাদের তৎপরতা সম্পর্কে দেশে ফিরে যদি কিছু না বলে, আমার লোকেরা সীমান্তে পৌছে দেবে তাকে।' বললেন বদর।

'অন্যের ব্যাপারে জোর করে কিছু বলা যেতো না। কিন্তু ও বিশ বছর ধরে আছে আমার কাছে। অসংখ্য পরীক্ষা তাকে আমি করেছি। আমার অনেক গোপন কথা সে জানে। তার একটিও যদি সে প্রকাশ করত, তবে আর আমাকে এখানে আসতে হতো না। আমার সম্পত্তির অর্ধেকটাই তার ঘরে রেখে এসেছি। বিশ বছর পরও সে আমানত ফিরে পাব এ বিশ্বাস আমার আছে। খৃষ্টান স্ত্রী কন্যার চাইতে সে বেশী বিশ্বস্ত। কারণ তার সাথে রয়েছে আমার মনের মিল। খৃষ্টানদের সে ঘৃণা করে এবং আমাকেও মনে করে খৃষ্টান হুকুমতের চরম দুশমন। এজন্য ও আমার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত।

ও যখন আমার কাছে আসে তখন ওর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। কার্ডিজের গভর্ণর বিদ্রোহের অভিযোগে ওর বাবাকে ফাঁসিতে ঝুলালো। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখেছে সে নিজের চোখে। আপনাদের ও কতটা ভালবেসে ফেলেছে এ দু'দিনে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। আজ আমাকে বলে, ছেলেমেয়েদের গ্রানাডায় রেখে আপনার মুজাহিদ দলে শমিল হবে।'

'আহা! তার সাথে আন্তরিকতার বিনিময় করতে পারিনি আমি।' বদর বললেন। 'সে চাইলেই আমার লোকেরা সীমান্তে পৌছে দেবে তাকে।'

'ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বড় পেরেশান ও। তাহলে ভোরেই রওয়ানা হোক।'

দরজার সাথে কান লাগিয়ে আলোচনা শুনছিল ইনজিলা ও মীরা। ঘুমিয়ে ছিল রাবিয়া। ওরা তাকাচ্ছিল পরস্পরের দিকে। বদর উঠে চলে গেল নিজের কামরায়। বশীর আবু দাউদের সাথে আলাপ করলেন অনেকক্ষণ ধরে।

আনচান করছিল মীরা। পায়চারী করছিল ঘরময়। কোচওয়ানের বিবি বাচ্চা কার্ডিজে জানতো সে। আবু দাউদ শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান হুকুমতের দুশমনে পরিনত হয় কি না, এ ভয় হল মীরার। ইনজিলা ও মীরা অনেক রাত পর্যন্ত ফিস্ ফিস্ করল। 'খৃষ্টান স্ত্রী কন্যার চাইতে কোচওয়ান বেশী বিশ্বস্ত' স্বামীর একথা বার বার আওড়াচ্ছিল মীরা। ইনজিলা শান্তনা দিতে চাইলে তাকে। 'আমরা পাশের কামরায়। বাবার কথা শুনেছি জেনেও এমন কথা বলবেন, এতটা মুর্খ নন তিনি। কোন রহস্য নিশ্চয় আছে এতে।'

'বেটি, কোন মুসলমানকে বিশ্বাস করিনা আমি। তার সাথে দেশ ত্যাগ করাটাই বোকামী হয়েছে। গ্রানাডা গিয়ে জোর করে মুসলমান করতে চাইলে কি করব আমরা?'

'আম্মাজান, ধর্মের ব্যাপারে আব্বার কৌতুহল নেই জানি আমি। আপনার পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। আব্বার কাছে এর কারণ জিগ্যেস করলেই দেখবেন শান্ত হয়ে গেছে আপনার মন।'

'শান্তনা না পেলে ঘুম আসবে না আমার। ওঠার নামটি পর্যন্ত নেই ডাক্তারের। দরজা খুলে তোর আববাকে ডাকতো।'

'আম্মা একটু অপেক্ষা করুন। এইতো ডাক্তার উঠল বলে।'

বশীর চলে গেল। দরজা খুলে ঝড়ের গতিতে কামরায় ঢুকলো মীরা। চেচিয়ে বলল, 'হ্যা, কোচওয়ানইতো সব। আমরা মা-বেটিতো তোমার কাছে উটকো ঝামেলা।'

'আস্তে বলো।' তাড়াতাড়ি উঠে বাইরের দিকের দরজা বন্ধ করে দিল আবু দাউদ। 'আমার কথা শুনে তুমি বেরিয়ে আসবে আমি জানতাম। একটু সবুর কর। তোমাকে সব খুলে বলছি। এখানে কথা বলা ঠিক হবে না। কেউ শুনে ফেললে ভাল হবে না আমাদের। তোমার কামরায় চল।'

'আল্লাহর ওয়াস্তে কার্ডিজে পাঠিয়ে দাও আমায়। জানিনা গ্রানাডা গিয়ে কি করবে আমাদের সাথে। যে অমানুষ তুমি, কোন ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রিও করে দিতে পার।' আবু দাউদ এগিয়ে মুখ চেপে ধরলেন মীরার। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলেন তার কামরায়। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করতে বললেন ইনজিলাকে। 'আমাদের কথা কেউ শুনে ফেললে কল্যাণকর হবেনা। আল্লার দিকে চেয়ে একটু চুপ থাক। এখনি সব বলছি তোমাকে।'

এ হাঙগামায় ঘুম ভেঙে গেল রাবিয়ার। চোখ বন্ধ রেখেই শুনতে লাগল ওদের কথাবার্তা। ইনজিলা দরজা বন্ধ করতেই মীরাকে টেনে তার বিছানায় বসালেন আবু দাউদ। বললেন, 'বেকুব নারী। তোমাকে গ্রানাডার রানী করার চিন্তা করছি আমি, আর তুমি বরবাদ করে দিচছ সব। ঠিক আছে, কোচওয়ানকে ডাকছি, আমাকে বিশ্বাস না হলে সেই তোমাকে বলবে।' লজ্জিত হয়ে মীরা বলল, 'তাদের সামনে তুমি আমাকে হেয় করেছ কেন?'

'শোন মীরা। গুরুত্বপুর্ণ এক কাজে পটাচ্ছি কোচওয়ানকে। সফল হলে গ্রানাডা যাবার ইচছা হয়ত ছেড়ে দেব। ফার্ডিনেন্ডের এ সফলতা গ্রানাডা বিজয়ের চেয়ে কম নয়। যখন আমি বলব এ কাজে মীরাও শরীক ছিল, কার্ডিজের সব নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পাবে তুমি রানী ইসাবেলার কাছে।'

'কোন ধরনের সাফল্য আশা করেন আপনি?' নরম হয়ে বলল মীরা।

'তুমি জান আবুল হাসানের চাইতেও সীমান্ত ঈগলকে বেশী বিপদজনক মনে করেন ফার্ডিনেন্ড।'

'তুমি কি তাকে ----'

'হ্যা। কার্ডিজ যদি জানতে পারে পাহাড় নয় বরং অরক্ষিত কিল্লায় থাকে সীমান্ত ঈগল, সাথে সাথে আক্রমণ করবে। এ জন্যে পাঠাচিছ কোচওয়ানকে। তোমার শান্তনার

জন্যে তাকে ডেকে পাঠাচিছ।'

'না, দরকার নেই। কিন্তু তারা আমাদের উপকার করেছেন।'

'সময় এলে আমিও তার উপকার করব। অনুকম্পার ভিখারী যখন তারা হবে, ফার্ডিনেন্ডের কাছে ওদের জীবন ভিক্ষা চাইব।'

ধুক ধুক করছিল রাবিয়ার দীল। চোখ খুলে কিছু দেখা কি বলার হিম্মত রইল না তার। ইনজিলা বলল, 'আববাজান, তারা কেবল আমাদের জীবনই বাঁচায়নি, অপরিসীম আন্তরিকতাও দেখিয়েছে। আমাদের নিকৃষ্ট দুশমন হলেও তারা ভাল ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। সীমান্ত ঈগলের সংগী হলেও ডাক্তার একজন ফেরেশতা। সব উপকার ভুলে যাবেন তাদের?'

'তুমি জাননা হয়ত, একে বন্ধু হিসাবে পেতে অর্ধেকটা সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত ফার্ডিনেন্ড।'

'সে বন্দী হলে ফার্ডিনেন্ড প্রধানমন্ত্রী লর্ড বিশপকে বলবেন, এই সম্মানিত বন্দীদের জন্যে আপনাদের চেয়ার খালি করে দিন। কার্ডিজের ভাবী সম্রাটকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে সে। কর্ডোভা আর সেভিলের গর্ভনর তাকে বন্ধু মনে করে। তিনি মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন দুর্বৃত্তদের সাথে। জংগল তার উপযুক্ত স্থান নয়। তার স্থান হচেছ কার্ডিজের শাহী দরবার। সে আমার উপকার করেছে। তার ইচছার বিরুদ্ধে হলেও তাকে আমি নিয়ে যাব সেখানে। বাদশাহ এবং ইসাবেলার কাছে সুপারিশ করে তার অতীত অপরাধ ক্ষমা করাতে পারবো এ বিশ্বাস আমার আছে।'

ইনজিলার ভয় রূপান্তরিত হল খুশিতে। এতক্ষণ ভাবছিল সে, বশীরের সাথে তার এ হৃদ্যতা শেষ হয়ে যাবে চলে গেলেই। এক দুর্ঘটনা কিছু সময়ের জন্যে একত্রিত করেছে ওদের। এ ঘটনা কোন একদিন অতীতের সুন্দর স্মৃতি হয়ে রইবে ইনজিলার মনের কোণে। বশীরকে প্রথম দেখেই তার মনে সৃষ্টি হয়েছিল মৃদু শিহরণ। দুজনার মাঝে যে বাঁধার প্রাচীর, কাছে বসে সবসময়ই তা অনুভব করত সে। এ পরিবেশে বশীর ছিল তার ক্ষণিকের কেন্দ্র বিন্দু।

পথশ্রান্ত পথিক বিশ্রাম নেয় গাছের নিচে। ক্ষণিকের তরে মন ছুটে যায় তার পাখীর গানে। বিমোহিত হয় সুরের মূর্ছনায়। পাখী তার সফর সংগী হবে, ভাবে না কখনো পথিক। এ মুসাফিরের মতই ইনজিলার অবস্থা। কিন্তু নতুন করে ভাবার সুযোগ পেল ইনজিলা আবু দাউদের কথায়। ভবিষ্যতের আলোর ঝাড়ে জ্বলে উঠল সহস্র দিপালী। তার মন ছুটে গেল কামরা থেকে অনেক দূরে। বশীরকে দেখতে পেল কার্ডিজের শাহী দরবারে। তারা দুজন গীর্জায় মেরীর মূর্তির সামনে পারস্পরিক বন্ধনের প্রতিশ্রুতি নিচ্ছে। পাদ্রী পবিত্র পানি ছিটাচ্ছেন তাদের উপর। এ নিরব ভাবনা মৃদমন্দ সমীরণের দোলা ছিল না ইনজিলার জন্য, বরং তা ছিল তুফানের প্রলয় ঝাপটা। যে তুফান তাকে মুহূর্তে দূর থেকে দূরান্তে নিয়ে যেতে পারে।

রাবিয়ার অবস্থা ছিল ভিন্ন। ভেংগে পড়ছিল তার স্বপ্নের প্রাসাদ। ফার্ডিনেন্ডের ফাঁসির মঞ্চে দেখছিল সে বদরকে। তার আশার ফুলগুলো মথিত হচ্ছিল বারবার। খসে পড়ছিল তার ভাংগা আকাশের আলোকোজ্জ্বল তারকা। নিরাশার যাঁতাকলে নিস্পিষ্ট

হচ্ছিল সে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার। চিৎকার দিতে চাইছিল। হায়! যদি চিৎকার দিতে পারত! যদি কিছু বলতে পারত রাবিয়া। কিন্তু চোখ খোলার সাহস হচ্ছিল না তার।

'আমি কোচওয়ানকে ডাকছি।' বলল আবু দাউদ।

'আপনার উপর আমার বিশ্বাস আছে।' বলল মীরা।

'কিছু কথা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তার জন্য এ কামরাই নিরাপদ।'

কোচওয়ানকে সাথে নিয়ে ঘরে ঢুকল আবু দাউদ। দরজা বন্ধ করে আস্তে ডাকল, 'রাবিয়া, রাবিয়া।' রাবিয়ার কোন জবাব না পেয়ে বলল, 'ভালই হয়েছে। ইনজিলা, তাকে কিছু বলবে না।'

নিরবে কাটল কিছুক্ষণ। আবু দাউদ এবার ফিরল কোচওয়ানের দিকে। বলল, 'ফার্ডিনেন্ডের নাইট হতে চাইলে হুশিয়ারীর সাথে করবে এ কাজ। একটু ভুলে সব পন্ড হয়ে যেতে পারে। সীমান্তের গভর্ণরের কাছে চলে যাবে তুমি। সাবধানতার জন্যই কোন লেখা পাঠাইনি, বলবে তাকে। শুক্রবার রাতে সীমান্ত ঈগলকে এখানে রাখার চেষ্টা করব আমি। সে থাকলে মোমের আলো জ্বলবে দু'কামরাতেই। এক কামরায় আলো জ্বলার মানে সে এখানে নেই। তখন হামলা করে কোন লাভ হবে না। রাতে বাতাসের দাপট থাকলেও আলো জ্বালানোর চেষ্টা করব আমি। দু'টি জানালাই যদি বন্ধ থাকে তবে অর্থ হবে সামনে এগুনো বিপদজনক। সীমান্ত পেরোবার আগে কাউকে বলোনা এ কথা। কোচওয়ানকে বাদশাহর নাইট হতে দেখনি আজো। এ কাজের শেষে ফার্ডিনেন্ডের দরবারে ইজ্জতের বড় আসন খালি হবে তোমার জন্য।'

'আমি আপনার এক আদনা গোলাম। আমার মুনীব যদি গ্রানাডার বাদশাহ হন ফার্ডিনেন্ডের নাইট হবার চাইতে তার দরজার পাহারাদার হওয়াই সৌভাগ্য আমার জন্য।'

'তোমার কাছে এই ছিল আমার আশা। আমার ভাগ্যাকাশে যখন চাঁদ হাসবে, সর্বাগ্রে আলোকিত হবে তোমার ঘর। আমার মহলের পাহারাদার নয়, তুমি হবে আমার দরবারের সুষমাময় মুকুটের হিরকখন্ড। এখন বিশ্রাম কর। ভোরেই তোমার সফরের ব্যবস্থা করব। কিল্লার হেফাজতে পঞ্চাশ জনের বেশী সৈন্য নেই, অবশ্যই তাদের বলবে এ কথা।'

কোচওয়ান চলে গেলে দরজা জানালা বন্ধ করল আবু দাউদ। একটা চেয়ারে বসে মীরা ও ইনজিলার সাথে আলাপ করল অনেকক্ষণ। নিজেদের গ্রানাডার সম্রাট, রানী, শাহজাদী ভাবল তারা। অনাগত দিনের আরাম আয়েশের ব্যাপারে আলাপ চলল তাদের মধ্যে। কিন্তু রাবিয়ার কোন কৌতুহল ছিল না এতে। পেরেশানীর শেষ সীমায় পৌছে দিল তাকে কোচওয়ান ও আবু দাউদের কথোপকথন। সীমান্ত ঈগলের জন্য ফাঁদ তৈরী হচ্ছে। বুঝল সে, বিপদের মুখোমুখী তার জীবন।

বাবার চরিত্রহীনতার মুখোশ খুলে গেল তার সামনে। সে একা, দারুণ একা, কঠিন ভাবে অনুভব করল রাবিয়া। সীমান্তের স্বল্প পরিচিত সেই বিদ্রোহী নওজোয়ান শুধু যেন অনেক কাছে।

সীমান্তের এই বিদ্রোহী দুনিয়ার সকল বিপদের উর্ধে, কয়েক ঘন্টা আগেও ভাবছিল সে। মনে হতো এক পর্যটক পাহাড়ের মনলোভা অথচ বিপদজনক শৃঙ্গে পা বাড়াচ্ছে। বদর একাই যেন এ মনোরম পাহাড়ের এক অগ্নিগিরি। তাকে পাওয়ার আকাংখা যেমনি আনন্দের তেমনি ভয়ের। বদর বিন মুগীরা গাছের মত। যার ডালে সে রচনা করছিল সুখের নীড়। গাছটি এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ভেংগে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চায় সে গাছটি। দুর্বল হাতে তার মূলে মাটি দিতে চায়।

আবু দাউদ চলে গেল নিজের কামরায়। ভাবনার সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ল রাবিয়া।

রাবিয়ার পেরেশানী

ভোরে চোখ খুলতেই রাবিয়া অনুভব করলো মাথা ও গায়ে প্রচন্ড ব্যথা। জানালা দিয়ে আসা আলোয় বুঝা যাচ্ছিল ফজরের সময় খুব সংকীর্ণ। বিছানা ছেড়ে সে অজু করে নিল তাড়াতাড়ি। নামাজ পড়ে আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়।

গতকাল তার ব্যান্ডেজ খুলে আবু দাউদকে বলেছিল বশীর, 'একটু চলাফিরা করলেই পায়ের ব্যথা সেরে যাবে। সকাল-সন্ধ্যা কেল্লার বাইরে মুক্ত হাওয়ায় বেড়ালে শরীরের দুর্বলতাও চলে যাবে।'

কোচওয়ানকে বিদায় করে আবু দাউদ সোজা তার কামরায় ঢুকে বলল, 'রাবিয়া! তুমি এখনো শুয়ে আছো? ইনজিলার সাথে খানিক ঘুরে আসো। মীরা, তুমিও যাও এদের সাথে।'

রাবিয়ার জবাব না পেয়ে ইনজিলা বলল, 'ওর হয়তো শরীর ভাল নেই। চলো আমরাই ঘুরে আসি।'

'আমার মাথাব্যথা করছে। বিকেলে দেখা যাবে।' বলল মীরা।

আবু দাউদ জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে রাবিয়া, শরীর ভাল নেই?'

'ভালো।' বাবার দিকে না তাকিয়েই গম্ভীর কণ্ঠে জওয়াব দিল রাবিয়া।

'না, না, তোমার চোখ লাল দেখাচ্ছে!'

'আমার শরীর ব্যথায় ভেংগে যাচ্ছে।'

তার শিরায় হাত রেখে আবু দাউদ বলল, 'সম্ভবতঃ জ্বর এসেছে তোমার, এক্ষুণি ডাক্তার ডাকছি আমি।'

'না, না, আমি বিলকুল ভাল। ডাক্তারের কোন দরকার নেই। আব্বাজান, আমি অবিলম্বে গ্রানাডা যেতে চাই।'

'কিন্তু তুমি ভালভাবে চলতে না পারলে তো এখানেই অপেক্ষা করতে হবে

আমাদের।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল আবু দাউদ। বশীরকে সাথে নিয়ে ফিরে এল খানিক পর। রাবিয়ার দিকে তাকালেন বশীর। শিরায় হাত রেখে বললেন, 'মনে হচ্ছে রাতে আপনি ঘুমান নি।'

আবু দাউদ, মীরা এবং ইনজিলা চমকে চাইল রাবিয়ার দিকে। তাদের দুশ্চিন্তার কারণ বুঝে সে বলল, 'সম্ভবতঃ আজ রাতে একটু বেশীই ঘুমিয়েছি আমি। ভোরে চোখ মেলতেই মাথাটা ঝিম ঝিম করা শুরু করল।'

'বেশী ঘুমানোর কারণেও আপনার শরীর খারাপ হয়ে থাকতে পারে। আমি ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। সন্ধ্যায় অবশ্যই বেড়াতে যাবেন। বিছানায় পড়ে থাকলে এমনিও শরীর খারাপ করে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবু দাউদ বলল, 'আমার স্ত্রীরও মাথাব্যথা করছে।'

মীরার নাড়ী দেখে বশীর বলল, 'অল্প না ঘুমিয়ে থাকলে আপনিও রাবিয়ার মত বেশী ঘুমিয়েছেন কাল। বিকালে একটু বেড়ালে এ কষ্ট থাকবেনা।'

'মোটেও ঘুম হয়নি আমার।'

'ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঘুম না এলেই একটা ট্যাবলেট খেয়ে নেবেন।'

বিকালের দিকে শরীর একটু ভাল হয়ে এল রাবিয়ার। আবু দাউদের চাপাচাপিতে মীরা ও ইনজিলার সাথে সে সান্ধ্য ভ্রমণে বের হল। এখনো এক পায়ে বেশী ভর দিয়ে হাঁটছিল সে। কেল্লার বাইরে থেকে রোগী দেখে ফিরছিল বশীর। তাদের দেখে ঘোড়া থামিয়ে বলল, 'দু'পায়ে সমান ভর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করলে পরশু নাগাদ ভালভাবেই চলতে পারবেন। আজ বেশী দূরে যাবেন না যেন।'

'নিচের উপত্যকায় কোন ভায় নেইতো!' বলল ইনজিলা।

'মেহমানদের কোন ভয় এখানে নেই।'

গভীর উদ্বেগে কাটল রাবিয়ার দুটো দিন। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সে সাবধান করতে চাইছিল বদরকে। কিন্তু এও সে জানত, পিতাকে বিপদে না ফেলে তা সম্ভব নয়। অনেক ভেবে চিন্তে পথ একটা বের করল সে। ঠিক করল বদরের সাথে দেখা করবে। বশীরকে জিজ্ঞেস করে জানল, আস্তানায় চলে গেছে বদর। ফিরতে দুদিন দেরী হবে! জুম্মার এখনো চারদিন বাকী। প্রতি নামাজ শেষে রাবিয়া দোয়া করে, সে যেন কদিনের মধ্যে না ফেরে এখানে।

দুদিন ইনজিলার সাথে বেড়াতে বেরিয়েছে সে। খুব ভোরে বেড়াতে বেরুত বশীর। প্রথম দিন ফিরতি পথে দেখা হল তার সাথে। তার দিকে তাকিয়ে ইনজিলা বলল, 'দেখুন তো, রাবিয়ার হাঁটার কোন অসুবিধা আছে কিনা?'

'এখন একটু হাঁটলেই সুস্থ হয়ে যাবেন।'

'আব্বাজান বলেছেন এক সপ্তার মধ্যেই রওনা করবেন।'

'হ্যাঁ, আপনাদের সফরের জন্য গ্রানাডা থেকে নতুন টাংগার ব্যবস্থা করেছি।'

'এই জনশূন্য জায়গায় আপনার অসুবিধা হয়না?'

'শহরে মানুষের ভীড় আমি পছন্দ করিনা।'

'খুব ভোরেই কি বেড়াতে বের হন আপনি?'

'হ্যাঁ! খুব ভোরেই আমি উঠতে অভ্যস্ত।' বলেই বশীর হাঁটতে শুরু করল। ইনজিলা তার দিকে তাকিয়ে রইল।

রাবিয়া বলল, 'ইনজিলা এবার চল না।'

পলকে ইনজিলা ফিরে তাকাল তার দিকে। লজ্জিত হয়ে বলল, 'ডাক্তারটা বড় সুপুরুষ, তাই না রাবিয়া!'

'তিনি যদি তোমার ব্যাপারে এমনটি ভেবে থাকেন, তবে আমার আফসোসই হবে। ইনজিলা! তোমার আর তার জিন্দেগীর পথ ভিন্ন। ভিন্নমুখী দুটো সরল রেখা পরস্পর মিলিত হয়না কখনো।'

ইনজিলা হেসে তার মনের ভাব লুকানোর চেষ্টা করল। বলল, 'তোমার ধর্মের সাথে আমার ভাব হয়ে গেছে। তুমি কি তাই মনে কর রাবিয়া।'

'না ইনজিলা, প্রেম সুখের কথা নয়। আমার শান্তনা, তুমি এ পবিত্র অনুভূতি থেকে অনেক দূরে। কন্টক মাড়িয়ে কি লাভ? কোন কোন কাঁটার আঘাত বড়ই ব্যথাতুর। তাতে দেহ রক্তাক্ত হয়, কিন্তু তার খবরও সে রাখে না।'

'রাবিয়া! তুমি ভুল বুঝেছ। প্রেমর অনুভূতি থেকে আমি বঞ্চিত নই। যিনি হবেন আমার হৃদয়ের অধিশ্বর, তার জন্য সব কিছুই আমি কোরবান করে দিতে কুণ্ঠিত হবো না। তবে যার ধর্ম আমার সাথে মিলে না, শহরকে যে ঘৃণা করে, তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা? না রাবিয়া, বরফের চাঁইয়ে আগুন খুঁজব, আমি এত আহম্মক নই। বশীর তোমার চিকিৎসক, এ জন্যেই একটু রসিকতা করি। তুমি এতে কিছু মনে নিলে চোখ তুলেও চাইব না আর। তোমার সাথে বেড়াতেও বের হবো না।'

'না, না, ইনজিলা! আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

প্রতি দিনই দীলের উৎকণ্ঠা বাড়ছিল রাবিয়ার। জুমার আর মাত্র দুদিন বাকী। কাকভোরে ঘুম থেকে উঠল রাবিয়া। ফজরের নামাজ আদায় করে দেখে হাত মুখ ধুয়ে ইনজিলাও বেড়াতে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছে। প্রত্যেক দিন রাতে শোয়ার সময় মীরা বলত, 'আগামীকাল তোমাদের সাথে বেড়াতে যাবো।' ভোরে ডাকতে গেলেই মাথা ব্যথা অথবা অন্য কোন অজুহাতে বিছানায় পড়ে থাকত সে। আর ইনজিলাকে উপদেশ দিত, 'বেশী দূর যাবিনা, এরা বড় বিপদজনক।'

আজো রাবিয়া ও ইনজিলা ডাকতে গেল মাকে। না উঠেই পাশ ফিরে শুল সে। এতে বরং খুশীই হলো ইনজিলা।

'চলো রাবিয়া! আজ আমরা উপত্যকা পেরিয়ে পাহাড়ে উঠব।' বলল ইনজিলা।

বশীর সাধারণতঃ পাহাড়েই বেড়াতে যেতো। উপত্যকার ঘন বৃক্ষরাজি পার হল ওরা। নদী পেরিয়ে পৌছল পাহাড়ের গোড়ায়। পাহাড় বেয়ে এবার ওরা উপরে উঠতে শুরু করল। ইনজিলার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে পারছিল না রাবিয়া। খানিক উঁচুতে পৌছে রাবিয়া বলল, 'আমি হাপিয়ে গেছি। আর পারবো না। তোমার ইচ্ছা হলে ঘুরে আস। আমি এখানেই বসছি।'

'আমি এক্ষুণি আসছি।'

বলেই ছুটে পাহাড়ে উঠতে লাগল ইনজিলা। ভেবেছিল পাহাড়ের চূড়ায় বশীরের দেখা পাবে। কিন্তু কোথাও তাকে দেখা গেল না। প্রতিটি পদক্ষেপে দীলের স্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল তার। পাথরের ওপর বসে রাবিয়া অনেক্ষণ তাকিয়ে রইল ইনজিলার দিকে। এক সময় হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। রাবিয়া এবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নিচের উপত্যকায়। চোখ আটকে রইল উপত্যকার মনলোভা দৃশ্যপটে।

বাঁয়ের পাহাড় থেকে নিচের উপত্যকায় যাবার সরু পাহাড়ী পথে আচানক দেখা দিল এক সওয়ার। নিজের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে চলছিল ঘোড়া। আপন মনে সওয়ার গাইছিল একটা আরবী গান। তার পরণের সফেদ পোশাক দেখে রাবিয়ার হৃদয়ের স্পন্দন বেড়ে গেল। কি ভেবে ওঠে দাঁড়াল রাবিয়া। নামতে শুরু করল উপত্যকায়। সে ভয় পাচ্ছিল, নদীর পারে পৌছে গেলে সওয়ারকে আর ধরা যাবে না। তাই সে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। যেখান থেকে ঘন গাছপালা শুরু হয়েছে সেখানে পৌছে দৌড়াতে লাগল সে। নদীর কাছাকাছি এসে হাপাতে হাপাতে একটা পাহাড়ী গাছ আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। সওয়ারের আওয়াজ নিকটতর হতেই হৃদয়ের স্পন্দন আরো বেড়ে গেল।

কাছে চলে এল সওয়ার। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পথের মাঝে এসে দাঁড়াতে চাইল রাবিয়া। কিন্তু পারল না। পথের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তার ধারণা সঠিক, এ সওয়ার বদর বিন মুগীরা। শিরস্ত্রাণের পরিবর্তে তার মাথায় এখন সাদা পাগড়ী।

সীমান্ত ঈগল তাকে লক্ষ্য করেনি। একবারের বেশী রাবিয়া তার দিকে চাইতে পারল না। লজ্জা, পেরেশানী আর ভয়ে খানিকক্ষণ কি করবে কিছুই ভেবে পেল না সে। মনে মনে ভাবল, এমন সুযোগ যদি আর না আসে। জুম্মার বাকী মাত্র দু'দিন। জড়তা ঝেড়ে শক্ত হল সে।

'থামুন।' সরু পথে কয়েক পা এগিয়ে ডাকল রাবিয়া। কিন্তু তার লাজরক্তিম কণ্ঠের দুর্বল আওয়াজ শুনতে পেল না বদর। আপন মনেই এগিয়ে চলল।

একটু আগে যে জমিন আটকে রেখেছিল তার পা দুটো, তাই যেন নদীর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল রাবিয়াকে। এগিয়ে গেল সে। কয়েক কদম হেঁটেই চলার গতি বাড়াল। শেষতক দৌড়াতে লাগল আবার।

'থামুন। থামুন। একটু দাঁড়ান!' চিৎকার করে ডাকল সে।

পিছনের দিকে তাকিয়েই সওয়ার ঘোড়ার বাগ টেনে ধরল। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল রাবিয়ার চেহারা। জমিনে সেঁধিয়ে গেল যেন তার পা।

হয়রান হয়ে বদর বললেন, 'আপনি! একা?'

সহসা কোন জওয়াব এল না রাবিয়ার মুখে। নেজা জমিনে গেড়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন বদর। কয়েক কদম এগিয়ে বললেন, 'আপনাকে এত পেরেশান দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?'

মাথা তুলে স্বসংকোচে তার দিকে তাকাল রাবিয়া। বদরের মৃদু হাসিতে দূর্ভাবনা, প্রীতি আর এক ঝাক অনুরাগ দেখে ধীর পদে এগিয়ে গেল সে। মুখ নামিয়ে আস্তে উচ্চারণ করলো, 'আমি... আমি আপনাকে কিছু বলতে চাইছি।'

'বলুন!'

রাবিয়াকে এই প্রথম গভীর ভাবে দেখল বদর। তার লাজরক্তিম চেহারায় বদর প্রভাবিত না হয়ে পারলো না।

'বলুন, কি আমায় বলতে চাইছেন?' দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন বদর।

ভালবাসা আর আনুগত্যের সাগরে বন্দী ছিল রাবিয়ার দু'টো আঁখি। ধীরে ধীরে ওপরে তুলল সে দুটো। 'ইনজিলার সাথে আমি বেড়াতে এসেছি। সে পাহাড়ে উঠেছে।'

'আপনি অস্থির হবেন না। এখানে কোন ভয় নেই।'

'তার জন্য আমি পেরেশান নই। আপনাকে বলতে চাইছিলাম, এ কেল্লা সীমান্তের খুব কাছে। খৃষ্টানরা যদি খবর পায় আপনি এখানে তাহলে.........'

'আপনি ভাববেন না। আমরা মেহমানদের হেফাজত করতে জানি।'

'না, না, তা বলছিনা। আমার দুশ্চিন্তা আপনার জন্য। আপনি স্পেনের মুসলমানদের শেষ আশা ভরসা। আপনি এখানে আছেন, এ খবর খৃষ্টানরা জানতে পারলে ভয় হয়.....'

'আমার জন্যে ভাববেন না। ওদের কয়েকবার আমি শিক্ষা দিয়েছি।'

'তবুও অল্প ক'জন সিপাই নিয়ে এই অরক্ষিত কেল্লায় থাকা বিপদের বাইরে নয়। আপনার জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। আমার ভয় হয়, আস্তানায় না থেকে আপনি এখানে থাকেন, আমাদের চাকরটা আবার বলে না দেয় একথা।'

'আপনার আব্বা তো বললেন সে খুব বিশ্বস্ত।'

'আব্বা যথেষ্ট সরল।' পেরেশান হয়ে বলল রাবিয়া। 'পথে ধরা পড়ে লোভ অথবা ভয়ে সে সব কিছুই বলে দিতে পারে। এ জন্য সাবধান হওয়া উচিত।'

রাবিয়ার ভাষায় অনুরোধের চেয়ে বেশী ছিল আবদার। এক মুসলিম মেয়ের দূর্ভাবনা আর হামদর্দী বদরের আশার বাইরে নয়। রাবিয়াকে তিনি শান্তনা দিয়ে বললেন, 'এ কেল্লা গ্রানাডার সীমানায়। নিয়মিত যুদ্ধ ঘোষণা না করে ওরা এ কেল্লায় হামলা করবে না। আমি এখানে আছি জানলেও এ মুহূর্তে এ দুঃসাহস করবে বলে আমার মনে হয় না। যদি নিজের ব্যাপারে পেরেশান হয়ে থাকেন, তবে এ আশ্বাস আপনাকে দিচ্ছি, মুজাহিদদের শরীরের খুন এতটা জমে যায়নি যে, তারা মেহমানদের হেফাজত করতে অপারগ। আমার সিপাইরা গ্রানাডা পৌছা পর্যন্ত আপনাদের হিফাজত করবে।'

চঞ্চল হয়ে রাবিয়া বলল, 'আমাকে আপনি ভুল বুঝলেন। নিজের ব্যাপারে কোন পেরেশানী নেই আমার। আমি শুধু আপনাকে নিয়েই ভাবছি। শুধু আমিই নই, কার্ডিজের প্রতিটি মুসলিম নারী সীমান্ত ঈগলের কল্যাণের জন্য দোয়া করে। এই বদনসীব কওমের আপনিই শেষ ভরসা।'

ধরে এল রাবিয়ার কণ্ঠ। তার সুন্দর দু'টো চোখে টলমল করতে লাগল অশ্রুবিন্দু। এতে অনেকটা প্রভাবিত হলেন বদর। বললেন, 'কওমের মেয়েদের এ ধরণের দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা উচিত নয়। এতে পুরুষেরা কুঁড়ে হয়ে যায়। তবুও আমি আপনার এ হামদর্দীর শুকরিয়া আদায় করছি।'

ঘোড়ার রেকাবে পা রাখলেন বদর। রাবিয়া তাড়াতাড়ি বলল, 'আর একটু দাঁড়ান।'

রেকাব থেকে পা নামিয়ে বদর বললেন, 'হয়তো আমি আপনাকে শান্তনা দিতে পারিনি। খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে হামলা হওয়া অসম্ভব নয়। তবে কোথাও ওরা আমাদের ঘুমিয়ে পাবে না। আপনি যা মনে করেন, এ কেল্লা ততোটা অরক্ষিত নয়।'

খানিক নীরব থেকে রাবিয়া বলল, 'আপনি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন?'

'হ্যাঁ। কোন কোন স্বপ্ন আমি অস্বীকার করি না। পিতার ব্যাপারে আমার বাল্যের এক স্বপ্ন সত্য হয়েছিল। কিন্তু এরপর আমার স্বপ্নের তাবির আমি তলোয়ার দিয়ে করেছি। আমার ব্যাপারে আপনি কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে তার তাবীরের জন্য তরবারীই আমার ভরসা।'

আশান্বিতা হয়ে রাবিয়া বলল, 'আপনার তরবারীতে ভরসা আছে আমারও। আর আমার স্বপ্নের তাবীর শুধু আপনার তলোয়ারই করতে পারে। আমি স্বপ্নে দেখেছি হঠাৎ দুশমন আপনার কেল্লায় হামলা করেছে। আপনার সিপাইদের তুলনায় তারা অনেক বেশী। রাতের আঁধারে কেল্লার ভেতর ও বাইরে শুনেছি ভয়ংকর শ্লোগান। মনে হয়েছিল কেল্লার প্রাচীর ভেংগে ভেতরে প্রবেশ করছে ওরা। ভয়ে আমার চোখ খুলে গেল। হয়তো এ স্বপ্ন আমার দুর্ভাবনারই ফল। তবুও আপনাকে না বলে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।'

'আপনার শোকর গোজারী করছি। আপনার স্বপ্ন সত্যি হলে খোদা চাহেতো কেল্লার ভেতরে ওদের শ্লোগান শোনার পরিবর্তে কেল্লার বাইরে ওদের আর্তনাদ শোনবেন।'

রাবিয়া আস্তে করে 'আমীন' বলল। মিষ্টি মধুর মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার চেহারায়।

'এই স্বপ্নের তাবীরের জন্য হয়তো আরো কদিন এখানে অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। আপনার আব্বাকে বলবো, কদিনের জন্য সফর মুলতবী করতে। সম্ভবতঃ রাজী হবেন তিনি।'

এক মিষ্টি মধুর অনুভূতি স্পন্দিত হলো রাবিয়ার দীলে। মনে মনে বলল, 'আপনার এ অনুকম্পা হয়তো আমার অন্য কোন স্বপ্নের ফল।'

রেকাবে পা দিয়ে বদর বললেন, 'সম্ভবতঃ আপনি আপনার বোনের জন্য অপেক্ষা করবেন। এবার তাহলে আমাকে অনুমতি দিন।'

ঘোড়ার পিঠে বসে নেযা তুলে নিলেন বদর। সংকোচের সাথে রাবিয়া বলল, 'ভয় হয়, আমার কথা গুলোকে আবার ঠাট্টা বলে উড়িয়ে না দেন। আমার সৎমা, ইনজিলা আর আব্বাও আমার কথা নিয়ে বিদ্রুপ করেন। খোদার দিকে চেয়ে এ স্বপ্ন তাদের কাউকে বলবেন না।'

'বুঝতে পারছি মুখের কথাই আপনাকে শান্তনা দেবার জন্যে যথেষ্ট নয়।' এই বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে বাঁশীতে ফু দিলেন বদর। ঘন বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাহারাদাররা বেরিয়ে এসে তার চারপাশে জামায়েত হল। একজনকে লক্ষ্য করে বদর বললেন, 'সোলায়মান! এক্ষুণি বনে চলে যাও। সন্ধ্যার পূর্বেই অর্ধেক ফৌজ দেখতে চাই

পাহাড়ের পেছনে। কেল্লার সিপাইরা যেন জানতে না পায়।'

পাহারাদাররা বৃক্ষের আড়াল থেকে যেমন এসেছিল বদরের হাতের ইশারায় তেমনি গায়েব হয়ে গেল। মৃদু হেসে রাবিয়ার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এবার শান্ত হলেন তো? যতদিন আপনারা এখানে থাকবেন কেল্লার চারপাশে পাহারা দেবে আমার ফৌজ।'

চঞ্চল হয়ে ঘোড়ার বাগ আকঁড়ে ধরে রাবিয়া বলল, 'আমি নিজের জন্য চিন্তিত, খোদার দিকে চেয়ে এমনটি ভাববেন না। আমার দুশ্চিন্তা শুধু আপনার জন্যই। আপনি জাতির সম্পদ! স্পেনের মুসলমানদের কেন্দ্রবিন্দু! হায়! আমার স্বপ্নে প্রভাবিত না করে যদি অন্য কিছু করতে পারতাম। যারা আপনার দরজায় পাহারা দেয়, যদি হতে পারতাম তাদের মতো নিবেদিতপ্রাণ। কিন্তু আমি যে শুধু আবেগপ্রবণ এক নারী। যার কাছে আপনার জন্য দোয়া আর স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই।'

ধরে এল রাবিয়ার গলা। চোখ ভরে এল অশ্রুতে। কি করা উচিত অনেকক্ষণ পর্যন্ত বদর কোন ফয়সালা করতে পারলেন না।

সীমাহীন নমনীয়তা আর আনুগত্য সত্বেও রাবিয়ার চেহারায় ছিল এমন গাম্ভীর্য অভিভূত না হয়ে পারলেন না বদর। লজ্জিত হয়ে তিনি বললেন, 'আফসোস! আমার কথায় আপনি ব্যথা পেয়েছেন। আমি তা চাইনি। আপনার শোকর গোজারী করছি। আচ্ছা, খোদা হাফেজ।'

ঘোড়ার বাগ ছেড়ে একদিকে সরে গেল রাবিয়া। ঘোড়া হাঁকিয়ে নদীতে নেমে পড়লেন বদর। তার দিকে তাকিয়ে রাবিয়া বার বার বলল, 'খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ।'

রাবিয়াকে বসিয়ে রেখে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছল ইনজিলা। দেখল চূড়ো থেকে নামছেন বশীর। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার জন্যে একটা পাথরে বসল ইনজিলা। বশীর কাছে এলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ তাকে দেখে থমকে দাড়াল বশীর।

'আজ আপনি একাই এসেছেন?'

'রাবিয়া সাথে ছিল। সে নিচে রয়ে গেছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠব বলে জেদ চেপে গেল আমার, নইলে এতটা উঠতে পারতাম না। আপনাকে এখানে পাব আশা করিনি।'

'আপনি যথেষ্ট হিম্মত করেছেন।'

বশীরের কথায় অভিভূত হল ইনজিলা। হেসে বললো, 'এখানে পৌছতেই আমার হিম্মত শেষ। আমার কপাল ভাল আপনাকে পেয়েছি। কষ্ট না হলে চূড়া পর্যন্ত চলুন না আমার সঙ্গে।'

'চলুন।'

'শুকরিয়া। ভয় ছিল ফিরতি পথে আবার না পথ ভুলে যাই।'

'এ পথ এতটা বিটকেলে নয়!' জবাব দিলেন বশীর।

স্বাভাবিকভাবে আগে আগে চলছেন তিনি। ইচ্ছে থাকলেও পরিশ্রান্ত ইনজিলা কোন কথা বলছিল না। পর্বত চূড়ায় পৌছে দারুণভাবে হাপাতে লাগল ইনজিলা। সারা

শরীর ঘামে ভেজা। চেহারা লাল।

দৃঢ় চরিত্র ডাক্তারী ব্যক্তিত্ব নিয়ে বশীর একবার চাইলেন তার কমনীয় চেহারার দিকে। আবার চক্ষু অবনত করে তাকালেন সবুজ শ্যামল উপত্যকায়।

রুমালে ঘাম মুছে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে ইনজিলা বলল, 'চড়াই পেরুতে আপনার হয়তো লাগেনি, কিন্তু আমি কাহিল হয়ে পড়েছি।'

অভ্যাস মতো দৃষ্টি আনত রেখে বশীর জওয়াব দিলেন, 'আমি পাহাড়ে চড়ে অভ্যস্ত। আপনি সম্ভবত এই প্রথম হিম্মত পরীক্ষা করলেন।'

'এখানে দাঁড়িয়ে নিচের উপত্যকার দৃশ্য কতো মনোরম দেখায়! আফসোস! রাবিয়া আমার সাথে আসতে পারেনি।'

'এতটা পরিশ্রম করা এখন তার উচিত নয়।'

বসতে বসতে ইনজিলা বলল, 'অনুমতি হলে একটু জিরিয়ে নেই। দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

'তাড়াতাড়ি করুন, আপনার বোন অপেক্ষা করছে।'

কথার মোড় পাল্টাতে ইনজিলা বলল, 'কতো মনলোভা দৃশ্য! আপনি কি প্রতি দিন এখানে আসেন?'

বশীর বলল, 'না, আজই আমি এখানে এসেছি। নয়তো যাই ঐ পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত।'

'আমাকে পথ দেখাতেই হঠাৎ কুদরত এখানে আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'আমি না হলেও আপনি আসতে পারতেন এখানে।'

'না। সত্যি বলছি, আমার হিম্মত শেষ হয়ে গিয়েছিল। আগামী পরশু আমরা যাচ্ছি। আজ আপনাকে না পেলে পর্বত চূড়ায় আরোহন না করার আফসোস নিয়েই হয়তো ফিরে যেতে হতো আমাকে।'

'এটা এমন কোন পরিতাপের বিষয় নয় যা পুরো না হলে অনেক দিন পর্যন্ত আপনার আফসোস থাকতো।'

'এ মনোরম দৃশ্য কখনো ভুলতে পারব না। শুনেছি সীমান্ত ঈগলের বন আরো চিত্তাকর্ষক।'

'হ্যাঁ। সে এলাকা খুবই নয়নাভিরাম।'

'এ জন্যেই সম্ভবতঃ শহরে যেতে আপনি পছন্দ করেন না?'

'যেখানে ভালো কাজ হয় সে স্থানকেই আমি হামেশা পছন্দ করি।'

'আমার মনে হয় এ পাহাড়ী অরণ্যের পরিবর্তে সেভিল, কার্ডিজ এবং কর্ডোভায় এরচে ভাল কাজ করতে পারবেন। সেখানকার সম্রাট, গভর্ণর এবং ওমরারাও আপনার সম্মান করবে। কিছু মনে না নিলে বলবো, এখানে আপনি আপনার যোগ্যতা নষ্ট করছেন। আব্বাজান বলেন, আপনি কার্ডিজ গেলে সম্রাটের দরবারে সেরা চেয়ারটাই নাকি থাকবে আপনার ভাগ্যে।'

'আপনার আব্বা আদৌ কার্ডিজ যাবার অনুমতি আমায় দেবেন না। আর সম্রাটের দরবারে উপবেশন করারচে বদরের এক মামুলী সিপাইর চিকিৎসা করেই আমি সন্তুষ্ট।

এরা কদাচিৎ শারীরিক বিমারে আক্রান্ত হয়, আর আপনার সম্রাট এবং ওমরার দল আত্মিক আর নৈতিক বিমারে আক্রান্ত থাকে সব সময়।'

মুচকি হেসে বশীরের দিকে তাকিয়ে ইনজিলা বলল, 'আসলে খৃষ্টানদের আপনি ঘৃণা করেন, একথা বলছেন না কেন?'

'এক ডাক্তার হিসেবে সব মানুষের খিদমতই আমার কর্তব্য। আর এক মুসলমান হিসেবে তাদের সঙ্গ দেয়াই আমি ফরজ মনে করি, স্পেনের মুসলমানদের আজাদী ও ইজ্জতের জন্য যারা লড়াই করছে। কার্ডিজের যে সব সুরম্য অট্টালিকায় মুসলমানদের জন্য তৈরী হচ্ছে গোলামীর জিঞ্জির সেখানেই আপনি দেখেন ইনসানিয়াত। আমি ইনসানিয়াত দেখি এসব ঝুপড়ির মধ্যে, গোলামীর চেয়ে যারা মওতকেই বেশী প্রাধান্য দেয়।'

'আপনার কি মনে হয় একটু দেরীতে হলেও আমাদের শাহানশাহর মোকাবিলা আপনারা করতে পারবেন?'

'মোকাবিলা শুধু বিজয়ের জন্যই নয়। কখনো কমজোরের জন্য লড়াই এক মহান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যতদিন জিন্দা থাকবো কেউ আমাদের গোলাম বানাতে পারবে না, এ একীন আমার আছে। তা যাক। চলুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

'আমার মনে হয় আপনি কার্ডিজের শাহী ডাক্তার হলে, সম্রাটকে সন্তুষ্ট করে মুসলমানদের আজাদীর ওপর হামলা করা থেকে বিরত রাখতে পারতেন তাকে।'

'খোশামুদী দিয়ে নয়, আজাদী খরিদ করতে হয় খুন দিয়ে।'

'খোশামুদ কেন? ডাক্তার হিসেবে আপনি সম্রাটের পৃষ্ঠপোষক হতে পারেন।'

ঝাঁঝালো কণ্ঠে বশীর বললেন, 'আপনার অহংকারী সম্রাটের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার একটাই পথ– তার হাত থেকে জুলুমের তরবারী ছিনিয়ে নেয়া। যখন সে হবে আমাদের অনুকম্পার ভিখিরী– পূর্বসুরীদের মতো সব অপরাধ তখন ক্ষমা করে দেব ওদের। অলীক জিন্দেগী কামনা করার চেয়ে আমার জাতির কায়েমী জিন্দেগীর জন্য এক সিপাই হিসাবে যুদ্ধ করাকেই আমি প্রাধান্য দিচ্ছি। এখানে আপনি মেহমান! আফসোস, খামাখাই তর্ক করছেন। হিস্পানী আর কার্ডিজের মোকাবিলা এখন কথায় নয় তলোয়ারে হবে।'

ধীরে ধীরে পাহাড়ী পথ বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন বশীর। ইনজিলা অনুসরণ করল তাকে। সে মনে মনে ভাবছে, হায়! এ প্রসংগ যদি না তুলতাম।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললনা। কিন্তু পাহাড় থেকে নেমে বশীর যখন বৃক্ষরাজি অতিক্রম করছিল, দ্রুত ইনজিলা তার কাছে এসে বলল, 'এতটা রাগ করবেন আপনি বুঝতে পারিনি। খোদা জানেন, আপনার দুশমন আমি নই। যাই আপনি করবেন তার সাথেই থাকবে আমার আশীর্বাদ। আমায় ক্ষমা করুন।'

পিছন ফিরে চাইল বশীর। ইনজিলার দুটো আঁখি থেকে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। অভিভূত হয়ে বশীর বললেন, 'নাদান মেয়ে! তুমি কাঁদছ!'

'আমায় ক্ষমা করে দিন।' আবার বলল ইনজিলা।

'কিন্তু এ কান্নার কারণ তো আমি বুঝতে পারি না। এ অশ্রু যদি হয় খৃষ্টানদের

পক্ষ থেকে বিজয়ের দুস্তির পয়গাম, ভয় হয় এ মুক্তা-বিন্দু হবে নিরর্থক। আর আমাদের প্রচেষ্টা নিরর্থক ভেবে যদি এ হয় হামদর্দীর পয়গাম, তাও যথা সময়ের পূর্বে। যদি ভেবে থাকো, বশীর বিন হাসানের জীবন এতই মূল্যবান, এ জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে সে কওমের সাথে থাকবে না, তাহলেও ভুল করবে।'

আবেগাপ্লুত হয়ে ইনজিলা বলল, 'খৃষ্টান মুসলিম এবং তাদের বাদশাহদের ব্যাপারে কোন কৌতূহল আমার নেই। আমি শুধু আপনার কল্যাণ কামনা করি। আফসোস! আমার কথায় আপনি দুঃখ পেয়েছেন! এ কথাগুলোর কোন গুরুত্ব দেবেন না আপনি।'

'ইনজিলা! ইনজিলা!' ভেসে এলো রাবিয়ার আওয়াজ।

'আপনার বোন এখানে।' ইনজিলাকে নীরব দেখে জওয়াব দিলেন বশীর। তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'চলো ইনজিলা, তোমার বোন ডাকছে।'

বশীরের আগে আগে চলল ইনজিলা। খানিক পর তিনজন রওনা করলো কেল্লার দিকে। নদী পেরুতেই দেখা হলো আবু দাউদের সাথে। রাবিয়া ও ইনজিলাকে তিনি বললেন, 'আজ অনেক দেরী হয়েছে তোমাদের।'

রাবিয়া বলল, 'আব্বাজান! আমরা পাহাড়ে উঠতে চাইছিলাম। কিন্তু আমি বেশী দূর উঠতে পারিনি। ইনজিলা একাই পর্বত চূড়া ঘুরে এসেছে।'

স্বপ্নের তা'বীর

বদর এবং বশীর জুমাবারের অধিকাংশ সময় কাটালেন আবু দাউদের সাথে। আবু দাউদ তাদের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হলেন যে, বদর এবং বশীর রাত কাটবেন কেল্লায়। কিন্তু দুদিন থেকে আচানক কেল্লার অনেক ফৌজ গায়েব হয়ে যাওয়ার কোন কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না।

দুপুরে একত্রে তিন জন খেতে বসেছেন। আবু দাউদ প্রশ্ন করল, 'কেল্লার অনেক সিপাই কোথায় চলে গেছে? আমার মনে হয় আপনারা যেহেতু এখানে, এর হেফাজতের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা দরকার।'

বদর বেপরোয়া জওয়াব দিল, 'আমরা আমাদের জন্য কোন সিপাই রাখা জরুরী মনে করিনা।'

'স্বীকার করি আপনাদের বাহাদুরীর তুলনা নেই। তবুও কেল্লার হেফাজতের জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক সিপাই প্রয়োজন। নাছারাদের তরফ থেকে আচানক হামলার ভয় না থাকলেও আপনাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।'

'ভয় নেই, বিপদের সময় আপনি এখানে যথেষ্ট সিপাই মজুদ পাবেন। এ কেল্লায়

আমার অবস্থান বিলকুল আকস্মিক। আপনারা গ্রানাডা রওনা হলেই ইনশাআল্লাহ আমি পাহাড়ী আস্তানায় পৌঁছে যাব।'

'এ জন্য সম্ভবত দুদিন আগেই সিপাইদের রওনা করিয়ে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ওদের কোন কাজ নেই এখানে।'

এরপর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলল তাদের মধ্যে। মাগরিবের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বেরুচ্ছিল ওরা। একজন ঘোড়সওয়ার কেল্লায় ঢুকে মসজিদের দরজার এসে থামল। বদরের দিকে তাকিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত এগিয়ে এল সামনে। বদর বিন মুগীরা তার কথার অপেক্ষা না করেই প্রশ্ন করলেন, 'অবস্থা ভাল তো? তোমাকে খুব পেরেশান দেখাচ্ছে।'

সিপাই বলল, 'বাদশাহর ভাই এবং গ্রানাডা ফৌজের ক'জন উঁচু দরের অফিসার আপনার সাথে মোলাকাত করতে চান। আপনার আস্তানায় না থেমে ওরা এদিকেই আসছেন।'

'ওরা এখান থেকে কত দূরে?'

'আট মাইল। ওরা রাতে আপনার সাথে খানা খাবেন।'

বশীরের দিকে তাকিয়ে বদর বললেন, 'আপনি তাদের খানার ব্যবস্থা করুন। আমি তাদের অভ্যর্থনার জন্য যাচ্ছি।'

একটু পরেই ঘোড়া নিয়ে কেল্লার বাইরে বেরিয়ে এল বদর। আবু দাউদ দ্রুত কামরায় প্রবেশ করল। গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে কামরায় পায়চারী করল কিছুক্ষণ। এরপর মাঝের দরজা খুলে মীরার কামরায় মাথা ঢুকিয়ে বলল, 'একটু এদিকে এসো তো মীরা।'

মীরা কামরায় ঢুকলে আবু দাউদ তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

রাবিয়া ও ইনজিলা তাকাতে লাগল পরস্পরের দিকে। রাবিয়া মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ইনজিলা, আববাজানকে আজ সকাল থেকেই পেরেশান মনে হচ্ছে।'

ইনজিলা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল রাবিয়ার দিকে। বলল, 'আববার পেরেশানীর কারণ হয়ত আগামী দিনের কঠিন সফর। রাবিয়া, তোমাকে তো তার চাইতে বেশী পেরেশান দেখাচ্ছে। যখন আমরা কার্ডিজ থেকে গ্রানাডা রওনা করেছিলাম, তুমি খুশী ছিলে। এখন মনে হচ্ছে গ্রানাডার চাইতে এ বিরাণ কিল্লা তোমার অধিক পছন্দ।'

'গ্রানাডার প্রতি আমার আকর্ষণ ঠিকই আছে। কিন্তু ভয় হয়, আগামীকাল আববাজান গ্রানাডা যাবার ইচ্ছা বদলে না ফেলেন।'

'তুমি জান আববাজান গ্রানাডা যাবার সংকল্প বদলাবেন না। সীমান্ত ঈগল আমাদের জন্যে নতুন টাংগার ব্যবস্থা করেছেন। তোমার পেরেশানীর কারণ অন্য কিছু। রাবিয়া, আপন দীলের কথা আমার কাছে লুকাতে পারবে না। তুমি কি ভাবছ না, সীমান্ত ঈগলের আবাস গ্রানাডা থেকে অনেক দূরে?'

রাবিয়ার চেহারা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠল। ইনজিলাকে কিছু বলতে পারল না। ইনজিলাই বলল আবার, 'রাবিয়া, আমরা দুজন একই কিস্তির সওয়ারী। বশীরের নাম নিলেই তুমি আমায় তিরস্কার কর। কিন্তু তোমার নিজের হাল! এখান থেকে যাওয়ার চিন্তা করলেই চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায় তোমার। সত্যি করে বলো তো, তুমি কি

সীমান্ত ঈগলকে ভালবাস না?'

'ইনজিলা, কিভাবে বলব তাকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আমার দুনিয়া তার দুনিয়া থেকে পৃথক। বদর বিন মুগীরা স্পেনের আকাশে পূর্ণিমা শশী। তার সে স্নিগ্ধ আলোর লাখো দর্শকের মধ্যে আমিও একজন। যারা সে আলোতে বিমোহিত হয়- আকাশ থেকে টেনে নিজের আঁচলের অলংকার বানাবার খেয়াল তাদের দীলে জন্ম নেয় না। স্পেনের আকাশে এক উজ্জ্বল তারকা বশীর। তোমার রসিকতা তাকে দেখা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলে আমার কোন আপত্তি ছিল না। বরং আকাশ থেকে টেনে সেই সেতারাকেই তুমি চাও আঁচলে বাঁধতে। তোমার আর তার মাঝে বাঁধার প্রাচীর দেখলেই চোখ বন্ধ করে ফেল। তোমার দৃষ্টি খুলে দেয়া ফরজ মনে করছি আমি।'

ইনজিলার রমনীয় চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। উদাস মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলল, 'অতীতের গোস্তাখী সত্ত্বেও অনুভব করছি, দুনিয়ায় তোমার চেয়ে এত আপন আমার আর কেউ নেই। রাগ করো না, তুমি এক কবি মন নিয়ে তাকে আকাশে দেখছো। কিন্তু আমি তাকে দেখছি জমিনে। বলতে শরম নেই- তাকে আমি চাই। আমার আঁচলের সৌন্দর্য না হলে তার কাছে ছুটে যেতে সংকোচ হবে না আমার। রাবিয়া, তাকে প্রথম দেখেই মন বলছিল সে আমার। তার আওয়াজ শুনে মনে হয়েছিল এ কণ্ঠ আমি বহুবার শুনেছি। আমার নয়ন শুধু তাকেই দেখছে। প্রাণে বাজছে তার কণ্ঠের সুর। হৃদয়ের গভীর থেকে শুধু একটি শব্দ বেরিয়ে আসছে- সে আমার.. সে আমার। সত্যি করে বল তো বদরের ব্যাপারেও কি তুমি এমন ভাবছ না? তাকে তোমার কল্পনার আকাশে ওড়ানোর চাইতে এ অনুভূতি কি তোমার হয় না, সে একজন পুরুষ তুমি একজন নারী?'

রাবিয়া গভীর ভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইনজিলা, সে মুসলমান আর তুমি খৃষ্টান এ অনুভূতি তোমার নেই? খৃষ্টান মুসলমান দ্বন্দ্ব চলছে তুমি কি জানো না?'

ইনজিলা জওয়াব দিল, 'তার পরোয়া করি না। তাকে আমার দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবো। সম্ভব না হলে তার দিকে যেতে কোন আপত্তি থাকবে না আমার।'

'ভেবে দেখো ইনজিলা, আজ যদি গ্রানাডা ও কার্ডিজের সালতানাতের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে তোমার আর বশীরের সব রাস্তা কি রুদ্ধ হয়ে যাবে না?'

হয়তো সাময়িক আমাদের মাঝে সব পথ রুদ্ধ হবে কিন্তু যুদ্ধের ফলে গোটা স্পেন খৃষ্টান কব্জায় চলে যাওয়া ছাড়া আর কি হবে ? তখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে আমাদের মাঝের ঘৃণার সর্বশেষ দেয়াল।'

'ইনজিলা, তুমি কি মনে কর বশীরের মত সিপাই কওমের বরবাদী এবং পরাজয়ের পর তোমার সাথে প্রেম করার জন্যে বেঁচে থাকবে?'

উদাসীনতায় ছেয়ে গেল ইনজিলার চেহারা। খানিকক্ষণ চুপ থেকে সে বলল, 'রাবিয়া, অবস্থা যদি তাকে কার্ডিজে যেতে বাধ্য করে আর জিন্দেগীর বাকী দিন গুলো সেখানে অবস্থান ছাড়া কোন উপায় না থাকে তবুও কি আমাদের মাঝে ঘৃণার দেয়াল বাঁধা হয়ে থাকবে?'

'যে অবস্থা কার্ডিজে যেতে তাকে বাধ্য করবে তার ওপর এটা নির্ভরশীল। এক

বালিকার সুপারিশে জিল্লতির জীবন যাপন করতে সে রাজী হবে না। কিন্তু এক বিজয়ী হিসাবে তোমার মহববতের জিঞ্জির পরতেও হয়তো রাজী হবে। ইনজিলা! অবস্থা তাকে কার্ডিজ যেতে বাধ্য করবে একথা কেন ভাবছ তুমি?'

নিজের পেরেশানী লুকানোর চেষ্টা করে ইনজিলা বলল, 'সে যদি দীর্ঘদিন এ বিরাণ ভূমিতে থাকতে পছন্দ না করে তবে বলবো বাগানই ফুলের উপযুক্ত স্থান।'

রাবিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, পাশের কামরার দরজা খুলে আবু দাউদ এবং মীরা প্রবেশ করল এ কামরায়। আবু দাউদের হাতে দুটি জলন্ত মোমবাতি।

দু জানালায় বাতি দুটি জ্বালিয়ে দেয়া হলে রাবিয়া নিষ্পাপ কণ্ঠে বলল, 'আববাজান, এ কামরায় তো যথেষ্ট আলো। নতুন করে মোম জ্বালানোর দরকার কি?'

আবু দাউদ পেরেশান হয়ে বলল, 'রাবিয়া, বেশী আলো কি তুমি ঘৃণা কর?'

নিরুপায় হয়ে রাবিয়া বলল, 'না আব্বাজান, এ আলো তো হাওয়ায় নিভে যাবে। আপনি বললে আমি জানালা বন্ধ করে দেই।'

'মুক্ত হাওয়ার জন্য জানালা খোলা থাকা জরুরী।' মীরার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার কামরায় মোম আছে। এ দুটো শেষ হলেই এনে জ্বালিয়ে দিও।' বলেই আবু দাউদ বেরিয়ে গেলেন।

এশার সময় গ্রানাডার শাহী মেহমান ভাই আল জাগল এবং ফৌজের দুই বাহিনী প্রধান মুসা এবং আল জায়গারাকে নিয়ে কেল্লায় প্রবেশ করলেন। তাদের সাথে ছিলেন গ্রানাডার পনরজন সিপাই আর কয়েকজন ফৌজি অফিসার। কেল্লার মসজিদে আজান হওয়াতে ওরা ঘোড়া থেকে নেমেই চলে এলেন মসজিদে। আবু দাউদ এবং বশীর তাদের খোশআমদেদ জানালেন মসজিদের দরজায়। আল জাগল বশীরের সাথে আন্তরিক মোসাফেহা করে আবু দাউদের দিকে তাকালেন।

বদর বললেন, 'ইনি আবু দাউদ। রাস্তায় এর কথাই আপনাদের বলেছি।'

আল জাগল আবু দাউদের সাথে মোসাফেহা করে বললেন, 'বদর আপনার অনেক প্রশংসা করলেন। আপনার খোশনসীব যে, সীমান্ত ঈগল আপনার সমর্থক।'

মৃদু হেসে আবু দাউদ বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। এ আমার সবচে বড়ো সৌভাগ্য যে, আমি এক দরিয়াদীল নওজোয়ানের মেহমান। যিনি গরীব মেহমানের তারীফ করাকেও মেহমানদারীর মধ্যে শামীল করে নিয়েছেন। যে দূর্ঘটনায় সীমান্ত ঈগলের সাহচর্যে কদিন কাটানো আমার নসীব হল, তা আমার জিন্দেগীর এক সুস্বাদু অনুভূতি। গ্রানাডার যে মহান ব্যক্তিকে দুর থেকে দেখতে পেলে মনে করতাম আমার খোশ কিসমত, তিনি আজ আমার সামনে। গোস্তাখী না হলে এই শরীফ হাতে একটু চুমু খেতে চাই। শত শত বছর পরে যে হাতে তারিক বিন যিয়াদ এবং মুসা বিন নুসায়েরের তরবারী উঠানোর সৌভাগ্য হয়েছে।'

খোশামোদিতে যারা পেরেশান হন, আল জাগল ছিলেন সে ধরণের মানুষ। কিন্তু আবু দাউদের কথায় তিনিও অভিভূত হলেন। নিজের হাত টেনে আনার চেষ্টা করলেন না। গভীর আবেগে আবু দাউদ তার হাতে চুমু খেলেন। দু'ফোটা অশ্রু ঝরে পড়ল আল জাগলের হাতে। প্রয়োজনের সময় আবু দাউদের নয়ন থেকে যা ঝরে থাকে।

মুসা এবং আল জায়গারার সাথে পরিচিত হওয়ার সময়ও আবু দাউদ এ ধরণের আবেগ জাহির করলেন। মসজিদে প্রবেশ করলেন সবাই। ইমামের দায়িত্ব পালন করলেন আবু দাউদ।

নামাজ শেষে এক প্রশস্ত কামরায় খেতে বসলেন সবাই। তাদের উদ্বুদ্ধ করতে আবু দাউদ কাজে লাগালেন তার উর্বর মাথা আর চৌকস ঠোঁটের সকল ক্ষমতা। আল জাগল নিজে বিভিন্ন ইলমে অসাধারণ পারদর্শী। কিন্তু আবু দাউদের জ্ঞানগর্ভ কথায় তিনিও চমৎকৃত হলেন। আবু দাউদ বললেন তার গোপন তৎপরতার কথা। বললেন, 'তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্ডিজের জালিম শাসকের তখ্‌ত উল্টিয়ে দেয়া।'

আল জাগল বললেন, 'আল্লাহর শোকর, তিনি আপনার জন্য সে স্থানই নির্বাচন করেছেন যেখানে আপনার দরকার সব চেয়ে বেশী। গ্রানাডায় আমাদের জন্য আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন। বদর আপনার সম্পর্কে যা বলেছে, তাতে আমার মনে হয় আপনি নওজোয়ানদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হবেন। আমি গ্রানাডার এমন এক নওজোয়ানকে আপনার হাতে সোপর্দ করব, যাকে পথে আনা, দ্বিতীয়বার হারানো স্পেন ফিরে পাবার চেয়ে কম নয়। গ্রানাডার যুবরাজ, আমার ভাতিজা আবদুল্লাহর কথা বলছি আমি। সে চরম সন্দেহপ্রবণ, বুজদীল, খোশামুদপ্রিয় এবং অস্থিরমতি যুবক। গড়ার চেয়ে সে ভেংগেই খুশী। তাকে সংশোধন করতে পারলে জাতির বড় খিদমত হবে।'

ভেতরে ভেতরে দারুণ পুলকিত হলো আবু দাউদ। মনের ভাব গোপন করে আবু দাউদ বলল, 'গ্রানাডার নওজোয়ানদের সংশোধন করতে আপনাদের চোখের ইশারাই যথেষ্ট। আমাকে যে যিম্মা আপনারা সোপর্দ করবেন, খুশী চিত্তে আমি তা আঞ্জাম দেব।'

'আবু আবদুল্লাহর জন্য চোখের ইশারার চাইতে চাবুকের দরকার বেশী। আমি মনে করি আপনার কাছেই রয়েছে সে চাবুক। তা, গ্রানাডা কবে যাচ্ছেন?'

'ইনশাআল্লাহ কালই রওনা হয়ে যাবো।'

'আপনি ওখানে পৌছতে পৌছতে আমিও পৌছে যাব ইনশাআল্লাহ। আপনার মতো ব্যক্তিকে ছেলের ওস্তাদ করতে আমার ভাই আপত্তি করবে না। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে আপনি এ জিম্মা পেয়েছেন আবু আব্দুল্লাহ যেন জানতে না পারে। আমার প্রতিটি কথাই সে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।'

'এ জন্য আপনি চিন্তা করবেন না।'

এরপর আল জাগল, মুসা এবং জায়গারা কর্ডিজের ফৌজি প্রস্তুতি সম্পর্কে খুটিনাটি প্রশ্ন করলেন। আবু দাউদ এমন সব জওয়াবই দিয়ে গেলেন যাতে তারা খুশী হয়। প্রায় মাঝরাতের দিকে সবাই শোয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় সহসা কেল্লার চারদিকে নাকারা বেজে ওঠল। পেরেশান হয়ে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলেন সবাই। আল জাগল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন বদরের দিকে। অন্য সবার দৃষ্টিও নিবদ্ধ হল তার মুখের ওপর।

বদর বিন মুগীরার চেহারায় হয়রানী অথবা দুশ্চিন্তার কোন চিহ্নই দেখা গেল না। তিনি উঠতে উঠতে প্রশান্ত চিত্তে বললেন, 'আপনারা ঘাবড়াবেন না।'

বশীর বললেন, 'আমি এখুনি দেখছি।'

'আপনি বরং মেহমানদের কাছেই বসুন। এক্ষুণি আসছি আমি।'

বদর দরজার কাছে পৌছলে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল এক পাহারাদার। বললো, 'খৃষ্টানরা হামলা করেছে।'

একথা শুনে সবাই তরবারি বের করলেন। কিন্তু বদর বললেন, 'আপনারা নিশ্চিন্তে বসে থাকুন। খৃষ্টনরা গত বিশ বছরে সম্ভবত এরচে বড় দুঃসাহস দেখায়নি। তাদের বিশাল বিশাল ফৌজও রাতের বেলা এ কিল্লার কাছে আসতে পারেনি। আমার অতীত জিন্দেগীতে অযাচিত হামলার জন্য সম্ভবত এত বেশী তৈরী হইনি।'

আবু দাউদ বললো, 'কিন্তু কিল্লায় বিশ পঁচিশজনের বেশী সিপাই আমি দেখিনি।'

'কিল্লার হিফাজত চার দেয়ালের অনেক দূরে করা হয়। খোশ কিসমত আমার অর্ধেকেরও বেশী সিপাই এখানে রয়েছে। আমি এক্ষুণি আসছি।'

মুসা বললেন, 'আমিও তোমার সাথে যাবো।'

বদর বিন মুগীরা বললেন, 'ভয় হয় আপনারা আমার কোন সিপাইর তীরের নিশানা না হন। বাইরে যারা লড়ছে তাদের নেতৃত্বে আমিও যাব না। কিল্লার পাহারাদারদের কিছু হেদায়েত দেব শুধু।'

শান্তনা পেয়ে আল জাগল বললেন, 'হামলা আসবে এ ধারণা আপনার হল কিভাবে?'

এ প্রশ্নে আবু দাউদ চমকে চাইল বদরের দিকে। বদর জওয়াবে বললেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি ইশারা পেয়েছিলাম। খোদার শোকর, তাকে আমি ঠাট্টা মনে করিনি।'

বশীর বিন হাসান বদরের সাথে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বদর তাকে এই বলে নিরস্ত করলেন, 'আমার অনেক সিপাই তীর বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়ায় এ জন্যে যে, তুমি চিকিৎসার জন্য রয়েছে। তুমি ব্যান্ডেজ তৈরী কর।'

বদর বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন এক ঘন্টা পর। বললেন, 'আপনারা চিন্তা করবেন না। কিল্লার দু'মাইল দূরে খৃষ্টানরা অযাচিত অভ্যর্থনা পেয়ে ভাগতে শুরু করেছে। কিন্তু তাদের দশজনও যদি বেঁচে যায় তা হবে দুর্ঘটনা। আপনাদের কাউকে এ শানদার বিজয়ের হিস্‌সা নিতে বাঁধা দেব না। কিন্তু বাঁশী না বাজলে আপনাদের বেরুনো ঠিক হবে না। ভোরের আলোতে কয়েদীদের একত্রিত করতে এবং ভেগে যাওয়া দুশমনকে তীরের শিকার বানাতে আপনারা আমার সংগীদের মদদ করতে পারবেন।'

বদর এবার আবু দাউদের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি কামরায় গিয়ে বাইরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিন। না হয় আলো নিভিয়ে ফেলুন। কাউকে দরজায় বা বারান্দায় দাঁড়াতে দেবেন না। পাহারাদার বলেছে দুশমনের একটা ছোট দলকে কিল্লার আশে পাশে দেখা গেছে। যদিও এ কিল্লা এ ধরণের মামুলি হামলা থেকে নিরাপদ, তবুও আলো দেখে তীর চালানোর সন্দেহ উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

আবু দাউদ ছুটে বেরিয়ে এল কামরা থেকে। খানিক দূর গিয়ে আবু দাউদ চিন্তায় পড়ে গেল। শ্লথ হয়ে এল তার চলার গতি। বদরের কথায় এ একীন তার হয়েছে যে,

তার দাওয়াতে আসা হামলাকারীদের ধ্বংস নিশ্চিত। সুতরাং আলো জ্বালানো অথবা নিভানোতে কোন তফাত নেই। হামলাকারীদের সাথে তার চাকর না থাকে, এ ভয় পয়দা হল তার দীলে। তার সম্ভবনা কম হলেও যথেষ্ট ভয় ছিলো। তার চেয়ে বেশী ভয় ছিল, হামলাকারীদের সালার বন্দী হলে বদরের সামনে তার ভেদ ফাঁস না করে দেয়। তবুও দীলকে সে শান্তনা দিচ্ছিল, সীমান্তের গভর্ণর তাকে ফার্ডিনেন্ডের খাস ব্যক্তি মনে করে হয়ত তার কথার আমল করবে এবং হয়তো কোন ফৌজি অফিসারের কাছে তার পরিচয় দেয়নি।

প্রতিটি কদমে বিভিন্ন সন্দেহ দোলা দিচ্ছে তার মনে। আবার উড়িয়ে দিচ্ছে নিজেই। কামরার নিকট এসে পৌছল সে।

আবার নতুন চিন্তা তার শরীরে কম্পন সৃষ্টি করল। সে ভাবল, সম্মান ও প্রতিপত্তির লোভে সীমান্তের গভর্ণর নিজেই ফৌজের সাথে চলে আসেনি তো? গ্রেফতার হওয়ার পরে বদর এবং আল জাগলের সামনে সে বলবে, 'অপরাধী আমি নই। আবু দাউদ হামলার জন্য আমাদের দাওয়াত দিয়েছে।'

পেরেশান হয়ে সাফাইয়ের বিভিন্ন রাস্তা খুঁজছিল সে। হঠাৎ একটা হালকা চিৎকার ভেসে এল কানে। দরজা খুলে তাড়াতাড়ি কামরায় প্রবেশ করল। আবার চিৎকারের সাথে কি যেন পড়ার আওয়াজ পেল। ভেতরের কামরায় প্রবেশ করে দেখল ইনজিলা ও মীরা পড়ে আছে মাটিতে। ইনজিলার সিনায় বিঁধে আছে একটা তীর। রাবিয়া বিমুঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। উৎকট পেরেশানী নিয়ে রাবিয়ার দিকে তাকাল আবু দাউদ। চঞ্চল হয়ে ইশারা করলো দরজার দিকে। মোম হাতে নিয়ে একদিকে ছুড়ে জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর 'ইনজিলা, মীরা ' বলে দুজনকেই ঝাকুনি দিতে থাকলো।

ককাতে ককাতে চোখ খুলল ইনজিলা। মীরা তখনও বেহুশ। রাবিয়া অস্থির হয়ে বলল, 'আব্বাজান! ডাক্তার ডাকুন, ইনজিলা আহত! আম্মাজান আঘাত পেয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে আছেন! ইনজিলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে থেকে কেউ তীর মেরে দিয়েছে। ইনজিলার রক্ত ঝরছে আব্বা, আপনি তাড়াতাড়ি করুন!'

আবু দাউদ ছুটে বেরিয়ে গেল। বদর এবং বশীর খানিক পর আবু দাউদের সাথে কামরায় প্রবেশ করল। ইনজিলা ও মীরাকে এক নজর দেখে দুজনকেই বশীর বিছানায় শুইয়ে দিল। এর মধ্যে এক চাকর ঔষধের ব্যাগ নিয়ে পৌঁছে গেল। বশীর ব্যাগ খুলে একটা বোতল বের করলেন। কয়েক ফোটা ঔষধ রুমালে ঢেলে আবু দাউদের হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনার স্ত্রীকে শুঁকতে দিন। এখুনি হুশ ফিরে পাবে।' ইনজিলার দিকে ফিরলেন বশীর। পিটপিট করে দুহাতে বশীরের হাত ধরে না, না, বলে চিৎকার দিতে লাগল সে। বশীর বললেন, 'তীর যত দেরীতে খোলা হবে তত বেশী কষ্ট হবে। ভয় পেয়ো না। বাঁধা দিলে বাধ্য হয়ে বেহুশের ঔষধ দিতে হবে।'

বদর বিন মুগীরা এবং চাকরের দিকে ইশারা করলেন বশীর। চিৎকার দিয়ে ইনজিলা বলল, 'আমি কিছুই করবো না।'

বশীর বললেন, 'আমি জানতাম তুমি বাহাদুরের মেয়ে! একটু চক্ষু বন্ধ কর।

ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই।'

কিন্তু ইনজিলা প্রেম ভালবাসা আর আনুগত্য ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বশীর হাত বাড়ালেন তীরের দিকে। কোন উচ্চবাচ্য না করে নিজের ঠোঁট দাঁতে চেপে ধরল সে। বশীরের হাতের একটা ঝটকায় তীর যখম থেকে বেরিয়ে এল। বশীর বললেন, 'যখম খুব গভীর নয়। ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে।'

ততক্ষণে মীরার হুশ ফিরে এসেছে। হুশ পেয়েই, 'আমার বেটি! আমার ইনজিলা' বলে ইনজিলার দিকে ছুটল পাগলিনীর মত। বশীরের বাহু খামচে ধরে বলল, 'আমার মেয়ে কি বাঁচবে?'

বশীর বললেন, 'আমায় ব্যান্ডেজ বাঁধতে দিন। আপনার অস্থিরতা ওর কষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে।'

আবু দাউদ এগিয়ে মীরার হাত ধরে জোর করে বিছানায় বসিয়ে দিল। 'পাগলামী করো না মীরা। একটু সবুর কর। যখম খুবই মামুলি। খুব শীঘ্র সেরে যাবে।'

চিৎকার করে মীরা বলল, 'তোমার বুকে প্রাণ নেই, পাথর। ইনজিলা বাঁচুক বা মরুক তাতে তোমার কি? তোমরা গ্রানাডা ....।'

'গ্রানাডা' বলেই মীরা থেমে গেল। আবু দাউদ অনুভব করল, গলা পর্যন্ত এসে আজরাইলের হাত থেমে গেছে। স্ত্রীর দিকে চাইলেন আবু দাউদ। তার চোখ দেখে যখন বুঝতে পারলেন এ বিপদজ্জনক ব্যাপারে সে সামনে এগুবে না তখন চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি গ্রানাডার ফিকির করছি। এ জানোয়ারদের হামলা থেকে গ্রানাডাকে রক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। মেয়েদের গায়ে তীর মারতে যারা লজ্জা পায় না সেই দুবৃত্তদের শায়েস্তা করা দরকার।' খানিক থেমে মীরাকে লক্ষ্য করে আবার বলল, 'জানালার পাশ থেকে ওকে সরিয়ে আনা উচিত ছিল তোমার। রাবিয়া! তুমি তো বুদ্ধিমতি মেয়ে, ইনজিলাকে তুমিতো নিষেধ করতে পারতে?'

আহত কণ্ঠে রাবিয়া বলল, 'আববাজান, ইনজিলা আমার সাথে কথা বলছিল। আমার বিছানা থেকে তার বিছানায় যাওয়ার সময় বাইরের তীর এসে লেগেছে।'

শয়তানীর সর্বশক্তি একীভূত হয়ে রইল আবু দাউদের চোখে। এই ভয়ংকর দৃষ্টির চমক মীরাকে ভয়াতুর করে তুলল। খামোশ হয়ে রইল সে। কিন্তু দৃষ্টির যে গভীরতা নি ইনজিলার যখমে ব্যান্ডেজ করছিল বশীর তার চেয়ে বেশী গভীরতা নিয়ে মীরা তাকিয়ে ছিল আবু দাউদের দিকে। তার দৃষ্টি বলছিল, 'আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। আমি শুধু ময়দান খালি হওয়ার অপেক্ষা করছি।'

এ সময় বদর কয়েকবার তাকালেন রাবিয়ার দিকে। রাবিয়া তখনো বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছে ইনজিলার বিছানার পাশে। ইনজিলার যখমের চেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়েছে সে এই দেখে যে, দুশমনের হামলার পরও বশীর আর বদরের চেহারায় ভয় বা দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই। সংকোচমাখা মৃদু আওয়াজে সে বলল, 'মনে হচ্ছে কেল্লা দুশমনের তীরের আওতায় এসে গেছে।'

বদর নিজে থেকেই কিছু বলার জন্য পেরেশান ছিল। রাবিয়ার আওয়াজ তাকে সেদিকে ফিরিয়ে দিল। শান্তনার ভাষায় তিনি বললেন, 'হয়ত দুশমনের বিচ্ছিন্ন কোন

সিপাই আঁধারের সুযোগে এ পর্যন্ত এসেছে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এদিকে তীর চালিয়েছে। দুশমনের ছোট্ট দলকে ভাংগা কেল্লার কাছে দেখা গেছে, একটু আগে এ খবর আমি পেয়েছি। এ হয়ত তাদের একজন। আপনার বোন যখম হওয়ায় আমি দুঃখিত। অবহেলা না করে আপনাদের জানালা বন্ধ করে দিলে হয়তো এ দুর্ঘটনা ঘটত না। বসুন, ঘাবড়াবেন না, আপনার বোন খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবেন।'

কয়েক কদম পিছিয়ে রাবিয়া নিজের বিছানায় বসে পড়ল। বদর বশীরের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি মেহমানদের একটু শান্তনা দিয়ে আসছি।'

বশীর বললেন, 'কাজ প্রায় আমারও শেষ। এ ঔষধটা খাওয়ানোই বাকী।'

কামরা থেকে বেরুতে গিয়ে রাবিয়ার বিছানার পাশে এসে থামলেন বদর। অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আজকের বিজয় এক মহীয়সী নারীর স্বপ্নের তা'বীর। অনুমতি হলে বাদশাহর ভাইয়ের সামনে তার নাম জাহির করব।'

ঘাবড়ে গিয়ে রাবিয়া চকিতে কামরার অপর কোণায় বসা মা বাবাকে দেখলো। পরে আবেগ ভরা দৃষ্টিতে বদরের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'না, না, আল্লাহর দোহাই, এমনটি করবেন না।'

আবার ফিরে দেখল বাবাকে। সাপ যেমন শিকারের দিকে তাকিয়ে থাকে তিনিও দুনিয়া থেকে বেখবর হয়ে তেমনি মীরার দিকে তাকিয়েছিলেন।

বদর বললেন, 'আল জাগলের কাছে তাহলে মিথ্যা বলতে হবে আমায়। অযাচিত হামলার এত বিরাট প্রস্তুতির অন্য কোন কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।'

ব্যাকুল চোখে রাবিয়া তাকাল বদরের দিকে। অনিচ্ছাকৃত ভাবে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'আমার স্বপ্ন শুধু আপনার জন্য।'

সৃষ্টির শুরু থেকে মা হাওয়ার বেটিরা আদমের সন্তানদের যা শুনিয়ে আসছে সে রঙীন কামনার সবটুকু রাবিয়া ছোট্ট এক বাক্যে বলে দিল। বলার সময় এ শব্দক'টির গভীরতা সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু দীলের মিষ্টি অনুভূতি আর স্পন্দন মুহূর্তে তাকে বলে দিল সে অনেক এগিয়ে গেছে। চোখ নামিয়ে নিল সে, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠল চেহারা।

বদর চলে গেছে। তবুও সে অনুভব করলো বদর তার দিকেই তাকিয়ে আছে শুধু। সেই কামরার সবকিছু তাকিয়ে আছে তার দিকে। দেহ মনে কম্পন অনুভব করল সে। বিছানা থেকে উঠে ইনজিলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পেয়ালায় ঔষধ ঢাললেন বশীর। রাবিয়া বলল, 'দিন আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

বশীর এবং তার চাকর চলে যেতে উদ্যত হলো। আবু দাউদ বললেন, 'দাঁড়ান। আমিও যাবো আপনাদের সাথে।'

'আপনি আরাম করুন।' বললেন বশীর।

'না, এইতো ভোর হয়ে এলো। ওরা নাকি খুব সকালে হামলা করবে? আমি সিপাই না, তবে সীমান্ত ঈগলের এলাকায় লড়বার মওকা বার বার পাব না। তরবারী আর নেজা ব্যবহার করতে না পারলেও কয়েদীদের গুণতে কাজে আসব নিশ্চয়ই।'

বশীর বললেন, 'মনে হয় তার কিছু দেরী হবে। এ সময়টুকু আপনি এদের কাছে থাকুন। সময় হলে আপনাকে ডেকে নেব।'

'এ সময়টুকু না হয় আল জাগলের কাছাকাছি থাকব। এমন লোকের ছোহবত সব সময় নসীব হয় না।'

আসলে আল জাগলের ছোহবত নয়, স্ত্রীর দৃষ্টি থেকে দূরে থাকতে চাইছিল সে। আবু দাউদ জানত, মীরা শুধু কামরা খালি হওয়ার অপেক্ষা করছে। তারপর কার্ডিজের আঞ্চলিক ভাষায় তীর বৃষ্টি থামানোর নামও নেবে না সে। দৃষ্টিতে প্রভাবিত করতে চাইল মীরা। কিন্তু আবু দাউদ হাঁটা শুরু করল।

মীরা বলল, 'ইনজিলার প্রতিও তোমার খেয়াল নেই। আহত হয়ে ও কাতরাচ্ছে আর তোমার জেগেছে ভ্রমণের শখ।'

ইনজিলা তার মায়ের চরিত্র জানে। তার দৃষ্টিতে তুফানের আগাম পূর্বাভাস দেখে বলল, 'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, আপনি যান।'

আবু দাউদ বললেন, 'রাবিয়া! বেটি, অন্দরের দরজাগুলো বন্ধ করে দাও।'

বশীর বলল, 'তার দরকার নেই। আমাদের অনেক সিপাই বাইরে ঘোরাফেরা করছে। আমি ওদের বলে যাচ্ছি, কোন কিছুর প্রয়োজন হলে ভেতর থেকে আওয়াজ দেবেন। জানালা অবশ্যই বন্ধ রাখবেন। ওদের শান্তনা দিন। হামলাকারীরা কিল্লা পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। অনেক দূরেই তাদের বাঁধা দেয়া হয়েছে।'

আবু দাউদ চলে গেলে মীরা ক্ষুধিত নেকড়ের মত রাবিয়ার দিকে তাকাল। সাথে সাথেই অবস্থা অনুমান করল ইনজিলা। রাবিয়াকে ডেকে বলল, 'আমার মাথাটা একটু টিপে দাও। ব্যথা করছে।'

রাবিয়া এসে বসল তার শিয়রে। মীরাও সঙ্গে সঙ্গে ইনজিলার বিছানার পাশে বসে বলল, 'বেটি। খুব কষ্ট হচ্ছে?'

রাবিয়ার বাহু ধরে ঝাকুনি দিয়ে বলল, 'যাও তুমি।'

ইনজিলা বলল, 'না আম্মাজান, রাবিয়া একটা দোয়া পড়লে আমার সব ব্যথা আরাম হয়ে যায়।'

এ কথা শুনে মায়ের রাগ পড়ে গেল। মিনতি ভরা কণ্ঠে মীরা বলল, 'বেটি রাবিয়া! তোমার দোয়াতে আছর করে। ইনজিলা যেন ভাল হয় এ দোয়া করো।'

এ ধরণের কথায় রাবিয়া নরম হয়ে গেল। বললো, 'আম্মাজান! ইনজিলা কি আমার বোন নয়? কেন আমি তার মঙ্গলের জন্য দোয়া করব না?'

'রাবিয়া তুমি ফেরেশতা। ঠিক আছে বোনের কাছে বসো।'

একদিকে সরে বসল মীরা। ইনজিলা বলল, 'আম্মাজান আপনি আরাম করুন।'

'বেটি। তুমি সুস্থ না হলে আমার কি আরাম হবে?'

'না আম্মি, আমি সুস্থ। যান আপনি।'

'আমি জানি, তুমি বোনের সাথে অন্তহীন গল্প জুড়ে দেবে।'

'আপনি শুয়ে পড়ুন আম্মাজান। ওরা বলেছে এ কিল্লা এখন নিরাপদ।'

মীরা নিজের বিছানায় বসতে বসতে বললো, 'আল্লাহ করুন ওরা যেন ফিরে যেতে বাধ্য হয়। নয়তো ইনজিলার সাথে এ হালতেই সফর করতে হবে।'

রাবিয়া বলল, 'তিনি বলেছেন তাদের কেউ জিন্দা যেতে পারেনি।'

নিরাশ হয়ে মীরা বলল, 'তিনি কে?'

'সীমান্ত ঈগল আপনাদের শান্তনা দিতে বললেন।'

ঝিমুতে ঝিমুতে মীরা গা এলিয়ে দিল বিছানায়। ইনজিলা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'রাবু, এ কেল্লা ওদের পদানত হবে না তোমার কি এ বিশ্বাস হয়?'

'হ্যাঁ, এ বিশ্বাস আমার আছে।'

'এখানে আরো কিছুদিন হয়তো আমাদের থাকতে হবে।'

'তুমি সফরের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এখানেই আমাদের থাকতে হবে।'

মা জেগে আছে কি না জানার জন্য ইনজিলা ছোট্ট আওয়াজে ডাকল তাকে। কোন জওয়াব না পেয়ে রাবিয়ার হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'রাবিয়া আমি মাথা ব্যথার বাহানা করছিলাম।'

'আমি জানি।'

'তুমি কিভাবে জানলে?'

'মায়ের গোস্বা থেকে তুমি আমাকে বাঁচাতে চাইছিলে।'

'খোদার শোকর, আববাজান বেরিয়ে গেছেন। নয়তো আকাশ মাথায় তুলে নিতো আম্মা।'

'ইনজিলা, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'যে যখম তার হাতের পরশ পেয়েছে সেখানে কোন ব্যথা থাকতে পারে না। সত্যি করে বলতো সফর মুলতবী হওয়ায় তুমি খুশী হওনি?'

'তুমি আহত হওয়াতে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

'আগামীকালের সফর মুলতবী হয়ে যাক, এটা কি তোমার জীবনের বড় খায়েশ ছিল না?'

'বাজে বলো না। তুমি যখমী হও কিভাবে আমি এ খায়েশ করতে পারি?'

একটু ভেবে ইনজিলা বলল, 'রাবিয়া ! সে তোমার চিকিৎসার জন্য এলে আমি অনুভব করতাম আমার অধিকার হরণ করছ তুমি। সত্যি বলতে কি, যখমী হওয়াতে আমার কোন আফসোস নেই। আজ সে ছিল পেরেশান। আমার জন্য সে পেরেশান হয়েছে, তার কাছে এর চেয়ে বড় চাওয়া আমার কিছুই নেই। কিন্তু ভয় হয়, যখম ভাল হয়ে গেলে তার পেরেশানী না শেষ হয়ে যায়!'

'তার পেরেশানী আন্তরিকতায় রূপান্তরিত হবে।'

'তবে তুমি যে বল তার আর আমার রাস্তা ভিন্ন?'

'আর কখনো বলবো না।'

'রাবিয়া। তোমার ঈগল চুপি চুপি তোমায় যখন কিছু বলছিল, তুমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলে। আমি সব দেখেছি।'

'তুমি এ অবস্থায়ও আমার দিকে তাকিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। সে কি বলছিল?'

'কিছু না.........বলছিল কেল্লা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'না, আমার কান খুব প্রখর। অন্য কিছু বলছিল সে। বল না সে কি বলছিল।'

'বলবো? তিনি বললেন, খোদার শোকর আরো ক'দিন এখানে তোমাদের থাকতে হবে।'

'মিথ্যে বলছ কেন?' হেসে উঠল ইনজিলা।

ভোরের আলোতে আল জাগল, মুসা এবং আল জায়গারা লড়াইয়ের স্থান পরিদর্শন করলেন। হয়রান হয়ে গেলেন বদর বিন মুগীরার ইনতেজাম দেখে। হামলাকারীদের মধ্যে অল্পই জান নিয়ে ভাগতে পেরেছে। প্রতিটি গাছে আর পাথরের আড়ালে বদরের তীরন্দাজ লুকিয়ে। হামলাকারীদেরকে উপত্যকা আর পাহাড়ের খাঁজে ঘিরে রেখেছিল ওরা। এক উপত্যকা থেকে বাঁচার জন্য অন্য উপত্যকায় গেলেই দ্বিগুণ বেগে আসত ভয়ংকর তীর বৃষ্টি।

ভোরের আলো ফুটতেই বদর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মেহমানদের নিয়ে কেল্লার বাইরে এল। বেজে উঠল নাকাড়া। ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল আশপাশের অরণ্যে। মুহূর্তের মাঝে কেল্লার দরজায় জমা হলো প্রায় তিন হাজার সওয়ারী। আল জাগল বললেন, 'যাদু বিশ্বাস করলে বলতাম তুমি বড় যাদুকর। কোত্থেকে এল এ ফৌজ?'

'এরা রাতে মুহাফেজখানায় লুকিয়ে ছিল। রাতের লড়াইয়ে এরা অংশ নেয়নি। এখন থেকে তাদের কাজ শুরু। বিভিন্ন স্থানে আমার তীরন্দাজ দুশমনের দলকে ঘিরে রেখেছে। এ নেযাবাজরা এখন ওদের জমায়েত করবে।'

বদরের সঙ্গীরা দুপুর পর্যন্ত বেঁচে থাকা দুশমনদের একটা উপত্যকায় জমা করলো। বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে আবু দাউদ সৈনিক সাজার চেষ্টা করছিল। হামলাকারীদের সেনাপতি মরে গেছে শুনে সে যারপরনাই সন্তুষ্ট। ওদের গভর্ণর এ হামলায় শরীক ছিল না। এছাড়া তার ছিল অন্য পেরেশানী। পাগলের মত এদিক সেদিক ছুটছিল সে পেরেশানী দূর করার জন্য। এ ছুটাছুটির মধ্যে সে তিনজন দুশমনকে হত্যাও করেছে।

সারিবদ্ধ কয়েদীদের একজন একজন করে দেখে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে নেযাবাজদের দলে শামিল হয়ে গেলো। আচানক ক'জন পদাতিক সিপাইকে কয়েদীদের একটা দল নিয়ে আসতে দেখা গেলো জঙ্গলের দিক থেকে। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘোড়া হাকিয়ে সে সেদিকে ছুটল। পনর বিশজন কয়েদীকে দেখেই একজনের উপর দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল তার। তাড়াতাড়ি শিরস্ত্রাণের নেকাব একটু নিচে টেনে দিল সে। এ কয়েদী ছিল তার কোচওয়ান। তার হাতের ইশারায় থেমে গেল সিপাইরা। সিপাইদের তরুণ অফিসারকে বলল, 'দুশমন ফৌজের সাথেই কি একে গ্রেফতার করেছেন?'

'হ্যাঁ। গাছে চড়ে সে লুকোনোর চেষ্টা করছিল।' অফিসার জওয়াব দিল।

'মালাউন' বলেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো আবু দাউদ। এক সিপাইর হাতে ঘোড়ার বাগ ছেড়ে কোচওয়ানের দিকে এগুলো সে। তার কাছে পৌঁছে চিৎকার করে বললো, 'আমার নিজের নওকর এত বড় নিমকহারাম আর মোনাফিক হতে পারে, চিন্তাও করিনি। এ ফৌজকে কি তুমিই কেল্লার পথ দেখাওনি? তুমি যখমী ছিলে, কেল্লায় আশ্রয় দিয়ে এরা তোমার চিকিৎসা করেছেন।' এহসানের বদলা এই দিচ্ছ? কি মুখ নিয়ে

তাদের কাছে যাবো আমি? তুমি আমায়ও লজ্জিত করেছ।'

শিরস্ত্রাণের কারণে তার চেহারা দেখছিল না কোচওয়ান। আওয়াজ চিনতে পেরে 'থ' হয়ে রইল। এ যে তার মুনীরের কণ্ঠ! কিন্তু কথাগুলো তো তার নয়। তবুও মনে মনে ভাবল, হয়তো এর পেছনে কোন যুক্তি আছে। সে মৃদু কণ্ঠে বললো, 'আমার মুনীব, আপনি জানেন আমি বেকসুর। আমি.........'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। আচানক আবু দাউদ সমস্ত শক্তি দিয়ে তরবারির আঘাতে ধড় থেকে তার মাথা আলাদা করে দিল। নওজোয়ান অফিসার তার বাহু ঝাকুনি দিয়ে বললো, 'কে তুমি? কয়েদীদের কোতল করা আমাদের আইনের খেলাফ। সীমান্ত ঈগলের সামনে তোমাকে এর জবাবদিহী করতে হবে।'

শান্ত ভাবে আবু দাউদ জওয়াব দিল, 'সে চিন্তা আপনার নয়। জবাব আমিই দেব।' একথা বলে শিরস্ত্রাণ খুলে বললো, 'সম্ভবত আমায় আপনি চেনেন।'

'আপনাকে আমি চিনি। আমাদের আমীরের মেহমান আপনি। কোন কারণ ছাড়া একে হত্যা করেননি তাও বুঝি। কিন্তু এখন সে ছিল কয়েদী।'

'এ ব্যক্তি বিশ বছর আমার নওকর ছিলো। এক বিপাকে পড়েই কার্ডিজ ছাড়তে হয়েছে আমাকে। আমাদের বিপদ চরমে পৌঁছলে, সীমান্ত ঈগল আমাদের জীবন রক্ষা করেন। এও ক'দিন আমাদের সাথে মেহমান ছিল এখানে। দেশে যেতে অনুমতি দিয়েছি, পরিণতিতে খৃষ্টান ফৌজকে পথ দেখিয়ে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আমাকে ধরিয়ে বড় জোর কয়েকটা দিরহাম সে হাসিল করতো কিন্তু খোদানাখাস্তা আপনারা প্রস্তুত না থাকলে স্পেনের শেষ আশার বিন্দু ছিল বিপদের মুখোমুখী। খৃষ্টান হলে অবশ্যই তাকে কোতল করতাম না। সে এক মুসলমান। দুনিয়ার কোন কানুনেই এদের উপর রহম করার সুযোগ নেই। বলুনতো আমার স্থানে আপনারা কেউ হলে কি করতেন?'

'মাফ করবেন। আমি জানতাম না সে মুসলমান। এদের এমন শাস্তিই দেয়া উচিত।'

সিপাইদের পূর্বেই আবু দাউদ পৌঁছে গেল বদরের কাছে। নওকরের কোতলের ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করল, তার নেক নিয়ত দেখে প্রভাবিত না হয়ে পারল না বদর। কিন্তু বশীর ঘটনা শুনে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগলেন কিছুক্ষণ। তখন আবু দাউদ নিজে ঘটনার রংগীন বর্ণনা দিয়ে তার সন্দেহ দূর করল।

এক সংকীর্ণ উপত্যকায় কয়েদীদের জমা করে চারপাশে তীরন্দাজের পাহারা কায়েম করলেন বদর। সওয়ারদের একটা দল বন্দী এবং আহতদের ঘোড়া একত্রিত করার কাজে ব্যস্ত রইল। বাকী সবাইকে জওয়াবী হামলার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন তিনি। জোহরের পর তিনি আল জাগলকে বললেন, 'কিছু কাজ আমার বাকী। আপনি কেল্লায় গিয়ে আরাম করুন। কাজ সেরে ইনশাআল্লাহ্ আপনার খিদমতে হাজির হয়ে যাবো। এ ক্ষুদ্র কাজের তুলনায় আপনার মত ব্যক্তিকে অনেক বড় মনে করি। আপনাদের এ জন্য তকলিফ দিচ্ছি না। তা ছাড়া গ্রানাডা এখনো কার্ডিজের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়নি। যুদ্ধ হচ্ছে আমার সাথে, দুশমন এ ভুলের মধ্যেই থাকুক। এতে

আপনারা প্রস্তুতির জন্য অনেক সময় পাবেন।'

আল জাগল বললেন, 'তুমি কোথায় হামলা করতে চাও?'

'আমি একটা খাস মোকাম নির্ধারণ করেছি। দুশমন ভেবেছে আমরা ঘুমিয়ে আছি। আমরা যে জেগে আছি তাদের বুঝাতে চাই। এ অভিযানে যুদ্ধ অল্প হবে, সফর হবে বেশী।'

আল জাগল জুব্বা এবং পাগড়ী খুলে এক সিপাইর হাতে দিলেন। বললেন, 'তোমাদের এক সিপাইর পোষাক আমার জরুরী। আমরা সবাই তোমাদের সাথে যাব। আজ আমাদের সিপাহসালার তুমি। সেদিন বেশী দূরে নয়, যে দিন তুমি গ্রানাডার ঝান্ডা তুলবে। কিন্তু আজকে আমি সীমান্ত ঈগলের ঝান্ডা তুলবো। ঘাবড়ে যেয়োনা বদর। হুকুম শুধু দিতেই নয় হুকুম পালনের অভ্যাসও আছে আমার।'

মুসা এবং আল জায়গারা আল জাগলের অনুসরণ করল। পোষাক পরে বদরের সিপাইদের সাথে যেতে প্রস্তুত হল তারা। খানিক পর তিন হাজার সিপাই নিয়ে বদর কেল্লার বাইরে এলেন। নিজস্ব বিশেষত্বের খাতিরে সাদা জামা আর সাদা পাগড়ী পড়লেন তিনি।

সন্ধ্যায় কার্ডিজের বাসিন্দারা বিজয়ী সিপাইদের ফুলের অভ্যর্থনা দেয়ার পরিবর্তে সীমান্ত ঈগলের তুফানী হামলার সম্মুখীন হলো। সীমান্তের বিরাট এলাকা ধ্বংস করে পর দিন সূর্য উঠার একটু পরে এ ফৌজ পৌঁছল নিজের উপত্যকায়। কোন কোন সওয়ারের সাথে ছিল পশুর বহর। কারো সাথে আবার গণিমতের মাল বোঝাই ঘোড়া। মনে হচ্ছিল বিরাট এক ব্যবসায়ী কাফেলা।

আস্তানায় পৌঁছে বদর ঘোষণা করলেন, 'এ গণিমতের এক পঞ্চমাংশ যাবে গ্রানাডার বাইতুলমালে।' তারপর এক নওজোয়ানের অধীনে পাঁচশো তাজাদম সিপাই পাঠিয়ে দিলেন কেল্লার দিকে। তাদের নির্দেশ দিলেন, 'কয়েদীদের হাকিয়ে সীমান্ত পার করে দাও।'

খাস দূতের মাধ্যমে খবর পাঠালেন বশীরের কাছে, 'চলতে অক্ষম কয়েদীদের যেন ঘোড়ায় করে সীমান্তে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কেবলমাত্র সংকটাপন্ন কয়েদীদের চিকিৎসা চালাবে। এখানে একদিন থাকব আমি।'

বদর, আল জাগল, মুসা এবং জায়গারা গ্রানাডার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করলেন অনে[illegible]গল বললেন, 'লড়াই শুরু করতে ফার্ডিনেন্ড কিছুটা দেরী করবে। এ কেল্লা [illegible] চলে গেলে এতোক্ষণে শুরু হয়ে যেতো লড়াই। তাই তাকে আর প্রস্তুতির সুযোগ দিতে চাইনা। তোমাদের এ শানদার বিজয়ের খবর শুনলে হিম্মত বেড়ে যাবে গ্রানাডাবাসীর। আশা করি তাদের এ বিজয়ের খবর নিজের মুখেই শোনাতে পারব আমি। এর পরে তুমি পৌঁছে যাবে গ্রানাডা। কত বছর ধরে গ্রানাডার মানুষ কওমের কোন বিজয়ী সেনাপতিকে অভ্যর্থনা করতে পারেনি। জীবিতদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে কবিরা কাব্য লিখছে কবরবাসীদের নিয়ে। তোমাকে দেখলে তারা নিশ্চয় ভাববে, মুসীবতের স্রোত বদলে দেবার জন্যে খোদার সাহায্য এসে গেছে। জনগণের জোশ দেখলে ভাই নিশ্চয় যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। প্রথম থেকেই তিনি জীবন

বাজী রাখতে প্রস্তুত। কিন্তু ভয় পান কওম হয়তো তার সংগী হবে না।'

বদর বললেন, 'গত সাক্ষাতের পর থেকে আমি নিজকে গ্রানাডা ফৌজের একজন সিপাই মনে করি। এখানে আমার স্থায়ী লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হল , 'যতদিন পর্যন্ত গ্রানাডাবাসী গাফলতের নিদ্রা থেকে জেগে না উঠবে, আমার দিকে ফিরিয়ে রাখব ফার্ডিনেন্ডের দৃষ্টি। সেদিন দূরে নয় যেদিন সমগ্র শক্তি নিয়ে গ্রানাডা হামলা করবে ফার্ডিনেন্ড। 'গ্রানাডার বিজয় ছাড়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব না' আরাগুনের রানী আর ফার্ডিনেন্ড এই শপথ করেছিল। আজ অবধি তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। গ্রানাডা রক্ষা করার একটাই পথ, চিরদিনের জন্য চূর্ণ করে দিতে হবে ওদের শক্তি।'

'আসলে আমরা প্রথমে সাখরা কব্জা করার ফয়সালা করেছি। আর এ উদ্দেশ্যেই নিতে এসেছি আপনাকে।' বললেন আল জাগল।

'আমার তামাম ফৌজ হাজির। আমি এখুনি আপনার সাথে যেতে প্রস্তুত।'

'এই কেন্দ্রেও আপনার সিপাইদের থাকা জরুরী। যোগ্য কোন ব্যক্তির হাতে ওদের সপে আপনি গ্রানাডা পৌছে যাবেন। আপনার পৌছার দু'একদিন পরই হয়তো আবুল হাসান লড়াইয়ের জন্য তৈরী হবেন।'

মুসা বললেন, 'আমার মনে হয়, সীমান্ত ঈগল কিছু ফৌজ নিয়ে গ্রানাডা পৌছলে, মানুষের উপর তার চমৎকার প্রভাব পড়বে। যুদ্ধের শুরুতে গ্রানাডা ফৌজের অগ্রবর্তী দলে এদেরকে রাখতে হবে। এদের উপস্থিতিতে লোকের সাহস অনেক বেড়ে যাবে। এর বদলে এই এলাকা হেফাজতের জন্য আমাদের কিছু সিপাই এখানে পাঠিয়ে দেব।'

'দুশমনের উপর বিজয়ী হওয়াই আমাদের মাকসাদ। দরকার হলে প্রতিটি স্থানেই যাব আমি। এই মুহূর্তে হাজার দুয়েক সিপাই সাথে নিলে এ ছাউনি কমজোর হবে না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এখানে যেন সিপাইর ঘাটতি না হয় আপনাদের এ পরামর্শে আমি একমত। যদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক হাজার ফৌজ নিয়ে নেই, নতুন এক হাজার ভর্তি করে পাঠিয়ে দেব। তাহলে এ এলাকা হবে আমাদের জন্যে শক্তিশালী গোপন ঘাটি। তা ছাড়া সীমান্তে সংঘাত জারী রেখে ফার্ডিনেন্ডের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারব এদিকে।'

আল জায়গারা প্রশ্ন করলেন, ' আপনি কি মনে করেন, এ পরাজয়ের পর গ্রানাডার পূর্বেই ফার্ডিনেন্ড এ এলাকা জয় করাকে জরুরী মনে করবে না?'

'অতীত অভিজ্ঞতা নিশ্চয় তাকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন করেছে। এই একীন তার হয়েছে, খোদা না করুন গোটা স্পেন তার কব্জায় চলে গেলেও বছরের পর বছর ধরে মাথা কুটতে হবে এ পাথুরে পর্বতে। তেমন কোন ফয়সালা নিয়ে থাকলে স্পেনের মুসলমানদের জন্য হবে সোনায় সোহাগা। আমরা কমপক্ষে দশ বছর পর্যন্ত তার সর্বশক্তি এদিকে নিবদ্ধ রাখতে পারব। গ্রানাডাবাসী আত্মহননের সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকলে এর মধ্যে পাশ পরিবর্তন করবে নিশ্চয়ই।'

'বর্তমানে আপনার কাছে কত ফৌজ আছে?' প্রশ্ন করলেন আল জায়গারা।

'এ পর্যন্ত যতো সিপাই আপনারা দেখেছেন, আরো এ পরিমান হবে।'

মুসা বললেন, 'মনে করুন পরিকল্পনার চাইতে কিছু দিন বেশী গ্রানাডা থাকতে যদি আপনি বাধ্য হন, আপনার এমন কোন সালার কি আছেন, আপনারা অনুপস্থিতিতে

দুশমনের অযাচিত হামলার মোকাবিলা এতো হুশিয়ারীর সাথে করতে পারবেন? আমি বলতে চাই, যার উপস্থিতিতে সিপাইরা আপনার অনুপস্থিতি অনুভব করবে না।'

'সন্দেহ নেই সিপাইরা আমাকে মহব্বত করে। খোদার ফজলে দশজনের বেশী এমন লোক রয়েছেন, আমার স্থানে যারা বসতে পারেন।'

'আপনার দৃষ্টিতে এদের মধ্যে যোগ্যতর কে?'

'আমার নায়েব মনসুর বিন আহমদ।'

'যে নওজোয়ান আপনার সাথে কালো ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন, তিনিই কি মনসুর বিন আহমদ?'

'না, তিনি কর্ডোভা গেছেন।'

'কর্ডোভা? তিনি কি কর্ডোভার অধিবাসী?'

'না, তিনি সেভিলের বাসিন্দা। ঘুরতে গেছেন কর্ডোভা।'

'ঘুরতে!'

'নতুন সিপাই ভর্তি করার জন্য।'

' তিনি সেভিল থেকে কিভাবে এলেন?'

'অন্য সিপাইরা যেভাবে এসেছে। তাকে নিয়ে এসেছেন বশীর।'

সামনের সপ্তায় এক হাজার সিপাই নিয়ে বদর গ্রানাডা পৌছবেন, এ প্রতিশ্রুতি পেয়ে পরদিন গ্রানাডার পথ ধরলেন আল জাগল।

কওমের সিপাহী

এক হাজার সওয়ার নিয়ে সীমান্ত ঈগল গ্রানাডা প্রবেশ করলেন। রাজ্যের সব ক'টি শহরে আগেই পৌছে গিয়েছিল তার শানদার বিজয়ের খবর। গ্রানাডাবাসীরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল তাকে এক নজর দেখার জন্য। এতদিনে তাদের মনের আশা পূরণ করার সুযোগ এলো। বিজয় মিছিলে শরীক হওয়ার সুযোগ এল অনেক বছর পর। শহর থেকে মাইলখানেক এগিয়ে গিয়ে বাদশাহর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানালেন মুসা এবং উচ্চপদস্থ ফৌজি অফিসারবৃন্দ। সেখান থেকে সকলে শোভাযাত্রা সহ চললেন শহর অভিমুখে। সম্রাট আবুল হাসান, যুবরাজ আবু আবদুল্লাহ এবং আল জাগল শাহী মহলের উঁচু মিম্বরে দাঁড়িয়ে এই শানদার মিছিল উপভোগ করছিলেন। মানুষের আবেগ উচ্ছ্বাস সে সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, যখন স্পেনের প্রতিটি সূর্যোদয় বয়ে আনত মুজাহিদদের নিত্য নতুন বিজয়ের বার্তা।

স্বতঃস্ফূর্ত জনতা ছাদ থেকে পুষ্প বৃষ্টি বর্ষণ করছিল। সাদা পোশাকে ঝলমল

করছিলেন বদর বিন মুগীরা। তার চেহারায় আজ কোন নেকাব ছিল না। তার ডানে মুসা এবং বায়ে ছিলেন আল জায়গারা। গ্রানাডা ফৌজের এক জানবাজ সিপাই নঈম রিদওয়ানের হাতে ছিল তার ঘোড়ার বাগ। সবার আগে এক মুজাহিদের হাতে ছিল হেলালী নিশান। তাজা ফুলের গালিচা মাড়িয়ে ঐ মিছির থামল কেল্লার ফটকে।

আল জাগলের দিকে তাকালেন আবুল হাসান। আনন্দের অশ্রু লুকানোর চেষ্টা করে বললেন, 'প্রথম থেকেই আমার বিশ্বাস ছিল সে আমাদের।' এরপর আবদুল্লার দিকে ফিরে বললেন, 'বেটা, এর অভর্থনার জন্য তোমার বাইরে যাওয়া উচিত ছিল।'

'আমি?' আশ্চর্য হয়ে বলল আবু আবদুল্লাহ।

'হ্যাঁ, সবার আগে তোমারই উচিত তার হাতে চুমু খাওয়া।'

'কিন্তু শাহী ঘরের মর্যাদা?'

'শাহী ঘর হামেশা মুজাহিদের তরবারীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাকে।'

আল জাগল বললেন, 'আপনি দরবারে চলুন। ওর জন্য আমিই যাচ্ছি। আবু আবদুল্লাহ যখন শাহী মর্যাদার কথা তুলেছে, তাকে তা রাখতে দিন। আমি যাচ্ছি বদরকে স্বাগত জানাতে। আপনি দরবারের সব ওমরাদের বাইরে আসার নির্দেশ দিন। আমার জন্যে ফুলের একটা তোড়া পাঠাবেন। মিছিল আরো কিছু সময় ফটকে দাঁড় করিয়ে রাখতে বলুন মুসাকে।'

কেল্লার ফটকে বদর বিন মুগীরাকে ঘিরে জনতা গগনবিদারী তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিল। ঘোড়া সহ এগিয়ে পথ পরিষ্কার করলেন মুসা। মিছিল নিয়ে সামনে এগোবেন এমন সময় শাহী নাযেম ছুটে এলেন কেল্লার বাইরে। মুসার কাছে এসে বললেন, 'মোয়াজ্জাম মেহমানকে এখানে আরেকটু অপেক্ষা করাতে হবে।'

একটু পর ওমরাদের নিয়ে আবুল হাসান বেরিয়ে এলেন। লোকেরা আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল তাকে। আবুল হাসানকে সিঁড়ি ভেংগে নিচে নামতে দেখে মুসা এবং আল জায়গারা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। বদরের দিকে ফিরে বললেন, 'মহামান্য বাদশাহ তাশরীফ আনছেন।'

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলেন বদর বিন মুগীরা।

দেখতে দেখতে আবুল হাসান নিকটে চলে এলেন। মোসাফেহা না করেই তিনি বুকের সাথে চেপে ধরলেন বদরকে। কোলাকুলি শেষে ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন গলায়। বদরের সংগীর হাত থেকে ঝান্ডা নিয়ে চুমু খেয়ে বললেন, 'মুসা, আজ থেকে আমাদের মহলে সীমান্ত ঈগলের ঝান্ডা উড়বে, গ্রানাডাবাসীকে এ সুসংবাদ দাও। ধূলায় মলিন হয়ে গিয়েছিল আমাদের ঝান্ডা, বদর আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে নতুন পতাকা। মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমাদের তরবারী, তাতে নতুন চমক দিতে আল্লাহ পাঠিয়েছেন বদরকে। তাদেরকে বলে দাও মুসা, এই মোয়াজ্জেম মেহমানের আগমনে আমরা তার শোকর গোজারী করছি।'

সিঁড়িতে উঠে ভীড়ের দিকে তাকালেন মুসা। হাত তুলে একে অপরকে নীরব হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করল। মুসাকে তারা মনে করতো গ্রানাডার জবান। তিনি হাত তুললে সবাই নীরব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মুসা শুরু করলেনঃ

গ্রানাডার ভাইয়েরা।

তোমাদের মাঝে এমন এক মুজাহিদ দাঁড়িয়ে, যিনি তলোয়ারের আগা দিয়ে স্পেনের ইতিহাসে নিজের নাম লিখে রেখে এসেছেন। যিনি মুষ্টিমেয় মুজাহিদ নিয়ে কয়েক বার পরাজিত করেছেন ফার্ডিনেন্ডের অসংখ্য ফৌজ। বদর বিন মুগীরা– তোমাদের সীমান্ত ঈগল। তোমাদের জন্য তিনি নিয়ে এসেছেন এক পয়গাম। আর সে পয়গাম হলো, যারা আজাদী ও ইজ্জতের জন্য খুনের দরিয়ায় সাঁতার কাটতে প্রস্তুত– যারা তৈরী রয়েছে অগ্নি পাথারে ঝাপ দেয়ার জন্যে, দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদের পরাভূত করতে পারেনা।

কর্ডোভা, সেভিল এবং টলেডোতে আমাদের মর্যাদার ঝান্ডা ধূলিলুণ্ঠিত। কারণ হল, আমরা এমন এক পথ বেছে নিয়েছি, যে পথ উন্নতির সোপান থেকে মানুষকে টেনে নিয়ে যায় সংকীর্ণতা আর জিল্লতির দিকে। আমাদের পূর্বসুরীরা খুন দিয়ে এ জমিনে যে নকশা এঁকেছিলেন, চোখের অশ্রুতে তা আমরা ধুয়ে ফেলেছি। মুসলিম ভাইয়েরা, কর্ডোভার পরিণতিতে যদি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ না করো, মনে রেখো, আগামী দিনের ঐতিহাসিক অতীতের গর্ভে তোমাদের পতন ও ধ্বংসের কাহিনীর ছেঁড়া পাতা খুঁজবে।

কর্ডোভা এবং সেভিলের আজিমুশ্বান সালতানাত দুশমনের কোন শক্তি ছিনিয়ে নেয়নি, বরং আমরাই তা হারিয়েছি। আমাদের তরক্কী ছিল সে রাজপথে চলার কারণে, যা মহানবী (সাঃ) দেখিয়ে গেছেন। এ রাজপথ ধরে মরু আরব থেকে সবুজ শ্যামল স্পেন পর্যন্ত পৌছেছিলাম আমরা। এ রাজপথে চলেই আমরা দু'পায়ে দলেছি রোম ও পারস্যের মুকুট। এ পথ আমাদের পৌছিয়েছে, আফ্রিকার মরু বিয়াবান আর আল বুরুজের চূড়া পর্যন্ত।

এ পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরই অধপতন শুরু হয়েছে আমাদের। ইসলাম আমাদের জন্য খুলে দিয়েছিল উন্নতি ও সাফল্যের অসংখ্য দরজা। কিন্তু সে দুয়ার আমরা বন্ধ করেছি নিজের হাতে। ইসলাম আমাদের জিহাদের হুকুম দিয়েছে– আত্মকলহে লিপ্ত হয়েছি আমরা; উদ্বুদ্ধ করেছে ঐক্যবদ্ধ হতে– বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়েছি আমরা। বংশ কৌলিণ্যের অহমিকা ভেংগে গড়েছে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদ– সে অন্ধ অহমিকা আবার আমাদের আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছেড়ে আমরা বংশ আর ভৌগলিক জাতীয়তার কাছে মস্তক অবনত করে দিয়েছি। অন্যায় ও অত্যাচারকে স্তব্ধ করে দেয়ার পরিবর্তে আমাদের তলোয়ার জড়িয়ে পড়েছে আত্মহননের কাজে। আজ দুনিয়ার এক বংশ আরেক বংশের সাথে, এক দেশের মুসলমান আরেক দেশের মুসলমানের সাথে তরবারীর তেজ পরীক্ষা করছে।

আরব অনারবের, অনারব আরবের গলা কাটছে। তুর্কি-ইরানী পরস্পরের মোকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করছে। ফলে বালির বাঁধের মত ধ্বসে পড়েছে আমাদের ঐক্যের বুনিয়াদ। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, শীশাঢালা ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ আমাদের অতি নগন্য শক্তিই পৃথিবীর বিশাল বিশাল তুফানের গতি ঘুরিয়ে দিয়েছে বারংবার। পৃথিবীর কোন বাঁধাই এসব ক্ষুদ্র কাফেলার অগ্রগতি রুদ্ধ করতে পারেনি। কিন্তু যখনই আমাদের মাঝে বংশ কৌলিণ্যের ফিতনা জেগে উঠল, দুনিয়ার ছোটখাট দুর্বল কওমের হাতেই

ঘটল আমাদের চরম পরাজয়। আফসোস, এসব ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিনি।

মুসলমান ভাইয়েরা!

কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা, অর্থ, সম্পদ আর প্রতিপত্তির মোহে আচ্ছন্ন থাকাকে যারা যথেষ্ট মনে করেছেন তাদের জানা উচিত জিল্লতির তুফান এর সব কিছুই ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। তখন আর কিছুই টিকে থাকেনা। মুসলমানদের উন্নতি ও তরক্কীর পথ হচ্ছে একটাই– আর তা হচ্ছে দ্বীনকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরা। মহানবীর সেইসব সাহাবীদের কথা স্মরণ করুন, দ্বীনের জন্য যারা প্রিয় নবীর একটি মাত্র আহবানে সব কিছুই অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সব কিছু বিলাতে পেরেছিলেন বলেই তারা সেদিন সব কিছু পেয়েছিলেন। পৃথিবীতে যারা মরতে জানে বাঁচতে পারে কেবল তারাই। আল্লাহর রাহে যারা সবকিছু কোরবান করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে– আল্লাহর মদদে তারাই বিজয়ী হিসাবে বেঁচে থাকে চিরকাল। আজ সময় এসেছে সেই ত্যাগ ও কোরবানীর। যদি বাঁচতে চান তবে কোরবানীর এ পথ ধরে এগিয়ে চলা ছাড়া আজ আপনাদের সামনে আর কোন বিকল্প পথ নেই।

গ্রানাডার মুসলমান ভাইয়েরা!

খৃষ্টান ফৌজ যখন শহরগুলো ঘিরে রেখেছিল, স্পেনে তখন আরবী, হিস্পানী আর বারবারী মুসলমান পরস্পরের খুনে হাত রংগীন করছিল। স্পেনের শহরগুলো এক এক করে বেরিয়ে গেল আমাদের কব্জা থেকে। শত শত বছর যারা ছিল ইসলামী হুকুমতের অধীন, তাদের গোলামে পরিনত হল মুসলমানরা। গ্রানাডার ক্ষুদ্র এক সালতানাতই শুধু আজ আমাদের কব্জায়। এই আমাদের শেষ আশ্রয়। দুশমন একে কব্জা করার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু আজো হুশ আসেনি আমাদের। আজো বংশ আর ফেরকার বেড়াজালে বন্দী আমরা। হিস্পানী, বারবারী আর আরবীদের দূরত্ব ঘুচাতে আমরা রাজী নই। স্পেনের ঐ সব মুসলমান, যারা খৃষ্টান গোলামীর নিকৃষ্টতম নির্যাতন সইছে, বেঁচে আছে তারা একটা আশা নিয়ে। গ্রানাডার মুসলমান হয়তো সাহায্য নিয়ে পৌঁছবে তাদের কাছে। তাদের শেষ ভরসা তোমরাই। খোদা না করুন, নিজের হেফাজত করতে ব্যর্থ হলে স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস ভাবী বংশধরদের জন্য কেবল কাহিনী হয়েই থাকবে। পর্যটকগণ এ শহরের ভগ্ন ইমারতগুলো দেখে হয়ত বলবে, এর প্রস্তুতকারীগণ সত্যিই কি মুসলমান ছিলেন?

আমাদের কাছে ফার্ডিনেন্ড খাজনা চেয়েছে। জবাব দিয়েছি, আমাদের টাকশালে শুধু তরবারী তৈরী হয়। আমাদের তলোয়ার আমাদের আজাদীর হেফাজত করতে সক্ষম, এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা এ জওয়াব দিয়েছি।'

মুসা বক্তৃতা শেষ করলেন। লোকদের শোরগোল শুরু হলো, 'আমরা সীমান্ত ঈগলের মুখে কিছু শুনতে চাই।'

বদর বিন মুগীরার দিকে তাকিয়ে আবুল হাসান বললেন, 'অবশ্যই আপনাকে কিছু বলতে হবে। এত লোক কখনও আমার মহলের সামনে জমায়েত হয়নি।'

বিমূঢ়ের মত এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন বদর। বাহু ধরে মুসা তাকে দাঁড়

করিয়ে দিলেন। এত লোকের সামনে বক্তৃতা করা বিরাট পরীক্ষা ছিল বদরের জন্য। খানিক চুপ থেকে জনস্রোতের দিকে তাকালেন তিনি। সংকোচ মাখা কণ্ঠে বললেনঃ

'গ্রানাডার জিন্দাদিল বুজর্গানে দ্বীন। মুসা বিন আবি গাস্‌সানের বক্তৃতার পর আর কোন বক্তৃতার দরকার আছে বলে মনে করি না আমি। গাফলতি থেকে জেগে ওঠার জন্য ইস্রাফিলের এই শিংগা ধ্বনির পর সম্ভবত আর কোন আওয়াজের প্রয়োজন নেই। যে কওম পতন যুগেও আবু মুসার মত মুজাহিদ জন্ম দিতে পারে, তাদের কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। আমি শুধু বলতে চাই, যাকে সত্যিকার পথ প্রদর্শক মনে করবেন আপনারা, তার ডাকে হৃদয়-মন উজার করে লাব্বাইক বলা আপনাদের জন্য ফরজ। তার নির্দেশানুযায়ী কাজ করতে হবে সকলকে। যে রুগী আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, দুনিয়ার কোন ডাক্তার তার উপকার করতে পারে না। আমাদের অতীত ও বর্তমান আপনাদের সামনে পরিষ্কার। আমাদের আকাশে আজ বিপদের ঘনঘটা। কর্ডোভা আর সেভিলে আমাদের শান শওকতের প্রাসাদ চূর্ণ হয়ে গেছে। এ দেশে আটশো বছরের হুকুমতের পর আমাদের কওমের লাখো ব্যক্তি এখন দুশমনের গোলামীর যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট। যাদের জন্য আমাদের কাছে নেই রহম, নেই ইনসাফ। আজ শুধু গ্রানাডাই আমাদের শেষ আশ্রয়। আমরা যদি কর্ডোভা, সেভিল এবং টলেডোর ভাইদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করি, ভয় হয় কোনদিন হয়ত গ্রানাডাও চলে যাবে আমাদের হাত থেকে। উত্তরের খৃষ্টানরা যখন এক হচ্ছিল আমাদের বিরুদ্ধে, আমাদের ওমরাদল তখন পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত। দুনিয়ার সব কাফের এক জাতি– গলায় গলায় মিলে ওরা তা প্রমাণ করেছিল, কিন্তু দুনিয়ার সব মুসলমান এক জাতি– পরস্পরের গলায় ছুরি চালানোর কারণে এ সত্য আমরা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। বিজয়ের আশায় এক হচ্ছে ওরা, কিন্তু পরাজয়ের ভয়ও এক কাতারে শামিল করতে পারেনি আমাদের। মরক্কোর মুসলমান বারবারীদের দুশমনে পরিণত হল। বারবারীদের মাঝে জাগল স্পেনের মুসলমানদের খুনের পিপাসা। ফলে এক এক করে শহরগুলো হাত ছাড়া হয়ে গেল আমাদের।

আবার ইসলামের দুশমনরা এক হচ্ছে। এবার গ্রানাডা ওদের লক্ষ্য। খোদা না করুন এর হেফাজতে ব্যর্থ হলে মুসলমানদের শুধু নামই বাকী থাকবে স্পেনে। এ সব কথাই আবু মুসা আপনাদের বলেছেন। আমি শুধু বলব, আল মানসুর পরিবর্তে এবার ফার্ডিনেন্ড তরবারীর ভাষায় আমাদের সাথে কথা বলতে চায়। আমাদের প্রমাণ করতে হবে, মুসলমানদের তরবারীও কথা বলতে জানে।

গ্রানাডাবাসী, জাতির জীবনে এমন সময়ও আসে, যখন তরবারীই হয় তাদের শেষ আশ্রয়। এখন সে সময়।'

বক্তৃতা শেষ করলেন বদর। চারদিক মুখর হয়ে উঠল নারায়ে তাকবীর ধ্বনিতে। আবুল হাসান বললেন, 'আপনার সাথে কথা বলার জন্য আমি বেকারার। মিছিল শেষে আবু মুসা আপনাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।'

সীমান্ত ঈগলের গ্রানাডা আগমনের দশ দিন পর শহরের বাইরে আবুল হাসানের

ফৌজকে 'খোদা হাফেজ' বলে বিদায় জানাল গ্রানাডার হাজার হাজার জনতা। কোন আমীরের শির নেয়ার পরিবর্তে অনেক বছর পর গ্রানাডা ফৌজ এই প্রথম দুশমনের মোকাবিলায় যাচ্ছিল। স্পেনিশ, আরবী এবং বারবারী মুসলমান ওমরা আর সিপাহী এক আমীরের পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল যুগান্তের ব্যবধানে। মার্চ করার নির্দেশ দেয়ার আগে ফৌজের হিসাব করলেন আবুল হাসান। বদরকে বললেন, 'ভাংগা দীল তুমি জোড়া লাগিয়েছ বদর। খোদার কসম! আরবী, হিস্পানী আর বারবারী মুসলমান এভাবে এক কাতারে দাঁড়ালে হাশরে পূর্ব পুরুষদের সামনে আমাদের লজ্জিত হতে হবে না। আবার আমরা পৌছব ফ্রান্স পর্যন্ত।'

'আমার বিশ্বাস, যতদিন আপনার তরবারী থাকবে নিষ্কোষিত গ্রানাডা বাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে না। মানুষকে এক কাতারে শামিল করার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত থাকবে সবাই, আত্মকলহে লিপ্ত হবে না কেউ।'

আল জাগল এ অভিযানে ভাইয়ের সাথে যেতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সালতানাতের হেফাজত, সর্বোপরি ছেলেকে দেখাশুনার অজুহাতে ভাইকে রাজধানীতে রেখে যেতে মনস্থ করলেন আবুল হাসান। এ অভিযানে আবুল হাসান পদাতিক সিপাইদের শামিল করেননি। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সাথে মার্চ করে তারা পৌছলেন লাকা ময়দানে। মুসা ছিলেন তার নায়েবে সালার। সর্বাগ্রে ঝটিকা বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হল বদরকে।

সীমান্তের কিছু এলাকা দখল করে 'সাখরা' অবরোধ করলেন আবুল হাসান। এ অবরোধের খবর গ্রানাডা পৌছলে খুশীর ঢেউ বয়ে গেল জনগণের মধ্যে। 'সাখরার' খৃষ্টান শাসক পাশবিক অত্যাচার করছিল মুসলমানদের ওপর। এ জন্য ফর্ডিনেন্ডের চেয়ে বেশী বদনাম ছিল তার। যুগ যুগ ধরে সাখরা থেকে পালিয়ে আসা মজলুম মুসলমানদের কাহিনী শুনেছে গ্রানাডার মানুষ। 'সাখরা' অবরোধের সংবাদে গ্রানাডার মসজিদে মসজিদে আবুল হাসানের বিজয় আর দীর্ঘ জীবনের জন্য মুনাজাত করা হল। সাখরার অবরোধে দীর্ঘ সময় নেবে, ভেবে ছিলেন আবুল হাসান।

কিন্তু অবরোধের চারদনি পর শহরের পলাতক মুসলমানদের একটা দল রাতের তৃতীয় প্রহরে পাহারাদারদের ওপর হামলা করে শহরের ফটক খুলে দিল। পূর্বেই এ সংবাদ পৌছে ছিল আবুল হাসানের ফৌজের কাছে। দুশমনের মামুলি বাঁধা নস্যাৎ করে শহর কব্জা করল ওরা।

এ যুদ্ধে আহতের পরিমাণ ছিল খুবই কম। গভর্ণর হাউজের এক প্রশস্ত কামরায় তাদের পৌছে দেয়া হল আবুল হাসানের নির্দেশে। দুপুরে বদর, মুসা এবং ক'জন অফিসারকে সাথে নিয়ে আহতদের দেখতে এলেন তিনি। যে ক'জন তরুণ ডাক্তার আহতদের ব্যান্ডেজ বাঁধছিলেন আদবের সাথে ওঠে দাঁড়ালেন ওরা। কিন্তু এক ব্যক্তি গভীর মনযোগ দিয়ে এক সিপাইর ঘাড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধছিল। আবুল হাসান কাছে এলেও নড়ল না সে। চিকিৎসকের পরিবর্তে তার পরনে ছিল সৈনিকের পোশাক। ঝকমক করছিল তার বর্ম।

আবুল হাসান আহতদের কিছুক্ষণ দেখে ডাক্তারদের ইনচার্জকে ডেকে বললেন,

'এর দিকে আপনাদের নজর দেয়া জরুরী।'

ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে সে ব্যক্তিকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আপনাকে আগেই বলেছি এ কাজ আমাদের।'

লোকটি না শোনার ভান করলে দায়িত্বশীল অফিসার সজোরে বললো, 'আমাকে না হোক, মাননীয় বাদশাহর প্রতি সম্ভ্রমবোধ থাকা তো আপনার উচিত। একজন সৈনিকের স্থান যুদ্ধের ময়দানে, এখানে নয়।'

লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল অফিসারকে। বলল, 'আমার সময় নষ্ট করবেন না, ওর অবস্থা ভাল নয়।'

লোকটির আওয়াজে চমকে উঠলেন বদর। কিন্তু মুখোশের কারণে চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না তার। দায়িত্বশীল অফিসার এবার চটে গেলেন। বললেন, 'ব্যান্ডেজ বাঁধার শখ থাকলে বাইরে দুশমনের শবদেহের উপরে পরীক্ষা করুন।'

লোকটি ব্যান্ডেজে শেষ গিরোটা দিয়ে বলল, 'ব্যান্ডেজ বাঁধার শখ নয়, আমার আগ্রহ হচ্ছে চিকিৎসা করার।'

কৌতুহলে পরিণত হল আবুল হাসানের আশ্চর্যভাব। কিন্তু ডাক্তারের ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গেল। যখমীর শিরায় হাত দিয়ে আরেক ডাক্তারকে ডেকে বললেন, 'মনে হচ্ছে পাগল। একে বাইরে নিয়ে যাও।'

দ্বিতীয় ডাক্তার এগিয়ে এলেন। কিন্তু আবুল হাসানের ইশারায় থমকে দাঁড়ালেন তিনি। যখমীর ব্যান্ডেজ খুলতে চাইলেন দায়িত্বশীল ডাক্তার। কিন্তু লোকটি তার হাত ধরে ফেলল। বলল, 'এ ব্যান্ডেজ খুললেই ওর মৃত্যু নিশ্চিত। আপনাদের কাজে আমি হস্তক্ষেপ করিনি। চিকিৎসার বাইরে মনে করে একে ফেলে এসেছিলেন আপনারা।'

এবার দূর হল বদরের সন্দেহ। তা ছাড়া তার ব্যাগটাও চিনলেন তিনি। হাত দুটো ছিল তার চির চেনা, যে হাত অনেকবার তার ব্যান্ডেজ করেছে। তার আশ্চর্যভাব পরিণত হল খুশীতে। দায়িত্বশীল ডাক্তারকে তিনি বললেন, 'আপনি অস্থির হবেন না। ওকে আমি জানি। বশীর! এখানে কখন পৌছেছ।'

লোকটি নেকাব উপরে তুলে আদবের সাথে গিয়ে দাঁড়াল আবুল হাসানের সামনে। আশ্চর্য হয়ে মুসা বললেন, 'বশীর বিন হাসান! আপনি এখানে কখন এলেন?'

'আজকেই।'

মুসা আবুল হাসানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এ হল বশীর বিন হাসান। আমাদের সীমান্ত ঈগলের বাহাদুরদের দেখাশুনা করেন।'

আবুল হাসান গভীর আবেগে তার সাথে মোসাফেহা করে বললেন, 'আপনার কথা আমি শুনেছি।'

আবুল হাসানের হাতে চুমো খেলেন বশীর। 'মাফ করবেন, সম্মান দেখাতে ত্রুটি হয়েছে আমার। যখমীর অবস্থা খুবই নাজুক ছিল।'

দায়িত্বশীর ডাক্তার পেরেশানী আর লজ্জায় বোকার মত দাঁড়িয়েছিলেন। বশীর তাকে বললেন, 'অনধিকার হস্তক্ষেপ করেছি আমি। এ ব্যক্তি বেহুশ হয়ে পড়েছিল বাজারে। সিপাইরা মৃত ভেবে তাকে ছেড়ে এসেছে। আমি জীবনের স্পন্দন পেয়েছি তার

মধ্যে। তাই এখানে নিয়ে এসেছি। আপনি ব্যস্ত ছিলেন, এ জন্য এর দিকে নজর দিতে পারেননি।'

দায়িত্বশীল ডাক্তার মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'বশীর বিন হাসানের সামনে নিজের অযোগ্যতা দেখানোও আমার জন্য গৌরবের বিষয়। আপনি তাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। অথচ আমরা তার জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তার জন্য চিকিৎসার চাইতে বেশী দরকার ছিল মোজেযার। স্পেনে শুধুমাত্র বশীর বিন হাসানই এ মোজেযা দেখাতে পারেন। আমাদের আরো কিছু যখমীকে আপনি একটু দেখলে ভাল হয়।'

একটু এগিয়ে এক তরুণ ডাক্তার বললেন, 'আপনাকে আমি কর্ডোভায় দেখেছি। মুখোশের জন্য চিনতে পারিনি।'

বশীর বিন হাসান বললেন, 'ভয় ছিল, মুখোশ না হলে আমার অপরিচিতি আরো বেশী ঝামেলা বাড়াবে। তাছাড়া যখমীদের মধ্যে আমার ক'জন সাথী ছিল। ওরা আমাকে দেখলে হট্টগোল করত। আর আপনারা অন্য যখমীদের ছেড়ে ছুটে আসতেন আমার কাছে। তাহলে এ যখমীর প্রতি পুরো দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হতোনা।'

আবুল হাসান বললেন, 'আফসোস, আমরা এতোটা বুঝিনি। অন্য যখমীদের দেখা হয়ে গেলে অবশ্যই আমার সাথে দেখা করবেন।'

চলে গেলেন আবুল হাসান, মুসা এবং বদর। বশীর মশগুল হলেন আহতদের চিকিৎসায়। স্পেনের অন্যান্য শহরের মতো গ্রানাডায়ও তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাক্তারদের সবাই তার সাথে একবার হাত মিলিয়ে, একটু কথা বলে এবং তার হুকুম তামিল করে গর্ব অনুভব করতে লাগল। তাদের প্রভাবিত হওয়ার বড় কারণ, বশীর ছিলেন সীমান্ত ঈগলের সাথী।

দায়িত্বশীল ডাক্তার কৃতকর্মের জন্য ছিলেন পেরেশান। তিনি বশীরকে বললেন, 'এখন পর্যন্ত ক্ষমা চাওয়ার সঠিক শব্দ খুঁজছি আমি। হয়ত আমার ব্যাপারে আপনি খুবই খারাপ ধারণা পোষণ করছেন।'

'আপনি পেরেশান হবেন না। আপনার স্থানে হলে এক অপরিচিতের সাথে এর চেয়ে বেশী কঠোরতা অবলম্বন করতাম আমি।'

বশীর যার ব্যান্ডেজ বেধেছিলেন খানিক পর সে আধা চৈতন্য অবস্থায় কাতরাতে লাগল। ব্যাগ থেকে পেয়ালায় ঔষুধ ঢেলে এক ডাক্তারকে বললেন বশীর, 'একটু পরেই তার হুশ ফিরে আসবে। চোখ খুলতেই এ ঔষধ খাইয়ে দেবেন। ঔষধ খেলেই ঘুমোবে সে। সন্ধ্যায় আমি নিজে এসে তার অবস্থা দেখে যাব। এর মধ্যে কেউ যেন তাকে না জাগায় অথবা কথা বলার চেষ্টা না করে।'

দুপুরে একটু নিরিবিলিতে দুজনের কথা বলার সুযোগ হল। বন্ধুর এই অযাচিত আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন বদর। বশীর জওয়াব দিলেন, 'গ্রানাডা থেকে আবুল হাসানের ফৌজের অগ্রযাত্রার দৃশ্য নিজের চোখে দেখব, এ ছিল আমার জীবনের বড় খাহেশ। কিন্তু ফৌজ গ্রানাডা থেকে চলে যাবার পর আমি খবর পেয়েছি। অবশ্য মনে করেছিলাম যুদ্ধের মুহূর্তে পৌছে যাব। আবু দাউদও জেদ ধরেছিলেন আমায় সাথে নিয়ে

গ্রানাডায় যাবেন। আমার দরখাস্ত আর আবু দাউদের সুপারিশে মনসুর বিন আহমদ আমাকে আসার অনুমতি দিয়েছেন। গ্রানাডা পৌছে শুনলাম 'সাখরা' অবরোধ করেছেন আপনারা। ভোরে আমি এখানে পৌছার আগেই আপনারা শহর জয় করে ফেলেছেন।'

মুচকি হেসে বদর বললেন, 'আমি আহত না হওয়ায় তোমার তৎপরতা অন্যদের কাজে লেগেছে! সত্যি করে বলতো, তোমার এ দৌড় ঝাপ কি আমার জন্য নয়?'

'তুমি সহি সালামতে থাক, আমার জীবনের এ এক বড় মাকসুদ।'

'এক ব্যক্তির সহি সালামতের প্রেরণা এমন নয়, যা নিয়ে গর্ব করা যায়।'

মহব্বত ভরা দৃষ্টিতে বশীর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বদর, আমার কাছে তুমি কেবল ব্যক্তি নও, তুমি একটা জাতির আত্মা। ডাক্তারের ভাষায় যদি বলি তবে হিস্পানীদের দুর্বল দেহে তুমি এক সঞ্চরণশীল দীল।'

'এ এক কবির ভাষা।'

'খোদার শোকর আমি শায়ের নই। আল জাগলের ওখানে কিছু কবির সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তোমার প্রশংসায় তারা একে অন্যকে টেক্কা দেয়ার চেষ্টা করছিল।'

'আমার সম্পর্কে কি বলছিল ওরা?'

'এইতো- তুমি বাতাসে উড়তে পার, পানির উপর চলতে পার, তোমায় দেখলে সমুদ্রের তরঙ্গ মালা শান্ত হয়ে যায়, আর দরিয়া........'

'কি হয় দরিয়ায়?'

'সঠিক মনে নেই, সম্ভবতঃ তারা বলছিল দরিয়া পাহাড়ে ফিরে আসে!'

'আহম্মকের দল।'

হাসি লুকানোর চেষ্টা করে বশীর বললেন, 'না, না, ওরা সবাই আহম্মক ছিল না, কিছু আক্কেলের কথাও বলেছে।'

'তা আবার কি?'

'তা হল, সীমান্ত ঈগলের অশ্বের শুভ্রতা কোহে সিরানুদার শুভ্রতাকে হার মানায়। জমিন কেঁপে উঠে তাঁর ঘোড়ার পায়ের ঘায়। তার তরবারীর চমক সূর্যের দীপ্তিকে ম্লান করে দেয়। সত্যি আমি খুশি হয়েছি বদর। অনুভব করছি, এতদিন যা ছিল কেবল স্বপ্ন, এবার তা সত্যে পরিণত হতে শুরু হয়েছে।'

'ইনজিলা কেমন আছে?'

'সে ভাল। কিন্তু শুধু ইনজিলার খবর জানতে চাইলে, রাবিয়া সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলে না যে!'

'তার আবার কি হল?'

'এ খবরও নেই তোমার?' গম্ভীর হয়ে বললেন বশীর।

'তার কিছু হয়নি তো বশীর?'

এবার বশীর হেসে ফেললেন।

'খুব দুষ্ট তুমি।'

'তোমায় ছালাম পাঠিয়েছে রাবিয়া।'

'মিথ্যে কথা।'

'ঠিক আছে ভাই, মনে করো, সে তোমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করছে।'

'এ কথা মানতে আমার কোন আপত্তি নেই। এবার ঠাট্টা বাদ দিয়ে বল আবু দাউদের কি খবর।'

সে খুব খুশী। গ্রানাডা পৌছতেই আল জাগল তাকে শাহজাদার খাস সংগী করে দিয়েছেন। আলহামরা প্রাসাদে তাকে থাকতে দেয়া হয়েছে। আমার মনে হয় খুব শীগগিরই শাহজাদাকে সে আপন করে নিতে পারবে।'

মুসা এলে তাদের আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। তিনি বললেন, 'আবুল হাসান আপনাদের স্মরণ করেছেন।'

নতুন ইরাদা

সাখরা বিজয়ের পর ফার্ডিনেন্ডকে চরম আঘাত হানার জন্য বড় ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আবুল হাসান। সালতানাতের বড়ো বড়ো কবিলার সরদাররা দুশমনের বিরুদ্ধে এক হচ্ছিল। এতকাল যারা স্পেনীয়, বারবারী এবং আরবী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ বুনছিল- থেমে গেল তাদের অপতৎপরতা। স্পেনীয় এবং বারবারী মুসলমানদের জন্য আবুল হাসান আরবী শাসকের পরিবর্তে হলেন মুসলিম শাসক। ক্রুশ চিহ্ন আঁকা পতাকা ফেলে আকাশে উড়ালেন হেলালী নিশান! এই যুদ্ধকে জিহাদ হিসাবে ফতোয়া দিলেন স্পেনের বড়ো বড়ো ওলামা। আবুল হাসান অনুভব করলেন তিনি এবার গ্রানাডার সত্যিকারের শাসক হতে পেরেছেন। ফৌজি ছাউনি থেকে শুরু করে আলহামরা পর্যন্ত ফুলের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে সাধারণ মানুষ। কাসরুল হামরার উঁচু মিনারে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছিলেন তিনি। শহরে চলছে খুশীর জয়ধ্বনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে দুহাত তুলে মোনাজাত করতে লাগলেন আবুল হাসান।

'প্রভু হে! আমার দুর্বল বাহুতে শক্তি দাও। দাও আমায় তারেকের দৃঢ়তা আর মুসা বিন নুসায়েরের যোগ্যতা। আমার কওমের মধ্যে আবার সে মুজাহিদদের হিম্মত দাও, যাদের ঘোড়া একদিকে ফ্রান্স অপর দিকে চীনের নদীতে পানি পান করত। আমাদের বিচ্ছিন্নতাকে ঐক্যে রূপান্তরিত করো। বালির এই স্তূপকে বিরাট এক ময়দানে পরিণত কর প্রভু। মাওলা আমার! সামান্য বিজয়ে যারা এতো উচ্ছসিত এদের নিরাশ করো না। এ কাজের যোগ্য ছিলাম না আমি। আমাকে যদি এর জন্য নির্বাচন করে থাকো তবে আমায় শক্তি, সাহস আর দৃঢ়তা দান করো। যদি আমার জিন্দেগীতে আমার পূর্ব পুরুষদের হারানো সালতানাত ফিরিয়ে আনতে না পারি, তবে তওফিক দাও আমায় গ্রানাডার সালতানাতের জন্য যেন সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন করে যেতে পারি।'

মিনারে দাঁড়িয়ে এ দোয়া করেছিলেন আবুল হাসান। যুবরাজ আবু আবদুল্লাহ তখন নতুন শিক্ষক আবু দাউদের সাথে মহলের এক কামরায় আলোচনায় লিপ্ত। অল্প দিনের মধ্যেই ওস্তাদ সাগরেদের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। বদমেজাজী ভাতিজা আবু দাউদের কথায় ওঠে আর বসে এই দেখে আবু দাউদকে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন আল জাগল। এক মুহূর্ত ওস্তাদের সঙ্গ ছাড়া হতে নারাজ সে, এজন্য সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি।

আবু দাউদ ছিলেন হুশিয়ার। শাগরেদের শরীরে আরবী খুন প্রবাহিত, এ অনুভূতি তার ছিল। এ জন্য তাড়াহুড়া করে গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করতে চাইল না সে। একান্ত সঙ্গী হিসেবে তার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল আবু দাউদ। সময় এলে গ্রানাডার ভাবী সম্রাটকে ব্যবহার করা যাবে, অল্প কদিনেই বুঝলো সে।

প্রথম মোলাকাতের পরেই আবু আবদুল্লাকে সে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। হাত দেখার ছলে কয়েকটা রেখার প্রতি ইংগিত দিয়ে আবু দাউদ বলেছিল, 'শাহজাদা! গ্রানাডার সালতানাত শাসন করার জন্য তোমার পয়দা হয়নি।'

দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল আবু আবদুল্লার চেহারায়। এতে মুচকি হেসে আবু দাউদ বলল, 'তোমার এই রেখা শাহ সেকেন্দারের ভাগ্য আর আবদুর রহমান আযমের প্রতিপত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমার ইলম যদি আমায় ধোকা না দেয় তাহলে, পিরিনিজ থেকে জাবালুত্তারেক পর্যন্ত তোমার বিজয়ের পতাকা উড্ডীন হবে। মরক্কো আর ফ্রান্সের শাসকবর্গ তোমার বশ্যতা স্বীকার করবে।'

আবু আবদুল্লাহ বলল, 'কিন্তু চাচা যে আমাকে নালায়েক বলেন।'

'শাহজাদা, ফুল ফোটার এবং ফল পাকার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। উত্তরণের সময় না আসা পর্যন্ত তোমার প্রিয় ব্যক্তিরা এমনি বলবেন। ওরা তোমার কল্যাণকামী। তারা কেবল উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছে।'

সে দিন থেকে আবু আবদুল্লাহ নিজেকে শাহ সিকান্দার আর আবু দাউদকে এরিষ্টটল মনে করতে লাগল। সময়ের অপেক্ষা করছিল ওরা। চতুর ওস্তাদ বুঝতে পারলেন শাগরেদ কোন্ সময়ের অপেক্ষা করছে। কিন্তু ওস্তাদের মনের ভেতর কি লুকিয়ে আছে তার কিছুই জানতে পারল না শাগরেদ।

'শাহজাদা এ মুহূর্তে গ্রানাডার রাজপথে খুশীর তাকবীর দেবে- তোমার কাছে এই কামনা ছিল আমার। কি জন্য গ্রানাডার ভাবী সুলতান এত পেরেশান?'

'মুসা, আল জায়গারা এবং বদরের বিজয়ে উল্লাস করি ওস্তাদের কি এই নির্দেশ? চাকরের মত আমার যে সৎ ভাই পায়ে হেঁটে ঘোড়ার আগেভাগে চলেছে এ জন্যে কি সেই যথেষ্ট নয়? এ সব এ জন্যেই করছে, ওরা জানে আমি এ ধরনের খোশামোদ পছন্দ করি না। ওরা বাবার কাছে প্রমাণ করতে চাইছে, আমি নালায়েক।'

'তোমার বৈমাত্রেয় ভাইদের ব্যাপারে আমার কোন কথা নেই। কিন্তু আল জাগল! অবশ্যই তিনি তোমার অকল্যাণ কামনা করেন না। আর আকল্যাণ চাইলেও তোমাকে সাবধানে কাজ করতে হবে। গ্রানাডার ভাবী সম্রাট তুমি। মুকুট পড়ার আগ পর্যন্ত নিকৃষ্ট দুশমনকেও বন্ধু ভাব দেখাতে হয় ভাবী সম্রাটকে। একজন বাদশাহ তরবারী দিয়ে বিরোধীদের শায়েস্তা করতে পারে। ভাবী সম্রাট তা পারে না। তদুপরি সিংহাসনের অন্য

দাবীদার থাকলে তাকে আরো হুশিয়ার হতে হয়। আগামী দিন শাসক হয়ে বিরোধীদের গর্দান নেয়ার ইরাদা থাকলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাদের গলায় আজ ফুলের মালা পরাতে হবে। তা হলে কঠোর হতে পারবে না ওরা। আমি জানি আল জাগল তোমার বিরোধী নয়।'

'পিতৃব্যকে সব সময় আপনি ভাল জানেন। তিনি ক্ষমতা চান, আপনি জানেন না। আমার বাবাও তার হাতের খেলনা। তিনি জানেন আমি তার হাতের কাঠের পুতুল হব না। এ জন্যই তিনি চাচ্ছেন সৎ ভাইকে ক্ষমতায় বসিয়ে নিজে হুকুমত চালাবেন।'

'সুলতানকে আল্লাহ্ দীর্ঘজীবি করুন। আমার মন বলছে নিজের জিন্দেগীতেই তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলের হাতে ক্ষমতা সমর্পন করবেন তিনি।'

'আমি জানি তিনি কোন ফয়সালা করলে চাচার পরামর্শেই করবেন। আর চাচার পরামর্শ আমার পক্ষে হবেনা কখনো।'

মাথা ঝুকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল আবু দাউদ। বলল, 'শাহজাদা, তোমার হাত দেখে ভয়ে একটা কথা বলিনি তোমায়।'

'খোদার দিকে চেয়ে এখন বলুন।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে আবু দাউদ বলল, 'আমার ভয় হয় একথা তৃতীয় ব্যক্তির কানে পৌঁছলে দুজনকেই মুসিবতে পড়তে হবে।'

'ভাববেন না। কেউ নেই এখানে।'

আমার ইলম সাক্ষী দিচ্ছে, পিতার জিন্দেগীতে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কব্জা করবে তুমি গ্রানাডার হুকুমত। আল্লাহ তোমাকে এ সুযোগ দেবেন। এ ফয়সালা তিক্ত হবে তোমার জন্য, তবু তোমায় তা করতে হবে। স্পেনের সালতানাত আবুল হাসানের ভাগ্যে নয়- তোমার ভাগ্যে রয়েছে।'

খুশীতে চঞ্চলতা হয়ে সে বললো, 'কবে সে সময় আসবে?'

'খুব শীগগিরই। আমার পরামর্শ হচ্ছে, সময় আসা পর্যন্ত তোমার পিতা এবং পিতৃব্যের মনে কোন সন্দেহ যেন সৃষ্টি না হয় সেভাবে তোমাকে চলতে হবে। আল জাগলকে কেন রেখে গেছেন জান নিশ্চয়?'

'আমাকে তিনি বিশ্বাস করেন না।'

'হারানো বিশ্বাস আবার হাসিল করতে হবে তোমাকে। ক্ষমতার জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। মনে রেখো, তুমি সুলতান অথবা তোমার চাচার সন্দেহে নিপতিত হলে আমার সাহায্য থেকে মাহরুম হবে চিরদিনের জন্য।'

'আপনার পরামর্শ আমি মেনে চলব।'

'এক্ষুণি বাবার কাছে যাও। এ হল আমার প্রথম নছিহত। ঘুমিয়ে না পড়লে বিজয়ের জন্য মোবারকবাদ জানাবে তাকে। তাকে বলবে, আফসোস! যুদ্ধে শরীক হওয়ার মর্যাদা থেকে আমি বঞ্চিত। ভোরে বড়ো বড়ো কর্তা ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের পুরস্কৃত করবে। সুলতান খুশী হবেন এতে। অনাগত ভবিষ্যতে ওরা তোমার কাজে আসবে।'

'এখুনি আমি আব্বার কাছে যাচ্ছি।'

পরদিন। আল জাগলকে বললেন আবুল হাসান, 'আবু আবদুল্লাহর জন্য আপনি যে শিক্ষক নিয়োগ করেছেন, তার সাথে আমি দেখা করব। তাকে যোগ্য বলেই মনে হয়। আবদুল্লাহর চিন্তা ধারায় যথেষ্ট পরিবর্তন দেখছি। যুদ্ধে কেন তাকে সাথে নিইনি এই জন্য সে অনুযোগ করল।'

'আল্লাহ শোকর! আবু দাউদের মত ব্যক্তিত্বকে পেয়েছি আমরা।'

এ ঘটনার তিনদিন পর বদর সংবাদ পেলেন সীমান্তে খৃষ্টানরা লড়াই শুরু করেছে। সৈন্যদের মার্চ করার নির্দেশ দিলেন তিনি। বিদায়ের পূর্বে আবুল হাসানের সাথে দেখা করলেন। আবুল হাসান বললেন, 'পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বে সাখরা এই জন্যই আক্রমণ করেছি যেন জড়তার ঘুম থেকে জেগে উঠে মানুষ। ফার্ডিনেন্ডকে চরম আঘাত হানার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পারব, এ বিজয়ের ফল এই হয়েছে। এ সময়ে নিজের স্থানে থাকবেন আপনি। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া আপনাকে ডাকবো না আমি। আপনি সংঘাত জারী রাখলে প্রস্তুতির যথেষ্ট সুযোগ পাব আমরা। ফার্ডিনেন্ডের দৃষ্টি দুদিকে নিবদ্ধ থাকবে।'

আবুল হাসানের সাথে মোলাকাতের পর বদর কাসরুল হামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। একজন চাকরানী তার হাতে কাগজের ছোট একটা চিরকুট দিলে বদর খুলে পড়তে লাগলেন, 'নতুন বিজয়ের জন্য আপনাকে মোবারকবাদ।' "রাবিয়া"

ক্ষণিকের জন্য বদরের দীলে পয়দা হল প্রেমের এক মধুময় স্পন্দন। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই পরিচিত মুখ। চাকরানীর দিকে তাকালেন বদর। বললেন, 'আমার পক্ষ থেকে তাকে শুকরিয়া জানাবেন। দোয়া করতে বলবেন আমার জন্য।'

সন্ধ্যায় আবু দাউদের কাছে জানতে পেল রাবিয়া, সীমান্ত ঈগল নিজের আস্তানায় ফিরে গেছেন। প্রতিশোধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ফার্ডিনেন্ড। আবুল হাসানের সাখরা বিজয়ের খবর পেল সে। গভর্ণর আর সর্দারদের হুকুম দিল তৈরী হতে। ইহুদী ব্যবসায়ীর বেশে গোয়েন্দা তাকে আবুল হাসানের তৎপরতার খবর দিতে লাগল। মহলের সামনে বিরাট এক ক্রুশ স্থাপন করল সে। 'এই ক্রুশ কাসরুল হামরার সামনে স্থাপন না করে বিশ্রাম নেবো না' জনগণের সামনে এই প্রতিজ্ঞা করলো ফার্ডিনেন্ড। সালতানাতের সকল ওমরাও কণ্ঠ মিলাল তার সাথে। কার্ডিজের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক জমা হল ক্রুশের সামনে। গ্রানাডা দখল না করে তরবারী কোষবদ্ধ করবে না, এ শপথ নিল সবাই।

একদিন এক পত্র নিয়ে ফার্ডিনেন্ডের কাছে পৌঁছল গ্রানাডার এক ইহুদী। চিঠি পড়ে তিনি এক দূতকে বললেন, 'তুমি আমাদের অনেক বড় খেদমত করেছ। চিঠির জবাব গ্রানাডা পৌঁছাতে পারলে তোমার জন্য থাকবে জবরদস্ত ইনাম।'

'সন্তুষ্টির সাথে এ খেদমত করতেও আমি প্রস্তুত।'

'লিখিত পয়গাম নিতে ভয় পেলে, কালকে তোমাকে মৌখিক পয়গাম দেব।'

'লিখিত পয়গাম নিতে কোন ভয় নেই আমার। গ্রানাডা থেকে আসার পথে চৌকি গুলোতে কয়েকবার আমাকে তল্লাশী করা হয়েছে। কিন্তু কোন চিঠি পায়নি ওরা।'

'তোমাকে হুশিয়ার বলেই মনে হয়। তল্লাসীর সময় চিঠি কোথায় ছিল?'

'আবু দাউদ জুতার ভিতরে সেলাই করে দিয়েছিল।'

'ঠিক আছে। কাল আমার সাথে দেখা করো। এই দূতকে শাহী মেহমান খানায় নিয়ে যাও।' সিপাইকে ডেকে বলল ফার্ডিনেন্ড।

দূত চলে গেলে গভীর মনোযোগ দিয়ে আবার চিঠি পড়লো ফার্ডিনেন্ড। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করে রাণীর কামরায় চলে গেলেন তিনি।

'তুমি হেরে গেছ রানী।' স্ত্রীর কাছে বসতে বসতে বললেন তিনি।

'তার মানে?'

'তুমি বলেছ আবু দাউদ আমাদের সাথে গাদ্দারী করেছে। চিঠি পড়ে দেখ, তোমার সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।'

চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ ভেবে রাণী বলল, 'লেখা পড়ে বুঝা যায় তার প্রতি সন্দেহ আমার ভিত্তিহীন। কিন্তু এর লেখক আবু দাউদ। মিথ্যাকে সত্য করে পেশ করার শক্তি তার আছে। আচানক আমাদেরকে আলহামরায় হামলা করার কথা বলেছে। আমার ভয় হচ্ছে, যদি এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র থাকে?'

'আবুল হাসানের ইচ্ছা এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে অনেক কিছুই আমি জেনেছি। 'সাখরার ক্ষতি পূরণের জন্য আচানক সীমান্তের একটা শহর কব্জা করা দরকার।' আবু দাউদের এ পরামর্শের সাথে আমি একমত। এতে মুসলমানদের উচ্ছ্বাস কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে যাবে। আর আমাদের সৈন্যের সাহস যাবে বেড়ে। আমার মনে হয় কাউসের গভর্ণর তাদের অজান্তে হামলা করলে 'সাখরার' চাইতে বেশী সহজে আলহুমা কব্জা করা যাবে।'

'ওরা যে বেখবর থাকবে এর কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে? হতে পারে গ্রানাডার মুসলমানদের সাথে আবু দাউদ তার কিসমত জড়িয়ে ফেলেছে। আর এ চিঠি লেখা হয়েছে আবুল হাসানের কথা মতই।'

'মন বলছে তোমার এ সন্দেহ অমূলক। এমনটি হলেও আমাদের পরিকল্পনা জানার জন্য চিঠির জওয়াবের অপেক্ষা করবে ওরা। কাউসের গভর্ণর আলহুমা কব্জা না করা পর্যন্ত ওরা জওয়াবের অপেক্ষা করবেই। 'আলহুমা গ্রানাডার চাবি' আবু দাউদের একথা ভুল নয়। আলহুমা কব্জা করে অর্ধেক যুদ্ধ আমারা জিতে যাবো। কাউসের গভর্ণরকে আজই আমি পয়গাম পাঠাচ্ছি। কাল লোশায় রওনা করব আমি নিজে। আবুল হাসানের দৃষ্টি থাকবে আমার দিকে। এতে কাউসের ফৌজ আলহুমা কব্জা করার সুযোগ পাবে। কর্ডোভা এবং সেভিলের ফৌজকেও এগোবার হুকুম দিচ্ছি। কোথাও আমাদের ক্ষতি হলে তা অবশ্যই হুমার যুদ্ধ ক্ষেত্রে নয়।'

গোয়েন্দা মারফত আবুল হাসান সন্ধান পেলেন লশকর নিয়ে ফার্ডিনেন্ড কার্ডিজ থেকে রওনা হয়েছেন। এর সাথেই শোনলেন কর্ডোভা এবং সেভিলের ফৌজি তৎপরতার খবর। ফৌজকে তিন ভাগ করলেন তিনি। আল জাগলের নেতৃত্বে সেভিলের ফৌজদের বাঁধা দেয়ার জন্য হুকুম দিলেন এক ভাগকে। দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বের জন্য মুসার চাইতে যোগ্য কাউকেও চোখে পড়ল না। কিন্তু ওমরাদের পরামর্শে গ্রানাডায় আবু আবদুল্লাহর কাছে ছেড়ে গেলেন তাকে। এ ফৌজের নেতৃত্ব দেয়া হল বদর বিন

মুগীরাকে। অর্ধেকের বেশী সিপাই নিয়ে বদর গ্রানাডায় পৌছলেন। কর্ডোভার সীমান্তের দিকে অগ্রসরমান ফৌজের নেতৃত্ব নিলেন তিনি। বাকী ফৌজ আবুল হাসান নিজের হাতে রাখলেন। রওনা হওয়ার মুহূর্তে তিনি আবু আবদুল্লাহকে ডেকে বললেন, 'বেটা। আমার এবং আল জাগলের অনুপস্থিতিতে তোমাকে এক বড় দায়িত্ব দিয়ে যেতে চাই। সালতানাতের শাসন পরিচালনা করবে তুমি। বয়সের দিক দিয়েও তুমি এর উপযুক্ত। তবুও মুসাকে রেখে যাচ্ছি তোমার সাহায্যের জন্য। আমার দৃষ্টিতে সে আল জাগলের চেয়ে কম নয়। তার পরামর্শের খেলাফ কাজ করবে না। যদি আমরা বিপদে পড়ি, মনে রেখ স্পেনের হারানো সালতানাত যতক্ষণ তুমি ফিরিয়ে না আনবে, আমার আত্মা শান্তি পাবে না।'

'আমার বদ কিসমত। এই সুযোগেও ফৌজের একজন সিপাই হওয়া আমার নসীব হলো না। যে জিম্মা আমায় দিয়েছেন, তার যোগ্যতা আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করব। আমার মনে হয় প্রতি ক্ষেত্রে মুসার মত জেনারেল আপনার প্রয়োজন। তাকে আপনার সাথে রাখা জরুরী। আমার সাহায্যে অন্য কাউকে রেখে গেলে ভাল হয়।'

'তোমার ধারণা ঠিক। কিন্তু মুসাকে ছেড়ে যাওয়ার অন্য কারণ হচ্ছে আমাদের সাহায্যের জন্য সে নতুন সিপাই ভর্তি করতে পারবে।'

গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে সীমান্তের এক শহরের কাছে ছাউনি ফেলে ফার্ডিনেন্ডের ফৌজের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন আবুল হাসান। মুসার পরিবর্তে গ্রানাডা ফৌজের দুজন সেনাপতি আল জায়গারা এবং নয়ীম রিদওয়ানকে সাথে নিলেন।'

দুসপ্তাহ পর তিনি খবর পেলেন ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ সীমান্তের পারে এক জায়গায় ছাউনি ফেলেছে। আল জাগল এবং বদরের পক্ষ থেকেও তার কাছে সংবাদ এল কর্ডোভা এবং সেভিলের ফৌজ সীমান্তের পারে থেমেছে।

কিন্তু তৃতীয় সপ্তায় খবর এল, কাউসের গভর্ণর আচানক আলহুমা কব্জা করে নিয়েছে। কার্ডিজ, সেভিল এবং কর্ডোভার ফৌজ সীমান্তের পারে থামার কারণ এবার তিনি বুঝতে পারলেন। এর সাথেই সংবাদ এল কাউসের গভর্ণর আলহুমার হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। গ্রানাডার প্রতিরক্ষার জন্য আলহুমা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কেল্লা। সেখান থেকে দুশমন ফৌজ যে কোন সময় গ্রানাডায় চড়াও হতে পারে। গ্রানাডার দিকে দিকে 'আলহুমা, আমাদের আলহুমা' আহাজারী ওঠল। সবাই বলতে লাগল গ্রানাডার চাবি দুশমনের হাতে চলে গেছে। আবুল হাসান বুঝতে পারলেন তাদের দৃষ্টি আলহুমার দিকে রেখে অন্য শহর আক্রমণ করবে ফার্ডিনেন্ড। বদর এবং আল জাগলকে নিজের স্থানে থাকার খবর পাঠালেন তিনি। আল জায়গারাকে নিজের অর্ধেক সৈন্য দিয়ে আলহুমা পাঠিয়ে দিলেন। আলহুমা অবরোধ করলেন আল জায়গারা। সব ধরনের রসদ এবং সাহায্যের রাস্তা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। অবরোধের খবর পেলেন ফার্ডিনেন্ডও। লশকরকে তিন দিক থেকে মার্চ করার হুকুম দিলেন তিনি।

কর্ডোভার ফৌজের সাথে সবার আগে সংঘর্ষ হল বদরের। সীমান্ত অতিক্রমের সুযোগ না দিয়ে তিনি সীমান্ত পেরিয়ে হামলা করলেন। কর্ডোভার লশকরের তুলনায়

তার ফৌজ ছিল অনেক কম। কিন্তু তার যুদ্ধ পদ্ধতির সামনে কর্ডোভার ফৌজ এগোতে পারলনা। ক'দিন তিনি ময়দান যুদ্ধে গেলেন না। কর্ডোভা ফৌজকে আকস্মিক হামলা করে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করলেন তাদের। বদর কিছু সওয়ারীকে আচানক দুশমনের সামনে পাঠিয়ে দিতো! ডান বাম এবং পিছনের কাতার তছনছ করে আবার গায়েব হয়ে যেতো তারা। দিনে কয়েকবার চলত এ ধরনের হামলা। কর্ডোভা ফৌজ অনুভব করল, সীমান্ত ঈগল গ্রানাডা ফৌজের সালার। সামনে অথবা পিছনে দু অবস্থায়ই তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

অপর দিকে সেভিলের লশকরের সাথে আল জাগলের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কর্ডোভার সিপাহসালার পেরেশান হয়ে পড়েছেন, এ সংবাদ পেলেন ফার্ডিনেন্ড। সাথে সাথেই তিনি লোশা আক্রমণ করে বসলেন। তার ইচ্ছা বুঝতে পেরে কালবিলম্ব না করে আবুল হাসান পৌছলেন লোশার গুয়াতে। গোয়েন্দা মারফত খবর পেলেন ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ ধারণার চাইতে অনেক বেশী।

গ্রানাডা থেকে বড় রকমের সাহায্যের আশা ছিলনা আবুল হাসানের। আল জাগলকে ডেকে পাঠালেন তিনি। লোশার গুরুত্ব তিনিও অনুভব করলেন। তবুও ভাইয়ের কাছে যাওয়ার পূর্বে সেভিল ফৌজের উপর শেষ হামলা করলেন, তাদের যথেষ্ট ক্ষতি করে লোশায় রওনা করলেন তিনি। এর সাথে আল জায়গারাকে হুকুম পাঠালেন, 'সেভিলের ফৌজ আলহুমায় রওনা করেছে। তুমি অবরোধ তুলে লোশায় পৌছে যাও।'

আল জায়গারা আলহুমার একদিকের দেয়াল যখন ভেংগে ফেলেছেন সে সময় সেভিলের ফৌজ পৌছে গেল সেখানে। শহর বিজয় ছেড়ে সিপাইদের নিয়ে বেরিয়ে আসাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল আল জায়গারার সেপাইদের। সেভিলের ফৌজ তাদের চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছিল। নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেও আত্মসমর্পণ না করে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন আল জায়গারা। ফৌজ সংহত করে একদিকে সরিয়ে নিলেন তিনি। সবার আগে ছিল নেযাবাজদের সারি। ব্যূহ ভেংগে তারা পথ করে দিচ্ছিল পদাতিক সিপাইদের। কোন ক্ষতি ছাড়াই যুদ্ধ করে এগিয়ে গেলেন তারা। নদীর তীরে এক পুলের কাছে এসে থামলেন সবাই। কিন্তু নদীর ওপারে দুশমনের এক ফৌজি দল ওৎ পেতে বসেছিল। আল জায়গারার ফৌজ ছিলো দুশমনের তীরের অওতায়। চারিদিক থেকে তীর বৃষ্টি শুরু হল তাদের ওপর। আচানক নদীর ওপারে শোনা গেল আল্লাহু আকবার ধ্বনি। একদিক থেকে বেরিয়ে এলো পাঁচশো সওয়ার। তারা নদীর ওপারে আল জায়গারার পথরোধকারীদের হামলা করে নিশ্চিহ্ন করে দিল। সিপাইরা নদী পেরিয়ে বুঝল, সাহায্যকারীরা এসেছে গ্রানাডা থেকে। সালারের সাথে দেখা করার ইচ্ছা করলেন আল জায়গারা।

এক মুখোশধারী এগিয়ে এলেন ঘোড়া নিয়ে। বললেন, 'এখন কথা বলার সময় নয়, তোমরা তাড়াতাড়ি লোশা চলে যাও।'

কণ্ঠ চিনতে পেরে আল জায়গারা বললেন, 'মুসা বিন আবি গাসসান ছাড়া কে আমার সাথে এমন কথা বলবে?'

'আমি এসেছি কেউ যেন জানতে না পারে। তাহলে সুলতান নারাজ হবেন।

আমার কথা তাকে বলবেন না। আমার পক্ষে গ্রানাডা ত্যাগ করা বিপজ্জনক। আবু আবদুল্লাহর ধারণা আমি সেনা ছাউনিতে।'

একথা বলেই সাথীদের ইশারা করে মুসা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। আল জায়গারা দেখলেন যেদিক থেকে এ পাঁচশো সিপাই এসেছিল সেদিকেই গায়েব হয়ে গেল ওরা।

গ্রানাডার ফৌজ চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য লোশায় একত্রিত হয়েছে– এ সংবাদ পেয়ে কর্ডোভার লশকরকে শেষ আঘাত হানার ফয়সালা করলেন বদর। দুহাজার সৈন্য নিয়ে কর্ডোভা লশকরের পিছন দিকে আসার পয়গাম পাঠালেন মনসুর বিন আহমদকে।

শহর গ্রাম মাড়িয়ে ক্ষিপ্র গতিতে ওরা পৌছল কর্ডোভা লশকরের পিছনে। সংবাদ পেয়ে বদর পদাতিক সিপাইদের কয়েক মাইল পিছনে সরিয়ে নিলেন। সওয়ারীদের নির্দেশ দিলেন দুশমনের ডানে বামে হামলা করতে। পদাতিক সিপাইরা হটে যাওয়ায় কর্ডোভার সেনাপতি ভাবলেন ওরাও হয়তো আল জাগল আর আল জায়গারার মত লোশার যুদ্ধে হিসসা নিতে যাচেছ। লোশার লড়ায়ের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ফার্ডিনেন্ডের হুকুম এসেছে মুসলমানদের এখানে ঠেকিয়ে রাখতে। তাছাড়া মনসুর বিন আহমদের আগমন সম্পর্কে সে বেখবর ছিল। সেনাপতি অগ্রবর্তী ফৌজের সওয়ারদের নির্দেশ দিলেন হটে যাওয়া মুসলিমদের ধাওয়া করতে।

ততক্ষণে বদরের পদাতিক তীরন্দাজরা পরিখায় অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। কর্ডোভার নেযাবাজরা খন্দকের নেযাবাজদের তীর বৃষ্টির সম্মুখীন হল। সেনাপতি পিছু হটা ছাড়া কোন পথ দেখলেন না। আচানক মনসুর বিন আহমদ হামলা করে দিল। কর্ডোভার পিছনের ফৌজ মার খেয়ে অগ্রবর্তীদের সামনে ঠেলছিল। ডানে বামে বদর আর পিছনে মনসুর ওদের ঘিরে ফেলল। সামনে ছিল তীরন্দাজদের পরিখা। ওদের অবস্থা হল সে কিশতির মত, সাগরের বিক্ষুব্ধ ঢেউ যাকে চরার দিকে ধাক্কাচেছ। কর্ডোভার ভীত সন্ত্রস্ত হাজার হাজার ফৌজ পিষে গেল ঘোড়ার পায়ের নিচে। অসংখ্য সিপাই ঘোড়া সহ খন্দকে লাফিয়ে পড়ল। অফিসার ও সিপাইরা পরস্পরের সম্পর্কে ছিল বেখবর। বিজয়ের আশায় কর্ডোভার যে ফৌজ বাহাদুরের মত লড়ছিল, নিরাশ হয়ে হিম্মত হারিয়ে ফেলল ওরা। অল্প সংখ্যকই পালানোর সুযোগ পেল। দুপুরের মধ্যে কর্ডোভার সিপাইদের লাশের স্তুপ হয়ে গেল ময়দানে। বিক্ষিপ্ত সিপাইরা ছেড়ে দিল তাদের হাতিয়ার।

ওদিকে আবুল হাসানের ত্রিশ হাজার সিপাই ফার্ডিনেন্ডের পঞ্চাশ হাজার ফৌজের মোকাবেলায় কাতারবন্দী হল লোশার ময়দানে। দুদিন পর্যন্ত ফার্ডিনেন্ডের নাইট আর গ্রানাডার জানবাজদের মধ্যে চলল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। যুদ্ধের সূচনায় আপাদমস্তক বর্ম পরিহিত এক নাইট ঘোড়া হাকিয়ে হাজির হল ময়দানে। তরবারি উঁচু করল সে। মাথায় শিরস্ত্রাণ আর হালকা বর্ম পরে নঈম রিদওয়ান হাজির হল ময়দানে। দু সওয়ারের মধ্যে চলল তরবারীর ঠোকাঠুকি। ভারী বর্মের জন্যে নঈম রিদওয়ানের মত ক্ষিপ্র হতে পারছিল না নাইট। কয়েকবার নাইটের ভারী বর্মে পিছলে গেল নঈমের তলোয়ার।

কয়েকটা আঘাত ঢালে ঠেকিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে তার কাঁধে আঘাত করল নঈম। বর্মের কারণে যখম বেশী হয়নি। কিন্তু আঘাতের ধকল সইতে না পেরে

একদিকে কাত হয়ে গেল সে। নঈম তাকে পরপর আঘাত করতে লাগল। তার ঘোড়া লাফ মারল। অস্ত্রের ভারে পরে গেল সে। নঈম তাকে সুযোগ না দিয়ে ঘোড়ার থেকে লাফিয়ে পড়ল। হেচকা টানে শিরস্ত্রাণ খুলে তরবারী দিয়ে ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দিল। আবুল হাসানের ফৌজ আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুলল আকাশ বাতাস।

ফার্ডিনেন্ডের আরেক সিপাই এলে আল জায়গারা তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। কার্ডিজের নাইট বর্মের ওপর পরে ছিল লোহার জাল। পরস্পরের দিকে বল্লম উঁচিয়ে এগোল দুজনে। নিজকে বাঁচিয়ে আল জায়গারা বল্লম মারলেন তার বুকে। বল্লমের চোটে ছিড়ে গেল লোহার জালি। খৃষ্টান সওয়ার ধাক্কা সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল। আল জায়গারা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে তাকে সাবাড় করে ফেললেন। দুই বাহাদুরের এই পরিণতি দেখে সম্মিলিত হামলার হুকুম দিলেন ফার্ডিনেন্ড। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলল এই রক্তাক্ত লড়াই। রাতে দু'দল ফিরে গেল ছাউনিতে।

দ্বিতীয় দিন এভাবেই লড়াইয়ের সূচনা হল। দুই পক্ষের কিছু বাহাদুর ময়দানে এসে বাহাদুরী দেখানোর পর সম্মিলিত যুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন ফয়সালা হলো না। হতাহতের সংখ্যা প্রথম দিনের চেয়ে দ্বিতীয় দিন ছিল বেশী। উভয় দলের ফৌজের জন্যে তৃতীয় দিন ছিল ভয়ের। দুশমনের চাইতে আবুল হাসান ছিলেন বেশী পেরেশান। গ্রানাডা থেকে মুসার দু'হাজার সিপাইয়ের সাহায্য এসে পৌঁছল। কিন্তু গত দুদিনের হতাহতের সংখ্যা পাঁচ হাজার। ফৌজি অফিসারের হিসাব মতে দুশমনের হতাহতের সংখ্যা বিশহাজার। কিন্তু যুদ্ধের দুদিন পূর্বে স্পেনের বিভিন্ন শহর থেকে পনর হাজার তাজাদম সিপাই এসে পৌঁছেছিল তাদের।

আবুল হাসান জানতেন মুষ্টিমেয় সিপাই নিয়ে বদরও কর্ডোভার অসংখ্য ফৌজের সয়লাবের মোকাবেলা করছে। তবু আবুল হাসান হিম্মত হারাননি। তার প্রতিটি সিপাই জয়-পরাজয়ের কথা না ভেবেই লড়াই করতে বদ্ধপরিকর। পিঠ টান দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই দুশমন গ্রানাডার দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এ অনুভূতি তার ছিল।

তৃতীয় দিন। পরস্পরের মোকাবেলায় কাতারবন্দী হল উভয় ফৌজ। কার্ডিজের ফৌজের একজন নাইট বর্ম পরে ময়দানে হাজির হল। মোকাবেলার আহবান করল মুসলমানদের। তার মুখোশ ছিল ষাঁড়ের মত। তার অস্ত্রভারে ঘোড়ার কোমর বেঁকে যাচ্ছিল। একজন বারবারী নওজোয়ান তার মোকাবেলায় বেরিয়ে এল। কিন্তু বল্লমের আঘাতে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। এরপর এগিয়ে গেল একজন শক্তিশালী স্পেনীয় মুসলমান। তার বল্লমের আঘাত বর্মে আচছাদিত নাইটের শরীরে লাগেনি। নাইট তাকেও হত্যা করল। ফার্ডিনেন্ডের ফৌজে ওঠল খুশীর উল্লাস ধ্বনি। তরবারী উঁচিয়ে ময়দানে একবার চক্কর খেল নাইট। গ্রানাডা ফৌজের দিকে ফিরে প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষা করতে লাগল সে।

অনুমতির জন্যে নঈম রিদওয়ান আবুল হাসানের দিকে এগিয়ে গেল। এক দিক থেকে দেখা দিল এক ঘোড় সওয়ার। ঘর্মাক্ত ঘোড়া দেখে মনে হচ্ছিল অনেক দূর থেকে এসেছে সে। গ্রানাডার সিপাইদের চেয়ে আলাদা ছিল তার পোষাক। বর্মের পরিবর্তে পরণে সফেদ জামা, মাথায় পাগড়ী। চোখ দুটো ছাড়া চেহারা কাল নেকাবে ঢাকা।

গ্রানাডা ফৌজের কাতারের সামনে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ঘোড়া থামাল। কোষবদ্ধ করল চকচকে তরবারী। লোকেরা ভাবল তিনি বল্লম দিয়ে হামলা করবেন। কিন্তু বল্লমও তিনি জমিনে গেঁথে রাখলেন; দু'পক্ষের লোকেরা তার কাজ দেখে হয়রান হয়ে গেল।

আচানক নেকাবধারী ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বর্মাচ্ছাদিত খৃষ্টান ব্যক্তি বল্লম উঁচিয়ে তার দিকে এগুল। পাশ কেটে সরে গেল সে। ক্ষিপ্র গতি ঘোড়াকে এক চক্কর দিয়ে নেকাবধারী প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ফিরল। একটু পূর্বে যারা তার হাত খালি দেখেছিল সে হাতে দেখা গেল একটা ফান্দা। ঘোড়া ফিরিয়ে বর্মাচছাদিত ব্যক্তি তার দিকে ফিরল। বিদ্যুত গতিতে সামনে এগিয়ে নেকাবধারী তার গলে ফান্দা আটকে দিল।

শক্তি আর বাহাদুরীতে সে নাইট ছিল অনন্য। অস্ত্রভারের কারণে চার ব্যক্তি অনেক কষ্টে যাকে ঘোড়ায় তুলে দিয়েছিল একটা পাথর খন্ডের মত ধপাস করে পড়ে গেল সে ঘোড়া থেকে। ফান্দার অপর প্রান্ত ছিল নেকাবধারীর ঘোড়ার জিনের সাথে লাগানো। কার্ডিজের লৌহ মানবের দুর্দশা দেখে গ্রানাডার ফৌজ হাসিতে ফেটে পড়ল। নেকাবধারী টেনে হিঁচড়ে তাকে আবুল হাসানের পায়ের কাছে ফেলে দিল। চেহারা থেকে নেকাব খুলতে খুলতে বলল, 'কর্ডোভার ময়দান থেকে বিজয়ের খোশ খবর নিয়ে এসেছি আমি।'

খুশীতে চিৎকার দিয়ে উঠলেন আবুল হাসান। 'বদর, যে বিজয়ের পয়গাম তুমি নিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই তা শানদার বিজয়। বিজয়ের চেয়ে তুমি আসাতে আমি বেশী খুশী হয়েছি। আমি গায়েবী সাহায্যের অপেক্ষায় ছিলাম। বলো কি পরিমান ফৌজ বাঁচিয়ে এনেছ।'

'পাঁচশ সিপাই ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে দু হাজার।'

আবুল হাসান বললেন, 'আজ ফয়সালার দিন, তুমি ফৌজ আননি কেন?'

'আপনি চিন্তা করবেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে যাবে।'

আল জাগল আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে বললেন, 'মুসলমান, আজকের দিন তোমাদের জন্যে মোবারক। ময়দান ছেড়ে ভেগে গেছে কর্ডোভার ফৌজ। তোমাদের সীমান্ত ঈগল তোমাদের জন্যে পৌঁছে গেছেন।'

সিপাইরা খুশীতে তাকবীর ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুলল আকাশ বাতাস। আল জাগলকে বদর বললেন, 'মাফ করুন। পুরো খবর এখনো আপনি শোনেননি। আমরা কর্ডোভার ফৌজকে পালানোর সুযোগ দেইনি। প্রায় সবাই ময়দানে পড়ে আছে। ভাগতে পেরেছে বড় জোর পাঁচ থেকে ছ'শ সিপাই।'

নঈম রিদওয়ান আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার দিল, 'এ বিজয়ের খুশী হিসাবে কার্ডিজের পনর জন সৈনিক মৃত্যুর পথ দেখাব আমি এই ওয়াদা করছি। কিন্তু বরকতের জন্যে আজ আপনার বল্লম আমি ব্যবহার করব।' সামনে এগিয়ে নিজের বল্লম বদরকে দিয়ে বদরের বল্লম তিনি নিয়ে নিলেন, যা তখনো মাটিতে গাথা ছিল।

ফার্ডিনেন্ডের চারজন নাইট পর পর ময়দানে এলো। নঈম সবাইকে হত্যা করল। শেষ নাইটের মৃত্যুর পর ফৌজি হামলার হুকুম দিলেন ফার্ডিনেন্ড।

দুপুরের দিকে লড়াই প্রচন্ড আকার ধারণ করল। মনসুর বিন আহমদ ততক্ষণে বদরের ফৌজ নিয়ে পৌঁছে গেছে। তৃতীয় প্রহরে পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল কার্ডিজের ফৌজে।

নঈম চৌদ্দ ব্যক্তিকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে, এবার পনর নম্বর দুশমন হত্যার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে যাবে, একটা নেযা এসে বিঁধল তার বুকে। পড়ে যাচ্ছিল সে, বদর তার কোমর ধরে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিলেন। তাকে যখমী খিমায় পৌঁছানোর জন্য ময়দানের বাইরে যেতে চাইলেন বদর। নঈম বলল, 'আমার দোস্ত, আমি জানি, সময় আমার ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার ওয়াদা এখনও পূর্ণ হয়নি, এখনও একটা বাকী। সিনায় হাত দিয়ে আমার রক্ত পড়া বন্ধ কর। আমার নেযা আমার হাতে দিয়ে দুশমনের কাছে নিয়ে চল। আমাকে ওয়াদা পূরণ করতে দাও। এরপর যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যাও। তোমার কাছে আমার এই দরখাস্ত।'

বদর অভিভূত হয়ে নেযা তার হাতে ধরিয়ে দিলেন। তার সিনার যখমে হাত দিয়ে দুশমনের এক কাতারের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন তিনি। দুশমন সওয়ারীর কাছে পৌঁছলেন তারা। বদর অনুভব করলেন নঈমের হাত থেকে নেযা ঢিলা হয়ে যাচ্ছে। নেযা সোজা রাখার জন্য তিনি নঈমের হাত নিজের হাতে পুরে নিলেন। এরপর বললেন, 'হুঁশিয়ার। এ তোমার পঞ্চদশ শিকার।' অর্ধ চেতন অবস্থায় নঈম বলল, 'বদর, তোমার সাথে আমায় ধরে রাখ। হায়! আমার ওয়াদা যদি পুরা করতে পারতাম।'

'তুমি তোমার ওয়াদা পূরণ করেছ।' বলেই বদর এগিয়ে আসা দুশমন সওয়ারের বুকে নেযা গেঁথে দিলেন। খৃষ্টান সওয়ার ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। সাথে সাথে বেহুশ হয়ে এলিয়ে পড়ল নঈমের মাথাও। ঘোড়া ছুটিয়ে বদর যখমী খিমার কাছে পৌঁছলেন। জওয়ানরা নঈমকে ঘোড়া থেকে তুলে নিল।

ঘোড়া থেকে নেমে খিমায় প্রবেশ করলেন বদর। বশীর অন্য এক যখমীর ব্যান্ডেজ করছিলেন, ছুটে এলেন নঈমের কাছে।

'বশীর, একে বাঁচাতে চেষ্টা কর।'

বশীর তার নাড়ি দেখে তাড়াতাড়ি বর্ম খুলে ফেললেন। যখম দেখে দ্বিতীয়বার হাত রাখলেন নাড়িতে। বদরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ালেন বশীর। বেদনা মাখা কণ্ঠে বললেন, 'বদর, তুমি কিছুই করতে পারবে না। এই যখমের পর কয়েক মুহূর্ত বেঁচে থাকাও মোজেযা। সম্ভবতঃ তার কোন ইচ্ছা পূরণের জন্য কুদরত কিছু সময় তার মৃত্যুকে ধরে রেখেছিল। তার সময় শেষ হয়ে এসেছে। হয়তো এখনই শেষ বারের মত তার হুশ ফিরে আসতে পারে।'

'যদি তার হুশ ফিরে আসে তাকে বলো, তুমি তোমার ওয়াদা পূরণ করেছ।' একথা বলেই বদর ছুটে বেরিয়ে গেলেন তাবু থেকে। এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন ময়দানের দিকে।

কিছুক্ষণ পর ফার্ডিনেন্ড ফৌজে পরাজয়ের চিহ্ন দেখে ঝটিকা হামলার ট্রেনিং প্রাপ্ত সওয়ারীদের সংহত করে বদর বললেন, 'ওরা পিছু হটার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পলায়নপর ফৌজকে মেহমানদারী করার দায়িত্ব তোমাদের।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। দেখা গেল ময়দানে ফার্ডিনেন্ডের ফৌজের লাশের স্তূপ। বিপুল সংখ্যক লাশ রেখে পিছু হটলো খৃষ্টান ফৌজ।

আবুল হাসানের চার পাশে সিপাইরা বিজয়ের ধ্বনি দিচ্ছিল। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন। যখন মাথা তুললেন, চোখ থেকে তার ঝরছিল কৃতজ্ঞতার অশ্রু। এদিক ওদিক তাকিয়ে আবুল হাসান বললেন, 'আমাদের সীমান্ত ঈগল কোথায়?'

আল জাগল জওয়াব দিলেন, 'তিনি তার জানবাজদের নিয়ে চলে গেছেন।'

'কোথায়?'

'পালিয়ে যাওয়া ফৌজের পিছু ধাওয়া করতে।'

'সিপাইরা ক্লান্ত, শ্রান্ত। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম।'

'আমাকে বললেন আপনার খেদমতে আরজ করতে, অসম্পূর্ণ বিজয়ে সন্তুষ্ট নন তিনি। তাছাড়া আপনার ইচ্ছার সম্মান দেখাতে গ্রানাডার কোন সিপাই সাথে নেননি।'

'তোমরা আমায় ভুল বুঝেছ। খোদার কসম! আমার সব ফৌজ নিয়ে গেলেও এত পেরেশান হতাম না। তার মত একজন মুজাহিদের ক্ষতি আমি অপূরণীয় বলে মনে করি।'

'আপনি পেরেশান হবেন না। নিজের কাজ জানেন তিনি। মোকাবিলাকারীদের তিনি বাঘের মতন হামলা করেন, আর পলায়নপরদের বাজের মত ছো মারেন।'

'কর্ডোভা অভিযানের বিজয়ের সব কাহিনী আমি শুনতে চাই। আব্বাস তুমি তাদের সাথে ছিলে? সিপাইদের হিম্মত বাড়াতে তো তিনি অতিরঞ্জিত কিছু বলেন নি?'

আব্বাস ছিলেন গ্রানাডা ফৌজের একজন সালার। তিনি বললেন, 'দেখলেই শুধু এমন ঘটনা বিশ্বাস করা যায়। শ্রোতারা হয়তো বিশ্বাস করবে না।'

এরপর তিনি লড়াইয়ের বিস্তারিত কাহিনী শোনালেন। মনসুর বিন আহমদের তৎপরতার কথা বললে বাদশাহ বললেন, 'যদি জানতাম বদর বিন মুগীরার এ ধরণের তীর রয়েছে তবে কয়েক বছর আগেই যুদ্ধের এলান করতাম।'

ক্লান্ত সিপাইরা ভোরে মোয়াজ্জিনের আজানে জেগে ওঠল। আবুল হাসান কতদিন পর প্রাণ ভরে ঘুমিয়ে ছিলেন। নামাজের জন্য খিমার বাইরে এলেন তিনি। পাহারাদারদের কাছে তার প্রথম প্রশ্ন হলো, 'বদর বিন মুগীরা আসেনি?'

না সূচক জবাব দিল পাহারাদার।

নামাজের পর বদর এবং তার সঙ্গীদের ছহিসালমতের জন্য দোয়া করা হল। দুপুর হয়ে এলে আবুল হাসানের পেরেশানী দুশ্চিন্তায় রূপান্তরিত হল। বদর এবং তার সংগীদের খুঁজতে একটা দল পাঠিয়ে দিলেন তিনি। সালারদের নিয়ে নিজে টিলায় চড়ে তার আগমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আচানক একজন সালার উত্তর দিকে ইশারা করে বলল, 'ঐ দিকে দেখুন।'

খুশীতে নেচে উঠল আবুল হাসানের দীল। মেঘের মত দেখা যাচ্ছে দূর দিগন্তে। ক'জন সওয়ারীকে সেদিকে যেতে হুকুম দিলেন আবুল হাসান। খানিক পর তারা ফিরে এসে জানালো সীমান্ত ঈগলের আগমনের সংবাদ। আল জাগল বললেন, 'আমার কাছে আরো খোশ খবর শুনুন।'

'সে আবার কি?' বললেন আবুল হাসান।

'রসদের এক বড়ো ভান্ডার নিয়ে আসছে সীমান্ত ঈগল। এর সত্যতা প্রমাণ করল তাকে খুঁজতে যাওয়া সওয়ারীরা। তারা বলল, 'বদর বিন মুগীরা পশুর এক বহর নিয়ে আসছেন। ভেড়া, বকরী ছাড়াও তরিতরকারী বোঝাই শত শত ঘোড়া এবং খচ্চরও রয়েছে তার সাথে।'

চক্রান্তের সূচনা

লোশার যুদ্ধে যখন নঈম রিদওয়ানের মতো মুজাহিদ ইসলামী স্পেনের কিসমতের ফয়সালা লিখছিলেন খুনের কালিতে, গ্রানাডার শাহী মহলে তখন তৈরী হচ্ছিল অন্য রকম ফয়সালা। খৃষ্টানরা আলহুমা কব্জা করেছে শুনে আবু দাউদ পৌছল শাগরেদের কাছে। তাকে চিন্তান্বিত দেখে বলল, 'শাহজাদা! আমি বলিনি, গ্রানাডার সালতানাতের নতুন আমীরের জন্যে আবুল হাসানকে নয়, আল্লাহ তোমাকে নির্বাচন করেছে। গ্রানাডার মুকুট তোমার মাথায় এলেই স্পেনে মুসলমানদের কিসমতের সেতারা জ্বলে উঠবে। শাহজাদা! তোমার সময় আসছে।'

'আল্লাহ জানেন কখন আসবে আমার সময়। আলহুমা চলে গেল হাত থেকে। যে কোন সময় ওরা গ্রানাডায় চড়াও হতে পারে।'

'কিন্তু তুমি বুঝছ না কেন! আলহুমা হাতছাড়া হওয়াতে দেশের জনগণ এবং বড় বড় সরদাররা অনুভব করছে, গ্রানাডার শাসক বদলানো দরকার। আমি কতক বারবারী এবং স্পেনীয় সরদারের সাথে আলাপ করেছি, তারাও এর বেশী কিছু ভাবছে না।'

'কিন্তু মুসার উপস্থিতিতে কারো টু-শব্দটি করার জো নেই।'

'সময় এলে তার ব্যবস্থা করা যাবে। বিদ্রোহের অভিযোগে তোমার আব্বা যেসব সরদার গ্রেফতার করেছে তাদের ছেড়ে দাও। ওরাই হবে তোমার বড় সাহায্যকারী।'

'কিন্তু মুসার উপস্থিতিতে তা সম্ভব নয়।'

'আমার মনে হয় সে তোমার দোস্ত।'

'এসব ব্যাপারে সে হবে সবচেয়ে বড় দুশমন।'

'সময় এলে তা দেখা যাবে।'

'কখন সময় আসবে?'

'আবুল হাসান পরাজিত হলে মানুষ তোমার দিকেই নজর দেবে।'

'যদি তিনি জয়লাভ করেন?'

'তেমন আশা নেই। বিজয় শুধু তোমার ভাগ্যে। এরপরও ছিটেফোটা কামিয়াবী তার নসীব হলে সে হবে বড় বিপর্যয়। এতদিনে আমার একীন হয়েছে, তিনি তোমার

সৎ ভাইকে মসনদে বসানোর চেষ্টা করবেন। তাই লোকের দৃষ্টিতে তোলার জন্য প্রতিটি যুদ্ধেই তাকে সাথে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'তা হলেও বাবার সাথে লড়াই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না শাহজাদা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

কদিন পর কর্ডোভার লশকরের বিপর্যয়ের খবর শুনল আবু আবদুল্লাহ। সে ওস্তাদকে ডেকে বলল, 'দূত বলেছে সীমান্ত ঈগল এবার লোশার দিকে রওয়ানা হয়েছে।'

আবু দাউদ বলল, 'যে সময়কে আমি ভয় করতাম, তা এসে গেছে। লোশায় হয়ত আবুল হাসানের বিজয় নসীব হবে। কিন্তু আগামী দিনগুলোতে তোমার জন্য এ হবে বিপজ্জনক। সুলতান শহরে এলে তার যে কোন সিদ্ধান্ত জনগণ মেনে নেবে। সে সিদ্ধান্ত ভুল হোক কি ঠিক। তার দৃষ্টিতে তোমার চেয়ে তোমার সৎ ভাইয়ের মর্যাদা হবে অনেক উর্ধ্বে। বরং একজন মামুলী সিপাইও তোমার চেয়ে বেশী সম্মান পাবে।'

নিরাশ হয়ে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'সাফল্যের কোন পথ আমার নজরে আসছে না। আপনার কথা শুনলে পেরেশান হয়ে পড়ি। আমার দেমাগ এখন এমন এক সাগরে ঝাঁপ দিতে চাইছে, যার গভীরতায় আমার দীল কাঁপে। আমার মায়ের কাছে গেলে তিনি আমায় আর এক দুনিয়ায় নিয়ে যান। তিনি আজো বলেছেন, আব্বা বার বার কসম করে বলেছেন, তাঁর পরে আমাকেই মসনদে অভিষিক্ত করবেন।'

'যেহেতু সময় এসেছে তোমাকে আমি ভুলের মধ্যে রাখব না। মন দিয়ে শুন। মেনে নিলাম তোমার ব্যাপারে তোমার আব্বার ইরাদা মন্দ নয়। কিন্তু তোমার বয়স এখন চল্লিশ। মনে কর তোমার পিতা আরও বিশ বছর বেঁচে থাকবেন। তোমার তখন হবে ষাট। আর সেই বয়সে তোমার রঙিন দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ঘাবড়ে উঠবে। তখন মানুষের বড় প্রয়োজন হয় বিছানার। হোক তা শাহী মহল অথবা ঝুপড়ি। সে সময় তোমার বুদ্ধি হয়তো বাড়বে, কিন্তু জীবনকে উপভোগ করার জন্য যে উদ্দামতা দরকার তা আর থাকবে না। শীতল হয়ে যাবে তোমার দেহের খুন। কে বলতে পারে তোমার ব্যাপারে তার ইরাদা কোন দিন বদলাবে না? তিনি আরো তিরিশ বছর বেঁচে থাকবেন না তারই বা নিশ্চয়তা কি?

শাহজাদা, ইজ্জত আর প্রতিপত্তি এমন নয় যে, কেউ চাইলেই তা তার দুয়ারে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। বরং তার জন্য আঘাত করতে হয় সেই দুয়ারে, আবার কখনো সে দুয়ার ভেঙ্গেও ফেলতে হয়। বড় মানুষের জিন্দেগীতেই সিদ্ধান্তমূলক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন ভেবেই সময় হারায় যে, সে পিছনেই পরে থাকে। সময়ের কাল থেকে মুছে যায় তার পদচিহ্ন। সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলে মঞ্জিলে মকসুদে পৌছতে পারে। যদিও আমাকে তোমার মনের কথা বলনি কিন্তু আমি জানি গ্রানাডার তখ্‌তে বসার জন্য তুমি বেকারার। জীবনের প্রিয় সাধ পূরণের সাহস তোমার নেই, তার কারণ এই নয়, তোমার বাবার প্রতি কোন অনুযোগ নেই। মনে কিছু না ধরলে বলবো, তোমার বুকে জেগে আছে একটা ভয়। তুমি ভাবছ দুনিয়া কি ভাববে? তোমার প্রতি জনগণের কি ধারণা হবে? কিন্তু মনে রেখ, এ তো সেই দুনিয়া, যেখানে একজন সফল ডাকাতকে

বিজয়ী আখ্যা দেয়া হয় আর ব্যর্থ শান্তিকামীকে বলা হয় বিদ্রোহী। আবু আবদুল্লাহ যদি মসনদে বসে তবে গোটা স্পেনে মহব্বতের ঝান্ডা উড়তে পারে, লোকেরা বলবে সে এক বদনসীব পিতার খোশ নসীব সন্তান। বাবার তখত্ ও তাজ ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার তার ছিল। আবু আবদুল্লাহ ষাট অথবা সত্তুর বছরে যদি তখতে অধিষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষা করে তবে ইতিহাসের পাতায় হয়ত তার নামও লেখা হবে না। একজন মামূলী ইনসান ভেবে আমার কিসমত তোমার সাথে জড়াইনি। যদি দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিজের গোটা জিন্দেগী হারিয়ে ফেল, তবে আজ থেকে আমাদের পথ ভিন্ন হয়ে যাবে। আমি ভাববো, এক টুকরো কাঁচকে আমি হীরা ভেবেছিলাম, যে আবু আবদুল্লাহকে আমি মনে করেছিলাম এক অসাধারণ মানব আসলে সে ছিল আর দশজনের মতই সাধারণ।'

'আল্লাহর দিকে তাকিয়ে এ কথা বলবেন না।'

'আজই তাহলে তোমাকে ফয়সালা করতে হবে। এমন সুযোগ আর আসবে না।'

'আমি প্রস্তুত। কিন্তু এ মুহূর্তেই কি বিদ্রোহ করতে বলেন?'

'বিশ বছর বয়সেই তুমি এর যোগ্য ছিলে। তোমার জীবনের অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। পুলিশ রয়েছে আমাদের হাতে। মহলের দারোগাকে কিনে নিয়েছ তুমি। বারবারী আর স্পেনীশ ওমরাদের অধিকাংশই তোমার হুকুমের প্রতীক্ষা করছে। খাজাঞ্চিখানা তো তোমারই হাতে।'

'আর মুসা?'

'তাকে বন্দী করা মুশকিল হবেনা।'

'কিন্তু শহরের জনগণ?'

'তাদের ঐক্য ভেঙ্গে দেয়া যেতে পারে। আরবী, বারবারী আর স্পেনীয় অনৈক্যের আগুন নিভে যায়নি, চাপা পড়েছে মাত্র। আরবীয়দের সাহায্যের আশা করা যায় না। তাদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজনকে কিনে নেয়া যাবে। কিন্তু তুমি যদি আরবদের অপসারণ করে স্পেনীশ আর বারবারীদের প্রতিষ্ঠিত কর, দুটো ফায়দা হবে এতে। প্রথমত ওরা তোমার সাথে থাকবে। বারবারী ও স্পেনীয় মুসলমান এবং আরবীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবে। সরদারদের মধ্যে যারা তোমার সাথে থাকতে প্রস্তুত ছেড়ে দিতে হবে তাদের। ফয়সালার জন্যে মাত্র দুদিন সময় পাবে হাতে। তারপর হয়ত এ সুযোগ আর আসবে না। আমি ভেবে রেখেছি মুসাকে কিভাবে গ্রেফতার করতে হবে।'

নিশুতি রাত। প্রদীপের আলোকমালায় রৌশন ছিল কাসরুল হামরা। একটি প্রশস্ত কামরায় গ্রানাডার বারবারী এবং স্পেনীয় মুসলমান ওমরাগণ আবু আবদুল্লাহর সাথে কথা বলছিল। মুসা প্রবেশ করল সেই মুহূর্তে, মাহফিলে নীরবতা নেমে এল কিছু সময়ের জন্যে। মাহফিলে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি বুলালেন মুসা। আবু আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছে আস্তে বললেন, 'একা আপনার সাথে কিছু কথা আছে আমার।'

আবু আবদুল্লাহ তার দৃষ্টি দেখে ভড়কে গেল। কিন্তু পলকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'তুমি কিছু বলতে চাইলে এখানেই বলতে পার। খোদার ফজলে এরা সবাই মুসলমান।'

'কোন কোন কথা সবার সামনে বলা যায় না।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে অধিবেশন সমাপ্ত করতে প্রস্তুত নই আমি। কোন কাজের কথা হলে এখানেই বলে ফেল।'

মাহফিলের অবস্থা দেখছিলেন মুসা। তাদের অধিকাংশই ছিল এমন, যাদের কাসরুল হামরায় প্রবেশ এই প্রথম বারের মতো নসীব হলো। সালতানাতের কোন আমীর আজ পর্যন্ত মুসাকে দেখার পর চেয়ারে বসে থাকার দুঃসাহস দেখায়নি। আবু আবদুল্লাহর কথা যেন তার কানকে ধোকা দিচ্ছিল। ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল তার চেহারা। তবুও সংযত হয়ে তিনি বললেন, 'শাহজাদা, শুনলাম আপনি নাকি বিদ্রোহীদের ছেড়ে দিয়েছেন?'

'তুমি ঠিকই শুনেছ।'

'সালতানাতের কিছু ওফাদারকে নাকি বরখাস্ত করেছেন?'

'তাদের ওফাদারীতে আমার সন্দেহ ছিল।'

'গ্রানাডার নিকৃষ্টতম গাদ্দারদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করেছেন?'

গর্জে উঠে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'মুসা, আমার সাথে এ বেয়াদবী তোমার অধিকারের বাইরে।'

'অধিকারের অনুভূতি মানুষকে কখনো কখনো নির্ভীক করে তোলে।'

'এ নির্ভীকতা আমি পছন্দ করি না। গোপন পথে আলহামরায় প্রবেশের দুঃসাহস তোমার হল কিভাবে?'

'এমনতরো শয়তানদের জন্য যখন দারুল হামরার দরজা খুলে যায় তখন আপনার কাছে গোপন পথে না এসে উপায়টা কি?'

এ কথা শুনে পরস্পর কানাকানি শুরু করল ওমরার দল। এক বারবারী সরদার উঠে বলল, 'দরবারেও কি আবু আবদুল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণদের ইজ্জত মাহফুজ নেই?' আরেক সরদার বলল, 'বাদশাহ সালামত যদি হুকুম করেন, অপরাধীর মুখ বন্ধ করার জন্য আমাদের তরবারী হাজির।'

ক্রোধ কম্পিত স্বরে মুসা বললেন, 'এত সাহস তোমাদের! তোমরা কি সেই গাদ্দার নও, বারবারীদের যারা আরবীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলে? তোমরা কি মনে কর কয়েদখানা থেকে দারুল হামরায় পৌঁছে অতীত অপরাধ তোমাদের মুছে গেছে? তোমরা কি মনে কর আলহামরায় কয়েকটা গাদ্দারের সমাবেশ দেখে মুসার তরবারীর লোহা গলে যাবে? আমি এসেছি আবু আবদুল্লাহর কাছে। তার সাথে কথা বলতে। যদি মনে কর তোমাদের কারো তলোয়ার বাঁধা দিতে পারে, সামনে আসার জন্য তাকে দাওয়াত দিচ্ছি। আমি দেখতে চাই মাথার বোঝা গর্দান থেকে ফেলে দেয়ার খায়েশ নিয়ে কে এসেছে?'

কেউ এগিয়ে আসার সাহস পেল না। মুসা রাগ কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন, 'শাহজাদা! এই বুযদিলদের কাছেই আপনি সাহায্যের প্রত্যাশী, যারা আমাকে হত্যা করার জন্য বেকারার? অথচ তরবারী পর্যন্ত হাতে নেবার শক্তি নেই এদের। গ্রানাডার এসব দুশমনদের আপনি নিজের বন্ধু মনে করেন?'

ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল আবু আবদুল্লাহর। আসন ছেড়ে এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি কি আমাকে হত্যা করার জন্য এসেছ?'

'আমি? আপনাকে হত্যা করার জন্য! এ আপনি কি বলছেন?' এ কথা বলেই মুসা তরবারি পেশ করলেন আবু আবদুল্লাহর কাছে। আবদুল্লাহ তরবারী একদিকে ছুঁড়ে ফেলে হাত তালি দিল। আটজন সশস্ত্র বারবারী এবং হাবসী প্রবেশ করল কামরায়। আবদুল্লাহর ইশারার অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

আবদুল্লাহ বলল, 'আলহামরার দরজায় সংগীনের পাহারাও এখানে আসতে তোমায় বাঁধা দিতে পারবে না এ কথা আমার জানা ছিল। কিন্তু যে পথে তুমি এসেছো সে পথে আর ফিরে যেতে পারবে না, এ নিশ্চয়তা তোমায় দিচ্ছি।'

মুসা হয়রান হয়ে আবদুল্লাহর দিকে চাইল। আবাল্য কেটেছে যার সাথে, যাকে ঘোড়ায় চড়া, তরবারী এবং নেযা চালনা শিক্ষা দিয়েছেন, কি অপরাধ করেছে সে তার কাছে? ভোরে তাকে ডেকে আবু আবদুল্লাহ হুকুম দিয়েছিল, 'আশপাশের বস্তি এবং শহরে গিয়ে স্বেচ্ছাকর্মী ভর্তি করো।' সন্ধ্যায় ফিরে জানতে পারলেন আবদুল্লাহ বন্দী বিদ্রোহীদেরকে মুক্তি দিয়েছে, আর বরখাস্ত করেছে উচ্চপদস্ত বিশ্বস্ত অফিসারদের। এ সংবাদ শুনে মুসা অবাক হলেন। তবুও তার বিশ্বাস ছিল, বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে এ ভুল থেকে ফেরানো যাবে। তাই খানা না খেয়েই তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু আলহামরার দরজা ছিল তার জন্য বন্ধ। দরজায় ছিল নতুন পাহারাদার। গোপন পথে তিনি প্রবেশ করলেন অন্দরে। অতীতে এরচে কত শক্ত কথা হয়েছে আবু আবদুল্লাহর সাথে। কিন্তু কামরায় ঢুকেই আজ অনুভব করতে পেরেছিলেন বাচ্পান কালের দোস্ত অনেক বদলে গেছে। যখন তিনি তরবারী পেশ করছিলেন তখন ভেবেছিলেন লজ্জিত হয়ে আবু আবদুল্লাহ হাত ধরে অন্য কামরায় নিয়ে যাবে তাকে। বলবে, 'এতটুকুতেই তুমি বিগড়ে গেলে?'

কিন্তু সে তরবারী ছুঁড়ে মারলে মুসা হৃদয়ে আঘাত পেলেন। অবাক হয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। 'আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যে রাস্তায় তুমি এসেছ সে রাস্তায় আর যেতে পারবেনা।' এ কথা বার বার তার কানে বাজতে লাগল। সশস্ত্র সিপাইদের দিকে তাকিয়ে তিনি মনে করলেন আবু আবদুল্লাহ ঠাট্টা করছে। মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ, আমি আসামী। লোশার যুদ্ধের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ভর্তি করার অপরাধে অপরাধী। গোপন পথে আলহামরায় প্রবেশের অপরাধে অপরাধী, এই গাদ্দারদের গাদ্দার বলার অপরাধে অপরাধী, আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ, আমি তোমার দোস্ত, আমার সাজা নির্ধারণ কর।' কথাটুকু বলে মুসা মাথা নত করলেন। আবু আবদুল্লাহর চোখ পানিতে ভরে গেল। মুসার কাঁধে নিজের হাত রাখতে চাইল, কিন্তু এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে ধরে ফেলল তার হাত। সে ছিল আবু দাউদ।

ওস্তাদের দিকে চাইল আবু আবদুল্লাহ। মাথা দোলাল সে। আবু আবদুল্লাহর সিপাইদের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'একে নিয়ে যাও।'

মাথা তোললেন মুসা। সিপাইদের খোলা তরবারীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। আবু আবদুল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপারে যেসব সরদারের সন্দেহ ছিল তরবারী বের করল

তারা। যে মুসার বজ্র হুংকারে কেঁপে উঠত স্পেনের দেয়াল, সেই মুসা নীরবে তাকিয়ে ছিলেন আবু আবদুল্লার দিকে।

এ হৃদয়বিদারক দৃশ্যের দিকে চাইতে পারল না আবু আবদুল্লাহ। মুখ ফিরিয়ে সে চিৎকার করে বলল, 'একে নিয়ে যাও।'

কিন্তু ক্রোধের পরিবর্তে বেদনা ফুটে উঠল তার সে আওয়াজে। কোন কথা না বলে সিপাইদের আগে আগে চললেন মুসা। আর রুমালে চোখ মুছে আবু আবদুল্লাহ প্রবেশ করল অন্য কামরায়। আবু দাউদ সরদারদের বলল, 'আপনারা এখানেই থাকুন, আমি এক্ষুণি আসছি।'

কামরায় প্রবেশ করে আবু দাউদ বলল, 'শাহাজাদা, বড়ো মানুষের দীল বড় হওয়া চাই।'

ব্যথা ভরা আওয়াজে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'কিন্তু সে ছিল আমার দোস্ত– শৈশব ও কৈশোরের বন্ধু।'

'সে তোমার পথের এক সুন্দর কন্টক। তুমি যাকে ভালবাসো। মনযিলে পৌছতে হলে এমন আরো কিছু কাঁটা তোমায় সরাতে হবে। ইচ্ছে করলে এখনো তোমার মুকুটের হীরা হতে পারে মুসা। তার কাছে এ আশা তখনই সম্ভব, সালতানাতের অন্য কোন দাবীদার যখন না থাকবে। তুমি আবুল হাসানের স্থান নিলে এ একীন তোমারও হবে। উঠ। এখন ভাববার নয়, কাজের সময়।'

ফার্ডিনেন্ড ফৌজের পিছু ধাওয়া করে লোশা বিজয়ের পরদিন ফিরে এল বদর। ফৌজি অফিসারদের পরামর্শ সভা ডাকলেন আবুল হাসান। গ্রানাডা ফিরে পূর্ণ প্রস্তুতির পর ফার্ডিনেন্ডের রাজ্যে চড়াও হওয়ার প্রস্তাব দিল কেউ কেউ। কিন্তু বদর বললেন, 'ফার্ডিনেন্ডকে আরামে বসার সুযোগ দেয়া যাবে না। বিজয়ের পর এখন একটার পর একটা আঘাত হানতে পারলে কোন ময়দানেই স্থির হয়ে দুশমন আমাদের মোকাবেলা করতে পারবে না।

গ্রানাডায় পৌছে কয়েক হাজার নতুন সিপাই ভর্তি করতে পারব সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না, দুশমনের সুযোগ সুবিধা আমাদের চাইতে অনেক বেশী। তাই বিরতিতে তারাই বেশী ফায়দা হাসিল করবে। শুধু স্পেনেই নয় বরং খৃষ্টীয় ফ্রান্স এবং ইতালির ক্রুশ পূজারীরাও তার সাহায্যে ছুটে আসবে।

আমার ভয় হয়, ফার্ডিনেন্ড মুসলিম প্রজাদের ওপর এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে– যাদের সংখ্যা এখনো গ্রানাডার জনসংখ্যার চাইতে কম নয়। অপর দিকে যদি আমরা এগিয়ে যাই, তবে স্পেনের প্রতিটি বস্তির, প্রতিটি শহরের মুসলমান আমাদের সংগী হবে। আমরা গ্রানাডা গিয়ে যে সিপাই ভর্তি করব, এদের পরিমাণ হবে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। এখন আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন হলো রসদ সমস্যা। আমি তার জিম্মা নিচ্ছি।'

বদরের সাথে একমত হয়ে আল জাগল বললেন, 'এ বিজয়ের পর কার্ডিজের দেয়াল পর্যন্ত পৌছতেও বড় কোন বাঁধার সম্মুখীন হবো না আমরা। দুশমনকে

দ্বিতীয়বার প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ দেব না। গ্রানাডা থেকে অতিরিক্ত যে সিপাই প্রয়োজন, আমার মনে হয় এ ব্যাপারে মুসার চাইতে উপযুক্ত আর কেউ হতে পারে না।'

এক বৃদ্ধ সরদার দাঁড়িয়ে বললেন, 'ফিরে যাবার চাইতে সামনে আগানো দরকার এ কথার সাথে আমি একমত। কিন্তু আমার অভিমত হচ্ছে, এ অভিযান আল জাগলের হাতে সোপর্দ করে সুলতানের গ্রানাডা ফিরে যাওয়া উচিত। বিগত শতকগুলোয় এ ধরনের পরিস্থিতিতে ঘরের ঝগড়াই আমাদের বেশী ক্ষতি করেছে। মুসা এক বুদ্ধিদীপ্ত নওজোয়ান এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সুলতানের উপস্থিতিতে গ্রানাডার ব্যাপারে যতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায়, আর কারো উপস্থিতিতে ততটুকু নিশ্চিত হওয়া যায় না। বদ লোকেরা সুলতানের অনুপস্থিতিতে ফায়দা লুটার চেষ্টা করবে। কিন্তু সুলতানের উপস্থিতিতে কেউ মাথা তোলার দুঃসাহস করবে না।'

আবুল হাসান বললেন, 'গ্রানাডার ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত। তবুও আপনাদের পরামর্শ আমি অগ্রাহ্য করব না। আমি ওয়াদা করছি, আর একটা শানদার বিজয়ের পরই ফিরে যাব আমি।'

মাগরিবের নামাজের জন্য ওঠার পূর্বে মজলিশে শুরা ফয়সালা করলো, 'আগামীকাল ভোরে আমরা যাত্রা শুরু করবো।'

পরদিন ভোর। নামাজ শেষে ফৌজের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন আবুল হাসান। তিনি বললেন, 'মুজাহিদ সকল! লোশার এ শানদার বিজয়কে আল্লাহর এক বড় এনাম মনে করছি। এতে প্রমাণিত হয়, যদি গ্রানাডার সব মুসলমান এক হয় তবে দুশমনের সব শক্তি চুরমার করে দিতে পারে ওরা। যদি জিহাদের অনুপ্রেরণা নিয়ে জেগে উঠে ওরা তবে তাদের তরবারী আজও ধ্বংস করে দিতে পারে বাদবাকী সব তরবারী। যদি তোমরা হিম্মত না হারাও তবে তোমাদের আশ্বাস দিচ্ছি, কর্ডোভা আর সেভিলের প্রাসাদে আমাদের পতাকা উড়াতে আর দেরী নেই।

তোমাদের স্মরণ আছে, এই দেশে ইসলামের প্রথম মুজাহিদ তারিক বিন জিয়াদ অল্প ক'জন মুজাহিদ নিয়ে এসেছিলেন। তার প্রতি সিপাহসালারের হুকুম ছিলো দেশের অবস্থা দেখেই ফিরে যাবার। কিন্তু স্পেনের জমিনে পা দিয়েই মুজাহিদ সিপাহসালারকে পয়গাম পাঠালেন; স্পেনের সাগর পারে আমি ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছি। স্পেনের শেষ সীমা পর্যন্ত এ পতাকা না পৌঁছা পর্যন্ত আমি পিছন ফিরে চাইবনা। রডারিকের শক্তি পরিমাপ করার জন্য আপনি আমায় পাঠিয়েছেন। স্পেনে আমার অগ্রগতি দেখে তার শক্তির সঠিক আন্দাজ করতে পারবেন।

তারিক তার জানবাজ সাথীদের বলেছিলেন, 'রডারিকের জমিনে আমাদের ঝান্ডা উড্ডীন করতে আসিনি আমরা, বরং আমরা এসেছি আল্লার জমীনে তারই ঝান্ডা তুলে ধরতে। আমরা সংখ্যায় কম হতে পারি, কিন্তু মুসলমানদের শক্তি কখনো সংখ্যায় নয় বরং ঈমানদারী ও খুলুসিয়াতের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে।

বাহাদুর সিপাইরা আমার! আজ আমরা তারিকের পথ ধরে চলার ফয়সালা করেছি। তোমরা কি এ ফয়সালা গ্রহণ করবে?'

সিপাইরা গগণ বিদারী তাকবীর ধ্বনিতে এ ফয়সালার সমর্থন করল। আবুল

হাসান তাদের হাতের ইশারায় থামিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'লোশার যুদ্ধে তোমরা প্রমাণ করলে, আজো তোমাদের এক তলোয়ার দুশমনের দশ তলোয়ারের মোকাবেলা করতে সক্ষম। এ বিজয়ের পর আমাদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে কামিয়াবীর দরজা। সময় এসেছে কার্ডিজ আর আরাদুনের মজলুম ভাইদের দোয়া কবুল হওয়ার। কয়েক দিনের জন্য গ্রানাডায় ফিরে গেলে বিজয় মিছিলে শরীক হতে পারি আমরা। সন্দেহ নেই পুষ্প বৃষ্টি বর্ষণ করবে মানুষ। কর্ডোভা ও সেভিলে আমাদের ভাই বোনেরা বছরের পর বছর এই আশায়ই খৃষ্টানদের জুলুম বরদাশত করেছে, কোন দিন হয়ত গ্রানাডার মুজাহিদরা তাদের সাহায্যের জন্য পৌঁছবে। যদি সেদিকে যাত্রা করি ফুলের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে তারা আমাদের অভ্যর্থনা জানাবে।

আল্লাহ আমাদের এত বড়ো বিজয় দেবেন কয়েক দিন আগেও কি কেউ ভেবেছে? কে বলতে পারে, কর্ডোভা ও সেভিলের মসজিদে ধ্বনিত হবেনা আমাদের আযানের সুর! কার্ডিজের শাহী প্রাসাদে উড়বে না আমাদের ঝান্ডা?'

আবুল হাসানের জ্বালাময়ী ভাষণ সিপাইদের মনে জ্বেলে দিচ্ছিল আশার আলো। ওরা কল্পনায় দেখছিল কর্ডোভা আর সেভিলের বালাখানা। কার্ডিজের প্রাসাদ শীর্ষে উড়ছিল বিজয়ের নিশান। বছরের পর বছর গোলামীতে আবদ্ধ মুসলমানদের চোখে দেখছিল ওরা কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আপন কওমের মজলুম ভাই-বোনদের বলছিল, 'তোমরা এখন আজাদ, কেউ তোমাদের গোলাম বানাতে পারবে না। স্পেন তোমাদের, এতদিন তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়েছিলাম বলে আমরা লজ্জিত।'

আবুল হাসান আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল এক সওয়ারের দিকে। পূর্ণ গতিতে ঘোড়া হাকিয়ে আসছিল সে। কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। কিছু না বলে লোকদের এদিক সেদিক সরিয়ে সামনে এগুতে লাগল। একজন সিপাই তার বাহু ধরে থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু এক ঝটাকায় বাহু ছাড়িয়ে আগের মতই চলতে লাগল সে। যখন তারা বুঝতে পারল সে আবুল হাসানের কাছে যেতে চাইছে, এদিক ওদিক সরে পথ করে দিল তাকে। আবুল হাসানের মন বলছিল, এই সওয়ার কোন ভাল খবর নিয়ে আসেনি। হাতের ইশারায় নবাগতকে থামালেন তিনি। নিজের দিকে লোকদের মনযোগ নিবদ্ধ করার জন্য দ্বিতীয়বার ভাষণ শুরু করলেন।

আবুল হাসানের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন আল জাগল। তিনি এগিয়ে গেলেন নবাগতের দিকে। তার কাছে গিয়ে বললেন, 'তুমি গ্রানাডা থেকে এসেছ?'

'হ্যাঁ, আমি খুব জরুরী খবর নিয়ে এসেছি!'

'মুসা পাঠিয়েছে তোমায়?'

'না, আমি নিজেই এসেছি।'

'মুসার তরফ থেকে না এল তোমার খবরের কোন গুরুত্ব দেয়া সম্ভব নয়। আমীরে গ্রানাডা এখন গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিচ্ছেন, এ অবস্থায় তার সাথে তোমার মোলাকাত সম্ভব নয়।'

'কিন্তু যে অবস্থায় আমি এখানে পৌঁছেছি, তা জানলে আমার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন।'

'কি বলবে বলো।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে নবাগত বলল, 'এখানে নয়।'

পেরেশান হয়ে আল জাগল বললেন, 'আমার সাথে এসো।'

বৈঠক থেকে এক দিকে সরে আল জাগল বললেন, 'কোন খারাপ খবর শোনানোর পূর্বে বলো, তুমি কে? যাতে খবরের গুরুত্বের আন্দাজ করতে পারি। মনে রেখ, যুদ্ধের মুহূর্তে ছোট খাটো গুজব ছড়ানেওয়ালার সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়।'

'গভীরভাবে খেয়াল করলে আমায় চিনতে পারবেন। আমি আলহামরার দারোগার বেটা। হারিস বিন সাঈদের শাগরিদ। কিছু দিন ধরে মুসার সাথে জিহাদের লোক সংগ্রহের কাজ করছি। এখানে ফৌজের অনেক লোকই আমায় চেনে। কিন্তু আমি যে বেদনাদায়ক সংবাদ নিয়ে এসেছি তা ভুল হলে আমায় ফাঁসিতে লটকে দিলেও খুশী হব। আমার এখানে আসা এবং গ্রানাডায় যা দেখেছি খোদা করুক তা যেন স্বপ্ন হয়।'

নবাগতের চোখ দুটো পানিতে টলমল করে উঠলো। ততক্ষণে আল জায়গারা তার কাছে এসে পৌঁছলেন। নবাগতকে চিনতে পেরে বললেন, 'সোলায়মান, সব ভালো তো?'

সোলায়মান এক নজর আল জায়গারার দিকে তাকিয়ে আবার আল জাগলের দিকে ফিরল। 'আমি বড় দুঃখজনক সংবাদ নিয়ে এসেছি। গ্রানাডায় বিদ্রোহ হয়েছে।'

চিৎকার দিয়ে আল জাগল বললেন, 'না, না, তুমি স্বপ্ন দেখেছ। তুমি দুশমনের গোয়েন্দা। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চাইছ।' পেরেশান হয়ে তিনি সোলায়মানের বাহু ঝাকিয়ে বললেন, 'বল এটা মিথ্যা।'

সোলায়মান বার বার বলতে লাগল, 'হায়! যদি মিথ্যা হতো! কিন্তু এটা মিথ্যা নয়। হায়, যদি মিথ্যা হতো এ সংবাদ।'

'কিন্তু মুসা .....এবং বিদ্রোহ....? না অসম্ভব! তুমি পাগল হয়ে গেছ।'

'মুসা এখন আবদুল্লাহর কয়েদী।'

আল জাগল সোলায়মানকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। আল জায়গারাকে বললেন, 'এ পাগলটাকে নিয়ে যাও। আবু আবদুল্লাহ আমাকে কয়েদ করতে পারে, তার বাবাকে কয়েদ করতে পারে, কিন্তু মুসার জন্য দিতে পারে জীবন। নিয়ে যাও এই পাগলকে।'

'আমার খবর প্রমাণ করার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেকেই এসে যাবেন। আবু আবদুল্লাহ নিজেকে বাদশাহ হিসাবে এলান করে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে বিদ্রোহীদের। যে সব ওমরা তার হুকুমত অস্বীকার করেছে, তাদের কোতল করেছে। বন্দী করা হয়েছে বাকীদের। আলহামরা এখন বারবারী এবং স্পেনীয়দের কব্জায়। আরবদের সাথে সেই কবিলাগুলোর লড়াই চলছে। এ পর্যন্ত কত ঘর পুড়েছে আমি বলতে পারছি না। জানি না, মরেছে কত লোক। আমার ভয় হয়, গ্রানাডার আশপাশের বস্তি সমূহেও এ আগুন ছড়িয়ে গেছে।'

বেশীক্ষণ ভাষণ দিতে পারলেন না আবুল হাসান। বার বার তাঁর দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল আল জাগল ও আল জায়গারার দিকে। সোলায়মানের সাথে কথা বলে তারা যখন মাথা নত করে তাঁর দিকে আসছিল ধুক ধুক করতে লাগল তাঁর দীল। আওয়াজ বসে গেল।

আল জাগলের চেহারা দেখে তিনি অনুমান করতে পারলেন, দূত কোন ভালো খবর আনেনি। বক্তৃতা শেষ করে দু'হাত তুলে বিজয়ের জন্য দোয়া করলেন তিনি। পরে অশ্রুভরা দৃষ্টিতে তাকালেন আল জাগলের দিকে। আল জাগল একটু এগিয়ে বললেন, 'চলুন।'

'কোথায়, খবর ভালোতো?'

'আপনার খীমায় চলুন।'

আল জাগলের বিমর্ষ চেহারা আর গম্ভীর স্বরে আবুল হাসানের দীল বসে যাচ্ছিল। মাঠ থেকে নেমে তার সাথে খীমায় চললেন তিনি। কয়েকজন সরদার তার সাথে যেতে চাইল। আল জাগল হাতের ইশারায় তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনারা আমার খীমায় জমায়েত হোন। আমি এক্ষুণি আসছি!'

কিছুদূর গিয়ে আবুল হাসান বললেন, 'কোন খারাপ খবর শোনানোর আগে বলো দূত কোত্থেকে এসেছে? এত বড় বিজয়ের পর ছোটখাট দুর্ঘটনায় পেরেশান হওয়া ঠিক নয়। কি হয়েছে বলো! তোমার নীরবতা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না।'

আল জাগল কোন জবাব দিলেন না। সোলায়মান তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে, আল জাগলের ইশারা পেয়ে তাদের সাথে চললেন। সোলায়মানের দিকে তাকিয়ে আবুল হাসান বললেন, 'কোত্থেকে এসেছ তুমি? আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? সীমান্তবর্তী কোন গ্রাম অথবা শহর আমাদের কব্জা থেকে চলে গেছে এ খবর নিয়ে তুমি আসনি! খৃষ্টানরা মুসলমানদের উপর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে?'

জওয়াব না দিয়ে সোলায়মান তাকাল আল জাগলের দিকে। চোখের ইশারায় খামোশ থাকতে বললেন তিনি।

আবুল হাসানের ধৈর্যের বাধ টুটে গেল। চিৎকার করে তিনি বললেন, 'আল জাগল! আমরা কি একই মায়ের দুধ পান করিনি? তুমি যে খবর শুনতে পার সে খবর শোনার হিম্মত কি আমার নেই? এ দূত কি কোন বিপর্যয়ের খবর এনেছে? আগুন লেগেছে কি আলহামরায়? আবু আবদুল্লাহ কি কোন বিপদে পড়েছে? খোদার কসম এসব সংবাদ আমাকে পেরেশান করবে না। দূত যদি এ সংবাদ নিয়ে এসে থাকে, খৃষ্টানদের একটা দল আমাদের সীমান্তের অরক্ষিত কেল্লা দখল করে নিয়েছে, তা সিপাইদের সামনেও শোনাতে পার। নতুন অভিযানের পরিকল্পনা একদিন মুলতবী করতে পারি আমরা।

আল জাগল, তুমি কি বোবা হয়ে গেলে? বলো, এমন কি ক্ষতি হয়ে গেছে যা এই মুজাহিদদের তরবারী পূরণ করতে পারবে না। ভেংগে গেছে সে কোন মহল, এ মুজাহিদরা যা দ্বিতীয়বার গড়তে পারবে না? সিপাই হচ্ছে একজন সিপাহসালারের সম্পদ। মুসা এবং আবদুল্লাহ ছাড়া যাদের আমি বেশী ভালবাসি, তারা আমার সঙ্গেই রয়েছে, কারো মওতের খবর আমার কাছে অসহনীয় হবে না। তুমি দেখনি, নঈম রিদওয়ানকে যখন কবরে নামানো হচ্ছিল আমার দুচোখে অশ্রুর চিহ্নও ছিল না। আবদুল্লাহর চেয়ে সে আমার কম প্রিয় ছিলনা।'

ততোক্ষণে তারা আবুল হাসানের খীমার কাছে পৌঁছে গেছেন। নিরাশ হয়ে আবুল

হাসান এগিয়ে গেলেন খীমার কাছে। তাকে খীমায় বসিয়ে আল জাগল বললেন, 'ভাইজান! দূত বড় বিপর্যয়ের সংবাদ নিয়ে এসেছে। আবু আবদুল্লাহ নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেছে। বিদ্রোহীদের কয়েদখানা থেকে মুক্তি দিয়ে শহরে সৃষ্টি করেছে গৃহযুদ্ধ। গ্রানাডার দরজা আমাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। মুসাকে কয়েদখানায় বন্দী করেছে আবু আবদুল্লাহ।'

এ বাক্য কয়টি যেন বজ্র হয়ে পড়ল আবুল হাসানের ওপর। আচানক উঠে গেলেন তিনি। টাল সামলাতে না পেরে আবার বসে পড়লেন। কিছু বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার জবান রুদ্ধ হয়ে গেল। বিষন্ন দৃষ্টিতে তিনি আল জাগল এবং সোলায়মানের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তার চেহারায় ভেসে উঠল দুর্ভাগ্যের করুণ লেখা।

আল জাগল বললেন, 'আমি ভাবছি কিভাবে এ সংবাদ ফৌজকে বলবো? বেশীক্ষণ এ খবর লুকিয়ে রাখা যাবে না। সন্ধ্যার পূর্বেই আরো লোক হয়তো এসে পৌছবে। আমার ভয় হয়, গ্রানাডার মত এখানেও আরব ও অনারবদের তরবারী পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত না হয়। ফৌজি সরদারগণ জমায়েত হচ্ছেন আমার খীমায়। প্রথমে তাদের বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এ খবর প্রকাশ করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে, লোশার বিজয়ের খবর গ্রানাডার জনগণের ঈমানের তেজ আর একবার জাগিয়ে তুলবে। ওরা আবু আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমাদের জন্য খুলে দেবে শহরের দরজা। উঠুন ভাইজান, সাহস ফিরিয়ে আনুন। এখন দুশ্চিন্তার সময় নয়। হায়! মুসা যদি আজ এখানে থাকতো!'

নির্বাক ঠোঁট দুটো নড়ছিল কেবল আবুল হাসানের। সোলায়মান মৃদু আওয়াজে বলল, 'ডাক্তার ডাকুন, সুলতানের অবস্থা ভাল নয়।'

আল জাগল একটু ঝুকে ভাইকে দেখলেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পাহারাদারকে বললেন, 'এখনি বশীরকে ডাক। যখমীদের দেখাশোনায় আছেন তিনি। তাকে বলো সুলতানের শরীর ভাল নেই। কারো সামনে না বলে একাকী বলো।'

একটু পরে খীমায় প্রবেশ করলেন বশীর। সুলতানকে দেখে তিনি বললেন, 'পেরালাইসিস তাকে আক্রমণ করেছে। অবশ্য হামলা গুরুতর নয়। ইনশাল্লাহ্ খুব দ্রুত সেরে যাবেন। সম্ভবত উনি কোন মানসিক আঘাত পেয়েছেন।'

আল জাগল নিজের খীমায় প্রবেশ করলেন। বড় বড় ফৌজি অফিসারগণ ওখানে অপেক্ষা করছিল। আল জায়গারাকে ঘিরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছিল ওরা। তিনি চিৎকার দিয়ে বলছিলেন, 'আমি কিছুই জানি না। সোলায়মান সুলতানকে নিরিবিলি কিছু বলতে চাইছিল।'

আল জাগলকে দেখে সবাই খামোশ হয়ে গেল। তাদের ওফাদারীর ওয়াদা নিয়ে ধীরে সুস্থে আল জাগল তাদের এ ভয়ানক দুঃসংবাদ শোনালেন। তারপর ফিরে এলেন খীমা থেকে। সরদারগণও যে যার খীমায় চলে গেল। দুপুর পর্যন্ত তামাম ফৌজে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো। সন্ধ্যা পর্যন্ত আরো অনেকেই এসে পৌঁছল সেখানে।

একটু আগে যে সব সিপাইরা কার্ডিজের শাহী মহলে নিজেদের ঝান্ডা উড়ানোর

স্বপ্ন দেখছিল, যারা দেখছিল কর্ডোভা ও সেভিলের মসজিদ সমূহে নামাজ পড়ার মধুর দৃশ্য, তারাই এখন নিজেদের ঘর বাঁচানোর ফিকিরে ছিল বেকারার। যে কবিরা লোশার মুজাহিদদের শানশওকৎ নিয়ে কবিতা লিখছিলেন এখন লিখছেন আবু আবদুল্লাহর গাদ্দারীর মর্সীয়া সংগীত। স্পেনের সৌভাগ্য শশী মৃদু হেসে ঢাকা পড়ে গেছে ঘন মেঘের আঁড়ালে।

পরের দিন বশীরের আন্তরিক চেষ্টা ও চিকিৎসায় বাকশক্তি ফিরে পেলেন আবুল হাসান। তার মুখ থেকে প্রথম শব্দটাই বেরিয়ে এল, 'বেটা! এ তুমি কি করলে। যে ক্ষমতার মসনদ ছিনিয়ে নেবার কোশেশ করলে তাতো তোমারই ছিল। কিন্তু তোমার বাদশাহ হবার এই খায়েশ স্পেনের মুসলমানদের ভবিষ্যত ধ্বংস করে দিয়েছে। খোদা না করুন, না জানি তোমার সৃষ্ট স্পেনেই মুসলমানদের কালযাপন করতে হয়। আমার আবদুল্লাহ! .... কিন্তু তুমি যে আমার নও।' বলে পাশ ফিরে বালিশে মুখ গুজে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন আবুল হাসান।

দুই দিন পর তার পক্ষাঘাত সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। কিন্তু জিন্দেগীর সেই উদ্যমে ভাটা পড়ল, যার জন্য ষাট বৎসর বয়সেও ছিলেন অনেক নওজোয়ানের ঈর্ষার কারণ। তরবারী নিয়ে খেলতেন যিনি, এই একটা বিপর্যয় তাকে লাঠি ভর দিয়ে চলতে মজবুর করল।

অধিকাংশ ফৌজি সরদার গ্রানাডা ফিরে যেতে চাইল। তারা বললো, 'গ্রানাডার আশপাশে কোন শহরে অবস্থান করে আবু আবদুল্লাহর কাছে একটা টিম পাঠিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা হবে তাকে! খোদানাখাস্তা যুদ্ধের প্রয়োজন হলে শহরের জনগণ নিশ্চয়ই আবু আবদুল্লাহর বিপক্ষে দাঁড়াবে। এ ওলট পালট গ্রানাডার সিপাইদের মনে যে বদ ধারণার সৃষ্টি করেছে তার জন্য চটজলদি দারুস সালতানাত কব্জা করা দরকার। নইলে আবু আবদুল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয় যে সে আমাদের বাদ দিয়ে খৃষ্টানদরে বন্ধু মনে করবে।'

আবুল হাসান একমত হলেন এই প্রস্তাবের সাথে। কিন্তু রওনা হওয়ার পূর্বে এক দুর্ঘটনায় তার কোমর ভেঙ্গে গেল।

গ্রানাডার দিকে যাত্রা করার আগেই একদিন গ্রানাডা থেকে আগত এক দল সরদার আবুল হাসানের খেদমতে হাজির হলো। ওরা আবু আবদুল্লাহকে গালাগাল দিল কিছুক্ষণ। শেষ রক্তবিন্দু বিলানোর ওয়াদা দিল আবুল হাসানকে। তার বললো, 'গ্রানাডায় তাদের অনুগতরাও আবুল হাসানের পথপানে তাকিয়ে আছে।'

আবুল হাসান যথেষ্ট ইজ্জত সম্মান দেখালেন তাদের। ওরা চারদিন অবস্থান করলো সেখানে। আর এ চারদিনেই তারা তাদের মাকসুদ হাসিল করল।

আবুল হাসানের ফৌজে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এদের পাঠিয়েছিল আবু দাউদ। এরা আরবদের বুঝালো, তোমাদের ভাইয়েরা স্পেনীশ ও বারবারী মুসলমানদের হাতে কোতল হচ্ছে। বারবারী আর স্পেনীশদের বলল, আবু আবদুল্লাহর হুকুমত তোমাদের জন্য এক রহমত। বড়ো বড়ো আরব কর্মচারী তিনি অপসারণ করেছেন, সেখানে

নিয়োগ করেছেন তোমাদের লোকদের। গ্রানাডা গিয়ে আবু আবদুল্লাহর পক্ষে ওফাদারীর এলান কর এতেই তোমাদের বেশী ফায়দা হবে।

কাউকে কাউকে পদের লোভ দেখানো হল। ষড়যন্ত্রে যারা পা দিল তাদের বলল, ফৌজের যেসব উচ্চপদস্থ অফিসার আবুল হাসানের পক্ষ নেবে গ্রানাডায় তাদের আত্মীয় স্বজনকে কঠোর সাজা দেবে আবু আবদুল্লাহ। ওরা নিকৃষ্ট লোকদের সমর্থন আদায় করল সোনা রূপার বদলে। যাদের ওপর প্রভাব খাটানো যায় ফৌজের এমন লোকদের প্রথমে তালাশ করল ওরা। অন্যদের বাগাল তাদের মাধ্যমে। এত হুশিয়ারীর সাথে ওরা এ কাজের আঞ্জাম দিলো যে, আবুল হাসানের প্রিয় ব্যক্তিরা এর কিছুই টের পেল না।

আবুল হাসানের ফৌজ গ্রানাডা থেকে বিশ ক্রোশ দূরে ছাউনি ফেলল এক সন্ধ্যায়। রাতের তৃতীয় প্রহরে তিনি বুঝতে পারলেন ফৌজের আট হাজার বারবারী এবং স্পেনীশ সৈন্য গ্রানাডা রওয়ানা হয়ে গেছে।

খবর পেয়ে আল জাগল পৌছলেন আবুল হাসানের খীমায়। একটু পর কয়েকজন ফৌজি অফিসারও পৌছলেন সেখানে। আল জাগল পরামর্শ দিলেন, 'গাদ্দারদের পথে বাঁধা দিয়ে বুঝাব আমরা। সোজ না হলে ওদের সাথে যুদ্ধ করা হবে।'

সরদাররা এর পক্ষে বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। দুশ্চিন্তার সাগরে ডুবে গেলেন আবুল হাসান। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'ওদের যেতে দাও। মুসলমানদেরকে পরস্পরের রক্তপাতের অনুমতি আমি আমার যিন্দেগীতে দেবনা।'

এ বেদনাতুর ঘটনার পর সুলতান ব্যথাবিক্ষুব্ধ চিত্তে মালাকার দিকে রওনা হলেন। মালাকার গভর্ণর পূর্বেই আবু আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। অপরিমেয় আগ্রহে সুলতানকে অভ্যর্থনা করলেন তিনি। নিজের মহল ছেড়ে দিলেন মোয়াজ্জাম মেহমানের জন্য।

ক'দিন পর আশপাশের সকল সরদার নিজেদের সমর্থন জাহির করল সুলতানের কাছে এসে। কয়েক মাস পূর্বেও যে গ্রানাডার মানুষ গোটা স্পেন কব্জা করার আশা পোষণ করতো, সে গ্রানাডা দু'ভাগ হয়ে গেল আজ। গ্রানাডা এবং তার আশপাশ ছিল আবু আবদুল্লাহর কব্জায়, মালাকার হুকুমত ছিল আবুল হাসানের হাতে।

অতীতের ব্যর্থতার জন্য ফার্ডিনেন্ডের যত আফসোস ছিল, আবু আবদুল্লাহর বিদ্রোহে সেসব ধুয়ে মুছে সেখানে দেখা দিল খুশীর ছটা। আবুল হাসানকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল সে।

দুশমনের হাতে চরম পরাজয়ের পরও আবুল হাসান সাহস হারাননি। কিন্তু ছেলের কাছে পরাজয় তিনি বরদাশ্‌ত করতে পারলেন না। নিজের অবস্থা সম্পর্কে তিনি উদাসীন হয়ে পড়লেন। ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোন আগ্রহ রইল না তার। আল জাগল সহ তার প্রিয় ব্যক্তিরা তাকে শান্তনা দিতে চাইল। কিন্তু তিনি এসব তিক্ত আলোচনা পরিহার করে চলতে চাইলেন।

মোলাকাতের আশা নিয়ে যারা আসত, তিনি তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। অধিকাংশ সময় নীরবে বসে বসে অশ্রুপাত করাই তার কাজ হয়ে দাঁড়াল। এভাবে লোপ পেতে লাগল তার দৃষ্টি শক্তি।

আল জাগল এবং বদর একদিন তার কামরায় প্রবেশ করলেন। ভবিষ্যত কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন আল জাগল। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে সুলতান বললেন, 'ভাই আমার! অন্য কোন কথা বল। দুশমনের বিরুদ্ধে লড়তে পারি আমরা, কিন্তু তাকদীরের প্রতিকূলে লড়তে পারি না।'

বদর বললেন, 'মুজাহিদ তাকদীর লেখে নিজের তরবারী দিয়ে।'

'আমার তরবারী যে ভেংগে গেছে।'

'নিরাশ হওয়া আপনার জন্য ঠিক নয়। দুনিয়ার সকল মহান ব্যক্তিই এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন।'

'যার সন্তান আবদুল্লাহ, এমন ব্যক্তিকে তুমি মহান ব্যক্তিদের শামিল করো না। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমার কাছে চোখের পানি ছাড়া আর কিছুই নেই এখন।'

ধীর পদে বশীর কামরায় ঢুকে বললেন, 'সুলতানের শরীর ভাল নেই। আপনাদের কথায় তার শারিরীক এবং মানসিক কষ্ট কেবল বাড়বেই। আবু আবদুল্লাহকে সোজা পথে আনতে পারলেই উনি ভাল হবেন।' বদর আল জাগলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবু আবদুল্লাহকে সোজা করা যায়।'

সুলতান চমকে তাকালেন বদরের দিকে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'হায়! যদি কেউ তাকে বুঝাতে পারতো! কিন্তু সে যে হবার নয়।'

বদর বললেন, 'সে বাধ্য হবে।'

'কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে আমি গৃহযুদ্ধ চাইনা।'

'কয়েক দিন পর আমাদের মোকাবেলায় আবু আবদুল্লাহ তার শক্তির সঠিক আন্দাজ করতে পারবে। তখন আর গৃহযুদ্ধ আবশ্যক হবে না।'

এ মোলাকাতের পর আল জাগল, বদর, আল জায়গারা এবং ফৌজি নতুন অফিসারগণ এক বৈঠকে মিলিত হলেন। সবার ফয়সালা হল ফৌজকে নতুন ভাবে সাজাতে হবে। সালতানাতের প্রভাবশালী সরদারদের কাছে আল জাগল প্রতিনিধি পাঠালেন। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জিহাদের দাওয়াত দিতে লাগল বদরের সিপাইরা।

এর কিছু দিন পর। পাঁচশো সিপাই নিয়ে বদর মালাকা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। গ্রানাডার আশপাশের লোকদের ক্ষেপাতে লাগলেন আবু আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে। আবু আবদুল্লাহর ফৌজের সিপাইরা রাস্তায় বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু বদর তাদের সাথে মোকাবেলায় গেলেন না।

দু এক জায়গায় তার সিপাইদের সাথে ছোট খাট সংঘর্ষ হল। বদরের সিপাইরা গ্রানাডার আশপাশের বস্তির জনগণের পরিপূর্ণ সমর্থন আদায়ের জন্য চেষ্টা করল। অল্প সময়ের মধ্যেই আশাতীত সফলতাও লাভ করলো তারা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত শস্য গ্রানাডায় পাঠাতে অস্বীকার করে সহযোগিতা করল বদরদের। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল শহরে। আবু আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে শহরের জনতার সুপ্ত ঘৃণা ধীরে ধীরে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তাদের কেউ কেউ গ্রানাডা ছেড়ে মালাকার পথ ধরল।

অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আবু আবদুল্লাহ সীমান্ত ঈগলকে হত্যা করার জন্য পাঁচ হাজার ফৌজকে পাঠালেন ময়দানে। এক সপ্তাহ পরে খবর পেল সে, তাদের দুহাজার বদরের সাথে চলে গেছে। পরাজিত সিপাইরা কৃষকদের কিছু বস্তি জ্বালিয়ে ফিরে এল শহরে।

ষড়যন্ত্রের জাল

বদর ছাউনি ফেলেছিলেন গ্রানাডা থেকে বিশ ক্রোশ দূরে। সে দিন সন্ধ্যায় এক ফৌজি অফিসার তাকে সংবাদ দিল, 'গ্রানাডার এক বারবারী সরদার বিশেষ পয়গাম নিয়ে এসেছেন।'

বদর দ্রুত খীমায় ডেকে নিলেন তাকে। মনসুর বিন আহমদ তখন বদরের পাশে বসে ছিলেন। খীমায় ঢুকে বারবারী সরদার দুজনের সাথে মোসাফেহা করে বসতে বসতে বললেন, 'আমি গ্রানাডা থেকে এসেছি।'

বদর বললেন, 'বসুন।'

খানিক নীরব থেকে তিনি বললেন, 'আমি একান্তে আপনাকে কিছু বলতে চাই।'

বদর মনসুরের দিকে তাকালে মনসুর চলে গেল। নবাগত পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে বদরের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'আবু দাউদ পাঠিয়েছেন।'

দারুণ আগ্রহ নিয়ে চিঠি খুলে পড়তে লাগলেন বদর। বদরের চেহারায় চিঠির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলো বারবারী সরদার। চিঠি পড়া শেষে বদর তাকালেন বারবারী সর্দারের দিকে। গভীর মনোযোগ দিয়ে আর একবার চিঠি পড়লেন তিনি। তাতে লেখা ছিল, 'এমন এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে, যিনি কওমের বেকার অংগে পরিণত হয়েছে নিজের অযোগ্যতার কারণে।'

'এমন এক মুজাহিদের নামে যার সুদৃঢ় ইচ্ছা, অসীম সাহস আর ক্ষীপ্র গতি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই আজ স্পেনের মুসলমানদের শেষ ভরসা। আপনি নিশ্চয়ই আমায় চিনতে পেরেছেন। এত বড়ো বিপদজনক বিপ্লব ঘটে গেল গ্রানাডায়, এ ব্যাপারে আমার নীরবতা কোন বিশেষ কারণে নয় বরং আমি বাধ্য হয়েছি। জানিনা আমার লেখনি আপনার হাতে পৌছবে কিনা? কিন্তু দূতের ব্যাপারে যদি ভুল না করে থাকি হয়ত চিঠি আপনি পাবেন। আর যদি তার একটা আশাব্যঞ্জক ফল প্রকাশ পায়, তাকে মনে করব আমার অতীত অযোগ্যতার কাফফারা। দূতের গাদ্দারী অথবা অন্য কোন কারণে এ লেখনী জাতীয় বেঈমানদের হাতে চলে গেলে আমি হব ঐসব লোকদের মতো, যাদের সব নেক আশা ও চিন্তাধারা মৃত্যু যবনিকায় ঢেকে গেছে। আমার পরে রাবিয়া যদি আবু

আবদুল্লাহর বদ খায়েশের শিকার না হয় সে আপনাকে সব কিছু বলবে।'

'আবু আবদুল্লাহর বিদ্রোহের পর আমার মনে হচ্ছে, হায়! যদি আমি গ্রানাডায় না আসতাম। সীমান্ত ঈগলের সান্নিধ্য ছেড়ে এমন এক তোতা পাখীর শিক্ষকের ভূমিকা পালন করছি, যে সোনার পিঞ্জরে বন্দী। অসীম নীলাকাশে তাকে উড়াতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকেই সে বন্দী করে দিল আলহামরার পিঞ্জরে। হায়! আবদুল্লাহকে মানবতার স্বপক্ষে নিয়ে আসা আমার পক্ষে যদি সম্ভব হতো!

আসল ঘটনা সম্পর্কে কেন এত বেখবর ছিলাম এই ভেবে হয়রান হচ্ছি। শুধু আমি নই, মুসা এবং আল জাগলও আলহামরার চার দেয়ালের মাঝের এই ফিতনা সম্পর্কে ছিলেন বেখবর। যে সব বড় বড় সরদার এ ঘটনার পূর্বে ফার্ডিনেন্ডের কাছ থেকে গ্রানাডার দাম উসুল করেছে, আবু আবদুল্লাহ নয়, তারাই হচ্ছে এখন গ্রানাডায় আসল শাসক। আবু আবদুল্লাহর বিদ্রোহকালে একমাত্র মুসা ছাড়া আলহামরায় কেউ আবুল হাসানের ওফাদার ছিল না। হয়ত এখন তিনি পড়ে আছেন কোন অন্ধকার কুঠরীতে। এই অবস্থায় কি করতে পারি আমি!'

মোনাফিকদের সংগঠিত শক্তি মুসার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় টলেনি। সেখানে আমার সামান্য অনুপ্রবেশও ওরা বরদশ্‌ত্ করতে প্রস্তুত ছিল না। আমার সামনে দুটি পথ তখন খোলা ছিল। প্রথমত, ভর জলসায় আবু আবদুল্লাহর বিরোধিতা করে জিন্দেগীর বাকী সময় কয়েদখানার অন্ধকারে কাটানো। দ্বিতীয়ত, নীরব দর্শক হিসেবে এমন এক সময়ের অপেক্ষা করা যখন আমার কথা শুনতে সে বাধ্য হয়। এ পথটাকেই আমি গ্রহণ করেছি। একে আপনি সময়োপযোগী পদক্ষেপও বলতে পারেন অথবা বুযদিল বা ভীরুও ভাবতে পারেন আমায়। তবে এই জন্যেই আলহামরার দরজা আমার জন্যে বন্ধ হয়নি। এখনো শোধরাতে পারিনি আবু আবদুল্লাহকে। কিন্তু কয়েক বারই তার ভুল পদক্ষেপে বাঁধা দিয়ে সফল হয়েছিলাম।

ইদানিং আবু আবদুল্লাহর কাজে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। স্পেন সম্পর্কে কোন দুর্ভাবনা তার এই পরিবর্তনের কারণ নয়। বরং সে তার ভবিষ্যত অন্ধকার দেখছে। যে বিপদকে সে মনে করত অনেক দূরে, গ্রানাডার চার দেয়ালের কাছে তাই এখন দেখছে সে। শহরের অন্তরীণ অবস্থা এবং মানুষের ক্ষোভ তাকে পেরেশান করে তুলেছে। ফার্ডিনেন্ডের তাৎক্ষণিক সাহায্যের আশ্বাস পেলে সে এতো চিন্তিত হতো না। ফার্ডিনেন্ড তাকে জবাব দিয়েছে, 'এ মুহূর্তে এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি।'

প্রথম দিকে অনেক চেষ্টা করে আমি তার সাথে দেখা করতাম। এখন সে এতই পেরেশান, একটু শান্তনার জন্যে মাঝ রাতেও আমাকে ডেকে পাঠায়। কখনো নিজেই আমার ঘরে ছুটে আসে। পরশু গভীর রাতে আবু আবদুল্লাহ আমাকে ডেকে গ্রানাডা সম্পর্কে তার দুশ্চিন্তার কথা বলল। কিছু কথা বলে তার পেরেশানী আরো বাড়িয়ে দিলাম আমি। তাকে বললাম, 'সুলতান এবং আপনার মাঝে মিলন অসম্ভব।'

অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সে দুহাতে মুখ ঢেকে বলল, 'হায়, এখন আমি কি করবো! আব্বাজান আমাকে মাফ করলেও চাচাজান কখনোই আমাকে ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন না।'

আপনার ব্যাপারে তার ভয় হচেছ, আপনি তার খুনের পিয়াসী। তাকে বললাম, 'যদি সুলতান সন্ধির জন্যে এগিয়ে আসেন আপনি কি করবেন?' তিনি বললেন, 'সুলতান আমার সন্ধির খায়েশ করবেন এ কথা ভাবাও এখন ধৃষ্টতা; সীমান্ত ঈগলের কামিয়াবীর পর আমাকে তিনি অপ্রয়োজনীয় দুশমন ভাববেন। সন্ধির হাত বাড়ানোর চাইতে আমার গলায় ফাঁসির রশি পরাতেই পছন্দ করবেন তিনি।' তাকে বললাম, 'যদি সীমান্ত ঈগলকে চিনতে ভুল না করে থাকি তাহলে বলব, গ্রানাডার ব্যাপারে তার আকর্ষণ সুলতানের সাথে দুস্তি অথবা আপনার সাথে দুশমনীর জন্যে নয়। খৃষ্টানদের প্রতিকূলে তিনি শুধু মুসলমানদের সংগঠিত করতে চাচেছন। তিনি আপনার এ পরিবর্তনের কথা জানতে পারলে সুলতানকে আপনার দিকে এগিয়ে আসতে বাধ্য করবেন।'

একথায় অনেকক্ষণ ভাবল আবু আবদুল্লাহ। অতঃপর চঞ্চল হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি কিভাবে বুঝব সীমান্ত ঈগল আমাকে সমর্থন করবেন। আমার স্থলে আল জাগল অথবা বৈমাত্রেয় ভাইকে ক্ষমতার মসনদে বসাবেন না?' আমি তাকে বললাম, 'খৃষ্টানদের তখ্ত উল্টিয়ে দেয়াই তার জিন্দেগীর সবচেয়ে বড় মাকসাদ। এ কারণে গ্রানাডার গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে তিনি যে কোন ফয়সালাই পরিবর্তন করতে পারেন।'

আমার এসব কথায় তার আশা জেগেছে গ্রানাডা হামলা করার আগে আপনি সন্ধির চেষ্টা করবেন। এর জন্যে এক প্রতিনিধি দল আপনার কাছে পাঠাতে চাইছিল সে। আমার ভয় ছিল, সন্ধির কারণে যে সব সর্দারের জীবনের ভয় আছে তারা আবু আবদুল্লাহর বিরোধিতা করবে। আবু আবদুল্লাহর পরিবর্তে হয়তো মসনদে বসাবে অন্য কোন অথর্বকে। হতে পারে বাপ বেটার এ মিলনের আগাম বিপদ সম্পর্কে ফার্ডিনেন্ডকে জানিয়ে গ্রানাডা দখলের জন্যে তাকে বাধ্য করবে। তাদের বেখবর রাখতেই আবু আবদুল্লাহকে আমি বুঝিয়েছি, 'প্রতিনিধি পাঠানোর পথে নিজের অসহায়তা ব্যাখ্যা করুন। এতে আপনার অধিকাংশ সংগী সরদার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে আপনার সংগ ছেড়ে তার সাথেই মিশবে। অথবা আপনাকে বন্দী করে তার হাতে তুলে দেবে। এই জন্যে এখুনি সবার সামনে আপনার মনোভাব প্রকাশ করা ঠিক হবে না। আপনি তার পক্ষ থেকে শান্তি দূতের অপেক্ষায় থাকুন।'

আবু আবদুল্লাহ এখন সেই দূতের প্রতীক্ষায় আছে। আমি তাকে নিরাশ করতে চাই না। কিন্তু আমি জানি, ফার্ডিনেন্ডের কেনা সর্দারেরা আপনার কোন দূতকেই আলহামরায় প্রবেশ করতে দেবে না। আবু আবদুল্লাহর কোন কাসেদও সরাসরি আপনার কাছে পৌছতে পারছে না। জাতির এ গাদ্দার যে নিষ্পত্তি চাইছে তা হলে সে আলোচনাও হয়ত সম্ভব হবে না।

এ জন্যে আপনাকে এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন করছি। আমি ভেবে দেখেছি রাতে একাকী গোপন পথে যদি আপনি আলহামরায় প্রবেশ করতে পারেন তবে আপনার সাথে আবু আবদুল্লাহর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারি। আমার এ পরিকল্পনা যদি কার্যকর হয় আর আপনি যদি পাহারাদারদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে আলহামরায় পৌছতে পারেন, তবে ধরে নিতে পারেন গ্রানাডা বিজয় হয়ে গেছে। আবু আবদুল্লাহকে শুধু একীন দিতে হবে যে, তার জীবনের কোন ভয় নেই। তখন আপনার ইশারাই হবে

তার কাছে হুকুমের মতো।

আমার বাসভবনে এই মোলাকাতের ব্যবস্থা করা যায়। আবু আবদুল্লাহ যদি আপনার কথায় সন্তুষ্ট না হতে পারে অথবা তার নিয়তে যদি ত্রুটি থাকে তবুও সে সীমান্ত ঈগলের সাথে এক কামরায় বন্ধ থাকবে। আলহামরা কব্জা করার জন্যে জরুরী এমন যে কোন হুকুমে তখন তার দস্তখত নিয়ে নিতে পারবেন। এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্যে শাহী মহলে এমন কিছু নওকর মওজুদ রয়েছে যাদের আমি আবুল হাসানের ওফাদার মনে করি। জাতীয় বেঈমানদের স্পাইদের এক এক করে ডাকা হবে কামরায়। শক্ত সামর্থ চারজন জল্লাদের ব্যবস্থা করব আমি। আলহামরা পুরোপুরি কব্জায় এসে গেলে গ্রানাডা হবে আপনার। আবু আবদুল্লাহ নাচবে আপনার নির্দেশে। গাদ্দার সরদারদের ছোট ছোট দলকে ডাকা হবে মহলের অন্দরে। যারা সংশোধন হবেনা জল্লাদের হাতে সোপর্দ করা হবে তাদের। অতঃপর আবু আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে ফৌজ জমা করা হবে আলহামরার দরজায়। কয়েদখানা থেকে মুসাকে এনে তাদের সামনে ভাষণ দিতে অনুরোধ করা হবে তাকে। আপনি আন্দাজ করতে পারবেন না মুসার জন্যে সিপাইদের অন্তরে কি পরিমান মহব্বত রয়েছে। আবু আবদুল্লাহকে আমি ক্ষমার অযোগ্য মনে করি, সে হবে তখন আপনার কৃপারপাত্র।

এবার বলি আপনি কিভাবে প্রবেশ করবেন আলহামরায়। আমার ঘর নদীর পাড়ে আলহামরার এক কোণে। ভাল সাঁতার জানলে নৌকা ছাড়াই নদী পেরিয়ে দেয়ালের কাছে পাবেন একটা বড় গাছ। তার ডাল পানি ছুই ছুই করছে। গাছের বামে দশ কদম এগুলো প্রায় চল্লিশ গজ উপরে দেখতে পাবেন আমার দরজা। দরজায় আলো জ্বলবে রাতের বেলায়। দেয়ালের কোল ঘেষে পাবেন একটা রশি। রশি ধরে টান দিলে বুঝব আপনি এসেছেন। আপনার জন্যে তখন নামিয়ে দেব রশির সিঁড়ি। কোন বাঁধা ছাড়াই পৌছে যেতে পারবেন আমার কামরায়। বিপদের সম্ভাবনা থাকলে রশির মাথায় এক খন্ড চিরকুট পাবেন এবং চিরকুট অনুযায়ী কাজ করবেন।

এ জন্যে বুধবার রাত্রিই নির্ধারিণ করেছি আমি। এ বুধবার রাত্রে না হলে পরের বুধবার আসবেন। বুধবার রাতটাই হবে একটু বেশী অন্ধকার। আবহাওয়া দেখে মনে হচেছ বৃষ্টির ভাব আরও কদিন থাকবে। আপনার অভ্যর্থনার জন্যে আমাকে দরজায় না পেলে ভাববেন আমি আবু আবদুল্লার কাছে রয়েছি। তখন আপনাকে স্বাগত জানাবে রাবিয়া।

বুধবার আমার এখানে আবু আবদুল্লাহর দাওয়াত থাকবে। হয়রান হবার কারণ নেই। রাবিয়াকে দেখা অবধি বিভিন্ন বাহানায় সে আমার এখানে আসা যাওয়া করে। রাবিয়ার সাথে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করার দুঃসাহসও দেখিয়েছে গতকাল। পয়গাম বহনকারী চাকরানীর চুল ছিড়ে দিতে চেয়েছিল রাবিয়া। কিন্তু ইনজিলার উপস্থিতি তাকে রক্ষা করেছে। আমার সামনে আবু আবদুল্লাহ ইশারায় তার খায়েশ জাহির করে। বুঝতে পারছি এ অবস্থায় দীর্ঘদিন আলহামরায় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

আপনাকে এক বিপদজনক অভিযানে আহ্বান করছি অথচ পূর্ণ একীন দিতে পারছি না আপনার জীবন ও সফলতার। আলহামরার নিকট এলে আপনার প্রতিটি

কদম হবে জীবন মৃত্যুর মাঝে এক সংকীর্ণ অন্ধকার পথে। আমার পরামর্শ কার্যকর করার পূর্বে নিজে গভীর ভাবে বিবেচনা করবেন।

রাতে হয়তো আলহামরায় গোপন পথে প্রবেশ করবেন, কিন্তু আশা করি, ভোরবেলা আপনার সাথীদের জন্যে খুলে যাবে গ্রানাডার সদর দরজা। এমনও হতে পারে, আপনার সাথে আমিও এমন কোন অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবো, যেখান থেকে দ্বিতীয়বার বের হওয়া নসীব হবে না কারো। আর আমাদের সাথে নিঃশেষ হয়ে যাবে গ্রানাডার ভবিষ্যত। আমার লেখা পেলে কাজ শেষ হওয়ার আগে দূতকে গ্রানাডা পাঠাবেন না। যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন সহ সম্মানিত মেহমানের মতোই যেন আপনার লোকেরা তার মেহমানদারী করে। তার নেক নিয়তে ভরসা আছে আমার। তবু সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ফার্ডিনেন্ডের গোয়েন্দা আপনার পাকড়াওকারীকে স্বর্ণ দিয়ে পরিমাপ করতে প্রস্তুত।'

পত্রটা দ্বিতীবার পড়লেন বদর। দূতের উপস্থিতি ভুলে কামরায় পায়চারী করতে লাগলেন তিনি। লেখাটা বিভিন্ন ব্যাখ্যায় রূপ নিচ্ছিল তার ভাবনায়। কল্পনায় দেখছিলেন তিনি আলহামরার চার দেয়াল, অন্ধকার রাতে কোন এক দরজা দিয়ে ঢুকে যেন দাঁড়িয়ে আছেন রাবিয়ার সামনে। মহত্বতের অশ্রুভেজা মুখে মৃদু হাসি নিয়ে স্বাগতঃ জানাচ্ছিল সে তাকে। রাবিয়া! আমার রাবিয়া। এক মধুর অনুভূতি খেলে গেল তার প্রাণে।

আবু আবদুল্লাহর অশ্লীল আহবানে সে ভীত। রক্ত তার টগবগ করে উঠলো। আবু আবদুল্লাহর শাদীর পয়গাম বহনকারিনীর চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল তার। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। কিন্তু একটু পরেই কঠোর দায়িত্ববোধের নিচে ডুবে গেল তার সুখ-কল্পনা। অভিযানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন তিনি। আলহামরায় আবু দাউদের অবস্থান সত্ত্বেও আবদুল্লাহর বিদ্রোহ? তার মনে সন্দেহ জেগেছিল আবু দাউদ সম্পর্কে। চিঠি পড়ে তা দূর হয়ে গেল। 'আপনাকে এক বিপজ্জনক অভিযানে আমি আহবান করছি। পূর্ণ আশ্বাস দিতে পারছিনা সফলতার' আবু দাউদের এ কথাগুলো বদরের কানে বাজতে লাগলো।

'আমি অবশ্যই যাবো।' এ ছিল তার সর্বশেষ ফায়সালা।

রাতে বৃষ্টি ঝরছিল মুষলধারে। আবু দাউদের যে কামরার দরজা নদীর দিকে, উৎকণ্ঠা নিয়ে তাতে পায়চারী করছিল সে। কামরার এক কোণে বসেছিল এক হাবশী গোলাম, দেয়ালে ঝুলছিল ঘন্টা। নিরাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল আবু দাউদ। কাফ্রী ক্রীতদাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ সম্ভবত সে আসবেনা।'

কাফ্রী জওয়াব দিল, 'এ তুফানে নদী পেরোনো সহজ নয়।'

কিছুক্ষণ নীরবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ দেয়ালের ঘন্টির সাথে বাঁধা রশিতে মৃদু টান পড়ল। বেজে উঠল ঘন্টা।

'সে এসে গেছে।' বলল আবু দাউদ।

কাফ্রী তাড়াতাড়ি রশির সিঁড়ি নামিয়ে দিল নিচের দিকে। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে

একটু ওজন অনুভূত হলে সে বলল, 'উপরে উঠছে সে।'

কয়েক মুহূর্ত পর সে আবার বলল, 'মনে হচ্ছে অর্ধেকেরও বেশী উঠে এসেছে সে। এবার রশি কেটে দিলে অন্যভাবে হত্যার ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতুম।'

'আস্তে বলো, আমাদের চেয়ে সে বেশী হুশিয়ার। নিজে না এসে হয়তো অন্য কাউকে উপরে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

কাফ্রী মৃদু কণ্ঠে বলল, 'সে নিকটে এলে আওয়াজে নিশ্চয়ই আপনি চিনতে পারবেন, আমার তরবারী শুধু আপনার ইশারার অপেক্ষা করবে।'

ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে আবু দাউদ তাকে নীরব থাকতে বলল। তারপর মাথা বের করে চাইতে লাগলো বাইরে। বিজলীর চমকে কালো মুখোশধারীকে সিঁড়ি ভেংগে ওপরে উঠতে দেখা গেলো।

সে বলল, 'খোদার শোকর আপনি এসেছেন।'

এর কোন জওয়াব দিল না মুখোশধারী। যথেষ্ট সাবধানতার সাথে আবু দাউদ আবার বলল, 'আপনি কি একা, না নিচে আছে কেউ?'

শেষ সিঁড়ি কটি পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল মুখোশধারী। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'অন্ধকার মহলের এদিকটা খুঁজে পেতে দেরী হয়ে গেছে। নদীতে স্রোত খুব বেশী।'

'ভিজে গেছেন আপনি। ভিতরে এসে কাপড় পাল্টে নিন।'

'এমন অবস্থায় চলতে আমি অভ্যস্ত।'

'আপনি আসবেন এ বিশ্বাস আমার ছিল।'

'বড় কঠোর কর্তব্যের দিকে আমায় আহবান করেছেন।'

'আসুন, এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়।'

আবু দাউদের সাথে বদর এক প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করলেন। অত্যন্ত মূল্যবান গালিচা আর সোফায় সাজানো ছিল কামরা। আবু দাউদ বদরকে সোফায় বসিয়ে বলল, 'আবদুল্লাহ উপরে এক ইয়ারের সাথে দাবা খেলছে। আল্লাহর শোকর, দাবার নেশা তাকে ঘরে ফিরতে দেয়নি। আর তার এ বন্ধুটাও এমন যে, ভোর পর্যন্ত আবদুল্লাহকে দাবায় আটকে রাখতে পারবে সে। সে দাবা খেলছে মহলের দারোগার কাছেও এ খবর পৌঁছেছে। সকাল পর্যন্ত এখানে থাকলেও কেউ তাকে ডাকতে আসবে না। এখানেই বসুন আপনি, কোন বাহানায় খেলা থেকে অমনোযোগী করতে পারলেই আপনাকে ওপরে ডেকে পাঠাবো। এর পর কি করতে হবে আপনি জানেন। পাশেই চারজন জল্লাদ রয়েছে। ওদের সময় মত ডাকা হবে। নিশ্চিন্তে বসুন আপনি। কোন ভয় নেই। আমি আসছি।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল আবু দাউদ। ঘরের ভেতরের অবস্থা দেখছেন বদর। আচানক পদধ্বনি শোনা গেল দরজার দিকে। ফিরে চাইলেন তিনি। বেকারার হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন সংগে সংগে। 'রাবিয়া!' তার মুখ থেকে বে-এখতিয়ার বেরিয়ে এল।

কাঁপা আওয়াজে সে বলল, 'আপনি ....আপনি কেন এসেছেন এখানে?'

বদর বুঝলেন না তার পেরেশানীর কারণ। মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'আমার

এখানে আসা কি আপনি পছন্দ করেন না?'

'প্রতি রাতে এই স্বপ্নই আমার কামনা ছিল। হায়, তা যদি শুধু স্বপ্নই হতো। কিন্তু এ যে ভয়ংকর স্বপ্নের তা'বির। এক বিপজ্জনক তা'বির। খোদার দিকে চেয়ে এখান থেকে আপনি বেরিয়ে যান!'

পেরেশানীর পরও বদর হাসতে চেষ্টা করে বললেন, 'এখানে কোন ভয় নেই আমার। তুমি হয়ত জান না, তোমার আব্বার দাওয়াতে এখানে এসেছি আমি!'

'আমি জানি। ইনজিলা সবকিছু আমাকে বলেছে। এক বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের শিকার আপনি। এখনও সময় আছে খোদার দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ুন।'

'আবু আবদুল্লাহ এখন ওপরে নেই?'

'সব মিথ্যে। পাশের কামরার দরজায় কান দিয়ে আপনাদের কথা আমি শুনেছি। ভেতর থেকে কপাট বন্ধ না থাকলে জানবাজি রেখেও এ ভয়ংকর বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতাম আপনাকে।'

'আমার বিশ্বাস হয় না, তোমার আব্বা......'

'আমার বাবাকে আমার চেয়ে বেশী আপনি জানেন না। মনে পড়ে কি একবার আপনাকে বলেছিলাম, আমি স্বপ্নে দেখেছি খৃষ্টান আপনাকে হামলা করেছে?'

'হ্যাঁ, স্মরণ আছে আমার।'

'সে আমার স্বপ্ন ছিল না। আব্বার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতাম আমি। এবার ইনজিলা বলেছে আমায়।'

একটুকরো বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠল বদরের মুখে। তিনি বললেন, 'এ ষড়যন্ত্র হলে এখন তা এমন পর্যায়ে, পালানোর চেষ্টা করাও নিরর্থক। দেখবে রশির সিঁড়িই শুধু গায়েব হয়নি, বরং চার দেয়ালের নিচে পৌঁছে গেছে ঘাতক। রাবিয়া! কুদরত যদি আমাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে চায়, কেউ কিছু করতে পারবে না আমার।'

'ওরা আপনার খুনের পিয়াসী।' রাবিয়ার দু'চোখ ভরে গেল অশ্রুতে।

'শহীদী খুনের নজরানা ছাড়া মুর্দা কওম জিন্দা হয় না। রাবিয়া! সময় খুব বেশী নেই, তোমার জন্য আমার বুকে অনেক কথা লুকানো ছিল, সে সব বলার আর সুযোগ হল না।'

দূর থেকে শোনা গেল কতগুলো পায়ের মিলিত আওয়াজ। সামনে এগিয়ে এসে তার বাহু ধরে ফেলল রাবিয়া। নিজের দিকে আকর্ষণ করে বলল, 'বদর! এখন সময় নেই বেশী কথা বলার। বদর! একবার শুধু বলো, "রাবিয়া, তুমি আমার। আমি তোমায় ঘৃণা করিনা।"

বদর তার হাতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইল। রাবিয়া কান্না ভেজা কণ্ঠে অনুনয় করে বলল, 'না, না, আমায় জুদা করো না। দেখতে দাও ওদের। হয়তো আবু আবদুল্লাহও আসছে! ওরা দেখুক রাবিয়া কার জন্য গ্রানাডার রানী হওয়ার সৌভাগ্য মুকুট দুপায়ে দলেছে। আবদুল্লাহও দেখুক। বদর! আমার বদর! আমার প্রাণ! এ পরিস্থিতির মুখোমুখি না হলে কোনদিন বলার সাহস হতো না "তোমায় আমি ভালবাসি।" তোমার সাথে বেঁচে থাকা আমার জীবনের বড় তামান্না। তবে তোমার জন্য

মরতেও কেউ আমায় বাঁধা দিতে পারবে না।'

'রাবিয়া। আমার জীবনের চাইতে তোমাকে আমি বেশী ভালবাসি। ওরা আসছে। খোদার দিকে চেয়ে এবার যাও। তোমাকে এখানে দেখলে কি বলবে ওরা?'

'ওরা বলবে আমি তোমায় ভালবাসি। আমিও বলব ওদের, বদর ছাড়া স্পেনে এমন কে আছে– এক মুসলিম যুবতী যাকে ভালবাসতে পারে? কে সে, স্পেনে নারীর সতীত্বের হেফাজতে যার তরবারী প্রসারিত হয়েছে? বদর ছাড়া স্পেনে আর কে রয়েছে যার দৃষ্টিতে রয়েছে ফেরেশতার পবিত্রতা?'

খুলে গেল কামরার দরজা। আবু দাউদ এবং আবদুল্লাহর সাথে দশজন সৈনিক নেযা উঁচিয়ে প্রবেশ করল কামরায়। রাবিয়াকে দেখে আবু দাউদ পেরেশান হয়ে বলল, 'রাবিয়া, তুমি এখানে কেন? ঘরে যাও।'

কয়েক কদম এগিয়ে গেল রাবিয়া। ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে পিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলুন এর জন্য আপনি কি শাস্তি নির্ধারণ করেছেন? একই কিস্তির সওয়ার আমরা দু'জন। গ্রানাডা সম্পর্কে নেক ধারণা পোষণ করার কারণে সে অপরাধী হলে আমিও অপরাধীনী।' দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে আবু দাউদ বলল, 'রাবিয়ার মাথায় কখনো কখনো পাগলামী দেখা দেয়। এই অবস্থায় কি বলে জ্ঞান ফিরে পেলে কিছুই বলতে পারে না।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রাবিয়া। আবু দাউদ সামনে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে নিয়ে গেল অন্য কামরায়। আবু আবদুল্লাহ পেরেশান হয়ে বদরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ইশারা করল সিপাইদের। নেযা উঁচিয়ে অর্ধবৃত্তের মত বদরের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। বদর তাড়াতাড়ি নিজের তরবারী আবু আবদুল্লাহর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য এত লোকের দরকার ছিল না।'

আবু আবদুল্লাহর ইশারায় একজন সিপাই তলোয়ার তুলে নিশ্চিন্তে এগিয়ে এল। 'আহম্মকের মত আলহামরা প্রবেশের দুঃসাহস দেখাবে এতটা বেকুব ভাবিনি তোমায়।'

'আলহামরার দাওয়াতের অর্থ যদি হয় ধোকা আর প্রতারণা, তবে এই দুঃসাহসে আমার আফসোস নেই।'

লা-জওয়াব হয়ে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'এ ধরনের আলোচনার উপযুক্ত স্থান এটা নয়। মহলের দরবার কক্ষই তোমার সম্মানের উপযুক্ত। ওখানে অনেকেই তোমার অপেক্ষা করছে। নিজের ভালোর জন্যই সিপাইদের হুকুম তামিল করবে, এ আশা আমার আছে।'

বেরিয়ে গেল আবু আবদুল্লাহ। সিপাইদের সংকীর্ণ বেষ্টনী ঘিরে ফেলল বদরকে। এক সিপাই নিয়ে এল হাত কড়া। বদর দুহাত প্রসারিত করে দিলেন নির্দ্বিধায়।

সিপাইদের কড়া পাহারায় চেরাগের আলোয় বিভিন্ন পথ ঘুরে দারুল আসওয়াদে প্রবেশ করলেন বদর। রাস্তায় প্রতি কদমে তিনি দেখলেন তরবারীর চমক। বদর বুঝতে পারলেন, পালানোর চেষ্টা না করাই সঠিক হয়েছে।

'আমাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমাকে।'

আবু দাউদের লৌহ বেষ্টনী থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করল রাবিয়া। আবু দাউদ

তাকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দিল।

'পাগলী মেয়ে, নিজের ইজ্জতের খেয়াল না থাকলেও কমপক্ষে আমার সাদা চুলগুলোর সম্মান করো। গ্রানাডার কোন মানুষের সামনেই মাথা তোলার কাবেল তুমি আমায় রাখোনি।'

নিজেকে গুছিয়ে বাবার দিকে তাকালো রাবিয়া। সহসা তার পায়ে পড়ে বলল, 'খোদার দিকে চেয়ে তার জীবন রক্ষা করুন। আমার জন্য না হলেও গ্রানাডার জন্য। নিজের জন্য না হলেও স্পেনের লাখো মজলুম নারীর জন্য। ওয়াদা করছি, তার নাম মুখে নেব না। আর না হয় আগুনে পুড়ে মরব। আলহামরার সবচাইতে উঁচু মিনার হতে লাফিয়ে পড়বো আমি।'

পাথরের মত ছিল আবু দাউদের দীল। তবু তার হৃদয় গভীরে মানবতার একটি শিখা টিমটিম করে জ্বলছিল, শত বদ খেয়ালও তা নিভাতে পারেনি। মানবতার সুর পয়দা করার তারগুলো ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তার দীলের। কিন্তু একটা তার বাকী ছিল তখনও। রাবিয়ার অশ্রু তাতে মৃদু কম্পন সৃষ্টি করল। দুনিয়ার জন্য সে ছিল খুনী, রক্ত পিপাসু। সে ছিল এমন নিষ্ঠুর রাজনীতিবিদ, যার মামুলী খায়েশ পূরণের জন্য মওতের দুয়ারে পাঠাতে পারতো হাজারো মানুষ। কিন্তু রাবিয়ার জন্য সে ছিল একজন পিতা। রাবিয়ার নিষ্পাপ হাসি তার দীলে মানবতার যে শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছিল হাজারো বদ খাসলাতও তা নিভাতে পারল না।

দ্বিতীয়বার ধাক্কা দিতে গিয়ে আবু দাউদ পিতৃস্নেহের ঐসব সোনার তারে আটকে রইল, যে তারগুলো ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না তার জন্য। তার পায়ে পড়ছিল রাবিয়ার ফোটা ফোটা অশ্রু। পিছনে সরতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার পায়ের সাথে লেগে রইল রাবিয়া। একটু ঝুঁকে রাবিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দু হাত ধরে ওপরে তোলার চেষ্টা করল সে।

বাপ বেটি দাঁড়াল মুখোমুখি। ক্ষণিকের জন্য আবু দাউদ অনুভব করল, রাবিয়ার চোখের চাহনীর সামনে তার জীবনের সব খাহেশই মূল্যহীন। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'রাবিয়া, হায়! যদি আমি জানতাম তার জন্য তোমার পাগলামী শেষ সীমায় পৌঁছেছে। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা আমি করব। কিন্তু ...'

আশান্বিত হয়ে রাবিয়া বলল, 'আব্বাজান, সব কিছুই পারবেন আপনি। তার মওত গ্রানাডার জন্য ধ্বংসই ডেকে আনবে।'

'গ্রানাডার ভয় আমি করি না। আমি শুধু তোমার অশ্রু বিন্দুর মূল্য দিতে চাই।'

একথা বলেই আবু দাউদ প্রবেশ করল পাশের কামরায়। আলমিরা খুলে ঔষধের শিশি বের করল। দু'তিন ফোঁটা ঔষধ পিয়ালায় ঢেলে রাবিয়ার পাশে এসে বলল, 'এ ঔষধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়। তোমার শরীর ভাল নেই।'

কম্পিত হাতে পেয়ালা নিল রাবিয়া। পিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তার জন্যও যদি এমন বিষের ব্যবস্থা করে থাকেন, তবে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করলাম। কিন্তু হায়! আপনার ক্ষতবিক্ষত অনুভূতির জন্য আমার মওতকেই যথেষ্ট মনে করে যদি স্পেনের মুসলমানদের শেষ ভরসা ছিনিয়ে না নিতেন।'

পেয়ালা ঠোঁটের নিকটে এনে বাবার দিকে তাকাল রাবিয়া। আচানক পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এল ইনজিলা। চিৎকার করে সে বলল, 'রাবু আপা! খোদার দিকে চেয়ে পান করো না।'

ছুটে এসে রাবিয়ার হাত থেকে পিয়ালা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু রাবিয়া এক ঢোক গিলে ছুঁড়ে মারল পিয়ালা।

'একি করলে তুমি রাবু আপা!' বলেই ইনজিলা জাপটে ধরল তাকে। পিতার দিকে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে বলল, 'এ বিষের এক পিয়ালা আমার জন্যও নিয়ে আসুন। এক বাপের ঘরেই আমাদের দুজনের জন্ম। একই হওয়া উচিত আমাদের পরিণাম।'

'তোমরা দু'জনে পাগল হয়ে গেছ। রাবিয়াকে ঘুমের ঔষধ দিয়েছি আমি। আমার সাধনার আশাপ্রদ ফলাফল না আসা পর্যন্ত ঘুম তাকে আরাম দেবে।' একথা বলেই হাত ধরে রাবিয়াকে বিছানায় বসিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল আবু দাউদ। দশ কদমও যায়নি সে। ইনজিলা ছুটে এসে ধরে ফেলল তার হাত। বলল, 'আব্বাজান, বাঁচাবেন ওকে? তাকে ছাড়া বাঁচবে না রাবু আপা।'

গম্ভীর কণ্ঠে আবু দাউদ বলল, 'ইনজিলা, নিজের হাতে যে কাঁটা পুঁতেছি তাই তুলতে যাচ্ছি। ভয় হয়, মকসুদ হাসিল হওয়ার পরিবর্তে নিজের হাতই আবার জখম না হয়। ঘুম না আসা পর্যন্ত রাবিয়াকে শান্তনা দাও।'

'কিন্তু আমি জানতে চাই, তাকে বাঁচাতে আপনার সব শক্তি নিয়োগ করবেন কি না?'

বিরক্ত হয়ে আবু দাউদ বলল, 'যাও ইনজিলা, আমায় পেরেশান করো না। রাবিয়া তোমার বোন কিন্তু আমি তার পিতা।'

রাবিয়ার কামরায় ফিরে এল ইনজিলা। তার দীল বার বার বলছিল, 'হায়! যদি আপনি পিতা হতে পারতেন।'

রাবিয়ার বিছানায় বসে তার সাথে মিশে গেল সে। ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠল রাবিয়ার চোখ। ঝিমুতে ঝিমুতে সে মাথা রাখল ইনজিলার কোলে। বলল, 'ইনজিলা, তাকে বাঁচানোর কোন উপায় থাকলে বেহুশ করার ঔষধ আমাকে দেয়া হতো না।'

শান্তনা দিয়ে ইনজিলা বলল, 'আমার বিশ্বাস, সীমান্ত ঈগলের ব্যাপারে ফয়সালা করতে কয়েকবার ভাববে ওরা। তার সিপাইরা গ্রানাডার প্রতিটি ইট ধ্বংস করে দেবে এই অনুভূতি নিশ্চয় আবু আবদুল্লাহর আছে।'

'এইটুকু বিবেক থাকলে পিতার বিরুদ্ধে কেন সে বিদ্রোহ করবে? সে নিশ্চয় জানে, এত সাধনার পরও গ্রানাডা ধ্বংস করতে প্রয়াসী হবে না সে।'

'কিন্তু গ্রানাডার জনগণ সীমান্ত ঈগলের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তারা তার মামুলী কষ্টও বরদাশত করবে না।'

'মূর্খ তুমি। আলহামরার উঁচু প্রাচীর জনগণের দৃষ্টির সামনে বিরাট বাঁধা। আলহামরার রহস্য আলহামরার ভেতরেই মিটে যাবে।'

'তবুও আমার মনে হয় সীমান্ত ঈগলের বিরুদ্ধে জীবনের ভয়ে হলেও ওমরার দল আবু আবদুল্লাহর বদ নিয়তের বিরোধিতা করবে।'

'জীবনের ভয়ে বরং আবু আবদুল্লাহ সেই জাতীয় বেঈমানদের ইচ্ছা পূরণ করবে, যারা ফার্ডিনেন্ডের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে গ্রানাডার আজাদী। গ্রানাডা হামলা করতে ফার্ডিনেন্ডের কোন ভয় থাকলে সে হল সীমান্ত ঈগলের ভয়। তার হত্যার পর গাদ্দার দল আশ্বস্ত হবে যে, বদরের সাথীদের প্রতিশোধ থেকে বাঁচাতে ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ এগিয়ে আসবে গ্রানাডা।'

নিরাশ হয়ে ইনজিলা বলল, 'আপা, আব্বাজান নিশ্চয়ই তাকে রক্ষা করবেন। তবুও মনে করো তিনি সফল না হলে কি করবো আমরা?'

চুপ করে রইল রাবিয়া। ঘুমের জড়তায় চোখ মুদে আসছিল তার। ইনজিলা আবার বলল, 'তুমি নিরাশ হয়ো না!'

চোখ খুলে তার দিকে চাইল রাবিয়া। আচানক বসে পড়ল সে। 'আমার ঈমান এমন এক সত্বার ওপর যিনি ইব্রাহীমকে অগ্নি সিন্ধু থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। হেরেম পর্যন্ত কি আমরা পৌঁছতে পারি না? আমার মন বলছে, রানী এবং আবু আবদুল্লাহর স্ত্রী আমাদের মদদ যোগাবে। আমি জানি, তারা তাকে সম্মান করেন। ভাবছি একথা এতক্ষণ কেন মনে হয়নি।'

ইনজিলা বলল, 'এখন হয়তো মহলের ফটকের পাহারাদার জেগে তার অপেক্ষা করছে। বন্ধ ফটক খুলতে আমার হারই যথেষ্ট। রানী এবং বেগমকে জানালে তারা বিরক্ত হবেন সীমান্ত ঈগলের খবর এত গুরুত্বহীন নয়। আল্লাহর শোকর, আম্মাজান গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।'

বিছানা থেকে ওঠে ইনজিলার সাথে দু'তিন কদম এগুলো রাবিয়া। অন্ধকার হয়ে এল দৃষ্টি। কেঁপে পড়েই যাচ্ছিল সে, ইনজিলা তাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, 'ঔষধের ক্রিয়া শুরু হয়েছে তোমার। যাচ্ছি আমি। সাফল্যের জন্য তুমি কেবল দোয়া করো।'

রাবিয়া ঘুম ঘুম আবেশে নিজের হার খুলে ইনজিলার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'এটাও নিয়ে যাও।'

গাদ্দার ও মুজাহিদ

বিভিন্নমুখী চিন্তার দ্বন্দ্ব নিয়ে আবু দাউদ এগিয়ে চলল আলহামরার ঐ কামরার দিকে, যেখানে তার ইচ্ছানুযায়ী বদরের সাথে ফয়সালা হচ্ছিল গ্রানাডার আজাদীর। পথ চলতে চলতে থেমে যাচ্ছিল সে। আবার কোন ফয়সালা না করেই এগিয়ে যাচ্ছিল সামনে। জীবনে এই প্রথমবার অনুভব করল, সহ্য শক্তি তার লোপ পেয়েছে। এক ঘন্টা

পূর্বেও উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করার সব পথ পরিষ্কার করছিল সে। বদরকে ধোকার জালে বন্দী করা ছিল তার জীবনের সবচে বড় সফলতা। তার বিনিময়ে ফার্ডিনেন্ডের কাছে চাইতে পারতো অনেক বড় এনাম। কয়েকদিন পূর্বে আবু আবদুল্লাহকে সে বলেছিল, 'সীমান্ত ঈগলের পায়ে জিঞ্জির লাগিয়ে আপনার খেদমতে পেশ করব।'

জওয়াবে আবু আবদুল্লাহ বলেছিল, 'বাতাসে উড়ে দেখালেও একথা আমি বিশ্বাস করবো না।'

কিন্তু আজ? আবু আবদুল্লাহ এবং তার সব সংগীদের তার ব্যক্তিত্বের সামনে শির নোয়াতে বাধ্য করেছে। তার বিশ্বাস ছিল, আজ আবু আবদুল্লাহ ও তার সংগীরা হবে তার হাতের পুতুল। তার গ্রানাডার মুকুট কব্জা করার স্বপ্ন রূপায়নের সময় এসেছে। তার জন্য আবু আবদুল্লাহ এমন রাজনৈতিক দাবার গুটি, দরকারের সময় যাকে হটানো কোন ব্যাপার ছিল না। তাকে মালাকায় হামলা করার জন্য অনুপ্রাণিত করে খোলা দরজায় সুযোগ দিতে পারত ফার্ডিনেন্ডকে।

কিন্তু রাবিয়ার কথা মনে হতেই চিন্তা স্রোত ভিন্ন ধারায় বইতে লাগল আবু দাউদের। 'আমার সব তৎপরতা কি রাবিয়া ও ইনজিলাকে দুনিয়ার সব নারীদের মধ্যে সম্মানিতা করার জন্য নয়? কিন্তু পাগলী রাবিয়া তাকে ভালবাসে। চির দিনের জন্য রাবিয়াকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে গ্রানাডার সুলতান হয়ে কি আমি সন্তুষ্ট হতে পারব? সীমান্ত ঈগলকে রক্ষা করার কি কোন পথ নেই? যাতে করে আমার ভবিষ্যত বিপদাপন্ন না হয়ে পড়ে।'

তার মস্তিষ্কে এ প্রশ্নের জওয়াব ছিল নেতিবাচক। সে জানত, বদরের কিসমতের ফয়সালা হবে আজ রাতেই। নিজের আশার কিল্লা ধ্বংস করা ছাড়া তার সাহায্যের জন্য কোন কথাই বলতে পারে না সে। সে ভাবল, তাকে বাঁচানোর চেষ্টা সফল হলেও আমার ওপর থেকে তার দীলের ঘৃণা দূর হবে না। রাবিয়ার স্বামী হয়েও আমার প্রতিটি খাহেশের বিরোধিতা করবে সে। আমার চলার পথে সে হবে এমন এক বাঁধার পাহাড়, যাকে ধ্বংস করা ছাড়া সামনে এগুনো সম্ভব নয়। তার জীবন সংগীনি হয়ে আমার কাছ থেকে দিন দিন দূরে সরে যাবে রাবিয়া। আমাদের মাঝে সৃষ্টি হবে দুস্তর পারাবার, যা পাড়ি দেয়া অসম্ভব। রাবিয়াকে সন্তুষ্ট করতে তার জীবন রক্ষা করলে জীবনের সব খাহেশ জলাঞ্জলী দিয়ে আত্মগোপন করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় থাকবে না। না, না, তা পারব না আমি। রাবিয়ার ব্যাপারে আমি এত পেরেশান কেন? কয় দিন হয়ত সে দুঃখ পাবে। আমি তাকে বুঝাবো। ফার্ডিনেন্ড ছাড়া স্পেনে যখন কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেনা, সম্রাট এবং গভর্ণরগণ আমার দস্তরখানে বসে যখন গৌরব বোধ করবে, কোন বাদশাহর রানী হয়ে রাবিয়া তখন তার তখতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। নিশ্চয়ই তখন সে অনুভব করবে, তার পিতা দুশমন ছিল না তার।

সব কটা দরজায় দাঁড়িয়েছিল পাহারাদার। মহলের দারোগা অভ্যর্থনা জানাল আবু দাউদকে। দরজা খুলে দিল তার জন্য। তাকে দেখেই সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াল মজলিশের সবাই। হাতের ইশারায় ওদের স্বাগতিক জওয়াব দিয়ে সে এগিয়ে গেল সামনে।

সিংহাসনের কাছে পৌঁছে ঝুঁকে আবু আবদুল্লাহকে সালাম করে খালি আসনে বসল সে।

ওমরাদের দুই সারি আসনের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন বদর। হাতে কড়া। ক্রোধে বিবর্ণ তার চেহারা। নিকটে বসা সরদারদের জিজ্ঞেস করে আবু দাউদ জানলো, কথা শেষ করেছেন বদর! সরদাররা আরো বললো, 'প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তার কথা ছিল সহ্যের বাইরে। আবু আবদুল্লাহকে সে বলেছে, 'তুমি বদবখত্‌ এবং বেকুফ! দু অবস্থায়ই আমি তোমাকে করুণার পাত্র মনে করি।'

ওমরা এবং ওলামাদল খানিকক্ষণ কানাকানি করলো। ক্রোধ, ভয় আর পেরেশানীতে আবু আবদুল্লাহ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল বদরের দিকে। সে বলল, 'আর একবার তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি, আমার হুকুমত মেনে নিলে কয়েকদিন নজরবন্দী রেখে ছেড়ে দেয়া হবে।'

'এর জওয়াব আমি দিয়েছি। বুযদিলের কাছে জীবন ভিক্ষা করি না আমি। যে খোদাদ্রোহী, যে কওমের গাদ্দার, যে পিতৃ দুশমন তার হুকুমত মেনে নিতে অস্বীকার করছি।'

বদরের দৃষ্টি পড়লো আবু দাউদের প্রতি। বললেন, 'আবু আবদুল্লাহ! তুমি নিজের আস্তিনে পুষছ সাপ। ভাবছ, এ সাপ শুধু তোমার দুশমনকেই ছোবল হানবে। সাপের স্বভাব সম্পর্কে জান না তুমি। সে কারো বন্ধু হতে পারে না। তুমি মনে করছো আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু যে তরবারী বহুবার ইসলামের দুশমনের খুনে রংগীন হয়েছে, তার কসম! আমার দীলে তোমার সাথে লড়াই করার খাহেশ থাকলে, আলহামরার দেয়াল আমার সেপাইদের পথ আটকাতে পারত না। বিভিন্ন ভাবে তোমাকে সঠিক পথে আনতে চাইছিলাম আমি। এ কারণেই তোমার এক সংগীর দাওয়াতে একাই তোমার মহলে চলে এসেছি। আমার ব্যাপারে যে কোন ফয়সালা তুমি করতে পার। তার অর্থ এই নয়, আমি অপরাধী। আর না আমি তোমায় কাজী হিসেবে মেনে নিচ্ছি। তোমার পিতা গ্রানাডার সুলতান। মর্মর পাথরের প্রাসাদের সোনার সিংহাসনে তিনি বসেন। এ জন্য তাকে আমি আমীর হিসেবে গ্রহণ করিনি। বরং ইসলামের নিকৃষ্টতম দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করার কারণেই শুধু তাকে সমর্থন করেছি। কিন্তু তুমি? তুমি ফার্ডিনেন্ডের হাতের পুতুল! তোমার হাতে হাত রাখব, কি ভাবে এ ধারণা করতে পারলে?'

নিকটে বসা সরদারের কানে কানে কিছু বলল আবু দাউদ। সে দাঁড়িয়ে বলল, 'মহামান্য সুলতান, অপরাধী এতোক্ষণ যা বলেছে; নিজকে এতে নিকৃষ্টতম শাস্তির যোগ্য করেছে সে। আমরা আশা করবো তাকে সাজার হুকুম শুনিয়ে দরবার মুলতবী করা হবে। অপরাধীর এ ঔদ্ধত্য আপনার জনবাজদের সহ্যের বাইরে।'

অন্য সব ওলামা এবং সরদাররা দাঁড়িয়ে এর সমর্থন জানালো।

'ঐ ব্যক্তির বদনসীব! এমন লোকদের সে প্রিয় মনে করে, জাতির শবদেহের উপর যারা উড়ন্ত গৃধিনী। তুমি তাদের সাহায্যে ভরসা করে নিজের সাথে গ্রানাডাকেও বরবাদ করে দিচ্ছ।' বললেন বদর।

দাঁড়িয়ে গেল আবু আবদুল্লাহ। ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'গ্রানাডা সালতানাতের

সাথে দুশমনীর অপরাধে বদর বিন মুগীরার জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছি। সূর্যোদয়ের পূর্বেই তাকে কোতল করা হবে।'

পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বদর। আলহামরার এ কামরায় আজ পর্যন্ত এমন অপরাধী আসেনি, যে দ্বিধাহীন চিত্তে শংকাশুন্য হাসিতে শুনেছে কোতলের পরওয়ানা! তার নীরব ভাষা বলছিল, সবসময় মৃত্যুর সাথেই খেলেছি আমি। তোমরা আমাকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করতে পার, কিন্তু ছিনিয়ে নিতে পারবে না মুখের হাসি। তরবারীর ছায়ায় আর তীরের বৃষ্টিতে এ হাসি আমি শিখেছি। অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্রুপের হাসি হাসবো তোমাদের বুযদিলী, ধোকা আর খুন পিয়াসের জন্য।

স্বাধীনচেতা এ দৃঢ় ব্যক্তিত্বকে দেখছিল আবু দাউদ। গ্রানাডার সিংহাসন মূল্যহীন মনে হল তার কাছে। দীলকে প্রশ্ন করল, দুনিয়ার কোন সম্পদ মানুষকে মওত সম্পর্কে এমন বেপরোয়া করতে পারে? কোন সে অনুভূতি? যা পেয়ে এরা হাসছে। আর রাবিয়া! বিষ ভেবে মুখে তুলে নিয়েছে ঔষধের পিয়ালা। কিন্তু কেন? এরা কি জীবন মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করেছে, না এরা জীবনের সঠিক সুখ থেকে বঞ্চিত। অষ্টপ্রহর যে আনন্দে থাকে মৃত্যুর বিভীষিকা, তাকে কি জীবনের সুখ বলা যায়। জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করল, মরণকে জয় করা দুনিয়ার সবচে বড় কামিয়াবী।

এ তার চরম বিজয়। এ বিজয় শুধু তাদেরই নসীব হয়, যারা মনে করে জীবন মৃত্যু শুধু আল্লাহর জন্য, আমার মত নিজের জন্য নয়। বদর শিখেছে আল্লাহর পথে লড়তে। তার কাছে খোদা কোন কাল্পনিক শক্তি নয় বরং একান্ত বাস্তব। সে বাস্তব শক্তির সাহায্যেই মওতের সামনেও সে পাহাড়ের মত অটল। হায়! আমি যদি মরণকে এমনি জয় করতে পারতাম? আলহামরার শাহী মহলকে আবু দাউদের কাছে মনে হলো মাটির ঢিবি।

সিংহাসন থেকে উঠে আবু আবদুল্লাহ চলে গেল পেছনের কামরায়। পাহারাদাররা বাইরে নিয়ে গেল বদরকে। সরদার এবং ওলামাগণ এ শানদার বিজয়ের জন্য হাদিয়া পেশ করল আবু দাউদের সামনে। কিন্তু তার মনে হলো, বদর তাকে বিদ্রুপ করছে।

এক গোলাম এসে বলল, 'সুলতান আপনার অপেক্ষা করছেন।'

খানিক পর। আবু আবদুল্লাহর সামনে এক সুন্দর কামরায় বসেছিল আবু দাউদ। বদরের সামনে যে দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসেছিল, আবু আবদুল্লাহর সান্নিধ্যে ধীরে ধীরে তা দূর হতে লাগল। গ্রানাডার নামেমাত্র সুলতান তাকে অতিমানব মনে করত। কামরায় প্রবেশ করলে সে এগিয়ে আবু দাউদের সাথে মোসাফেহা করে নুয়ে তার হাতে চুমু খেলো। তার সাথে কথা বলার সময় স্বাভাবিকের চাইতে একটু খোশামুদে ছিল আবু আবদুল্লাহর কণ্ঠ। যখন সে বলল, 'আজ থেকে আপনার প্রতিটি ইশারা হবে আমার জন্য হুকুম।' চাঙ্গা হয়ে উঠল আবু দাউদের ব্যক্তিত্ব। সে ভাবল, খানিক পূর্বের ভাবনাগুলো ছিল নিছক কল্পনা। এ জমিনের অধিকাংশ লোকই আবু আবদুল্লাহর জগতে বাস করে। দুনিয়ার লক্ষ মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান আমি। আবু আবদুল্লাহর মত লাখো ইনসানকে এক ইশারায় নাচাতে পারি। জাগতিক সাফল্যের পথ আমি পরিষ্কার করেছি।

এ পথ ধরেই চলব। প্রতিটি নতুন সফলতার সাথে বাড়বে আমাকে সম্মান করা লোকের সংখ্যা। জীবনের কোন সাধ পূরণ হয়নি, মওতের সময় এ তিক্ত আফসোস আমার থাকবে না। বদরের ব্যাপারে ভাবব না আমি। আমার দুনিয়া থেকে তার দুনিয়া ভিন্ন। তার সম্পর্কে ভাবলে পেরেশানী ছাড়া কিছুই পাব না আমি। আবু আবদুল্লাহর মত আহম্মক যেখানে, সেটাই আমার জগত। এদের মত লক্ষ জনের পথ প্রদর্শক আর শাসক হিসেবেই আমি পয়দা হয়েছি। মানুষের পাল হাকাতেই আমার জন্ম।

এ ভাবনার মাঝেই রাবিয়ার কথা স্মরণ হল তার। পেরেশান হতে লাগল সে। যখন সে জ্ঞান ফিরে পাবে, কি জওয়াব আমি তাকে দেবো? হতে পারে, অনুভূতির তীব্রতা ঔষধের ক্রিয়া থেকে বিরত রেখে হয়ত অজ্ঞান হতে দেয়নি তাকে। কি আমি বলব তাকে! ইনজিলাও জেদ ধরেছিল তার সংগী হতে। নিশ্চয় সে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। বোনের শোকে বিহবল হয়ে সেও আমায় পেরেশান করবে অশ্রুসিক্ত নয়নে।

আবু দাউদের মত আবু আবদুল্লাহও ছিল পেরেশান। মুসার কয়েদের সংবাদে যে মা এবং স্ত্রী তিন দিন খাদ্য স্পর্শ করেনি এ খবর হারেম পর্যন্ত পৌছলে তাদের অবস্থা কি হবে? আবু দাউদকে সে বলল, 'তাকে কোতল করার সাথে সাথে আমায় খবর দিতে দারোগাকে বলেছি। এ কাজের সমাপ্তি পর্যন্ত হারেমে প্রবেশ করা আমি ভাল মনে করি না।'

আবু দাউদ বলল, 'রাবিয়ার কাজে আপনি হয়তো পেরেশান হয়েছেন। এমনটি আমি আশা করিনি।'

কথার মোড় পাল্টাতে আবু দাউদ বলল, 'লাশের সৎকার না করে দারোগা আসবে না। এ সময় আমরা দাবায় মনোনিবেশ করলে ভাল হয় না?'

'আমার মনের কথা বলেছেন আপনি। কিন্তু এক শর্তে, রাতের অবশিষ্টাংশ এখানেই কাটাতে হবে আপনার।'

'আপনার সাথে দুপুর পর্যন্ত বসতে আমি প্রস্তুত।'

আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পথ ঘুরিয়ে বদরকে হাজির করা হলো এমন এক কুঠরীর সামনে শুধুমাত্র এ কাজেই যার দুয়ার খোলা হয়ে থাকে। তার সাথে আসা আটজন সেপাই ছাড়াও রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ছিল পাহারাদার। কুঠরীতে জ্বলছিল মশালের আলো। জল্লাদ অপেক্ষা করছিল তার। বদরের পক্ষ থেকে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই তাকে বধ্যস্থানে প্রবেশ করিয়ে দিল।

দারোগার ইশারায় সেপাইরা বাইরে চলে এল। কপাট বন্ধ করে সে বদরের দিকে ফিরে বলল, 'এ এক রসম। বিশ্বাস করুন, আপনার মৃত্যুর চেয়ে আর কারো মৃত্যুতে আমার এত আফসোস হবে না। আলহামরার দারোগা হিসাবে নয় বরং আপনার একজন সেবক হিসাবে জিজ্ঞেস করছি, মওতের পূর্বে এমন কোন খাহেশ আপনার আছে কি, যা আমি পূরণ করতে পারি?'

বদর জওয়াব দিলেন, 'আমি জানি কত অসহায় তুমি। আমার একটা খাহেশ সম্ভবতঃ তুমি পূরণ করতে পারবে। কোন দিন যদি আবু আবদুল্লাহকে, আবু দাউদ

অথবা তার কোন দোস্তের নির্দেশে হত্যা করতে হয়, তোমায় অনুরোধ করি, তার জন্য এ কুঠরী ব্যবহার করো না। তার খুন আমার খুনের সাথে মিশে যাক, তা আমি চাই না।'

'রাবিয়াকে কোন পয়গাম দিতে চান আপনি?'

'না, রাবিয়াকে কোন পয়গাম দেয়ার জন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজন নেই। আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মার পয়গাম সে শুনবে, তুমি তোমার কাজ শেষ করো।'

জল্লাদের দিকে চাইল দারোগা। জল্লাদ দীর্ঘ দশ বছরে এই প্রথমবার তার চোখে দেখল অশ্রু বিন্দু। দারোগার হাতের ইশারায় শানিত কৃপাণ তুলল সে। অন্য দিকে ফিরে চোখের পানি মুছতে লাগল দারোগা।

এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন তীব্র ভাবে দরজার কড়া নাড়ল। ক্ষিপ্রতার সাথে জল্লাদের হাত ধরে ফেলে দারোগা বলল, 'থামো'। নিজে দরজার কাছে গিয়ে বললো, 'কে?'

পাহারাদারের ক্ষীণ কন্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো, 'দরজা খুলুন।'

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলো সে। আলহামরার নাজেমে আলা, আবু আবদুল্লাহর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং ইনজিলাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে হয়রান হয়ে গেল। তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ক'জন হিজরা নওকর। আলহামরার নাযেম ভেতরে ঝুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমরা সময় মত পৌছেছি। বেগমরা সুলতানের সবচে' বড় দুশমনের কোতল স্বচক্ষে দেখতে চাইছিলেন।'

দারোগা বলল, 'বেগমদের খাহেশ তামিল করা আমার জন্য ফরজ। কিন্তু আমাদেরকে সুলতানের শাস্তি থেকে বাঁচানোর জিম্মা নিতে হবে আপনাদের।'

আবু আবদুল্লাহর মা কামরায় পা রেখে বললেন, 'এনামের আশা থাকা উচিত তোমার। আমার বেটা আজ এক বড় দুশমনের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আমার নওকররা শোন। যে সেপাইদের হুশিয়ারীর কারণে আমরা আমাদের দুশমনের ওপর জয়ী হওয়ার সুযোগ পেয়েছি তাদের প্রত্যেককে আমার তরফ থেকে এনাম দাও। আমার আর ছোট বেগমের পক্ষ থেকে তাদের এ অনুরোধ করবে, আমাদের আগমনের খবর যেন আবু আবদুল্লাহ জানতে না পায়। কথায় কথায় সে রেগে যেতে অভ্যস্ত।'

নাযেম, রানী, বেগম এবং ইনজিলা ভেতরে প্রবেশ করলে দারগা দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, 'আসামীর সাথে কোন কথা বলতে চান আপনারা?'

ভারাক্রান্ত আওয়াজে আবু আবদুল্লাহর মা বললেন, 'তুমিও কি তাকে অপরাধী মনে কর?'

দারোগা হয়রান হয়ে চাইতে লাগল তার দিকে। আবু আবদুল্লাহর মা নিজের গলার হার খুলে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এ হচ্ছে তোমার ইনাম।'

তার দেখাদেখি আবু আবদুল্লাহর স্ত্রীও জওহারের চুড়ি খুলে পেশ করল জল্লাদকে। বিমূঢ়ের মত জল্লাদ চাইতে লাগল দারোগার দিকে।

নাজেমের চোখের ইশারা পেয়ে দারোগা বলল, 'রানী, আপনি হুকুম করুন, কোন ইনামের লোভ ছাড়াই তা পালন করব। এ হার এবং চুড়ি আপনাদের কাছে রেখে দিন।'

আবু আবদুল্লাহর মা বললেন, 'সন্দেহ নেই আলহামরার বাদশাহী শান শওকত অতীত কাহিনী হয়ে গেছে! কিন্তু সুলতানের মা এবং স্ত্রী এত নিঃস্ব নন যে ওফাদারদের মামুলী এনামও দিতে পারবেন না। আমাদের বুঝতে দিওনা, আমারা গরীব। পাথরের কটা টুকরা আমরা সীমান্ত ঈগলের জন্য খরচ করতে চাই।'

নাযেম দারোগাকে বলল, 'সব ব্যবস্থা শেষ। এখন তাকে ছেড়ে দেবো কিনা এ কথাই কি ভাবছ?' হাবশীর প্রতি ইশারা করল দারোগা। এগিয়ে এসে বেগমের হাত থেকে চুড়ি নিয়ে নিল সে।

বদরের মুখ অন্য দিকে ফেরানো থাকলেও সব কথাই শুনছিল সে। সেই মহান সত্ত্বার জন্য তার চোখে জমা হচ্ছিল কৃতজ্ঞতার অশ্রু, যিনি কোন অবস্থায়ই ভুলে যান না তার প্রিয় বান্দাদের।

জল্লাদ বাঁধন খুলে দিল। বদর উঠে দাঁড়ালেন। ফিরে তাকালেন তার জীবনদায়িনীর দিকে। রানী এগিয়ে এসে বললেন, 'বেটা! আমাকে তোমার মায়ের মত মনে করো। আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি আমি। কিন্তু তুমি যদি একে উপকার মনে করো তবে সময় এলে প্রতিশোধ না নিয়ে আবু আবদুল্লাহকে ক্ষমা করে দিও।'

বদর বললেন, 'এখনো তাকে আমি ক্ষমার যোগ্যই মনে করি। আমি দেখেছি জাতির বেঈমানদের কাছে সে কত অসহায়।'

অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বেগম বললেন, 'প্রতিশ্রুতি দিন রাগ করে গ্রানাডাবাসীকে ছেড়ে চলে যাবেন না। শুধু গ্রানাডাই নয় বরং গোটা স্পেনের প্রতিটি মুসলমান নারী আপনাকে অতি আপন মনে করে।'

আবেগাপ্লুত হয়ে বদর বললেন, 'বোন আমার। গ্রানাডা ইসলামী স্পেনের শেষ আশ্রয়। আমি আর আমার সংগীরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এর হেফাজতের চেষ্টা করবো।'

রানী বললেন, 'এখন কথা বলার সময় নেই। ভয় হয়, আবু আবদুল্লাহর কোন সংগী এদিকে না এসে পড়ে। তোমার নিজের জিম্মায় তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আবু আবদুল্লাহ এ খবর পেলেও তার অনিষ্ট থেকে আমরা রেহাই পাব, এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। যতো দিন পর্যন্ত আবু আবদুল্লাহ এ কাজের জন্য লজ্জিত না হবে, মহলের এ সব বিশ্বস্ত কর্মচারীদের স্বার্থে তোমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে, নয়তো আত্মগোপন করতে হবে এদের। আর সালতানাতের গাদ্দারদের পদানত হবে আলহামরা।'

বদর বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বিশ্বস্ত কজন লোক ছাড়া আমার জীবিত থাকার খবর কেউ জানবে না। বিরাট এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার গোপন থাকা জরুরী।'

রানী বললেন, 'আল্লাহ তোমার সহায় হোন।'

এতক্ষণ ইনজিলা নীরবে তাকিয়ে ছিল বদরের দিকে। তার দিকে ফিরলেন বদর। চঞ্চল হয়ে এগিয়ে এল সে। স্বসংকোচে বলল, 'রাবিয়ার ব্যাপারে আপনি পেরেশান হবেন না। এখানে আসাতে তার একটু অসুবিধা ছিল।'

বেগম বললেন, 'আমরা ইনজিলার শোকরিয়া আদায় করছি। সঠিক সময়েই সে

আমাদের খবর দিয়েছিল।'

বদরের ঠোঁটে ফুটে উঠল কৃতজ্ঞতার হাসি। তিনি বললেন, 'ইনজিলা, তোমার ডাক্তার নিশ্চয়ই তোমার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবেন: তাকে কোন পয়গাম দিতে চাইলে দূতের দায়িত্ব পালন করতে পারি আমি।'

মুহূর্তের জন্য শরীরের সব রক্ত এসে জমা হলো ইনজিলার গালে। এই কুঠরীতে প্রবেশের পর তার সবচে বড় পেরেশানী ছিল যদি সে বশীরের সম্পর্কে কিছু বলতে পারতো। তার প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ আসবে এ আশা তার ছিল না। সে জানত, সুযোগ পেলেও তার ঠোঁট তার মনের কথা বলতে পারবে না। কিন্তু বদর যেন জান্নাতের বন্ধ দুয়ার খুলে দিল তার জন্য। সে বলল, 'তিনি আমার উপকার করেছেন, আমার পক্ষ থেকে এ রুমাল দেবেন তাকে।'

লজ্জা জড়িত পদে এগিয়ে একটি ছোট্ট লাল রুমাল বদরের হাতে তুলে দিল ইনজিলা। নারী সুলভ অভিজ্ঞতায় বেগমগণ বুঝে নিলেন অনেক কিছুই। এ জন্য চুপ রইলেন তাঁরা।

নাজিমের পরামর্শে লাশের খাটে বদরকে শুইয়ে দিয়ে ঢেকে দেয়া হল। দারোগা খুলে দিলেন কুঠরির দরজা। তিনজন নারী বেরিয়ে এলেন। দরজার কয়েক কদম দূরে পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে ছিল হিজড়া নওকরদের পাশে। স্বর্ণ মুদ্রা বন্টনে কার্পণ্য দেখাচ্ছিল তারা। বেগমদের আসতে দেখে তাড়াতাড়ি খালি করে দিল টাকার থলে।

দারোগা চুপচাপ দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। বেগমরা খানিকটা দূরে চলে গেলে বেরিয়ে এলেন তিনি। পাহারাদারদের বললেন, 'সুলতানের হুকুম, এর কোতলের খবর তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে। রানী এবং ছোট বেগম সুলতানকে না জানিয়ে তার অনুমতি ছাড়াই এখানে এসেছিলেন। সুলতান জানতে পারলে বেগমদের কিছু না বললেও আমাদের ক্ষতি হতে পারে।'

লাশ বহনের জন্য চার ব্যক্তিকে ভেতরে ডাকলেন তিনি। বাকীদের অনুমতি দিলেন চলে যেতে।

একটু পর। চারজন লোক বদরের খাটিয়া কাঁধে তুলে বেরিয়ে এল। কুঠরী পেরিয়ে একটা দেয়ালের সামনে থেমে গেল ওরা। এখান থেকে এগোবার কোন পথ নজরে পড়ছিল না। মশাল নাজেমের হাতে দিয়ে দেয়ালে লাগানো আংটা ঘুরালেন দারোগা। গর গর শব্দ করে বেরিয়ে এল এক সুড়ং। ধীরে ধীরে প্রশস্ত কপাটে রূপান্তরিত হল তা। এর সাথেই কানে ভেসে এল পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। দারোগার ইশারায় নাযেম প্রজ্জ্বলিত মশাল এক পাশে রেখে তার সাথে বেরিয়ে এলেন। সিপাইরা অনুসরণ করল তাদের। দারোগার কানে কানে নাযেম কিছু বললে দারোগা সিপাইদের লক্ষ্য করে বললেন, 'দীর্ঘদিন থেকে তোমরা আমার সংগী। এ জন্য তোমাদের কাছে কোন কথা লুকানো বিশ্বাসঘাতকতার শামিল হবে। এক গোপন রহস্য তোমাদের সামনে প্রকাশ করতে চাই আমি।'

দারোগাকে দ্বিধান্বিত দেখে এক সিপাই বলল, 'আপনি পেরেশান হবেন না। সে

গোপন রহস্যের ভেদ আমাদের কাছে উন্মুক্ত। আমাদের হৃদয়ে মরণ পর্যন্ত তা গোপন রাখবো। ভেংগে বলার প্রয়োজন নেই আপনার, লাশের পরিবর্তে এক জিন্দা মানুষ কাঁধে বহন করে এনেছি আমরা।'

নাজিমে আলা আশরাফির থলে বের করে সিপাইদের সামনে পেশ করে বললেন, 'তোমার আর তোমার সঙ্গীদের এনাম।'

সিপাইটি বলল, 'না, না! সীমান্ত ঈগল জিন্দা থাকা গ্রানাডাবাসীর জন্য সবচে বড় এনাম।'

কিছুক্ষণ পর নাযেম আর দারোগার জিদ এবং সংগীদের থলে গ্রহণ করার সম্মতিতে থলে গ্রহণ করল সে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দারোগা বললেন, 'আমরা তার জীবন রক্ষা করতে চাই অন্য পাহারাদারদেরও কি এ সন্দেহ ছিল?'

'না, ওদের অধিকাংশের খায়েশ ছিল, যদি রানীর মনে দয়া আসতো! রানীর কাছ থেকে এমনটি আমিও আশা করিনি। কিন্তু শবদেহের যাঁচপড়তাল করে স্বস্তি পেয়েছিলাম আমি। এক ফোটা রক্তও সেখানে ছিল না।'

নাযেম বললেন, 'এতোক্ষণে জল্লাদ এ ত্রুটি পূর্ণ করেছে।'

খাটের উপর থেকে চাদর একদিকে ছুঁড়ে মারলেন বদর। উঠে সামনে এগিয়ে বললেন, 'জিন্দাদের দুনিয়ায় পা রাখার জন্য সম্ভবত আপনাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই।'

দারোগা, নাযেম এবং সিপাইরা এগিয়ে মোসাফেহা করলেন তার সাথে। নাযেম বললেন, 'নদীর ঐ পারের একটু সামনে আমাদের সীমান্ত শেষ। নদীর পানি যেমন ঠান্ডা স্রোত তেমনি প্রচন্ড। বাহুর শক্তিতে ভরসা না হলে আমরা অন্য কোন ব্যবস্থা করবো। কিন্তু সময় খুবই কম।'

'ভাববেন না আপনারা। যে মহান সত্ত্বা আমার গর্দান থেকে জল্লাদের তরবারী সরিয়ে নিলেন, এ বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ থেকে তিনিই আমাকে বাঁচাবেন।'

নাযেম বললেন, 'বহুত আচ্ছা। খোদা হাফেজ। আজ আলহামরায় গোপন পথে প্রবেশ করলেন আবার গোপন পথে বেরিয়ে গেলেন। আমরা সেদিনের প্রতীক্ষা করবো যেদিন আলহামরার রাজফটক খুলে দেয়া হবে আপনার জন্য।'

'খোদা হাফিজ।' বলে নদীর দিকে এগিয়ে গেলেন বদর। নিঃশঙ্ক চিত্তে ঝাপিয়ে পড়লেন পানিতে।

নদীর ওপারে পৌঁছে ভেজা মাটিতে বসেই হাঁপাতে লাগলেন তিনি। আকাশে ছেড়া ছেড়া মেঘ। তারকারা খেলা করছে আসমান জুড়ে। ওঠার কথা মনে করতেই বদর শুনতে পেলেন কারো পদধ্বনি। সন্তর্পনে গাছের আঁড়ালে গা ঢাকা দিলেন তিনি। শুনতে পেলেন তাদের মধ্যে একজন বলছে, 'তিনি খুব দেরী করছেন, ভোর তো হলো প্রায়।'

'আমাদেরকে তার জন্য অপেক্ষা না করার কথাও' তো তিনি বলেছেন। সফল হতে পারলে দীর্ঘক্ষণ সেখানে থাকতে হতে পারে।'

'কিন্তু তিনি তো একথাও বলেছেন, অবস্থা বেগতিক হলে সংকেতের মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দেয়া হবে!'

'হয়ত সুযোগ হয়নি। আরো অপেক্ষা করতে চাইলে এখানেই দাঁড়ানো উচিত।'

'মনসুর!' বদর আওয়াজ দিলেন। তারা দুজন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বদরকে। অপর জন ছিল বশীর বিন হাসান।

সঙ্গীদের প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে বদর বললেন, 'চল এখান থেকে বেরিয়ে যাই।'

চলতে চলতে বশীরের কাঁধে হাত রেখে তার কানে কানে কি যেন বললেন বদর। সেই সাথে একটা ভেজা রুমাল গুঁজে দিলেন তার হাতে।

মনসুর বললেন, 'মনে হচ্ছে নিজের ইচ্ছায় ফিরেন নি আপনি?'

'তোমরা ঠিকই অনুমান করেছ।'

বশীর বললেন, 'বিপদ মুক্ত এলাকায় চলে এসেছি আমরা। এবার ঘটনার বর্ণনা শুরু করতে পারেন।'

চলতে চলতে সংক্ষেপে সব ঘটনা বললেন বদর। ক্রোশ খানেক চলার পর ঘন বাগান পেরিয়ে একটা বড় বাড়ীতে প্রবেশ করলেন তারা। তাদের আরো কতক সঙ্গী ঘোড়ার হেফাজত করছিল সেখানে। বদর বললেন, 'একটু পরেই তোমাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো আমি। পাঁচজন সিপাই আমার সাথে বনে নিয়ে যাবো। মনসুর, ভোর হলেই সুলতানের সিপাইদের মালাকা পাঠিয়ে দিও। এখনি তুমি আস্তানায় চলে যাও। বশীর! তুমি যাবে মালাকা। আল জাগল এবং আল জায়গারাকে বিস্তারিত ঘটনা বলে বলবে, কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকলে অনেক ভাল হবে। আবু আবদুল্লাহ এবং তার সঙ্গীরা কালবিলম্ব না করে ফার্ডিনেন্ডকে আমার মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছাবে। এতে অবিলম্বে হামলার জন্য প্রস্তুত হবে ফার্ডিনেন্ড। ময়দানে মোকাবিলা না করে পিছু হটে যেন আমার এলাকায় প্রবেশ করেন, আল জাগলকে এই পরামর্শ দেবে। তাদের ধাওয়া করলে আমরা ফার্ডিনেন্ডকে চরমভাবে পরাজিত করতে পারব।

আবু আবদুল্লাহর অনুমতি নিয়ে গ্রানাডাকে ঘাঁটি বানিয়ে মালাকার দিকে এগিয়ে যেতে পারে ওরা। তখন সুলতানের ফৌজ এগিয়ে সীমান্তে ওদের বাঁধা দেয়ায় চেষ্টা করবে। মামুলী লড়াইয়ের পর পিছু হটে যাবে তারা। সময় মত তাদের পথ দেখাতে আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। দু অবস্থায়ই মালাকার হেফাজতের জন্য অর্ধেক ফৌজ ছেড়ে দেয়ার তাগিদ তাদের অবশ্যই করবে।'

মুখোশধারী

বনে অগ্নিশিখার মত বদরের হত্যার সংবাদ ছড়িয়ে গেল। পৌঁছে গেল স্পেনের প্রতিটি অলি গলিতে। আবু আবদুল্লাহ চাইছিল এ খবর গ্রানাডার জনগণ পর্যন্ত না

পৌঁছুক। কিন্তু আবু দাউদের পরামর্শ হল, এ সংবাদ মশহুর হলে নিরাশ হয়ে যাবে আবুল হাসানের সাহায্যকারীরা। সুতরাং সীমান্ত ঈগলের হত্যার সংবাদ গ্রানাডার জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য কিছু লোককে দায়িত্ব দেয়া হল। বিশেষ দূত মারফত আবু দাউদ ফার্ডিনেন্ডকে জানিয়ে দিল, আবুল হাসানকে চূড়ান্ত আঘাত করার এটাই মোক্ষম সময়।

আবু আবদুল্লাহর ধারণায় বড় এক দুশমনের হাত থেকে নাজাত হাসিল করেছে সে। তা ছাড়া গ্রানাডায় সীমান্ত ঈগলের সিপাইদের উপস্থিতি তার জন্য কম পেরেশানীর কারণ ছিল না। যখন সে শুনল সীমান্ত ঈগলের সঙ্গীরা গ্রানাডার অবরোধ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, খুশীর অন্ত রইল না তার। দু তিন দিন পর সে খবর পেল আবুল হাসানের সংগ ছেড়েও তারা চলে যাচ্ছে। মহলে সে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিল, আর জাতির বেঈমানদের দিল এনাম।

ক'দিন পর ফার্ডিনেন্ডের দূত পৌঁছল তার কাছে। সে জানাল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্পেনের দক্ষিণ সীমান্তে পৌঁছে যাবে খৃষ্টান ফৌজ। ফৌজের বেশী অংশ সীমান্তের কবিলাগুলোর শক্তি চূর্ণ করার জন্য উত্তর এবং পূর্ব দিক থেকে শমির পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাবে। বাকী লশকর কাউস এবং খিরিশ থেকে অগ্রসর হবে পূর্ব দিকে। সিরানুবিদা পাহাড়ে মিলিত হবে এ দুই ফৌজ। এর পরই সাগর পাড়ের সবগুলো শহর কব্জা করে নেবে। ফার্ডিনেন্ড আবু আবদুল্লাহকে জানাল, 'ততোক্ষণে তুমি গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে মালাকা হামলা করে দিও। আশা করি এ সময়ের মধ্যে তুমি মালাকা জয় করে নিতে পারবে। যদি দুশমনের বাঁধা আমার ধারণাতিরিক্ত হয় আর তুমি যদি মালাকা কব্জা করতে না পার, তবে তোমায় মদদ করতে কাউসের গভর্ণর পৌঁছে যাবে।'

আবু আবদুল্লাহর ধারণায় বদরকে হত্যা করে ফার্ডিনেন্ডের পথের সকল কাঁটা পরিষ্কার করেছে সে। তার বিশ্বাস ছিল, ফার্ডিনেন্ড তাঁর ওপর যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে দেবে না। অন্ধের মত মালাকা হামলা করে দুশমনদের নাস্তানাবুদ করে দেবে। নিজকে স্পেনের একমাত্র শাসক হিসেবে ঘোষণা করে ফিরে যাবে সে।

ফার্ডিনেন্ডের প্রস্তাব শুনে পেরেশান হয়ে আবু দাউদকে সে প্রশ্ন করল, 'ফার্ডিনেন্ড কি জানেন না, বর্তমান পরিস্থিতিতে আলহামরার চার দেয়ালের অভ্যন্তরই হচ্ছে আমাদের জন্য নিরাপদ স্থান। বদর হত্যার পর গ্রানাডার জনগণ চরমভাবে বিরোধিতা করছে আমার। ফৌজের ব্যাপারে ভয় হচ্ছে, পিতার ওপর চড়াও হলে অনেকেই তার সাথে চলে যাবে।'

ফার্ডিনেন্ডের মনোবাসনা বুঝত আবু দাউদ। সে জানত আবু আবদুল্লাহকে তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না। তাকে দিয়ে এজন্যই মালাকা হামলা করাতে চান তিনি। পিতা পুত্রের মাঝের তিক্ততা যেন এদ্দুর পৌঁছে, যার কারণে মিলনের সব সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং সে জবাব দিল, 'ফার্ডিনেন্ড হয়তো চাচ্ছেন দুশমনের দৃষ্টি তিন দিকে নিবদ্ধ হোক। আপনি যুদ্ধে অমত করলে হয়ত তিনি আপনাকে সাহায্যের সংকল্প বদলে ফেলতে পারেন। বিলম্ব না করে তাই মালাকা হামলা করা উচিত আপনার।

দুশমনের সবচে বড় ভরসা সীমান্ত ঈগল এবং তার সংগীদের ওপর। সে সীমান্ত ঈগল আজ মৃত। তার সাথীরা চলে গেছে যার যার ঘরে। ফার্ডিনেন্ডের আগমনের পূর্বেই আপনি জয় করে নিতে পারবেন মালাকা। মালাকা বিজিত হলে দক্ষিণের সবগুলো কবিলার সরদাররা হবে আপনার অনুগত। এতে ফার্ডিনেন্ডের সাহায্য প্রয়োজন হবে না আপনার।'

'ফার্ডিনেন্ড ফৌজ যখন সীমানা বরাবর পা রাখবে শুধুমাত্র তখনই আমি মালাকা হামলা করতে পারি।'

'হুকুম হলে এ জওয়াব কি লিখে পাঠাবো?'

'হ্যাঁ। তবে আরো লিখবেন, বাদশাহ যেন এ খেয়াল না করেন, আমি মালাকা হামলা করতে ভয় পাই। আমি শুধু সাবধান থাকতে চাইছি।'

আবুল হাসান হয়ে পড়েছিলেন দৃষ্টিহীন আর পক্ষাঘাতগ্রস্থ। ওমরাদের পরামর্শেই ভাই আল জাগলকে স্থলাভিষিক্ত করলেন তিনি।

কার্ডিজ থেকে অসংখ্য ফৌজ নিয়ে বেরিয়ে এল ফার্ডিনেন্ড। ছাউনি ফেলল কর্ডোভার কাছে। মুসলমানদের সর্বশেষ প্রতিরক্ষা দূর্গে চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিতে লাগল। গ্রানাডার দক্ষিণ পূর্বের শহরগুলো বরবাদ করে সিরানুবিদা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসার হুকুম পাঠাল শিরিশ, সেভিল এবং কাউসের খৃষ্টান ওমরাদের। একজন অভিজ্ঞ জেনারেলের নেতৃত্বে বাকী ফৌজ উত্তর পূর্ব দিকে সীমান্তের কবিলাগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য পাঠিয়ে দিল।

বদর বিন মুগীরার আজাদ এলাকায় প্রবেশ করল ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ! ছোটখাট দু একটা সংঘর্ষ ছাড়া বড় ধরণের কোন বাঁধার সম্মুখীন হয়নি ওরা। পথের অনেক বস্তি বরবাদ করল খৃষ্টানরা। সীমান্ত অঞ্চলের জমিন পেরিয়ে বীর বিক্রমে এগিয়ে চলল। এক বিরাট কেল্লা কব্জা করে সিপাহসালার একদিন সিপাইদের বলল, 'বাহাদুর সিপাইরা। এই সেই এলাকা, সীমান্ত ঈগলের অনুমতি ছাড়া একটা পাখীও যেখানে উড়তে পারেনি। বিদ্রোহীদের সেই নেতা আজ আর নেই। চূর্ণ হয়ে গেছে ওদের শক্তি-সাহস। সম্রাটের ধারণা ছিল কঠিন বাঁধার মোকাবেলা করতে হবে আমাদের! অথচ অশ্ব খুরের আওয়াজ শুনলেই পালিয়ে যাচ্ছে ওরা। আমাদের তরবারী খুন পিয়াসী! কিন্তু মালাকা পৌঁছা পর্যন্ত এ পিপাসা মিটবে না হয়তো। পথে বিশ্রাম না করেই আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। কাউস থেকে মালাকার দিকে যারা রওনা করেছে আমাদের আগে যেন পৌঁছতে না পারে ওরা।

পরদিন। একটা বন অতিক্রম করতে গিয়ে তারা ধারণাতীত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। এক হাজার সওয়ার আচানক পিছনের ফৌজে হামলা করে বসল। প্রায় তিন হাজার ব্যক্তিকে মৃত্যুর পথ দেখিয়ে ওরা গায়েব হয়ে গেল জঙ্গলে। ছোটখাট হামলা করে করে দুশমনকে এমন বিপজ্জনক ঘাঁটি আর পাহাড় কুচিতে নিয়ে এলো ওরা, যার

প্রতিটি উপত্যকা ছিল তাদের জন্য অভাবনীয় বিপর্যয়ের। এ ছিল বদরের সবচে বড় সাফল্য। অভিজ্ঞ অফিসার রাস্তা পরিবর্তনের পরামর্শ দিল সিপাহসালারকে। সে তখন শক্তিমত্ত। সিপাইরা স্বভাবত এমনি পরিবেশে সাবধানেই পা ফেলতো। কিন্তু সিপাহসালারের মত তারাও বুঝে নিয়েছিল সীমান্ত ঈগলের মৃত্যুর পর বিদ্রোহী কবিলাগুলোর দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে। কালো মুখোশধারীর নেতৃত্বে হাজার খানেক সওয়ার যথেষ্ট ক্ষতি করেছে ওদের। কিন্তু লড়াই না করেই ওরা এগিয়ে যাবে এ ধারণাও ওদের ছিল না।

পরদিন সন্ধ্যা। সীমান্তের সওয়ারীদের ধাওয়া করে সংকীর্ণ উঁচু নিচু ঘাটি পেরিয়ে ওরা পৌঁছল উপত্যকায়। সামনে উঁচু পাহাড়। সিপাহসালার ফৌজকে নির্দেশ দিল ছাউনি ফেলতে। সামান্য কিছু সিপাইকে পাহারায় রেখে ঘুমিয়ে পড়লো সবাই। আচানক রাতের তৃতীয় প্রহরে শোনা গেল পাহারাদারদের চিৎকার। ভয় পেয়ে সিপাহসালার চোখ কচলাতে কচলাতে খিমা থেকে বেরিয়ে এল।

চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল চিৎকার ধ্বনি। অনেকগুলো খিমা জ্বলছে আগুনে। খৃষ্টান ফৌজ তরবারী তুলে নিল হাতে। শুরু হল তীর বৃষ্টি। আগুনের রোশনীতে হামলাকারীদের তীরের শিকার হল হাজার হাজার সিপাই। ফৌজকে অন্ধকারে আশ্রয় নেয়ার হুকুম দিল সিপাহসালার। প্রজ্জলিত খিমা থেকে অন্য দিকে সরে যেতে লাগল সিপাইরা। আচানক চারদিক থেকে ভেসে এল আল্লাহু আকবার ধ্বনি। হামলাকারীরা নিচে নেমে ভীত সন্ত্রস্ত খৃষ্টান ফৌজে চড়াও হল এবার। পরস্পরের তলোয়ারে হতাহত হতে লাগল খৃষ্টান সিপাইরা।

সিপাহসালার হামলাকারীদের সৈন্য সংখ্যা অল্প মনে করে চারদিক থেকে পাহাড় কব্জা করার হুকুম দিল ফৌজকে। কিন্তু পাথর আর তীর বৃষ্টিতে এগুতে পারল না ওরা। অফিসাররা সিপাইদের সম্পর্কে আর সিপাইরা অফিসারদের ব্যাপারে বেখবর রইল ভোর পর্যন্ত। গাছ আর পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ওরা জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। হামলাকারীরা খৃষ্টানদের অনেকগুলো ঘোড়া ছিনিয়ে সওয়ার হয়েছিল তাতে। বাকী গুলোর রশি কেটে দিলে ভয়ে মাঠের দিকবিদিক ছুটতে লাগল সেগুলো। ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষে গেল অনেক সিপাই।

ভোরের আলো ফুটে ওঠল। খৃষ্টানরা দেখল তাদের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে প্রতিপক্ষ যুদ্ধ করছে। সিপাহসালার ভেবেছিল ভোরেই হয়ত হামলাকারীরা ফেরার হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের জোশ দেখে বুঝতে পারল, ফয়সালামূলক লড়াইয়ের জন্য এ উপত্যকাই ওরা নির্বাচন করেছে। ময়দানে লাশের পরিমাণ ছিল খৃষ্টানদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। হামলাকারীদের তুলনায় ময়দানে খৃষ্টানদের সিপাই তখনও পাঁচগুণ বেশী। কিন্তু সওয়ারীদের একের পর এক হামলায় ময়দান থেকে ওদের পা সরে গিয়েছিল।

লড়াইয়ের গতি কমিয়ে পিছু হটার ফয়সালা করলেন সিপাহসালার। উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এক সংকীর্ণ ঘাঁটিতে পৌঁছে দুশমনের নেযা হামলা থেকে নিরাপদ ভাবলো নিজেদের। কিন্তু এখানেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা নসীব হলো না তাদের। আরেকবার শোনা গেল পাহাড়ের আঁড়ালে লুকিয়ে থাকা মুজাহিদদের আল্লাহু

আকবারের নারা। আবার শুরু হল তীর আর পাথরের বৃষ্টি। একটা তীর সিপাহসালারের মাথায় লাগলে পড়ে গেলেন তিনি। তার মৃত্যুর সাথে সাথেই সাহস হারিয়ে ফেলল সিপাইরা। নায়েবে সালার ফৌজকে ক্ষিপ্র গতিতে এ ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে যাবার হুকুম দিল। তীর আর পাথর বৃষ্টি থেকে বেরিয়ে এক সমতল উপত্যকায় পৌঁছে ওরা হিসাব করে দেখল ফৌজ। পঁচিশ হাজারের মধ্যে মাত্র আট হাজার রয়েছে তাদের সংগে। পিছন থেকে দুশমনের ধাওয়ার ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগও পেল না সিপাইরা।

দুই ক্রোশ চলার পর এক ঘন বনে প্রবেশ করছিল ফৌজ। গাছের আড়াল থেকে প্রায় এক হাজার সওয়ার বেরিয়ে এল। প্রথম হামলার আঘাতেই খৃষ্টানদের ছিন্ন ভিন্ন করে দিল ওরা। এদের সাথে ছিল সেই কালো মুখোশধারী। যাকে জিন্দা পাকড়াও করার খায়েশ খৃষ্টান সিপাহসালারকে এই বিপদজনক স্থানে নিয়ে এসেছিল। দু'হাজারের মত সিপাই জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচল, বাকীরা খানিকক্ষণ মোকাবিলা করে ছেড়ে দিল হাতিয়ার।

আল জায়গারাকে মালাকার হেফাজতে নিয়োজিত করলেন আল জাগল। নিজে পাঁচ হাজার জানবাজ ফৌজ নিয়ে কর্ডোভা, সেভিল, কাউস এবং উত্তর পশ্চিম এলাকার বিভিন্ন শহরের অসংখ্য ফৌজের সাথে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করে পিছু হটে সিরানুবিদার পাদদেশে পৌঁছে সীমান্ত ঈগলের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঈগল উপত্যকার সিপাহসালারের সাফল্যের আশাব্যাঞ্জক খবর পৌঁছতে লাগল ফার্ডিনেন্ডের কাছে। আল জাগল সিরানুবিদার দিকে হটে গেছেন, এ সংবাদ পেয়ে দু ফৌজের সিপাহসালারকে সাগর পারের শহরের রোখ বাদ দিয়ে দু'দিক থেকে আল জাগলকে ঘিরে ফেলার হুকুম দিলেন তিনি। এর সাথে আবু আবদুল্লাহকে পয়গাম পাঠালেন অবিলম্বে মালাকা হামলা করার জন্যে।

মালাকার অধিকাংশ ফৌজ আল জাগলের সাথে। আল জায়গারা অল্প সংখ্যক সিপাই নিয়ে মালাকার হেফাজত করছেন এ খবর পেয়েছিল আবু আবদুল্লাহ। সুতরাং বিজয় নিশ্চিত ভেবে মালাকা চড়াও হল সে। ফার্ডিনেন্ডের কেনা গোলামরা ছাড়াও যারা স্পেনে মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাশ ছিল, আর বেঁচে থাকার জন্য খুশী করতে চাইছিল ফার্ডিনেন্ডকে, তারাও শরীক হল এ লড়াইয়ে।

যেদিন ফৌজ নিয়ে গ্রানাডা থেকে বেরলো আবু আবদুল্লাহ তার আগের দিন ঈগল উপত্যকায় ধ্বংস হয়েছিল ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ। এর তিনদিন পরেই সীমান্ত ঈগলের জানবাজরা জমায়েত হল আল জাগলের ঝান্ডার নিচে। দুশমনের সংখ্যাধিক্যে আল জাগলের ফৌজ ছিল ভীত। কিন্তু শানদার বিজয়ের খবর শুনে ওদের হিম্মত বেড়ে গেল। আল জাগল বদর এবং মনসুরকে নিয়ে তার আস্তানার আশপাশের চৌকিগুলোর পর্যবেক্ষণ করলেন। বদর বেঁচে আছেন, তার ঘনিষ্ট সঙ্গীরা ছাড়া কেউ জানতো না এ খবর। আল জাগলের সাথে সিপাইরা এক কালো মুখোশধারীকে দেখছিল, ভাবল, বদর চলে যাবার পর কুদরত একজন নতুন সাহায্যকারী পাঠিয়েছেন। ছাউনি থেকে খানিক দূরে ছিল তার আস্তানা। আল জাগলের বাছাই করা যে ক'জন অফিসার বদর সম্পর্কে জানতো, তারা ছাড়া অন্য কারো এযাজত ছিল না সেখানে যাওয়ার।

আল পিকরার জংগী কাবিলাগুলো দলে দলে জমায়েত হতে লাগল আল জাগলের ঝান্ডার নিচে। দীর্ঘদিন পর ঈগলের উপত্যকায় মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার সুযোগ পেল তারা। বদরের স্থলাভিষিক্ত মনে করতো তারা মনসুর বিন আহমদকে। ওদের নেতৃত্ব মনসুরের হাতে সোপর্দ করার দরখাস্ত করল আল জাগলের কাছে। মনসুর বদরের পরামর্শ অনুযায়ী যুদ্ধের নক্সা তৈরী করলেন। কবিলার মুজাহিদদের সব কটা পথে ছড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'খৃষ্টান ফৌজ এগিয়ে এলে পিছু হটার রাস্তা যেন বন্ধ করে দেয়া হয়।'

এই লশকর ঈগলের উপত্যকায় হামলাকারী ফৌজের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর ছিল। সিরানুবিদার পাদদেশে ছাউনি ফেলে সিপাহসালারের পয়গামের অপেক্ষা করল পাঁচদিন পর্যন্ত। কিন্তু কবিলার মুজাহিদরা রাতের আঁধারে বিচ্ছিন্ন হামলা করে তাদের এগিয়ে যেতে বাধ্য করল।

তিনদিন চলার পর পথে কিছু বস্তি জ্বালিয়ে এবং কিছু নারী পুরুষ বন্দী করে এক বিপজ্জনক এলাকায় প্রবেশ করল ফার্ডিনেন্ড। সেখানে সীমান্ত ঈগল বেকারার হয়ে অপেক্ষা করছিলেন তার।

বাছাই করা এক হাজার জানবাজ সাথে নিয়ে বদর ওদের অগ্রবর্তী বাহিনীর ওপর হামলা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করে ওরা গা ঢাকা দিলেন পাহাড়ে। খৃষ্টান সিপাহসালার অবস্থা আন্দাজ করল। পিছন দিক থেকে কবিলাগুলোর হামলার খবরও পেল। নিয়মিত লড়াইয়ের জন্য এ স্থানটি ছিল সংকীর্ণ। ফৌজকে ক্ষিপ্রতার সাথে এগিয়ে যাবার হুকুম দিল সিপাহসালার। ঘাঁটি পেরুলেই পাহাড়ের ঢাল। আরেকটু এগিয়েই ছিল উপত্যকা। পিছু হামলার ভয়াবহতা অনুমান করে সিপাহসালার উপত্যকায় অবস্থানের ফয়সালা করল। প্রায় দুমাইল দূরে গিয়ে এ উপত্যকার প্রান্ত মিশেছে এক বিস্তীর্ণ অরণ্যের সাথে। অপর দিকে দু'পাহাড়ের মাঝে দেখা যাচ্ছিল একটা সংকীর্ণ পথ। পথের আশপাশ জুড়ে এমন জংগল, যা পরিষ্কার করে দুশমনের ওপর চূড়ান্ত হামলা করা ছিল অসম্ভব।

পিছন দিকে ঐ পাহাড়ের ঢাল, যা পেরুলে আর একবার সংকীর্ণ ঘাঁটি মাড়াতে হবে। এ পথ পাড়ি দিয়ে যথেষ্ট লোকসান ওদের হয়েছে। সে জানত, পিছন ফিরলেই লুকিয়ে থাকা সিপাইরা পাহাড়ে পৌঁছে তাদের পথ রোধ করবে। নিরুপায় হয়ে ডানে মোড় নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। উপত্যকা সংকীর্ণ হয়ে এলেই পদাতিক সিপাইরা দুশমনের তীর আর পাথর থেকে সওয়ারীদের রক্ষা করতে দুপাশের পাহাড়ে উঠে যেত। উপত্যকা প্রশস্ত হয়ে এলে মিশে যেত সওয়ারদের সাথে। এভাবে চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত। পথে আর কোথাও কোন বিপদ ঘটেনি।

রাত নেমে এল। ছাউনি ফেলার মতো উপযুক্ত কোন স্থান সিপাহসালারের নজরে এল না। রাতের আঁধারেও খানিকক্ষণ চলল ওরা। সংকীর্ণ হয়ে এল উপত্যকা। দু পাশে উঁচু পাহাড় দৃষ্টিগোচর হল। ভীষণ অন্ধকারে পাথরের সাথে টক্কর খেতে লাগল ঘোড়ার পা। কোন কোন অফিসার সিপাহসালারকে পরামর্শ দিল, 'আল্লা মালুম এ উপত্যকা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। হয়ত আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছে যাব, যেখান থেকে

বেরোবার কোন পথ পাবো না। অথবা সীমান্ত ঈগলের জানবাজরা সেখানে আমাদের অপেক্ষা করছে। আমরা পিছনে ফিরে গেলেই সবচে ভাল হয়। আর না হয় ঘোড়াগুলো ময়দানে ছেড়ে পাহাড়ে উঠে যাবো। অযাচিত কোন হামলা এলেও আমাদের ততো ক্ষতি করতে পারবে না ওরা। ফিরে যেতে চাইলে ভোরের আলোয় পদাতিক সিপাইরা পাহাড়ে উঠে আমাদের হেফাজত করতে পারবে।'

ওরা এভাবে আলোচনা করছে। ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত হল একটা পাথর। অন্ধকারে চোখ বড় বড় করে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলো এ ওর দিকে। একটু বিরতি দিয়ে এবার শুরু হল পাথর বৃষ্টি। চারদিক থেকে ভেসে এলো যখমীদের চিৎকার। এর সাথে এলোপাথাড়ি পাথর বৃষ্টি বাড়তেই থাকলো। ফৌজকে পিছু হটার হুকুম দিলেন সিপাহসালার। কিন্তু কমল না পাথর বৃষ্টি। পাথরের আওয়াজ, যখমীদের চিৎকার আর ঘোড়ার হ্রেস্বা ধ্বনিতে ময়দানে কিয়ামত হয়ে গেল। মুজাহিদরা পাহাড়ের ওপর থেকে প্রচন্ড শব্দে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলল।

ফৌজকে সমূহ ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য ঘোড়া ছেড়ে পাহাড়ে আরোহন করার হুকুম দিল সিপাহসালার। কিন্তু এ হাঙ্গামায় অল্পই তার এই হুকুম শুনতে পেল। যারা এই হুকুম তামিল করার চেষ্টা করল, তারা সহসাই বুঝে নিল এই পাথুরে পাহাড়ে আরোহন করা সহজ নয়। অধিকাংশ সওয়ার প্রশস্ত ভূমিতে পৌঁছার জন্য ঘোড়ার বাগ ফিরিয়ে দিল। ভোর পর্যন্ত ময়দানে হাজারখানেক ফৌজ ধ্বংস হলো পাথরের আঘাতে। পাহাড়ে চড়ে পালিয়ে বাঁচলো পাঁচ হাজারের মতো। সফর শুরু করার স্থানে পৌঁছেছে বাকী ফৌজ। কিন্তু বিশ্রামের মওকা পেলনা তারা। বন থেকে বেরিয়ে এল তাজাদম সওয়ার। এদের সিপাহসালারের হাতে ছিল গ্রানাডার ঝান্ডা। দেখতে দেখতে ঘোড়া ছুটিয়ে খৃষ্টান ফৌজের মাথার ওপর এসে পড়ল তারা। খৃষ্টানদের সংখ্যা তখনও কম নয়। পূর্ণ সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করল ওরা।

কিন্তু কালো মুখোশধারীর নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সওয়ার নেমে এল পাহাড় থেকে। তাদের ঝান্ডায় ছিল ঈগলের ছবি আঁকা। প্রথম আঘাতেই ওরা দুশমনের কাতার ছিন্নভিন্ন করে দিল। ইসলাম জিন্দাবাদ, গ্রানাডা জিন্দাবাদ, আল জাগল জিন্দাবাদ এবং সীমান্তের মুজাহিদ জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হল আকাশ বাতাস। ফার্ডিনেন্ড ফৌজের তিন হাজার সওয়ার পালিয়ে গেল জঙ্গলে। হাতিয়ার ফেলে দিল অন্য সবাই। কয়েদীদের মধ্যে দুহাজারেরও বেশী ছিল নাইট এবং ফৌজি অফিসার।

প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য মালাকা রওনা করল আবু আবদুল্লাহ। সে শুনেছিল মালাকা ছেড়ে আল জাগল পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। মালাকার হেফাজতের জন্য রয়েছে সামান্য ফৌজ। কিন্তু শহর থেকে বেরিয়ে তার মোকাবেলা করল আল জায়গারা। তার ফৌজ ছিল খুব সামান্য। তবুও আবু আবদুল্লাহর ভাড়াটে সিপাইদের সাথে অত্যন্ত জোশের সাথে লড়াই করল ওরা। ফৌজ যখন মুখোমুখী, নিজের ফৌজের উদ্দেশ্যে এক বিপ্লবী বক্তৃতা দিলেন আল জায়গারা।

'মুজাহিদরা,

দুশমন তোমাদের চাইতে বেশী। কিন্তু মনে রেখো, গাদ্দার কখনো বাহাদুর হতে

পারে না। এ লড়াই তোমাদের অস্তিত্বের লড়াই। ময়দানে তোমরা পরাজিত হলে মালাকায় আবু আবদুল্লাহর মাধ্যমে ফার্ডিনেন্ডের ঝান্ডাই উড্ডীন হবে। খোদার সাহায্যের ভরসা করো। জাতির বেঈমান আর ভাড়াটে সিপাই তোমাদের মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারবে না। ফার্ডিনেন্ডই হচ্ছে আবদুল্লাহর সবচে বড় নির্ভরতা। কিন্তু তোমরা এ সংবাদ শুনেছ ঈগলের উপত্যকায় তার অর্ধেক ফৌজ অল্প কজন মুজাহিদের হাতে চরমভাবে পরাজিত এবং বরবাদ হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ আজ অথবা কাল তোমরা শুনবে, তার বাকী ফৌজও সিরানুবিদায় ধ্বংস হয়ে গেছে। মুজাহিদ এগিয়ে চলো। আজ বিজয়ী হিসেবে আল্লাহ যাদের নির্বাচন করেছেন, তারা তোমরা ছাড়া আর কেউ নও।'

আবদুল্লাহ আর তার অধিকাংশ সংগী শহর অবরোধের খাহেশ নিয়ে এসেছিল। আল জায়গারার মতো সাবধানী ব্যক্তির সাথে খোলা ময়দানে শক্তি পরীক্ষা ছিল তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

ঘোড়া ছুটিয়ে ময়দানে নামলেন আল জায়গারার ফৌজের এক সওয়ার। বুলন্দ আওয়াজে তিনি বললেন, 'মুসলমান শুধু হকের জন্যই লড়াই করে। সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত তোমাদের কেউ ভেবে থাকলে তাকে মোকাবেলার দাওয়াত দিচ্ছি। আর যদি তোমরা নিশ্চিত জানো যে তোমরা সত্যের পথে নেই, তাহলে এটুকুও জেনে রাখ যে, তোমরা কিছুতেই আমাদের সামনে টিকতে পারবে না। খবরদার, ফার্ডিনেন্ডের সাহায্যের ভরসা করে কেউ এগিয়ে আসবে না। তার অর্ধেক ফৌজ বরবাদ হয়ে গেছে ঈগলের উপত্যকায়, সিরানুবিদায় আমাদের সালারে আজমের বেষ্টনীতে এসে গেছে তার বাকী ফৌজ। আবু আবদুল্লাহ, এরপরও যদি লড়াই করতে চাও, নিজেই ময়দানে এসো। তোমার পরিণতি হয়তো গোমরা লোকগুলোকে সঠিক পথ দেখাবে।'

নিজের সিপাইদের দিকে তাকাল আবু আবদুল্লাহ। নিরাশায় ছেয়ে আছে তাদের চেহারাগুলো। সে বললো, 'মিথ্যে কথা। ওর কথা বিশ্বাস করো না তোমরা। কোন শক্তিই ফার্ডিনেন্ডকে পরাভূত করতে পারে না।'

আবু আবদুল্লাহর ইশারায় এক বারবারী সরদার ঘোড়া হাকিয়ে এগিয়ে গেল। নেযা উঠালো মালাকার মুজাহিদ। ঘোড়া সহ এক চক্কর দিয়ে হামলা করল তাকে। আবু আবদুল্লাহর ফৌজ দেখল জমিনে পড়ে তড়পাচ্ছে বারবারী সরদার।

আল জায়গারার ফৌজ শুধু ইশারার অপেক্ষা করছিল। নেযা উঁচিয়ে আল্লাহু আকবর নারা তুললেন তিনি। মালাকার মুজাহিদরা বজ্রের মত ফেটে পড়ল আবু আবদুল্লাহর ফৌজের উপর।

এক ঘন্টা পর জাতির বেঈমানরা ময়দানে চারশো লাশ রেখে গ্রানাডার দিকে পালিয়ে গেল। আল জায়গারা পিছু ধাওয়া করলেন তাদের। কিন্তু মালাকা অরক্ষিত ভেবে কিছু দূর গিয়ে ফিরে এলেন তিনি।

আবু আবদুল্লাহ গ্রানাডা পৌছার পূর্বেই শহরের অধিবাসীরা সিরানুবিদা এবং ঈগলের উপত্যকায় মুসলমানদের শানদার বিজয়ের খবর পেয়েছিল। বাজার আর শহরের অলিগলিতে চলছিল বিজয়ের আনন্দ মিছিল। মসজিদে মসজিদে আল জাগলের

দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করছিল কেউ কেউ। চৌরাস্তায় জমায়েত হয়ে সীমান্তের জানবাজ আর কবিলার মুজাহিদদের শানে কাসিদা শুনছিল অনেকে।

আবু আবদুল্লাহ আলহামরা প্রবেশের সাথে সাথে তার পরাজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ল শহরময়। লোকেরা জমায়েত হতে লাগলো আলহামরার সামনে। পাহারাদার বন্ধ করে দিল কপাট। আবু আবদুল্লাহ মহলে ঢুকতেই নাযেম বলল, 'দু স্থানেই খৃষ্টান ফৌজের পরাজয়ের সত্যতা আমি যাচাই করেছি। ফার্ডিনেন্ড ফৌজের ক'জন পরাজিত সিপাই পালিয়ে গ্রানাডার পাশের বস্তিতে পৌছেছে। বস্তির সরদার আমার কাছে নিয়ে এসেছিল তাদের। ঈগলের উপত্যকায় বরবাদ হওয়া ফৌজের একজন এদের সাথে ছিল। অন্যরা সিরানুবিদায় আল জাগলের হামলা থেকে বেঁচে পালাতে সক্ষম হয়েছে। গ্রানাডার অনেক চৌকির মুহাফিজ আমায় সংবাদ দিয়েছে, খৃষ্টানদের অনেক ছোট ছোট দলকে পালিয়ে যেতে দেখেছে তারা। এ সংবাদ শহরবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে দারুণ আবেগ উচ্ছাস। মুফতিয়ে আজম ছাড়াও ছাত্ররা আপনার অনেক সমর্থককে কোতল করেছে। আর আপনার সাথে অভিযানে যাওয়া সিপাইদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।'

আবু আবদুল্লাহ পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের জন্য দারুল আসওয়াদে জমায়েত হওয়ার হুকুম দিল ওমরাদের। নিজে আরেক কামরায় গোলামকে দিয়ে ডেকে পাঠাল আবু দাউদকে। গোলাম চলে গেল। কামরায় পায়চারি করতে লাগলো আবু আবদুল্লাহ। একটু পর গোলাম ফিরে এসে বলল, 'আবু দাউদ কোথায়ও চলে গেছেন।'

পেরেশান হয়ে আবদুল্লাহ প্রশ্ন করল, 'কোথায় গেছেন?'

'এ কথা শুধু দারোগাই বলতে পারবেন। তিনি আপনার দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইছেন।'

'তাকে জলদি ডাকো।'

খবর পেয়ে আলহামরার দারোগা ছুটে এল। কামরায় প্রবেশ করে সে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

'আবু দাউদ কোথায় গেছে তুমি জানো?'

'তিনি শুধু আমায় বললেন আপনার হুকুম তামিল করতে কোথাও যাচ্ছেন।'

'গ্রানাডার বাইরে গেছে!'

'টাঙ্গায় রওনা হয়েছেন তিনি। জরুরী জিনিস পত্রও সাথে নিয়ে গেছেন।'

'তার বাসায় খোঁজ নাও। না, থাক আমি নিজেই যাচ্ছি।'

আবদুল্লাহ দরজার দিকে এগিয়ে গেলে দারোগা বলল, 'তারা ঘরে কেউ নেই।'

'কি বললে!' ভয়াতুর দৃষ্টিতে দারোগার দিকে তাকিয়ে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'কখন গেছে তারা?'

'আজ দুপুরে।'

'তুমি তাদের বাঁধা দাওনি কেন?'

'আপনার হুকুম ছাড়া এ দুঃসাহস দেখাবো কিভাবে?'

'কোন দূত এসেছিল তার কাছে?'

'না, কিন্তু খৃষ্টানদের পরাজয়ের সংবাদে দারুণ পেরেশান ছিলেন তিনি।'

'আমাকে কিছু বলে গেছেন?'

'না, তিনি বললেন, আপনার হুকুম তামিল করতে যাচ্ছেন! বাইরের কেউ তাকে চিনে ফেলুক তা তিনি চাননি। এজন্য মরক্কোর ব্যবসায়ীর পোশাক পরেছিলেন।'

আবদুল্লাহ দারোগাকে বিদায় করে দিল। একাকী খানিকক্ষণ ভেবে প্রবেশ করল ওমরাদের কামরায়।

সে সব পরাজিত মানসিকতার লোকগুলো ছিল আবু আবদুল্লাহর সংগী, আগত লড়াইয়ে মুসলমানদের পরাজয় নিশ্চিত মনে করে যারা খৃষ্টানদের সাথে নিজেদের ভবিষ্যত সম্পৃক্ত করেছিল। সময় এলে ফার্ডিনেন্ড এ গাদ্দারীর পুরস্কার অবশ্যই দেবেন, এই ছিল আশা। কিন্তু আবু দাউদ গায়েব হয়ে যাওয়ায় তাদের পেরেশানীর অন্ত রইল না।

দারুল আসওয়াদে প্রবেশ করে আবু আবদুল্লাহ দেখল অধিকাংশ আসন খালি পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, খৃষ্টানদের পরাজয়ের সংবাদে ওমরা দল গা ঢাকা দিয়েছে। সম্ভবত কেউ মিশেছে আল জাগলের সাথে, আর কেউ গ্রানাডার বিপ্লবীদের দলে ভিড়েছে। উপস্থিত ওমরাদের লক্ষ্য করে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'এখন কি করতে চান আপনারা?'

সবাই চাইতে লাগল একে অপরের দিকে। একজন সরদার দাঁড়িয়ে বলল, 'সুলতানে মোয়াজ্জেম! আল জাগলের ফৌজ খুব শীগগিরই গ্রানাডার দুয়ারে এসে দাঁড়াবে! জনতার জোশ এত বেশী, আলহামরার হিফাজতে দুর্ভেদ্য প্রাচীর আর লৌহ কপাট না থাকলে, আজ আমাদেরকে জিন্দা ছেড়ে দিত না ওরা। যাদের প্রতি আমাদের সীমাহীন নির্ভরতা তারাই ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে!

মালাকার পরাজয়ের পর আমাদের ফৌজ আল জাগলের সাথে লড়াই করার হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে। যদি ওরা গ্রানাডা কব্জা করতে পারে, সীমান্ত ঈগলের প্রতিশোধ নিতেই ফাঁসীতে ঝুলাবে আমাদের সবাইকে। গ্রানাডা ছেড়ে ফার্ডিনেন্ডের আশ্রয়ে চলে যাওয়া ছাড়া আমাদের সামনে কোন পথ খোলা নেই।

পরাজয়ের প্রতিশোধ ফার্ডিনেন্ড নিশ্চয়ই নেবেন। আমার বিশ্বাস এ অভিযানে অল্প সংখ্যক ফৌজ পাঠিয়েছিলেন তিনি। এ পরাজয়ের পর চুপচাপ বসে থাকবেন না ফার্ডিনেন্ড। এ মুহূর্তে গ্রানাডা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। গ্রানাডা নিরাপদ হলে আবু দাউদ আচানক এভাবে পালিয়ে যেত না। আমাদের সামনে এখন বড় প্রশ্ন, আল জাগলের হাত থেকে আমরা কিভাবে রক্ষা পাবো।'

অন্য সব ওমরাও পর পর দাঁড়িয়ে এর প্রতি সমর্থন জানালো। মাথা নত করে অনেকক্ষণ ভাবলো আবু আবদুল্লাহ। পরিশেষে বলল, 'যতো শীগগির সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াই আমাদের জন্য কল্যাণকর। আমার মতে রাতই হবে এর জন্য উপযুক্ত সময়। কিন্তু আজ আলহামরার চারপাশে জ্বলছে বিদ্রোহের আগুন। এজন্য আগামীকাল রাতের জন্যই তৈরী থাকতে হবে আমাদের।'

দরবার সমাপ্ত করে উজিরে আজমকে খানিক অপেক্ষা করতে বলল আবু

আবদুল্লাহ। নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে প্রস্তাবনার উপর কিছুক্ষণ দুজনই চিন্তা ভাবনা করল। আবু আবদুল্লাহ বলল, 'আপনার কি মনে হয়, এত ক্ষতি স্বীকারের পর আমার হারানো সালতানাত ফিরিয়ে দিতে আর একবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবেন ফার্ডিনেন্ড? তিনি কি এক পরাজিত কমজোর দোস্তের জন্যে লড়াই করার চেয়ে চাচাকে শক্তিশালী দুশমন ভেবে তার দিকে সন্ধির হাত বাড়াবেন না? মনে করুন, আব্বা আর চাচার সাথে সন্ধি করে তিনি যদি আমাকে আর আপনাকে চাচার হাওলা করে দেন তাহলে কি হবে?'

একটু ভেবে নিয়ে উজির বললো, 'আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল কি সঠিক আগামী দিনের ঘটনাই তা প্রমাণ করবে। আমাদের ভবিষ্যত ফার্ডিনেন্ডের সাথে জুড়ে দিয়েছি। তার কাছে চলে যাওয়া ছাড়া আমাদের সামনে কোন পথ নেই। আবু দাউদ সেখানে পৌঁছে গেছে। ফার্ডিনেন্ড তার জিন্দেগীতে আল জাগল অথবা আপনার পিতার দিকে দুস্তির হাত বাড়ালে সে হবে এক মস্ত মোজেযা। আপনি অস্থির হবেন না। অতীত পরাজয়ের প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তার দরকার আছে আমাদের।'

আলহামরার দারোগা প্রবেশ করল কামরায়। এগিয়ে স্বসম্ভ্রমে ছালাম করে বলল, 'উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নাযেমে আলা আপনার খিদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইছেন।' দারোগার দিকে তাকিয়ে ঝাঝালো কণ্ঠে আবু আবদুল্লাহ বললো, 'তুমি জানো না আমি এখন উজিরে আযমের সাথে আলাপ করছি।'

দারোগা বললেন 'সুলতানে মোয়াজ্জেম! আমি তাকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মোলাকাত করতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছে সে।'

উজির বললো, 'কিন্তু এ মুহূর্তে কিভাবে সে আলহামরায় প্রবেশ করবে?'

জওয়াব দিল দারোগা। 'আজ সন্ধ্যায় সুলতানে মোয়াজ্জেমের আগমনের খানিক আগে শহরের একজন সম্মানিতা নারী কোন এক পয়গাম নিয়ে এসেছিল। রানীমা আলহামরায় প্রবেশের সার্বক্ষণিক অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন তাকে। তিনিই তাকে মহলে ডেকে পাঠানোর হুকুম দিলেন আমায়!'

আবু আবদুল্লাহ বলল, 'রানী কি তার সাথে দেখা করেছেন?'

'জী, তিনিই আমাকে হুজুরের খেদমতে হাজির হয়ে তার মোলাকাতের এজাযত হাসিল করতে বললেন।'

'এখন কোথায় সে?'

'বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ওমরার মজলিশেই হুজুরের খেদমত হাজির হওয়ার জন্য জিদ ধরেছিল সে। কিন্তু অতি কষ্টে তাকে আমি ঠেকিয়ে রেখেছি। সে দারুণ পেরেশান।'

'ফার্ডিনেন্ড ফৌজের পরাজয়ের খবর নিয়ে এলে তাকে বলো আমি তার সাথে দেখা করব না।'

'সুলতানে মোয়াজ্জম! সে যখমী, রানী মা বললেন আপনার সাথে তার মোলাকাত করা অত্যন্ত জরুরী।'

'আচ্ছা ডেকে দাও তাকে।'

কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল দারোগা। একটু পর এক বলিষ্ঠ যুবক কামরায় প্রবেশ

করল। তার কপালে ছিল সাদা ব্যান্ডেজ। বাম হাত ঝুলানো গলার সাথে।

'সুলতানুল মোয়াজ্জম।' স্বসম্ভ্রমে ছালাম দিয়ে সে বলল, 'গোস্তাখী মাফ করুন। আমি আপনার আরামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। কিন্তু আপনার খিদমতে হাজির হওয়া ছিল অত্যন্ত জরুরী।'

'তুমি যখমী?'

বেপরোয়া জওয়াব দিল সে, 'এ মামুলী যখম। আপনার খিদমতে এক দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আমি।'

'আমার চাচা গ্রানাডা হামলা করবেন অথবা ফার্ডিনেন্ড পালিয়ে গেছে ময়দান থেকে এ সংবাদ নিয়ে এলে নতুন কিছু বলবে না, এখবর জানি আমি।'

'সুলতানে মোয়াজ্জেম, আমি শুধু নিজের এলাকা সম্পর্কে কিছু বলতে এসেছি।'

'সে এলাকার জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এ খবরেও আমার কোন আকর্ষণ নেই। তোমার এলাকার বিদ্রোহীরা আমার এলাকার বিদ্রোহীদের মত বিপ্লবী শ্লোগান তুলবে না।'

'বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিত্ব করতে আসিনি আমি। মজলুমের আওয়াজ হুজুরের কান পর্যন্ত পৌঁছাতে এসেছি। খৃষ্টানদের পালিয়ে যাওয়া পরাজিত ফৌজ প্রতিশোধের স্পৃহায় সীমান্ত বরবাদ করে দিয়েছে। আমাদের পনরটি বস্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে তারা। ধনসম্পদ ছাড়াও ধরে নিয়ে গেছে চল্লিশ জনের মত যুবতী মেয়ে। সীমান্তের চৌকিগুলোর অনেক সিপাই প্রবেশ করেছে আমাদের এলাকায়। আমার পাঁচশ সিপাইর তিনশ নিহত হয়েছে। হামলাকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ওরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করছে। কোন ঘোষণা ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করেছে আমাদের সাথে। শূন্য হয়ে গেছে সীমান্ত এলাকা। এই বর্বরতার তুফানে এখুনি বাঁধা না দিলে দু তিন দিনের মধ্যে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু বাড়িঘর ছেড়ে পৌঁছে যাবে গ্রানাডা।'

'এখন আমার কাছ থেকে কি আশা কর তুমি?'

জোশের সাথে নওজোয়ান বলল, 'আমার পক্ষ থেকে কিছুই বলবো না। জাতির সে সব নারীদের আওয়াজ সুলতানের কান পর্যন্ত পৌঁছিয়েছি আমি, যাদের সতীত্ব আজ লুণ্ঠিত, যাদের চোখের সামনে হত্যা করা হচ্ছে মাসুম সন্তানদের। সুলতান যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন কি চায় তারা? আমি বলবো ডাকাত এবং গুন্ডাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিন!'

'এখন আমাদের সামনে বড় সমস্যা হল উত্তেজিত জনতাকে কিভাবে আলহামরা থেকে দূরে রাখা যাবে। আমার বিপদ আন্দাজ করতে না পারলে নিজেই দরজার সামনে লোকদের দেখে এসো।'

'আমি তাদের দেখেছি। এখনো ওদের আওয়াজ আমার কানে পৌঁছছে! তারা বলছে, খৃষ্টান আমাদের দুশমন। স্পেনের মুসলমান ভাইদের ওরা চরম সংকটের মধ্যে রেখেছে। এখন গ্রানাডায়ও সেই খেলাই খেলতে চায়!'

'তোমার কান যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। কিন্তু তুমি কি শুনছ না, ওরা বলছে আবু আবদুল্লাহ গাদ্দার। ভেঙ্গে গুড়িয়ে দাও আলহামরার প্রতিটি ইট।'

'সব আমি শুনেছি, কিন্তু আমি শুধু জানি ওরা আমাদের। আপনাকে ওরা রক্ষক মনে করে। ওরা চায় ওদের হেফাজতে প্রতিটি বিপদের মোকাবেলায় সুলতান নেতৃত্ব দেবেন। ওরা আপনার বিরোধী হলে আলহামরার দরজায় এভাবে ওরা জমায়েত হতো না। উত্তেজিত ওরা। সুলতানের কয়েকটি কথাই ওদের এ উত্তেজনা নিভিয়ে দিতে পারে। বরং তাদের এ জোশের মোড় ঘুরে যাবে অন্য দিকে। আমার বিশ্বাস, তাদের সামনে যদি ঘোষণা দেন, 'খৃষ্টানদের এ জুলুমের প্রতিশোধ নেয়া হবে', তাহলে প্রতিটি ব্যক্তি আপনার পতাকার নিচে লড়াই করাকে গৌরবের মনে করবে। অন্যথা.........।'

নাযেমে আলাকে দ্বিধান্বিত দেখে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'অন্যথায় কি?'

'আপনি জানেন, অন্যথায় ওদের সব আশা ভরসা আল জাগলের সাথে সম্পৃক্ত করতে বাধ্য হবে ওরা।'

'আল জাগলের সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলেছে ওরা ওদের আশা আকাংখা।'

'কিন্তু সীমান্তে খৃষ্টানদের তৎপরতা এবং মুসলমানদের ব্যাপারে ওদের আকাংখা একথাই প্রমাণ করছে যে, এখন এক হওয়া জরুরী আমাদের। যদি আপনি ওদের শায়েস্তা করবার হুকুম দেন, প্রতিটি সিপাইয়ের সাথে আমরা পাব গ্রানাডার দশজন স্বেচ্ছাকর্মী। এ হবে আমাদের অতীতের সকল গলদের কাফফারা। আমার বিশ্বাস, আমরা এটুকু করতে পারলে অতীতের সকল দুর্ব্যবহার ভুলে যাবেন আপনার চাচা।'

আবদুল্লাহকে আবেগাপ্লুত দেখে উজির বলল, 'সুলতানে মোয়াজ্জেমের কোন কাজকে গলদ বলা অপরাধ। আর তুমি একজন দায়িত্বশীল অফিসার।'

'দায়িত্বানুভূতি না থাকলে সম্ভবত কোন কথাই বের হতো না আমার মুখ থেকে।'

আবু আবদুল্লাহ বলল, 'এখন আমি কোন ফয়সালা দিতে পারছি না। তুমি গিয়ে আরাম করো। আগামীকাল ভেবে দেখবো আমি।'

নাযেম বললো, 'সুলতানুল মোয়াজ্জেম। অনতিবিলম্বে সীমান্তে পৌঁছতে হবে আমাকে। কে জানে এতক্ষণে কতো বস্তি ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের। ভোর পর্যন্ত আপনি কোন ফয়সালা করতে না পারলে কমপক্ষে আমাকে পাঁচশ সওয়ার দিন। সূর্যোদয়ের পূর্বে কমপক্ষে দু হাজার স্বেচ্ছাকর্মী অবশ্যই তৈরী করতে পারবো আমি, শুধুমাত্র ওরা যদি জানতে পারে, খৃষ্টানদের জুলুম বরদাশত করতে প্রস্তুত নন আপনি।'

উজির বলল, 'ফার্ডিনেন্ডের সাথে আমরা দুস্তির চুক্তি করেছি।'

'এ কথা না জানলে সুলতানের কাছে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই কর্মীদের এক ফৌজ নিয়ে যেতাম আমি।'

উজির বলল, 'ভোরেই আমরা ফার্ডিনেন্ডের কাছে দূত পাঠাচ্ছি। নিশ্চয়ই তার অজান্তে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে খৃষ্টানরা এই হামলা করছে।'

'বকরীর আঙিনায় ঢুকে নেকড়ে তার খাসলত পরিবর্তন করে না।'

বিরক্ত হয়ে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'তুমি যেতে পারো। কখনো তোমার পরামর্শের দরকার হলে ডেকে পাঠাবো। এখন আমার বিশ্রাম করা জরুরী।'

'অসহায় মানুষগুলোকে এ অবস্থায় ছেড়ে দেয়াই কি সুলতানের নির্দেশ?'

রেগে আবদুল্লাহ বলল, 'এখনো তোমাকে কোন হুকুম আমি দেইনি। ভোর পর্যন্ত

অপেক্ষা করো তুমি। আগামীকাল পর্যন্ত তুমি আমার মেহমান।'

আবু আবদুল্লাহ হাততালি দিল। দারোগা প্রবেশ করলো কামরায়। 'একে মেহমানখানায় নিয়ে যাও।' বলল আবু আবদুল্লাহ। নাযেমে সরহদ্দ চরম দুশ্চিন্তায় পেরেশান হয়ে তাকিয়ে রইল উজির আর সুলতানের দিকে। তারপর কিছু না বলেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল ধীরে ধীরে। তার চেহারায় তখন খেলা করছে গোস্বা, রাগ আর দৃঢ়তার এক অভূতপূর্ব অভিব্যক্তি। সে অভিব্যক্তি বলছিল, 'হায়! আমার কওম, এ বরবাদীর হাত থেকে যদি তোমাকে রক্ষা করতে পারতাম!'

ভিন্ন চেহারা

উজিরে আজমকে বিদায় করে সীমাহীন পেরেশানী নিয়ে হেরেমে প্রবেশ করল আবু আবদুল্লাহ। বেগমের কামরায় প্রবেশ করতে যাচ্ছিল সে। এক চাকরানী আদবের সাথে সালাম করে বলল, 'রানী এবং হুজুরের আম্মিজান বড় দরজার বুরুজে তশরীফ এনেছেন। তারা শুনেছেন হুজুর দীর্ঘক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। এখন সেখানে গিয়েছেন তারা।'

খানিক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'মিছিলকারীদের আওয়াজ তারা এখানে থেকেও শুনতে পেতেন।' তার আওয়াজে উষ্মার চেয়ে বেশী ছিল অসহায় ভাব। চাকরানী বলল, 'হুকুম হলে হুজুরের আগমনের খবর তাদের দেব।'

'না, আমি নিজেই সেখানে যাচ্ছি।'

মাথা নুইয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে হারেম থেকে বেরিয়ে এলো আবু আবদুল্লাহ। দরজার পাহারাদার অভ্যাস মত আসছিল তার পিছনে। ঘাড় ফিরিয়ে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'আমি একটু একা থাকতে চাই।'

ফিরে গেল পাহারাদার। আবু আবদুল্লাহ মর্মর পাথরের বারান্দা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল রাজ ফটকের দিকে। বাইরে মিছিলকারীদের শ্লোগান স্পষ্ট হয়ে এলো তার কানে। গম্বুজের সিঁড়ির কাছাকাছি এসে থামল সে। অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নির্বাক হয়ে।

জিন্দেগীর বিষাদময় এবং গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা স্ত্রীকে অবহিত করতে সে যাচ্ছিল। তার জানা নেই এ ফয়সালার কতটুকু কার্যকরী করতে পারবে সে। আলহামরার চার দেয়ালের বাইরে জিন্দেগীর খুব কম সময়ই কেটেছে তার। আলহামরাই তার দুনিয়া– তার জান্নাত। এই জান্নাতকে বিদায় দিতেই পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে। মনে মনে বলছিল সে, স্বেচ্ছায় আলহামরা ছেড়ে দেয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব? আলহামরার ফটক বন্ধ হয়ে গেলে আমার জন্য সে ফটক কি আর খুলবে? না, বাঁচার জন্য এখন ফার্ডিনেন্ডের মদদ আমাকে নিতেই হবে। এছাড়া-আর কোন উপায় নেই। সন্তুষ্টির

সাথেই তিনি মদদ করবেন আমাকে।

এখন চাচা আর পিতা ছাড়াও বিদ্রোহী প্রজাদের বিরুদ্ধে নিতে হবে ফার্ডিনেন্ডের তরাবারীর আশ্রয়। কিন্তু এ পরাজয়ের পর ফার্ডিনেন্ড কি আমার হয়ে লড়াই করবেন? আর করলেও তার ফল আমার জন্যও বিপদজনক হবে না এর নিশ্চয়তা কি? তার শেষ পরাজয় আমার আর সঙ্গীদের জন্য চরম বিপর্যয়ের কারণ হবে না তো? আর জয়লাভ করলেও আমাকে কি এ বিজয়ের এনামের হকদার মনে করবেন তিনি?

এসব প্রশ্নের জওয়াব নিজেই দিচ্ছিল আবু আবদুল্লাহ। গ্রানাডার আকাশে তুমি এক ধুমকেতু। তোমার জন্য গ্রানাডার বন্ধ দুয়ার খুলতে চাচ্ছ ফার্ডিনেন্ডের মাধ্যমে। এর মানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে গ্রানাডার মুসলমানদের সব কুওত। মুসলমানদের লাশের স্তুপ হয়ে যাবে আলহামরার দুয়ারে। ফার্ডিনেন্ডের মদদে যে তখত তোমার হাসিল হবে এই শ্লোগানমুখর জনতা তার সম্মান করবে না, যে তখতের নিচে পড়ে থাকবে মুসলমানদের লাশ। তারা হামেশাই গাদ্দার বলবে তোমায়। কিন্তু ......

এখন জীবন বাঁচানোই আমার সামনে বড় সমস্যা। দু' একদিনের বেশী এখানে থাকতে পারছি না আমি। আমার পিতৃব্য নিশ্চয় গ্রানাডা হামলা করবেন। উত্তেজিত এসব মানুষ তার সমর্থন জানাবে, হুকুমত পরিচালনা করবেন চাচা। আর আমার পক্ষাঘাতগ্রস্থ পিতা হবেন তার হাতের পুতুল। তার উদ্দেশ্য সফল হলে কি ফার্ডিনেন্ডের সাথে সন্ধি তিনি করবেন না! শুধু আমার জন্য ফার্ডিনেন্ড কি তার দুস্তির হাত ফিরিয়ে দেবেন? স্বার্থের জন্য তিনি কি আল জাগলের কাছে সোপর্দ করে দেবেন না আমাকে? আমার খায়েশ পুরনের জন্য পিতাকেও কি কোরবান করিনি? মালাকায় সামান্য ফৌজের সাথে পরাজিত হবার পর তার কাছে কি গুরুত্ব আমার থাকবে?

আবু দাউদের কথা স্মরণ করল সে। তার উপস্থিতিতে বেশী কিছু সে ভাববার অবকাশ পেতনা। এ পর্যন্ত সে যত ভুল করেছে তার কারণ, এ ভুলের ভয়ংকর দিকগুলোর প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশ আবু দাউদ তাকে দেয়নি। একটু মানসিক বিপর্যয় দেখলেই সে বলতো, স্পেনের সম্রাটের হৃদয়ে এমন ধারণার স্থান দেয়া ঠিক নয়। এসব বিপর্যয়ের মোকাবেলা করতে গিয়ে একজন শাসকের দীল হবে অত্যন্ত কঠিন।

এ সেই আবু দাউদ জিন্দেগীর শান্তি সুখের কিশতিতে পাল খাটিয়ে যে ঠেলে দিচ্ছিল ভয়ংকর সাগরের দিকে। প্রতিটি বিপদ মুসিবতে যে তাকে দিত শান্তনা। এ কিশতি আজ পৌছেছে এক বিপজ্জনক পাথুরে দ্বীপে, আমার দৃষ্টি থেকে যা লুকিয়ে রেখেছিল আবু দাউদ।

তার মা এবং স্ত্রী ছাড়াও শাহী মহলের আরো কিছু মহিলা বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে দেখছিল নিচের দিকে। মিছিলকারীদের শোরগোলে আবু আবদুল্লাহর পদধ্বনি শুনল না কেউ। সে গম্বুজের নিচে এসে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। ফটকের সামনে খোলা ময়দানে তখন চলছিল জনতার গগনবিদারী চিৎকার ধ্বনিঃ

আবু আবদুল্লাহ গাদ্দার।

আবু আবদুল্লাহ জাতির বেঈমান।

আবু আবদুল্লাহর ফাঁসি চাই।

আলহামরা জ্বালিয়ে দাও।

কারো হাতে মশাল, কেউবা নেযা আর তরবারী ঘুরাচ্ছিল বিপদজনক ভঙ্গিতে। মনকে প্রশ্ন করল আবু আবদুল্লাহ, ফার্ডিনেন্ডের মদদে কি এ লোকদের ওপর আমি হুকুমত চালাতে পারবো? -না, না। জওয়াব দিল সে নিজেই। গ্রানাডার প্রতিটি ইট আমার জন্য খুলে দিতে পারেন ফার্ডিনেন্ড। গ্রানাডার প্রতিটি চৌরাস্তায় করে দিতে পারেন লাশের স্তূপ। কিন্তু আমার আনুগত্য করতে এদের বাধ্য করতে পারবেন না। তাহলে আমার হাতেই কি লেখা রয়েছে গ্রানাডার ধ্বংস। কেঁপে উঠলো সে। নিজকে নিজেই বলছিল, আবদুল্লাহ! তোমার সামনে একটাই পথ, এই তখত ও তাজের আশা ছেড়ে দাও চিরদিনের জন্য। পালিয়ে যাও স্পেনের জমিন থেকে।

কিন্তু কোথায় যাবে তুমি? ফার্ডিনেন্ডের কাছে? না, সেখানে যাবার অর্থ হলো নিজের হাতে প্রাণটাকে ধ্বংস করতে তুমি বদ্ধপরিকর। নিজের উদ্দেশ্য পূরণে সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করবে তোমাকে। তার খায়েশ পূরণে তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। আর তার সবচেয়ে বড় খায়েশ স্পেনকে মুসলমান মুক্ত করা। দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য হায়েনার আশ্রয় চাইছ তুমি। তুমি যেওনা ফার্ডিনেন্ডের কাছে।

এতদিন তুমি ছিলে তার বশংবদ, হয়তো আবু দাউদও ছিল তাই। ছি! ছি! ------। ফার্ডিনেন্ডের মামুলী এক নওকরের কথায় তুমি নেচেছ এতদিন! তার প্রতি নির্ভর করেছ তুমি, কিন্তু দুঃসময়ে তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে সে। তুমি ছিলে তার হাতের পুতুল। পিতার বিরুদ্ধে সে অনুপ্রাণিত করেছে তোমাকে, তুমি বিদ্রোহ করলে। সে আবু মুসাকে গ্রেফতারের পরামর্শ দিল, প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে বন্দী করলে তুমি। সীমান্ত ঈগলকে হত্যার পরামর্শ দিয়েছে সে, তুমি গ্রানাডার সবচে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করলে। তোমাকে দিয়ে সে এমন সব অপরাধ করিয়েছে, যা তুমি কখনও কল্পনাও করনি। আর জবাবদিহীর মুহূর্তে গ্রানাডার জনতার আদালতে তোমাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে সে।

আবু আবদুল্লাহর দীলে এই প্রথমবার আবু দাউদের ওপর ঘৃণা ফুটে উঠলো। কল্পনার পাখায় ভর করে দৃষ্টি চলে গেল সুদূরে। আবু দাউদকে বসে থাকতে দেখল ফার্ডিনেন্ডের কাছে। সে বিদ্রুপ করছিল তাকে। বলছিল, আবুল হাসানের বেটা আমার আপনার ধারণার চেয়ে একটু বেশী বেকুফ। তাকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না, আমি তাই চলে এসেছি। কমিনা! দাগাবাজ! মালাউন! হায়! আমার হাত যদি তার গর্দান পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো! নিজের অজ্ঞাতসারে সে কথা কটা এত জোরে উচ্চারণ করল, তার আগমন সম্পর্কে বারান্দার সব মহিলারা সচেতন হয়ে উঠল। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল তার মা। শ্বাসরুদ্ধকর এক গুমোট ভাব ছড়িয়ে পড়লো বারান্দা জুড়ে।

কয়েক পা এগিয়ে এলেন তার মা, থামলেন দু'তিন কদম দূরে। জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় মা ও ছেলে কিছু সময় তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। ক্ষীণ কণ্ঠে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'এখানে বেশী জটলা না করাই ভাল। মা, আমাকে কিছু বলবেন আপনি?'

আবু আবদুল্লাহর মা ফিরে চাইলেন মহিলাদের দিকে। ইশারা বুঝে সরে গেল সবাই। আবু আবদুল্লাহর স্ত্রীও তাদের পিছু ধরলেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'বেগম, তুমিও দাঁড়াও।'

থেমে পড়লেন তিনি। দাঁড়ালেন করিডোরের এক কোণ ঘেষে। চাঁদের হালকা আলোয় তিনজন তাকালেন পরস্পরের দিকে। নিচ থেকে শোনা যাচ্ছিল মিছিলকারীদের উত্তেজিত শ্লোগানঃ

আবু আবদুল্লাহ গাদ্দার।

আবু আবদুল্লাহ ইসলামের দুশমন।

কেউ কোন কথা বলছিল না। যেন যাদুর ছোঁয়ায় তিনজনই পাথর হয়ে গেছে। শ্লোগানের চাইতেও আবু আবদুল্লাহর কাছে বেশী অসহ্য লাগছিল মা ও আপন বেগমের এই দুঃসহ নীরবতা। অসহনীয় এই নীরবতা ভেঙ্গে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'গ্রানাডার গাদ্দার, মা এবং তার প্রিয়তমা স্ত্রীর সামনে হাজির। তারা কি তার জন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন?'

আবু আবদুল্লাহর মা বললেন, 'গ্রানাডার গাদ্দারের মা ভাবছেন নিজের বক্ষ নিঃসৃত রস পান করিয়েছেন তিনি এই সন্তানকে! হায়! তিনি যদি জনতার কাছে বলতে পারতেন, আবু আবদুল্লাহ এমন এক মায়ের দুধ পান করেছে, যার স্বামী তার সতীত্বের কসম খেতে পারেন।'

উপরের ছাদটা ভেংগে মাথায় পড়লেও বোধ করি এত বেশী বোঝা অনুভব করত না আবু আবদুল্লাহ। অসহায়ভাবে সে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, আমার মোকদ্দমা আপনার আদালতেই পেশ করলাম আজ। সাজার ব্যবস্থা করুন আমার জন্য। বলুন, কার্নিশ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ো কিংবা আমাকে নিজের হাতে গলা টিপে মেরে ফেলুন।'

মহীয়সী এই মহিলার মন সন্তানের কথায় গললো না। তিনি বললেন, 'এ কথা তুমি এ জন্য বলছ, তুমি জান, মায়েরা শুধু দয়াই করে যায়, ইনসাফের দাবী অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে না। যে গাছের পাদমূলে পানি সিঞ্চন করেছ তুমি, তা ছিল কাঁটায় ভরা। হায়! সে কাঁটা থেকে যদি তোমায় মুক্তি দিতে পারতাম! তোমার ভুলের জন্য তুমি লজ্জিত নও। পরিণতিতে শংকা গ্রস্ত। তুমি চাচ্ছ আমি তোমাকে শান্তনা দেই। কিন্তু তোমার মা খুঁজে পাচ্ছে না শান্তনার কোন ভাষা।' আবু আবদুল্লাহর মায়ের গলা ধরে এল। দু'চোখ ভরে গেল বেদনার অশ্রুতে।

কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল আবু আবদুল্লাহ, 'জানি মুক্তির কোন পথ নেই আমার। আগামীকাল গ্রানাডা ছেড়ে চলে যাব আমি। আমার মুখ দেখবে না আর কেউ। বেগমের কাছে জানতে চাইছি, 'আয়েশা! তুমি কি যাবে আমার সাথে?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে এক কদম এগিয়ে এল বেগম। বলল, 'দুশমনের কাছে আশ্রয় নিতে চাচ্ছেন আপনি! কিন্তু ফার্ডিনেন্ডের মহলের চেয়ে গ্রানাডার কবরস্থানকেই আমি বেশী প্রাধান্য দেব।'

আবু আবদুল্লাহর ঠোঁটে ফুটে উঠল এক টুকরো বিষণ্ন হাসি। অশ্রু লুকাতে মুখ

ফিরিয়ে নিল সে। শ্লোগানের পরিবর্তে বক্তৃতার আওয়াজ ভেসে আসছিল নিচ থেকে। ধীর পায়ে রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগল আবু আবদুল্লাহ। কজন মশালধারীর মাঝে দীর্ঘদেহী এক নওজোয়ান বক্তৃতা করছে। তার হাতের ইশারায় নিজ নিজ স্থানে বসে আছে সবাই। বিপ্লবের উত্তেজনায় টগবগ করছে তার প্রতিটি শব্দ। আবু আবদুল্লাহ চিনতে পারল তাকে। এ সেই সীমান্তের নাযেম, কিছুক্ষণ পূর্বে তার দরবার থেকে যে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। সীমান্তের নাজেমের উদাত্ত কণ্ঠের সম্মোহনী ভাষণে উদ্বেলিত হচ্ছে জনতা। সে বলছে ঃ

"যে আবু আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলছ তোমরা, তার মৃত্যু ঘটেছে। যে দিন পিতার সাথে গাদ্দারী করে গ্রানাডার তখ্‌ত ও তাজ কব্জা করেছে, মরেছে সে সেই দিন। আলহামরায় আমি তার লাশ দেখে এসেছি। তোমাদের এ শ্লোগান তার প্রাণে কোন স্পন্দনের সৃষ্টি করতে পারবে না। মৃত দেহে চাবুক মেরে কোন লাভ নেই। হায়! তোমাদের সরদাররা যখন এই লাশ গ্রানাডার তখতে বসিয়েছিল তখন যদি চোখ খুলত তোমাদের। যে খৃষ্টানদের খুশী করার জন্য আবু আবদুল্লাহ মালাকা আক্রমণ করেছে, তারা আজ আমাদের সীমান্তের বস্তিগুলো বরবাদ করে দিচ্ছে। তোমরা ভাবছ আবু আবদুল্লাহ অযোগ্য। পিতার বিরুদ্ধে যখন সে বিদ্রোহ করেছিল, তখন যদি তোমরা এ কথা বুঝতে। এক অথর্ব ব্যক্তি গ্রানাডার সিংহাসনে আসীন হচ্ছে তা দেখেও তোমরা নিশ্চুপ ছিলে। আমাদের কওমের দুশমনদের সংগে আবু আবদুল্লাহ জুড়ে দিয়েছে তার ভবিষ্যত। কিন্তু আমি বলছি, এই জাতীয় অপরাধে তোমরাও সমান শরীক। তোমাদের নীরবতা আর ক্ষমাহীন গাফলতির কারণে গ্রানাডার হুকুমত চলে গেছে ফার্ডিনেন্ডের হাতের পুতুলের কাছে।

তোমরা যদি আবু আবদুল্লাহকে বুঝাতে পারতে তুমি বেঁচে আছ; ভবিষ্যতের ব্যাপারে চক্ষু বন্ধ করো না, নিশ্চয়ই সে এমন ভুল করার দুঃসাহস করতো না। আফসোস! এখানে জমায়েত হয়ে আবু আবদুল্লাহর অর্থবতার জন্য তোমরা মাতম করছো। অথচ খৃষ্টানরা সীমান্তে আমাদের বস্তিগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। নির্বিচারে জীবন দিচ্ছে আবাল বৃদ্ধ বণিতা। পুড়ে গেছে সহস্র ঘর। হাজারো নারীর লুণ্ঠিত হচ্ছে ইজ্জত। তাদের ফরিয়াদ নিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছি। জিজ্ঞেস করছি, তোমাদের পক্ষ থেকে কি জওয়াব নিয়ে তাদের কাছে যাব? ফিরে গিয়ে কি তোমাদের অসহায় বোনদের বলব, তোমাদের ইজ্জতের হেফাজতকারীরা আলহামরার ফটকে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিয়ে দিয়ে এখন হয়রান হয়ে গেছে। একটু শক্তি ফিরে পেলে আবার তারা ওঠে দাড়াঁবে, আবার তারা শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করে তুলবে আকাশ বাতাস। এভাবেই তারা প্রমাণ দিয়ে যাবে তোমাদের প্রতি তাদের ভালবাসা ও মহব্বতের।'

আবু আবদুল্লাহকে মন্দ বলতে বাঁধা আমি দিচ্ছি না। সময় মত তোমাদের চেয়ে জোরেই তার বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলব আমি। কিন্তু শ্লোগানের সময় এখন নয়। এখন কাজের সময়।

বন্ধুরা আমার,

যদি বল আবু আবদুল্লাহ অযোগ্য, তবে ঐ জাতিকে কি বলবে, যারা শাসক হিসাবে তাকে মেনে নিয়েছে? আবু আবদুল্লাহ বুযদীল, খৃষ্টান ভীতির ভূত সওয়ার হয়েছে তার কাঁধে।

কিন্তু এ কথা কি সত্য নয়, মুসলমানদের কৃপাণ অন্য সব তরবারী ভেঙ্গে দিতে পারে এ কথা যতক্ষণ না সীমান্তের জানবাজ আর আল জাগলের মুজাহিদরা প্রমাণ করেছিলেন, তোমরাও ছিলে খৃষ্টান ভয়ে ভীত? খৃষ্টানদের আনুগত্য ও জিল্লতির যিন্দেগী যাপন করতে প্রস্তুত ছিলে তোমরা। মনে রেখ, আগামী দিনের ঐতিহাসিকরা যখন লিখবে আবু আবদুল্লাহ ছিল দুর্বল, ভীতু আর ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ- এ কথাও লিখতে হবে তাদের, সে সময় গ্রানাডায় অপদার্থ মানুষের এতো বেশী ভীড় ছিল, এক দূরদর্শী শাসকের সাথে গাদ্দারী করেছে জেনেও জনতা মেনে নিয়েছিল তার নালায়েক, অথর্ব, লোভী, বেঈমান এবং বুযদীল সন্তানকে।

ভাইয়েরা আমার,

আবু আবদুল্লাহ তোমাদের বদ আমলের প্রতিবিম্ব। সে তোমাদের ঐসব বড় বড় নেতাদের হাতের পুতুল যারা ফার্ডিনেন্ডের গোলামীর লানতের হারকে মনে করে অলংকার। আবদুল্লাহ এ জাতির শরীরের এক বিষ ফোঁড়া। খুন নষ্ট হলেই শুধু এ ধরনের ফোঁড়া শরীরে জন্ম নেয়। দুর্বল গাছকেই বেকার গুল্মলতারা জড়িয়ে ধরে। তোমাদের দেহের খুন পরিশুদ্ধ না হলে এ ফোঁড়া উঠবেই।

মনে রেখো! তোমাদের অন্তরে যদি বেঁচে থাকার খায়েশ থাকে, যদি নিজের ইজ্জত এবং আজাদী রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও, তাহলে আবু আবদুল্লাহর জিন্দেগীর এ ভুল হবে তার ব্যক্তিগত বিপর্যয়। ঐতিহাসিকগণ লিখবেন, বিপর্যস্ত মানসিকতার অধিকারী এক বদবখ্‌ত শাহজাদা কওমকে দুশমনদের কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জিল্লতি ছাড়া কিছুই নসীব হয়নি তার। তোমরা তোমাদের আজাদীর হেফাজত করতে ব্যর্থ হলে ইতিহাস লিখবে, সে কওম ছিল অথর্ব। তাদের যা হবার তাই হয়েছে। ধ্বংসোম্মুখ কওমের বেদনাদায়ক বিশেষত্ব হলো, রূঢ় বাস্তবতাকে তারা শ্লোগানের পর্দায় ঢেকে দেয়। সম্মিলিত জিম্মার বোঝা তুলে দেয় অযোগ্য ব্যক্তির কাঁধে।

ভেবে দেখো! তোমরা মনে করছ, দুশমনদের সামনে বুক পেতে দেয়ার চাইতে আবু আবদুল্লাহকে গালাগালি করা অনেক সহজ। তোমরা ভাবছ, দুশমনের কিল্লার দুয়ার ভাঙ্গার চেয়ে যথেষ্ট সহজ আলহামরার ফটক ভেঙ্গে দেয়া। এখানে জমায়েত হওয়া জরুরী, এজন্য তোমরা জমা হওনি। বরং তোমরা এজন্য জমা হয়েছ, দুশমনদের মুকাবিলার কষ্ট সওয়ার চাইতে এখানে দাঁড়িয়ে শোরগোল করা অনেক সহজ। আবু আবদুল্লাহও জানে, কিছুক্ষণ শোরগোল করে ঠান্ডা হয়ে যাবে তোমাদের উচ্ছসিত জোশ। তোমরা ফিরে যাবে যে যার ঘরে। সে জানে, তোমাদের এমন শক্তি ও সাহস নেই, যা দিয়ে তোমরা তৃন খন্ডের মতো ভাসিয়ে নিতে পার তাকে। সে জানে, তোমরা ডোবার পানির মতো। পাথর ছুড়ে মারলে যাতে সামান্য ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, কিন্তু পাহাড়ী ঢলের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার আসে না সেখানে। খানিকক্ষণ পরেই সেখানে চলে আসে মৃত্যুর নীরবতা।

আমি আবারো বলছি, আবু আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলতে বারণ করেছি না আমি, শুধু বলছি, এ মুহূর্তে তোমাদের ঘর পুড়ছে। লুণ্ঠিত হচ্ছে বোনদের ইজ্জত। তাদের প্রশ্ন, তোমরা কি ঐ জাতির সন্তান, মানবতার মুক্তি ও সংরক্ষক হিসাবে যাদের উত্থান হয়েছিল ইতিহাসের পাতায়? তোমরা কি সেই ইতিহাসের ধারক, জুলুমের হাত গুড়িয়ে দিতে বুলন্দ হয়েছিল যাদের তরবারী? তোমাদের মায়েরা জিজ্ঞেস করছেন, কোথায় আমাদের যুবক সন্তানেরা? তোমাদের বোনদের প্রশ্ন, জুলুমের হাত যখন আমাদের সতীত্বের দিকে প্রসারিত হচ্ছে তখন নওজোয়ান ভাইয়েরা কোথায়? বৃদ্ধরা সওয়াল করছেন, কি হলো আমাদের সফেদ দাড়ির সম্মান রক্ষাকারীদের? তোমাদের পক্ষ থেকে কি তাদের এ জওয়াব দেবো, তোমাদের ইজ্জত, আজাদী এবং সতীত্বের হেফাজতকারীরা নালায়েক শাসকের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে ব্যস্ত। তোমাদের দিকে দৃষ্টি দেয়ার সময় নেই তাদের। তোমরা নীরব কেন? বলো কি জওয়াব আমি দেবো তাদের?'

আবেগাপ্লুত হয়ে এগিয়ে এল এক নওজোয়ান। বক্তার কাছে পৌছে বুলন্দ আওয়াজে বলল, 'ময়দানের দিকে আপনি আমাদের পথ দেখাবেন। আপনার সাথে না যাওয়ার মতো অমানুষ কেউ নেই এখানে।'

চারদিক থেকে আওয়াজ এল, 'আমরা প্রস্তুত। সবাই আমরা তৈরী। জুলুমের প্রতিশোধে নেব আমরা।'

এ যুবকের নাম ছিল আবু মোহসেন। তার কথার এত প্রভাব এর পূর্বে কোনদিন তিনি ভাবেননি। জনতার আবেগ উচ্ছাস দেখে হাত তুলে আকাশের দিকে দেখতে লাগলেন তিনি। খামোশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। চোখে তার জমা হচ্ছিল কৃতজ্ঞতার অশ্রু। কাঁপছিল ঠোঁট দুটো। অনেক চেষ্টা করে শুধু বললেন, 'হে প্রভু! আমার জাতিকে বিজয় দান করো।'

উপস্থিত জনতা বুলন্দ আওয়াজে বললো, 'আ-মীন।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিজেকে গুছিয়ে নিলেন। জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা সশস্ত্র, তারা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে যাও। যাদের অস্ত্র নেই তারা এখানে হাতিয়ার নিয়ে জলদি হাজির হয়ে যাও। নওজোয়ানরাই শুধু প্রস্তুত হবে, প্রয়োজন পড়লে বয়স্কদের ডেকে নেবো। সময় নষ্ট করো না, খুব শীঘ্রই পথে নামতে হবে আমাদের।'

তৃতীয় প্রহর।

আলহামরার ফটকের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাকর্মী। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আবু মোহসেন পর্যবেক্ষণ করছিল সারি গুলো। মা এবং স্ত্রীর মাঝে দাঁড়িয়ে আবু আবদুল্লাহও দেখছিল সব। তার ব্যথাতুর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল এক বিষাদময় অনুভূতি। আবু মোহসেনের বক্তৃতা শেষ হলে মা বললেন, 'যাও বেটা! তুমি ক্লান্ত, আরাম করোগে।'

নিজকে সংবরণ করতে পারলো না সে। এক ঝাঁক মিনতি নিয়ে বলল, 'আম্মা ক্ষমা করে দিন আম্মা। আমাকে এখন কি করতে হবে বলুন।'

বাহাদুর মা পুত্রের দিকে না তাকিয়ে তাকালেন পুত্র বধুর দিকে। বললেন, 'আয়েশা! হাতের চুড়ি খুলে তোমার স্বামীকে দাও। গ্রানাডার রানীমা তুমি। সুলতানের অনুপস্থিতিতে রানীই সালতানাতের জিম্মা বহন করে। খুলে দাও আলহামরার দরজা। প্রজাদের বল, আমার স্বামীকে দুধ পান করাতে কৃপণতা দেখিয়েছিলেন তার মা। তার পিতা পুরুষের খেলা শিক্ষা দেয়নি তাকে। কিন্তু তীর বৃষ্টির মধ্যেও গ্রানাডার রানী তোমাদের সঙ্গে থাকবে।'

স্বামীর দিকে চাইল আয়েশা। শাশুড়ীর দিকে ফিরে বলল, 'আমি স্বামীকে চুড়ি উপহার দিতে পারবো না মা, তরবারীর প্রয়োজন হলে আমাকে বলবেন।'

ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল আবু আবদুল্লাহর। চিৎকার দিয়ে বলল, 'খোদার দিকে চেয়ে চুপ করো আয়েশা।'

আবু আবদুল্লাহর মা বললেন, 'হ্যারে আয়েশা! আমার ছেলের আত্মসম্মান বোধ খুব টনটনে। তাকে পেরেশান করোনা।'

করুণ চোখে আবু আবদুল্লাহ তাকালো মা এবং আয়েশার দিকে। কিছু না বলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ি ভেঙ্গে। যতক্ষণ সিঁড়িতে শোনা গেল তার পায়ের আওয়াজ, শাশুড়ী বধু নীরবে তাকিয়ে রইলেন পরস্পরের দিকে। একটু পর আয়েশা বলল, 'আম্মা! সত্যিই যদি আপনার অনুমতি হয় আমি এই মুজাহিদদের সাথী হতে চাই।'

আবু আবদুল্লাহর মা বললেন, 'বেটি! আমার বিশ্বাস, এতো কথার পর আবদুল্লাহ নিশ্চয়ই নিরাশ করবে না আমাদের। কিন্তু কুদরত যদি আমাদের কিসমতে জিল্লতি লিখে থাকেন, তবে ইজ্জতের মওতের জন্য আমিও তোমার সাথী হব। দোয়া কর, তার দুর্বল পা আল্লাহ যেন সঠিক পথে পরিচালিত করেন।'

শাশুড়ী বধু কথা বললেন কিছুক্ষণ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন ফটকের সামনে কাতারবন্দী মুজাহিদদের। স্বেচ্ছাকর্মীদের সারিগুলো পর্যবেক্ষণ করে মহলের ফটকের সামনে ঘোড়া থামালেন আবু মোহসেন। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বজ্রকণ্ঠে বললেন তিনিঃ

মুজাহিদ ভাইয়েরা!

ক'দিন আগেও আমি ভেবেছি, পতনের এমন এক মনজিলে পৌঁছেছি আমরা, কোন জাতি দ্বিতীয়বার যেখান থেকে উঠে আসতে পারে না। কিন্তু আল জাগল আর সীমান্তের মুজাহিদদের শানদার বিজয় আশায় রূপান্তরিত করেছে আমাদের নৈরাশ্যকে। একটু আগে যখন আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, ভাবিনি কি বলতে হবে আমাকে। তবুও অনুভব করছিলাম আপনাদের কিছু বলা প্রয়োজন। আল্লাহ মালুম, কি আমি বলেছি। স্বীকার করছি, বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কে আমি অনভিজ্ঞ। কিন্তু আপনাদের জোশ প্রমাণ করছে, আপনারা জিন্দা।

দেখো আবু আবদুল্লাহ! আমার কওম মুর্দা নয়। যাবার আগে আলহামরার লৌহ কপাটের অন্তরালে ঘুমিয়ে থাকা আবু আবদুল্লাহকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, তুমি আমাদেরকে ফার্ডিনেন্ডের গোলাম বানাতে পারবে না। তোমার বদনসীব,

দিগ্রচিত্ত কওমকে ছেড়ে নিকৃষ্টতম দুশমনের সাথে নিজের ভবিষ্যত জুড়ে দিয়েছ। আবু আবদুল্লাহ, কওম তোমার দরিয়া দীল। এখনো যদি সঠিক পথে এসে যাও, এরা সব অতীত অপরাধ ক্ষমা করে দেবে তোমার। এসো! বাঁচার সব কটা দুয়ার রুদ্ধ হয়ে যাবার আগেই জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। কওমের নওজোয়ানদের খুন-অস্থি যে মহল তৈরী করেছে, বেশী দিন সুখের ঘুম ঘুমাতে পারবে না সে মহলে। তোমার মেকি ব্যক্তিত্বের খাতিরে জাতির ইজ্জত আজাদী বিক্রি করো না। খোদার কসম! ইজ্জত আজাদী দিতে পারে কওম, আর কেউ তা পারে না। কওম যাকে বেইজ্জতির আবর্তে নিক্ষেপ করে কেউ রক্ষা করতে পারে না তাকে। গ্রানাডার জনতা, তোমরা সাক্ষী থেকো, আবু আবদুল্লাহর মহলের লৌহ কপাটে আঘাত করে আমরা যাচ্ছি।'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল আবু মোহসেন। আচানক খুলে গেল আলহামরার ফটক। মশাল হাতে বেরিয়ে এল কয়েকজন সিপাই। তাদের পিছনে পদাতিক সিপাইদের একটা দল। বিশজন সওয়ার তাদের পেছনে। সব শেষে বেরিয়ে এল সাদা ঘোড়ায় এক সওয়ার। মাথায় তার সাদা পাগড়ী। হাতে গ্রানাডার শাহী ঝান্ডা।

কেল্লার বাইরে পদাতিক সওয়ার আর সিপাইরা তার ডানে বায়ে দু' সারিতে দাঁড়াল। ফটকের বাইরে এসেই ঘোড়া থামাল সে। মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করে ঘোড়া হাকিয়ে এগিয়ে গেল আবু মোহসেনের দিকে। এ ছিল আবু আবদুল্লাহ। সে বলল, 'আবু মোহসেন, আমার ব্যাপারে তোমার সবগুলো কথাই সঠিক, কোন শাসক লৌহ কপাট বন্ধ করে আরামে ঘুমুতে পারে না। জাতির আদালতের সামনে হাজির হয়েছি আমি। অনুকম্পা চাই না জাতির কাছে। ভুল সংশোধনের একটা সুযোগ চাই শুধু। এ ফৌজের সালার তুমি। অনুমতি হলে এই স্বেচ্ছাকর্মীদের দলে শামিল হতে চাই আমিও। আজ থেকে গ্রানাডার মসনদের দাবীদার নই আমি। আমার পিতা এবং পিতৃব্য গ্রানাডা পৌঁছে যে সাজা নির্ধারণ করবেন, সন্তুষ্ট চিত্তে তাই কবুল করবো।'

নীরবতা ছেয়ে গেল গোটা জনসমাবেশে। আবু মোহসেন নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল আবু আবদুল্লাহর দিকে। ক্ষীণ কণ্ঠে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'আবু মোহসেন, আমি জানি, অপরাধ আমার ক্ষমার অযোগ্য। কওমের আদালতের সামনে আমি দাঁড়িয়ে, তাদের বল! আমায় শাস্তি দিতে। আবারও বলছি, কওমের কাছে অনুকম্পার আশা আমি করি না। আমাকে সংগে নিলে হয়তো ক'ফোটা খুন আমার কালিমা ধুয়ে দেবে।'

উপস্থিত জনতার দিকে তাকালেন আবু মোহসেন। আবার ফিরলেন আবু আবদুল্লাহর দিকে। বললেন, 'কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে আপনার কওম নিঃশেষ করেছে আপনার দেহের কালিমা।'

খানিকপর। শহরের পশ্চিমের ফটক দিয়ে পাঁচ হাজার সিপাই বেরুচ্ছিল। আবু আবদুল্লাহ আর আবু মোহসেন সবার আগে। শহর থেকে একটু দূরে ফৌজ ফজরের নামাজ আদায় করল। দ্বিতীয়বার রওনা করার আগে আবু মোহসেন আবু আবদুল্লাহকে একদিকে ডেকে নিয়ে বলল, 'শুনেছি, আবু মুসা আপনার জিন্দানখানায় বন্দী। তা ঠিক হলে এ ফৌজের নেতৃত্বের জন্য তার চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই। এখনো আমরা বেশী দূর আসিনি।'

দারুণ পেরেশানী নিয়ে আবু মোহসেনের দিকে তাকিয়ে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'আবু মুসা আলহামরায় নেই। লড়াই থেকে ফিরে না এসে তার ব্যাপারে কোন প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারছি না। তবে সে বেঁচে আছে। সময় এলে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলব, 'মুসা! অপরাধী তোমার সামনে হাজির। আমার জন্য সাজা নির্ধারণ করো।' আমার বিশ্বাস, তখন আমার জীবন ডায়েরী এত মসিলিপ্ত হবে না। এ মুহূর্তে সে দূরে না থাকলেও তার সামনে যাবার হিম্মত আমার হবে না। আমি চাই তার সামনে যখন যাবো, দেহ থাকবে খুন-রাঙ্গা, চেহারায় থাকবে যখমের চিহ্ন। শেষবারের মত আমি বলবো, 'মুসা! এক বড় আদালতের সামনে যাচ্ছে তোমার আসামী। তার অপরাধ কি ক্ষমা করবে না তুমি?'

কথার চেয়ে তার আওয়াজে বেশী প্রভাবিত হল আবু মোহসেন। কিছু সময় মাথা নুয়ে আবু মোহসেনের দিকে তাকিয়ে থেকে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'আমার দীলের অবস্থা তুমি অনুভব করছ। কিন্তু ভয় হচ্ছে, এসব লোকেরা মুসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, আমার কোন কথাই তাদের শান্ত করতে পারবে না।'

'আপনি আশ্বস্ত থাকুন।' বলল আবু মোহসেন। 'এ মুহূর্তে এরা শুধু জানে আপনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন। এরা এরচে বেশী ভাবার দরকার মনে করে না।'

শানদার বিজয়ের পর মালাকায় ছাউনি ফেলে ফৌজ নূতনভাবে সংগঠিত করলেন আল জাগল। গ্রানাডা রওনা করার পূর্বে ভাতিজার কাছে খবর পাঠালেন, 'তোমার জন্য তওবার দুয়ার এখনো বন্ধ হয়নি। এ বিশ্বাস নিশ্চয় তোমার হয়েছে, যে আশায় খৃষ্টানদের সাথে হাত মিলিয়েছ তা সফল হবে না। মুক্ত ফটকে গ্রানাডা প্রবেশ করতে চাই আমরা। কিন্তু যদি বাঁধা দাও, মনে রেখো, আলহামরার লৌহ কপাট আমাদের গতি রোধ করতে পারবে না।'

আল জাগলের দূত ফিরে এসে বলল, 'অভ্যর্থনার জন্য গ্রানাডা তৈরী হচ্ছে। সীমান্তে হামলাকারীদের মোকাবিলায় আবদুল্লাহ রওয়ানা হয়ে গেছেন।'

দূত আল জাগলকে আবু আবদুল্লাহর স্ত্রীর চিঠি পেশ করে বলল, 'রানী এ চিরকুট পাঠিয়েছেন মহামান্য সুলতানের কাছে।'

দূতকে কতক প্রশ্ন করে আল জাগল চলে গেলেন আবুল হাসানের কাছে। রোগ শয্যায় জিন্দেগীর শেষ প্রহরগুলো কাটাচ্ছিলেন বৃদ্ধ সুলতান। দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়েছিল তার। সন্তান সম্পর্কে ধারণাতীত সংবাদ পেয়ে উঠে বসলেন তিনি। 'দূতকে ডাকো, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'রানী এ চিরকুট পাঠিয়েছেন?' বললেন আল জাগল।

বেকারার হয়ে আবুল হাসান বললেন, 'রানী কি লিখেছেন পড়ে শোনাও আমায়।'

আল জাগল পড়তে লাগলেন, 'মহানুভব, মা আমায় নিরাশ হতে দেননি। আলহামরায় অবস্থান জরুরী মনে করছি আমি। কুদরত তখনই আমার দোয়া কবুল করেছেন, চারদিক থেকে হতাশা যখন ঘিরে ধরেছিল আমাকে। দুশমনের মোকাবিলায় রওনা হয়ে গেছে আবু আবদুল্লাহ। যদি আমাকে ধোকা না দিয়ে থাকে, তাহলে তার

মাকসুদ অতীত ভুলের সংশোধন বই নয়, গ্রানাডা আপনার জন্য গভীর প্রতীক্ষা করছে।

আপনি অবিলম্বে পৌঁছতে না পারলে আল জাগলকে পাঠিয়ে দেবেন। আমার ভয় হয়, বিশ্বাসঘাতকরা ছাড়া ঐসব গাদ্দারও আবদুল্লাহর সাথে গেছে যাদের কারণে এমন বিপদে আমরা পড়েছিলাম। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মোনাফেকের এ দল বাগানোর চেষ্টা করবে আবু আবদুল্লাহকে। সুতরাং তার ফিরে আসার পূর্বেই গ্রানাডা কব্জা করে নেয়া জরুরী।'

পরদিন ভোর। আল জাগল মার্চ করার হুকুম দিলেন ফৌজকে। খৃষ্টানদের পরাজিত করে তাদের উত্তর এবং পূর্ব সীমান্ত থেকে দূরে রাখার জন্য নিজের আস্তানায় ফিরে গেছেন বদর। আবুল হাসানের চিকিৎসার জন্য বশীরকে থাকতে হয়েছে মালাকা। অসুস্থতা সত্বেও গ্রানাডা যেতে জেদ ধরলেন আবুল হাসান। বাধ্য হয়ে আল জাগলকে টাংগায় তার সফরের ব্যবস্থা করতে হলো। আল জায়গারাকে সোপর্দ করা হলো মালাকার হেফাজতের জিম্মা।

বিজয় পতাকা উড়িয়ে আল জাগলের ফৌজ গ্রানাডা প্রবেশ করলো। শহরের রাজ ফটক থেকে আলহামরা পর্যন্ত আল জাগলের ঘোড়ার সামনে বিছানো হলো ফুলের গালিচা। অসুস্থতার কারণে ধীর গতিতে টাংগায় সফর করছিলেন আবুল হাসান। তিনি এখনো কয়েক মঞ্জিল দূরে। তা সত্বেও আল জাগল জিন্দাবাদের সাথে আবুল হাসান জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলছিল জনতা।

মানুষের আবেগ উচ্ছ্বাসের অন্য কারণও ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আবু আবদুল্লাহর শানদার বিজয়ের খবর শুনেছিল তারা। গ্রানাডায় যুদ্ধের সংবাদ বাহকরা বললেন, 'হামলাকারীদের হাত থেকে সীমান্ত মুক্ত করে দুশমনের বেশ কিছু কেল্লা কব্জা করে নিয়েছেন আবু আবদুল্লাহ।'

আল জাগল জানতেন, চরম পরাজয়ের পর ফার্ডিনেন্ড ফৌজ চূড়ান্ত প্রস্তুতির পূর্বে বড় কোন অভিযান পরিচালনা করবে না। আবু আবদুল্লাহকে তিনি পয়গাম পাঠালেন, 'ফৌজ নতুনভাবে সংগঠিত করে কয়েক দিনের মধ্যে তোমার সাহায্যে আমরা পৌঁছে যাব। দুশমনকে ব্যস্ত রেখো।'

মহানুভব চাচা ভাতিজাকে আরো লিখলেন, 'অতীত অপরাধের কাফফারা আদায় করেছ তুমি। ফিরে এলে গ্রানাডার জনগণের চেয়ে পিতৃব্য এবং পিতাকে পাবে অধিক মহানুভব। মুসার সংবাদ নেই। আমার ধারণা ছিল সে তোমার সাথেই রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ ফেরত লোকেরা এ কথা মিথ্যা বলে প্রমাণিত করেছে। সে কোথায়? তার ব্যাপারে গ্রানাডার মানুষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।'

চারদিন পর। গ্রানাডায় চলছিল তখন আনন্দ উল্লাস। দুশমনের হাতে গ্রেফতার হয়েছে আবু আবদুল্লাহ– সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই গ্রানাডার মানুষ শুনলো এই হৃদয়বিদারক সংবাদ। সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনেক খবরই পৌঁছল তাদের কাছে। আল জাগলের আগমনে ভীত হয়ে কতক গাদ্দার রওনা হয়েছিল আবু আবদুল্লাহর সাথে। অন্য সবাই

যখন দেখল তার এ পরিবর্তন গ্রানাডার মানুষের ওপর এক অভাবনীয় প্রভাব সৃষ্টি করেছে, গ্রানাডা ছেড়ে তারাও পৌঁছল আবু আবদুল্লাহর কাছে।

আবু আবদুল্লাহকে সাথে নিয়ে ফার্ডিনেন্ডের আশ্রয়ে চলে যাওয়াই ছিল এসব গাদ্দারদের ইচ্ছা। নতুন নতুন বিজয়ে আবু আবদুল্লাহর মনে অভাবিত পরিবর্তন লক্ষ্য করে এসব গাদ্দার ফাঁদল ষড়যন্ত্রের জাল। এক সন্ধ্যায় ফার্ডিনেন্ডের এক কেল্লা কব্জা করে নিয়েছে আবু আবদুল্লাহ। গাদ্দারদের পক্ষ থেকে পর পর দুজন স্পাই পৌঁছল তার কাছে। একজন সংবাদ দিল, 'পশ্চিম দিক থেকে কেল্লার দিকে এগিয়ে আসছে দেড় হাজার খৃষ্টান ফৌজ।' 'উত্তর দিক থেকে দুহাজার খৃষ্টান সিপাইদের কেল্লার দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছে।' বলল দ্বিতীয় গোয়েন্দা।

সংবাদ পেয়েই শুরার বৈঠক আহবান করল আবু আবদুল্লাহ। মোনাফেকের দল এক হয়ে বলল, 'কেল্লা অবরোধ করার সুযোগ আমার দেব না তাদের। হতে পারে ফৌজ এগিয়ে রসদ এবং সাহায্যের পথ বন্ধ করে দেবে। দু-এক দিন পর বিরাট ফৌজ এসে হামলা করবে কেল্লায়।'

রাতে কেল্লার বাইরে দুশমনকে হামলা করার বিরোধিতা করলেন আবু মোহসেন। তিনি বললেন, 'দুশমন আমাদেরকে তাদের আওতার মধ্যে নিয়ে নিলেও কমপক্ষে কেল্লার ভেতর থেকেও তিন সপ্তাহ আমারা তাদের মোকাবেলা করতে পারবো। এর মধ্যে গ্রানাডা থেকে সাহায্য পৌঁছে যাবে নিশ্চয়।'

কিন্তু আবু আবদুল্লাহর জোশ উস্‌কে দিল গাদ্দার দল। রাতেই তিনি প্রস্তুতির হুকুম দিলেন ফৌজকে। দু'ভাগ করা হলো ফৌজ। আবু মোহসেনের নেতৃত্বে পশ্চিমে রওয়ানা করল একদল। উত্তর মুখী দল ছিল আবু আবদুল্লাহর নেতৃত্বে। গাদ্দারদের বিরাট একটা দল ছিল তার সাথে।

গোয়েন্দার পথ নির্দেশে পশ্চিমে প্রায় বিশ মাইল এলাকা খুঁজে ফিরলেন আবু মোহসেন। কিন্তু দুশমনের টিকিটিও পাওয়া গেল না। বিরক্ত হয়ে গোয়েন্দার ওপর রাগ করলেন তিনি। পরিশ্রান্ত ঘোড়ার বাগ ফিরিয়ে নিলেন রাতের তৃতীয় প্রহরে। ফিরে চললেন কেল্লার দিকে। ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। কেল্লা থেকে চার ক্রোশ দূরে আবদুল্লাহর সাথে যাওয়া সিপাইদের একটা দলের সাক্ষাত পেলেন।

মাথায় যেন বাজ পড়ল আবু মোহসেনের। ফৌজকে থামার ইশারা করে ঘোড়া নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। তার প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই এক নওজোয়ান বলল, 'আমার পরাজিত হয়েছি। এ ছিল এক ষড়যন্ত্র। আমাদের ফৌজে গাদ্দার ছিল অনেক বেশী। গোয়েন্দা এমন এক স্থানে আমাদের পৌঁছিয়েছে, যেখানে চারদিক থেকেই আমরা ছিলাম দুশমনের তীরের আওতায়। দুশমনের হুংকার শুনেই মুনাফিকরা আবু আবদুল্লাহকে বলল, 'আমরা এখন ওদের আওতায়। এ মুহূর্তে লড়াই করা নিরর্থক।'

আমরা হাতিয়ার সমর্পন করতে অস্বীকার করলে ওরা আলাদা হয়ে গেল। দুশমন বেরিয়ে হামলা করল আমাদের ওপর। নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। খানিক পর দুশমনের সাথে শামিল হয়ে ঝাপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। দেখতে দেখতে নিহত হল আমাদের আটশ নওজোয়ান। পালানো ছাড়া কোন উপায় আমাদের ছিল না।'

আবু মোহসেন বললেন, 'আবু আবদুল্লাহ......?'

জওয়াব দিল নওজোয়ান, 'লড়াইয়ের সময় আমাদের সাথে ছিলেন তিনি। আমাদের কতকলোক তাকে ঘোড়া থেকে পড়তে দেখেছে। আমার মনে হয় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ছিল এক ষড়যন্ত্র। হায়! যদি জানতে পেতাম, এতবড় মোনাফেকের দল আমাদের সাথে রয়েছে!'

'আমাকেও ধোকা দেয়া হয়েছে। দাঁড়াও, গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

আবু মোহসেন ফৌজের নিকট গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোথায় সে গোয়েন্দা?'

এদিক ওদিক দেখে, পরস্পর প্রশ্ন করে সিপাইরা বলল, 'ফজরের নামাজ পড়ে তাকে কেউ দেখেনি।'

নিরাশ হয়ে আবু মোহসেন বললেন, 'এবার আমাদের সীমান্তের দিকে রওয়ান করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।'

আবুল হাসানের জিন্দেগীর টিম টিম প্রদীপে ফৌজের পরাজয় আর আবু আবদুল্লাহর নিখোঁজ হওয়ার খবর, বাতাসের শেষ ঝাপটা হয়ে আঘাত হানল। এ আঘাত আর সইতে পারলেন না তিনি, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আবুল হাসান। আবুল হাসানের শবদেহ দাফন করার জন্য যখন মিছিল বেরুল, এক প্রবীণ ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'গ্রানাডা অনেক সম্রাট আর শাহানশার জানাজা দেখেছে। কিন্তু গ্রানাডার ভবিষ্যতের লক্ষ আশা সমাহিত হবে এ মুজাহিদের সাথে।'

এই ঘটনার পর স্পেনে হেলাল আর ক্রুশের লড়াই বন্ধ রইল কিছু দিন। ৮৯০ হিজরীতে এক বিরাট লস্কর নিয়ে মালাকা হামলা করল ফার্ডিনেন্ড। তার অভিযান ছিল আকস্মিক। মুসলমানদের সব শক্তি সঠিক ভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ পেলেন না আল জাগল। তবুও 'বাকওয়ান' এবং 'রোন্দোর' কেল্লা কজা করার চেষ্টা করলেন তিনি। এতে যথেষ্ট ক্ষতি হলো খৃষ্টানদের, তাই আর এগুনোর সাহস করল না ওরা। পিছু হটে সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ কেল্লা 'মিশলে' হামলা করল খৃষ্টান ফৌজ। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হলো তারা। তাদের পরাজিত করে জওয়াবী হামলা করলেন আল জাগল। খৃষ্টানদের অনেক রসদ অধিকার করলেন তিনি।

আল জাগল জানতেন, ফার্ডিনেন্ডের এলাকায় প্রবেশ করে চরমভাবে পরাজিত না করলে খৃষ্টানদের এ হামলা চলতেই থাকবে। কিন্তু বড় ধরনের লড়াইয়ের জন্য দরকার ছিল সময়ের। দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব সীমানা ছিল সীমান্ত ঈগলের পাহারায়। সে দিক থেকে তিনি আশ্বস্ত ছিলেন। দক্ষিণে মালাকার হিফাজতে ছিলেন আল জায়গারার মত অভিজ্ঞ জেনারেল।

বড় ধরনের অভিযান চালাতে হলে সবগুলো সুযোগ একত্রে কাজে লাগানো দরকার। তাই কেন্দ্রে থাকা জরুরী ছিল আল জাগলের। এ জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমানার হেফাজতে আবু মোহসেনকে নিয়োগ করলেন তিনি। আর নিজে গ্রানাডা পৌছলেন পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য।

দুশমনের কয়েদী হয়ে কার্ডিজ পৌছল আবু আবদুল্লাহ। তার বিশ্বাস ছিল নিকৃষ্টতম সাজা ফার্ডিনেন্ড তার জন্য নির্ধারণ করবেন। পাহারাদার যখন তাকে মহলের সামনে হাজির করল, মহলের দুয়ারে তখন দাঁড়িয়েছিলেন ফার্ডিনেন্ড, যুবরাজ এবং সালতানাতের বেশ কয়েকজন ওমরা। কয়েক কদম এগিয়ে এসে আবু আবদুল্লাহর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ফার্ডিনেন্ড। পেরেশান হয়ে হাত এগিয়ে দিল আবু আবদুল্লাহ। ওমরাদের দিকে তাকিয়ে ফার্ডিনেন্ড বললেন, 'তোমরা দাঁড়িয়ে কি দেখছ? সম্মান দেখাও গ্রানাডার সম্রাটকে। তিনি আমাদের মেহমান।'

আবু আবদুল্লাহর সামনে শির নুইয়ে দিল ওমরার দল।

আবু আবদুল্লাহকে জড়িয়ে ধরে মহলে প্রবেশ করলেন ফার্ডিনেন্ড। ড্রয়িংরুমের সামনে অন্যান্য মহিলাদের সাথে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রানী ইসাবেলা। তার কাছে পৌঁছে ফার্ডিনেন্ড বললেন, 'রানী, এই আমাদের সেই ছেলে যাকে দেখতে এতদিন তুমি বেকারার ছিলে।' আবু আবদুল্লাহর চেহারায় তখনো প্রকাশ পাচ্ছিল যে সে নিজেকে ভাবছে কয়েদী।

'তুমি তাকে আশ্বাস দাও, সে আমাদের মেহমান। যার পথপানে এতদিন আমরা তাকিয়েছিলাম।'

রানী বললেন, 'আমাদের সিপাইরা পথে তাকে কোন কষ্ট দেয়নি তো?'

'আমাদের বন্ধুকে কোন কষ্ট দিওনা, তাদের প্রতি আমার এ নির্দেশ ছিল। কিন্তু যদি আমি জানতে পারি পথে তাকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দেয়া হয়েছে বা অসম্মান করা হয়েছে, তবে তাকে দেব কঠিন শাস্তি।'

দরজা থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল ওমরার দল। ফার্ডিনেন্ড, রানী এবং যুবরাজ আবু আবদুল্লাহকে নিয়ে কামরায় প্রবেশ করল। গোল হয়ে চারজন মুখোমুখী বসলে ফার্ডিনেন্ড বললেন, 'আপনার সকল সাথীকে শাহী মেহমান খানায় স্থান দেয়া হয়েছে। আপনার জন্য ব্যবস্থা করেছি মহলের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কামরা।'

অধৈর্য হয়ে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'এমন রসিকতা ফার্ডিনেন্ডের মানায় না। সাজার হুকুম শোনার জন্য আমি প্রস্তুত।'

'একবার দুস্তির হাত বাড়িয়ে আমারা তা আর ফিরিয়ে নেই না। আমি এও জানি, আপনি যাই করেছেন, মজবুর হয়েই করেছেন। বিশ্বাস করুন, আপনার এলাকায় আমাদের সিপাইদের হামলা ছিল আমাদের নীতির খেলাপ। পরাজয়ে তারা ছিল ভীত ও সন্ত্রস্ত। এতে ভেবেছেন আপনার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি আমরা। এ অবস্থায় তাদের সাথে লড়াই করা এমন কি আবেগাপ্লুত হয়ে আমাদের এলাকায় হামলা করার অধিকারও আপনার ছিল। আমাদের কতক বেআক্কেলের দুঃখজনক কাজে সবচেয়ে বড় বন্ধুর মনে আমাদের সম্পর্কে বদ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, এটাই আমাদের বড় আফসোস। তাদের জন্য নিকৃষ্টতম সাজা নির্ধারণ করেছি।'

পিটপিট করে তাদের দিকে চাইতে লাগল আবু আবদুল্লাহ। ফার্ডিনেন্ড বললেন, 'আমাদের কথা এখনো আপনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ এক ব্যক্তিই আপনাকে শান্তনা দিতে পারবে।'

যুবরাজের দিকে তাকালেন ফার্ডিনেন্ড। 'শাহজাদা, আবু দাউদকে ডাকার জন্য কাউকে বলো।'

'আবু দাউদ!' চমকে উঠলো আবু আবদুল্লাহ।

'হ্যাঁ, সে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তার পরামর্শ হচ্ছে, আপনাকে হারানো সালতানাত ফিরিয়ে দিতে অবিলম্বে কোন অভিযান পরিচালনা করা উচিত। কিন্তু এ জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির দরকার রয়েছে আমাদের।'

আবু দাউদ সম্পর্কে অনেক বদ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল আবু আবদুল্লাহর মনে। কিন্তু প্রতিটি দুর্বল মানুষ শক্তিশালী মানুষকে শেষ আশ্রয় মনে করে। আবু আবদুল্লাহ আবু দাউদকে নির্ধারিণ করেছিল তার কিশতির কর্ণধার হিসেবে। তার আত্মগোপনে এবং আবু মোহসেনের বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়েছিল সে। আবার সে জীবনের নতুন দিগন্তে এসে দাঁড়াল। আবু আবদুল্লাহর মনে হল, এখন তার সামনে দাঁড়ালে মানসিক সব দুশ্চিন্তা থেকে নাজাত পাবে সে।

ফার্ডিনেন্ডের মৃদু হাসি আবার জাগিয়ে তুলল তার মনের সব বিপজ্জনক ইচ্ছাগুলোকে, গ্রানাডা থেকে বেরোবার সময় যা সে বিদায় করে দিয়েছিল। ফার্ডিনেন্ডের বশংবদ হতে ভয় পাচ্ছিল সে। কিন্তু সাথে সাথে এ অনুভূতিও ছিল, ফার্ডিনেন্ডের মৃদু হাসিই কোনদিন হারানো পথে তাকে পৌঁছে দেবে। আবু দাউদের কটি শব্দ দূর করে দেবে তার দুশ্চিন্তা। এভাবে এক অসহায় ব্যক্তির মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো ঘুমিয়ে থাকা মোনাফেকী। তার গোপন ইচ্ছাকে রূপ দিতে এক বড় মোনাফেকের আশ্রয় জরুরী মনে করলো সে।

তবু আবু আবদুল্লাহর বিবেক আর মনে চলছিল দ্বন্দ্ব। মনে মনে আবু আবদুল্লাহ বলছিল, 'আমি সেই বেঈমানকে বলবো তুমি আমায় লাঞ্চিত করেছ। তুমি আমায় করেছ কওমের গাদ্দার। আমি অদূরদর্শী ছিলাম। এবার চক্ষু খুলে গেছে। আর আমায় ধোকা দিতে পারবে না। ধ্বংসের পথে আর আমায় ঠেলো না। গ্রানাডার তখতের দরকার আমার নেই। কিন্তু না, যদি ভাগ্যের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করতে না পারি, তকদীরের সিতারা যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে গ্রানাডা নিয়ে যায়, আর ফার্ডিনেন্ডের দালাল হতে আমি মজবুর হয়ে পড়ি!

না, না, আবু দাউদকে বলবো, খোদার দিকে চেয়ে আমার প্রতি রহম করো। ভুল পথ আর আমায় দেখিও না। জাতির বেঈমানদের সাথে আমার নাম লিখতে চাইনা আর। কিন্তু ফার্ডিনেন্ড তো বলেছেন, কওমের একজন আজাদ শাসক হিসাবে আমায় দেখতে চান। এ সব মিথ্যা। আবু দাউদকে বলবো, ফার্ডিনেন্ডের এ মিথ্যাকে যেন

আমার কাছে সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা না করে। কিন্তু এদের সামনে এখনই আমার এ আবেগ জাহির করা ঠিক নয়। তাদের আমি ভুলের মধ্যে রাখবো। এখান থেকে পালিয়ে যাব মওকা পেলেই।

কামরায় প্রবেশ করলো আবু দাউদ। আবু আবদুল্লাহর মনে হলো, এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে এইমাত্র সে জেগে উঠেছে। নিজের অজ্ঞাতসারে দাঁড়িয়ে গেল সে। মোসাফেহার জন্য হাত এগিয়ে দিল আবু দাউদ। তার মৃদু হাসি শাগরেদকে বলেছিল, 'আমার কাছ থেকে কোথায় পালাবে বেটা। তোমার দীলের খবর আমি জানি।'

নিরাশার ছায়া

পাহাড়ী কেল্লায় অবস্থান করছিল বদর। কেল্লার আঙ্গিনায় তার চারপাশে সমবেত অফিসার এবং সিপাইদের তিনি কোন এক সন্ধ্যায় রাতের জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন। কেল্লার ভেতরে প্রবেশ করল এক দ্রুতগামী সওয়ারী। বদরের কয়েক কদম দুরে ঘোড়ার বাগ টেনে থামল সে। দু'তিন পা এগিয়ে বদর বলল, 'বশীর! সম্ভবত তুমি কোন ভাল খবর নিয়ে আসনি?'

বশীর ঘোড়া থেকে নেমে বদরের সাথে মোসাফেহা করে বলল, 'এমন এক খবর নিয়ে এসেছি, গ্রানাডার মানুষ যাকে ভাল মনে করে। কিন্তু আমি পেরেশান। মনসুর কোথায়?'

'নামাজ পড়ে এইমাত্র কামরায় গেল। আজ তার ডিউটি। এজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। চলো তার কাছে যাই।' বলে সিপাইদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এশার পরেই তোমরা নির্দেশ পেয়ে যাবে।'

বদর এবং বশীর সিঁড়ি ভেংগে দোতালার এক রুমে প্রবেশ করল। মোমের আলো জ্বলছিল ঘরে। ইউনিফর্ম পরে চেয়ারে বসে জুতার ফিতা বাঁধছিল মনসুর। বশীরকে দেখে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, 'বশীর, তুমি এসেছ! ভালই হয়েছে। এইমাত্র ভাবছিলাম আজ রাতে যখমী হলে কে আমায় শুশ্রূষা করবে।'

বশীর বলল, 'মনসুরকে যখম করতে পারে কার্ডিজের অস্ত্রাগারে এমন তরবারী নেই।' তিনজন বসল চেয়ারে। বশীরকে জিজ্ঞেস করল মনসুর, 'আমাদের মুখোশধারীর ব্যাপারে গ্রানাডাবাসী নিশ্চয় পেরেশান!'

'হ্যাঁ, গ্রানাডার সর্বত্র সীমান্ত ঈগলের স্থান দখল করেছে সীমান্তের মুখোশধারী।'

'তাহলে এখনো তারা বদরের মৃত্যুকে বিশ্বাস করে?'

'কোন কোন ফৌজি অফিসারের ধারণা বেঁচে আছে সে। অনেকে এখনো তার সন্ধান চাইছে। আমি বলেছি, 'মুজাহিদ হামেশাই বেঁচে থাকে।'

বদর বলল, 'আচ্ছা সে সংবাদটাই শোনাও এবার যার কারণে গ্রানাডাবাসী খুশী আর তুমি পেরেশান?'

'ফার্ডিনেন্ডের কয়েদখানা থেকে পালিয়ে আবু আবদুল্লাহ গ্রানাডা পৌঁছেছে। আল জাগল ঘোষণা দিয়েছেন, বাইরের ঝামেলা চুকে গেলেই ভাতিজাকে গ্রানাডার তখত সমর্পন করবেন। এখন তাকে লোশার গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়েছে।'

'এ কথা ঠিক? এমন ভুল তো আল জাগল করতে পারে না!'

'এ যদি ভুল হয় আল জাগল তাই করেছেন। আবু মোহসেনের সাথে আমি দেখা করেছি। সে বলল, 'সীমান্তে হামলা করার পূর্বে সে ফার্ডিনেন্ডের আশ্রয় নিতে তৈরী ছিল। স্বেচ্ছাকর্মীদের কাতারে শামিল হতে পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে। তার নিয়তে কোন সন্দেহ নেই আমার। কিন্তু সে এক অস্থিরচিত্ত যুবক। বর্তমান অবস্থায় তার হাতে কোন দায়িত্ব দেয়া বিপদের বাইরে নয়। মনে হয়, আবু দাউদ ফার্ডিনেন্ডের কাছে চলে গেছে। সে এমন এক ব্যক্তি, যে আবু আবদুল্লাহকে সব রকম নিকৃষ্ট কাজে বাধ্য করতে পারে।'

'এতে কি গ্রানাডার মানুষ সন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ। তাদের ধারণা আবু আবদুল্লাহর সব কালিমা মুছে গেছে। অনেকে আবশ্য এতে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু তারাও কার্যত বিরোধিতায় যেতে চায় না।'

'মুসার ব্যাপারে কি তাদের দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে?'

'আবু আবদুল্লাহ রটিয়েছে কয়েদখানা থেকে সে পালিয়ে গেছে। কয়েকজন সাক্ষীও সে হাজির করেছে আল জাগলের সামনে।'

'আল জাগল এ কথা মেনে নিলেন?'

'আমি তাকে বলেছিলাম, মুসা পালিয়ে গেলে আপনার কাছে আসতো নিশ্চয়ই।' কিন্তু আল জাগল বললেন, 'মুসা অত্যন্ত অভিমানী। আবু আবদুল্লাহ ছিল তার বাল্যবন্ধু। তার দুর্ব্যবহারে হয়তো গ্রানাডার কাউকে মুখ দেখাতে চাইছে না সে। সে মরক্কো চলে গেছে সম্ভবত। তার খান্দানের অনেকেই কর্ডোভা থেকে মরক্কো হিজরত করেছে। আমি খুঁজছি তাকে। যদি জানতে পারি আবু আবদুল্লাহ মিথ্যা কথা বলেছে, তবে তাকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করব।'

অনেক্ষণ ভেবে বদর বললেন, 'মনসুর, তুমি গ্রানাডা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।'

মনসুর বলল, 'কিন্তু আমি তো হামলার প্রস্তুতি নিয়েছি। সিপাইরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'তোমার স্থানে আমি যাবো।'

'কিন্তু আপনার আরাম করা জরুরী। কাল সারারাত আপনি ঘোড়ার পিঠেই ছিলেন।'

'তোমার এখুনি গ্রানাডা পৌঁছা উচিত। আমার চিঠি নিয়ে যাবে তার কাছে। আমার পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় তাকে জানিয়ে দেবে, কোন সুলতান, আমীর অথবা বাদশাহর জন্য আমাদের লড়াই ছিল না। আমাদের কোরবানীর উদ্দেশ্য ছিল গ্রানাডাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্রিত করা। আর স্পেনের মজলুম সর্বহারা মানুষগুলোকে খৃষ্টানদের গোলামী থেকে নাজাত দেয়া। আবুল হাসান এবং তারপর আল জাগলকে শুধু এজন্যই আমীর হিসেবে বরণ করেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষা হয়ে গেছে আবু আবদুল্লাহর।

একজন চাচা হিসেবে নালায়েক ভাতিজার সব অপরাধ হয়তো আল জাগল ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু গাদ্দার তওবা করেছে, তাকে শাসক রূপে মেনে নাও, কওমকে একথা বলার অধিকার তার নেই। তাকে বলো, আবু আবদুল্লাহ খালেস দীলে তওবা করলেও সে এক প্রাণহীন লাশ। হায়াত মওতের দ্বন্দ্বে যে কওম লিপ্ত, তাদের কাঁধে যেন এ লাশের বোঝা তুলে না দেয়া হয়। যতদিন তিনি বেঁচে আছেন তার দায়িত্ব তিনি পালন করবেন। তারপর আমীর নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রানাডার ঐসব মানুষের হাতে ছেড়ে দেবেন যারা মুসলমানদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পেশ করেছে নিজের জীবন।

আবু আবদুল্লাহর সাথে কোন দ্বন্দ্ব নেই আমার। ধোকা দিয়ে সে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল সে অপরাধ আমি ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু কওমকে যে একবার প্রবঞ্চিত করেছে, তাকে আবার সে আমানত দেয়ার আমি ঘোরতর বিরোধী। সীমান্ত থেকে কিছু হামলাকারীকে বের করে দিয়ে সে তার মানসিক পরিবর্তনের প্রমাণ দিয়েছে। এজন্য বড়জোর অতীত অপরাধের শাস্তি থেকে তাকে রেহাই দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তাকে লোশার গভর্ণর নিযুক্ত করা অথবা গ্রানাডার মসনদের ওয়ারিশ ভাবা এমন এনাম, কোন অবস্থায়ই যার উপযুক্ত সে নয়।'

মনসুর বলল, 'আল জাগল কি জওয়াব দেবে তা আমি জানি। সে বলবে, আবু আবদুল্লাহর সাথে মহৎ ব্যবহার না করলে লোকেরা ভাবত আমাদের এত দিনের সংগ্রাম ছিল নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য। তাছাড়া বিভেদকে ভয় পাচ্ছিলাম আমি। আবু আবদুল্লাহর সমর্থকরা গৃহযুদ্ধের অবতারণা করতে পারতো গ্রানাডায়।'

'গলায় রশি পরিয়ে গ্রানাডার অলি গলিতে ঘুরানো হয়নি, আবু আবদুল্লাহর জন্য এরচে মিষ্টি ব্যবহার কি হতে পারে? আল জাগলকে বলবে, এমন লোকের রায়ের কোন মূল্য যেন না দেন, এক পরিক্ষিত গাদ্দারের কাছে যে জাতি গড়ার ট্রেনিং নিতে চায়। ঘোড়া আর গাধা একই টাংগায় জুড়ে দেয়ার অর্থ ঐক্য নয়। পঞ্চাশজন সিপাই পঞ্চাশটা লাশ কাঁধে তুলে নিলে, তারাও সিপাই হয়ে যায় না। অযোগ্যের হাতে ক্ষমতা সমর্পন

করা গৃহযুদ্ধ ঠেকানোর পথ নয়। অপদার্থদের ক্ষমতার মসনদের দিকে তাকানোরও অধিকার নেই। যে জাতি বেঁচে থাকতে চায়, চায় দেশকে গাদ্দার মুক্ত করতে, উৎকোচ দিয়ে খুশী করা যায় না তাদের।'

'আপনি লিখুন চিঠি। আমি যাব গ্রানাডা।'

কয়েকদিন পর আল জাগলের জওয়াব নিয়ে বদরের কাছে ফিরে এল মনসুর। তাতে লিখা ছিল,

'স্নেহাতুর।

এমন মুহূর্তে তোমার লেখা আমি পেয়েছি আবু আবদুল্লাহ যখন আমায় শেষ আঘাত দিয়ে ফেলেছে। লোশা দুশমনের হাওলা করে দিয়েছে সে। ফার্ডিনেন্ডের আট হাজার সিপাই প্রবেশ করেছে শহরে। নিয়ত আমার খারাপ ছিল না। কিন্তু হায়! কুদরত যদি রাজনৈতিক ভুলগুলো ক্ষমা করতেন! তোমার আর কওমের জন্য পরিতাপের অশ্রু ছাড়া আর আমার কাছে কিছুই নেই। লোশা খৃষ্টানদের দখলে চলে যাওয়া আমাদের বুকে খঞ্জরাঘাতের চেয়ে কম নয়। হয়তো ফুরিয়ে এসেছে গ্রানাডার সময়। তুমি আমার কাছে থাকলে এতো বড় ভুল আমি করতে পারতাম না। হৃদয় ভাংগা এক বৃদ্ধ আজ তোমার করুণার ভিখারী। নিজের জন্য নয়, গ্রানাডার জন্য। গ্রানাডার মসনদের হিফাজতের জন্য নয় বরং মুসলমানদের ইজ্জত আব্রু হিফাজতের জন্য। আমার সাহায্যের জন্য এখন তোমাকে আমি গ্রানাডা ডাকছি না। তুমিই গ্রানাডার শেষ ভরসা। টলায়মান কিশতির শেষ আশ্রয়।

আমার কামনা, বিপদ থেকে তুমি নিরাপদে থাকো। আমাদের শেষ কেন্দ্র ঈগল উপত্যকা। তুমি সীমান্তের হামলা বাড়িয়ে দিলে দু'কেন্দ্রে নিবদ্ধ থাকবে দুশমনের দৃষ্টি। আর দ্বিতীয়বার লোশা কব্জা করার চেষ্টা আমি করবো। আমার ধারণা, ঈগল উপত্যকা ফার্ডিনেন্ডের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হয়তো গ্রানাডা হামলা করার পূর্বে তোমার এলাকা হামলা করবে সে।

বেটা আমার।

আমার উপর রাগ করে হিম্মত হারিও না। আমার ভয় হয়, তুমি নিরাশ হলে স্পেনে মুসলমানদের আশায় প্রদীপ সোবহে সাদেকের পূর্বেই নিভে যাবে।'

বদর, বশীর এবং মনসুর এ চিঠির আলোকে গ্রানাডা এবং মুসলিম স্পেনের ভবিষ্যত নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করল। মনসুর আরো একটা চিঠি পকেট থেকে বের করে বলল, 'আবু আবদুল্লাহর স্ত্রী দিয়েছে। আমাকে অনুরোধ করেছে, আপনার দীল থেকে লোশা হাত ছাড়া হয়ে যাবার কষ্ট দূর না হওয়া পর্যন্ত এ চিঠি যেন পেশ না করি। তার ভয়, স্বামীর পক্ষে ওকালতি করেছে, এ ভুল ধারণায় চিঠি না পড়েই হয়তো আপনি

ছিড়ে ফেলতে পারেন।'

মনসুরের হাত থেকে চিঠি নিয়ে বশীরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বদর বললেন, 'তুমি পড়ো।'

বশীর পড়তে লাগলেন,

'গৌরবান্বিত ভাই আমার।

পিতৃব্যের অনুমতি নিয়ে আপনার চিঠি আমি পড়েছি। আপনার কাছে দেয়া জওয়াবও চাচা আমায় দেখিয়েছেন। সব অপরাধ তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন। জাতীয় অপরাধের সিংহভাগের জন্য আমিই দায়ী। আমার স্বামী আন্তরিক তওবা করেছে, পিতৃব্যকে এ একীন না দিলে তাকে বিশ্বাস করার পূর্বে তিনি ভাল ভাবে যাচাই করতেন। রাণীমা ছেলের ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন, আর আমি দিয়েছি তাতে ইন্ধন। এজন্য শুধু লিখছি, চাচার নিয়ত সম্পর্কে আপনার মনে যেনো কোন সন্দেহ না জাগে। স্পেনে আপনার লাখো বোনের মধ্যে আমিও একজন। যাদের সতীত্বের হিফাজতে কোষমুক্ত হয়েছে আপনার তরবারী। বিশ্বাস করুন, আলহামরার চার দেয়ালের চেয়ে আপনার তলোয়ারে ভরসা আমার বেশী। পরিতাপের অশ্রু ঝরানোর পর আপনার এক বোন কি ক্ষমা পাবার আশা করতে পারে না! খোদা সাক্ষী, যখনই আপনাকে ভাই বলে সম্বোধন করি, মনে হয়, দুজনার সম্পর্ক রক্তের চেয়েও মজবুত।

আপনার বোন
'আয়েশা।'

মনসুরের দিকে তাকিয়ে বদর বললেন, 'তার মানে আবু আবদুল্লাহর বিবি এখনো গ্রানাডা?'

'হ্যাঁ! তাকে সাথে নিতে চাইছিল আবু আবদুল্লাহ। কিন্তু তার মা বলেছেন, যতোদিন যুদ্ধের আশংকা থাকবে আমার পুত্রবধু আলহামরার বাইরে যাবে না।'

লোশায় জমায়েত হয়েছে খৃষ্টানদের পনর হাজার ফৌজ। গ্রানাডার বিভিন্ন শহরে গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিল আবু আবদুল্লাহ। ফার্ডিনেন্ডের দেয়া অর্থে শুরু হলো মোনাফেকদের সমর্থন ক্রয়ের মহড়া। ইতিপূর্বে যারা নিজের আশা ভরসা সম্পৃক্ত করেছিলো ফার্ডিনেন্ডের সাথে, তারা আশান্বিত হলো। দিন দিন কুওৎ বেড়ে চললো আবু আবদুল্লাহর। যে কোন মূল্যেই শান্তির প্রত্যাশী দল জনগণের মধ্যে প্রচারণা চালালো, খৃষ্টানদের সাথে লড়াই জিইয়ে রাখলে স্পেনের আর সব মুসলমানদের ওরা শাস্তি দেবে। স্পেন খৃষ্ট-মুসলিমের দ্বৈত ভূমি। যেহেতু ওদের শক্তি বেশী সুতরাং তাদের মেনে নেয়া উচিৎ। স্বদেশীদের প্রতি ওরা জুলুম করবে না নিশ্চয়ই। খৃষ্টানদের হুকুমত মেনে নিলে বের করে দেয়া হবে, এ ভুল ধারণা। মুসলমানদের দীলে ঈমান থাকলে ভয়ের কোন কারণ নেই।

মানুষকে ওরা বুঝাতো, ফার্ডিনেন্ডের সাথে সন্ধি করে আবু আবদুল্লাহ আমাদের দিকে প্রসারিত করেছে দুস্তির হাত। আবু আবদুল্লাহকে ফিরিয়ে দিলে এক বিজয়ী হিসেবে আগামী দিন তিনি ভালো ব্যবহার করবেন না।

খৃষ্টান ফৌজের সাথে আবু দাউদও পৌঁছলো লোশা। ক'দিন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ফার্ডিনেন্ডকে সে লিখল, 'গ্রানাডায় চূড়ান্ত আঘাত হানার এখনই সময়।'

ফার্ডিনেন্ড নিজে লোশা পৌঁছে ফৌজের নেতৃত্ব হাতে নিলেন। আচানক 'আলবিরা' এবং 'মিসনাল' কেল্লা কব্জা করে 'সাখরা' অবরোধ করলেন তিনি। ছাউনি ফেললেন শহরের কয়েক মাইল দূরে। গ্রানাডায় এক তৃতীয়াংশ ফৌজ রেখে সাখরার দিকে রওনা করলেন আল জাগল।

দু'দলে মামুলী লড়াই হলো কয়েকদিন। কেল্লার ফটক বন্ধ করে লড়ছিল শহরবাসী। আচানক উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বিরাট ফৌজ নিয়ে ছুটে এলেন বদর। ফার্ডিনেন্ড শুনতে পেলেন, ফ্রান্সের সম্রাট বিরাট এক লশকর নিয়ে পিরিনিজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে সাখরার অবরোধ তুলে নিলেন ফার্ডিনেন্ড। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে আসা মুজাহিদদের গতি রোধ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন দশ হাজার ফৌজ। লোশা, মিসনাল এবং আলবিরার হেফাজতের জন্য প্রয়োজনীয় ফৌজ দিলেন আবু আবদুল্লাহকে। নিজে চলে গেলেন ফ্রান্স সম্রাটের হামলার মোকাবিলা করতে।

ফ্রান্স সম্রাটের সাথে সমঝোতার জন্য পাদ্রীদের এক প্রতিনিধি দল পাঠালেন ফার্ডিনেন্ড। তাকে বোঝানো হলো, স্পেনের লড়াই হিলাল আর ক্রুশের লড়াই। এ নাজুক পরিস্থিতিতে ক্রুশের দুই প্রধানের পারস্পরিক লড়াইয়ে ফায়দা লুটবে মুসলমানরা। কার্ডিজ আর ফ্রান্সের বিশপ এক হয়ে দুই সম্রাটকে গলাগলি করতে বাধ্য করলো। মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ে অংশ নিতে ফ্রান্স সম্রাট দু'হাজার সওয়ার এবং বিশটি সামুদ্রিক জাহাজ উপঢৌকন দিলেন ফার্ডিনেন্ডকে।

ফার্ডিনেন্ড দীর্ঘ দিন থেকে অনুভব করছিলেন মালাকা কব্জা না করা পর্যন্ত মুসলমানদের শক্তি নিঃশেষ হবে না। গ্রানাডার গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিলো মালাকা, যা স্পেনের অন্য সব মুসলমানদেরকে বরবাদী থেকে রক্ষা করতে পারে। তিনিও জানতেন, মালাকা কব্জা করে সব সামুদ্রিক বন্দর দখল করা সম্ভব। এতে আল মিরিয়ার বন্দর ছাড়া মরক্কো এবং স্পেনের সব পথ রুদ্ধ করে দেয়া যায়। 'ইসলামী দুনিয়া তাদের সাথে' এ ধারণা মিটিয়ে দেয়া যায় মাটির সাথে।

তার বিশ্বাস ছিল, মালাকা হাত ছাড়া হলে মুসলমানরা হবে তার অনুকম্পার ভিখারী। সিরানুবিদার বিদ্রোহী কবিলাগুলোকে মালাকা থেকেই শায়েস্তা করা যাবে। ফ্রান্স থেকে বিশটি সামুদ্রিক জাহাজ পাওয়ায় নৌ শক্তিও মজবুত হয়েছে তার। তিনি আবু আবদুল্লাহকে লিখলেন, 'আমার ফৌজ আচানক মালাকা হামলা করবে। গুরুত্ব

বুঝে আল জাগল গ্রানাডা ছেড়ে চেষ্টা করবে সেখানে পৌছার। কোন বাঁধা ছাড়াই গ্রানাডা কব্জা করতে পারবে তুমি।'

কদিন পর ফার্ডিনেন্ডের নৌবহর রওয়ানা করলো মালাকার দিকে। তিনি পদাতিক ফৌজ নিয়ে পশ্চিমে দীর্ঘ চক্কর দিয়ে মালাকার পথ ধরলেন। মালাকায় নৌ হামলা ছিল এতই আকস্মিক, কোন বাঁধা ছাড়াই নদী তীরে নেমে তারা শহর অবরোধ করলো।

আল জাগলের দৃষ্টি ছিল লোশার দিকে। মালাকা অবরোধের খবর তিনি হঠাৎ করেই পেলেন। অল্প কিছু সিপাই গ্রানাডায় রেখে মালাকার পথ ধরলেন তিনি। মালাকা থেকে তখন তিনি এক মনযিল দূরে, সংবাদ পেলেন আট হাজার ফৌজ নিয়ে গ্রানাডা যাচ্ছে আবু আবদুল্লাহ। নিরাশ হয়ে বেশীর ভাগ ফৌজ মালাকায় পাঠিয়ে নিজে গ্রানাডা ফিরে এলেন। কিন্তু তার পৌছার পূর্বেই গাদ্দারের দল খুলে দিয়েছে গ্রানাডার ফটক।

আলহামরায় উড়ছিল আবু আবদুল্লাহর ঝান্ডা। ভগ্ন হৃদয়ে আল জাগল আবার ফিরে গেলেন মালাকা। কিন্তু ফৌজের পরিমান জেনে দাগাবাজ ভাতিজা তাকে পিছন দিক থেকে হামলা করলো। বাহাদুরের মতো লড়লো আল জাগলের সিপাইরা। যখন তারা দেখলো তাদের তরবারী শুধু খৃষ্টানদের সাথেই নয় বরং ভাইদের তলোয়ারের সাথেও টক্কর খাচ্ছে, দীর্ঘক্ষণ অটল থাকতে পারলো না তারা। পরাজিত হয়ে আল পিকরায় আশ্রয় নিলেন আল জাগল।

পরদিন তিনি খবর পেলেন বাকী ফৌজ ফার্ডিনেন্ডের হাতে পরাজিত হয়েছে পথেই। বন্ধ হয়ে গেছে মালাকার দিকের সব জলস্থল পথ। আল পিকরার জংগী কবিলার এক ক্ষুদ্র ফৌজ সংগঠিত করে তিনি অবস্থান নিলেন 'বাসতা'। মালাকায় বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করলেন আল জায়গারা। কিন্তু মাসেক কাল পর্যন্ত রসদ আর সাহায্য না পেয়ে লোকেরা দুর্বল হয়ে পড়লো। পাহাড় থেকে বেরিয়ে কয়েকবারই মালাকার দিকে এগিয়ে গেলেন আল জায়গারা। কিন্তু তিনি ময়দানে ফার্ডিনেন্ডের নিপূণ লশকরের মুখোমুখী হলেন না।

উত্তর-পূর্ব দিক ছেড়ে বদর হামলার রোখ পরিবর্তন করলেন দক্ষিণ-পূর্বে। কিন্তু এই মামুলি লোকসানে ভীত হলো না ফার্ডিনেন্ডের বিরাট ফৌজ। ফার্ডিনেন্ড অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে এগিয়ে জওয়াবী হামলার অনুমতি দিল না ফৌজকে।

নাজুক হয়ে উঠলো মালাকাবাসীর অবস্থা। ক্ষুধায় কাতর মানুষেরা হাতিয়ার ছেড়েই দিচ্ছিল, কিন্তু হিম্মত হারালেন না আল জায়গারা। সন্ধি প্রিয় লোকদের কাছে তার জওয়াব ছিল, 'আমাদের লাশ না মাড়িয়ে দুশমন শহরে প্রবেশ করতে পারবে না।' সিপাইরা সাহস হারিয়ে ফেললে তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা তাজা করে দিতো তাদের দীল। কিন্তু মালাকার আকাশ যখন ছেয়ে গেলো দুর্যোগের ঘনঘটায়, শহরবাসীর মতো ফৌজেও দেখা দিল বিভেদ। ফার্ডিনেন্ডের সাথে যোগসাজস করে কতক গাদ্দার খুলে দিলো শহরের দরজা।

আল জায়গারাকে গ্রেফতার করে দুশমনের হাওলা করে দেয়া হলো। ফার্ডিনেন্ডের হুকুমে দুর্বিসহ যাতনা দিয়ে কোতল করা হলো আল জায়গারাকে। এরপর শহরবাসী দেখলো এমন পাশব আর বর্বরতার অধ্যায়, যা তারা কল্পনাও করেনি কখনো। ফার্ডিনেন্ডের সিপাইরা বিজয় উল্লাসে মদমত্ত হয়ে প্রলয় ঘটিয়ে দিল মালাকায়। ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে নারীদের নিয়ে আসা হলো বাজারে। শুকরের গোশত আর শরাব পান করতে তাদের বাধ্য করা হলো। তলোয়ারের অগ্রভাগ দেখিয়ে তাদের বোঝানো হল, বিজয়ীর হুকুম পালন করা বিজিতের জন্য অপরিহার্য। যে সব পুরুষ ইজ্জত আব্রুর পরোয়া করল, জিন্দা পোড়ানো হল তাদের।

আল জায়গারার সাথে গাদ্দারী করে যারা দুশমনের জন্য শহরের দরজা খুলে দিয়েছিল এ অবস্থা দেখে তারা অভিযোগ করল ফার্ডিনেন্ডের কাছে। তিনি জওয়াব দিলেন, 'মালাকা স্পেনের দরজা। দুশমনের অস্তিত্ব থেকে একে আমি পবিত্র দেখতে চাই। আমার ফৌজের ব্যবহার বরদাশত না হলে শহর থেকে চলে যেতে পারো। কেউ মরক্কো যেতে চাইলে জাহাজ প্রস্তুত আছে।'

মালাকা হাত ছাড়া হওয়ার পর গ্রানাডা সালতানাতের পশ্চিম অংশ চলে গেল খৃষ্টানদের কব্জায়। দক্ষিণ দিকে মালাকার আশপাশ এবং সাগর উপকূলের সবগুলো শহরও কব্জা করে নিল তারা।

উত্তরে 'বাইয়ান' থেকে দক্ষিণে 'আলমিরিয়া' পর্যন্ত রইল আল জাগলের ক্ষুদ্র সালতানাত। মালাকা হাতছাড়া হওয়ায় আলমিরিয়া বন্দর মুসলমানদের জন্য ছিল শাহরগের মতো। আউস এবং ভিগাও ছিল আল জাগলের কব্জায়। যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ছিল এই ক্ষুদ্র সালতানাত। আল পিকরার উপত্যকাগুলো সিরানুবিদার তুষারাবৃত শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন নদী থেকে পানি পেতো। বিভিন্ন রকমের ফল সমগ্র স্পেন থেকে বেশী ফলতো এই এলাকায়। অপরাপর পাহাড়ী এলাকার লোকেরাও প্রয়োজনের চাইতে বেশী পশু পালন করতো। আত্মরক্ষার দিক থেকে এ এলাকার পাহাড় অরণ্য ছিল যথেষ্ট সংরক্ষিত।

কয়েকদিনের প্রস্তুতির পর ভিগা হামলা করল ফার্ডিনেন্ড। অবরোধ করল শহর। পাহাড়ী কবিলাগুলো নিচে এসে যুদ্ধ শুরু করলো চারদিক থেকে। ভিগার গুরুত্ব অনুধাবন করলেন বদর। সীমান্তের হিফাজত মনসুরকে সোপর্দ করে দু'হাজার জানবাজ নিয়ে ভিগা পৌঁছলেন। প্রথম রাতেই ফার্ডিনেন্ডের পাঁচ হাজার সিপাই হত্যা করলেন তিনি। পরের রাতে পেছন থেকে হামলা করলেন দু'বার। আল জাগল শহর থেকে বেরিয়ে দুশমনের পিছু নিলেন। সকালে অবরোধ তুলে মালাকা ফিরে গেল ফার্ডিনেন্ড।

মালাকায় এক বছরের প্রস্তুতির পর আবার ভিগায় চড়াও হল খৃষ্টানরা। এবার শহর হামলা না করে আশপাশের সব এলাকা নিশ্চিহ্ন করতে লাগল। ছিনিয়ে নেয়া হলো কৃষকদের গবাদি পশু। বাগান আর কৃষি বরবাদ করে দেয়া হলো। কবিলাগুলোর

আকস্মিক হামলা থেকে বাঁচার জন্যে ভিগার প্রতিটি রাস্তায় তৈরী হলো পরিখা। বদরের জানবাজ এবং কবিলাগুলোর হামলায় যথেষ্ট ক্ষতি হতে লাগলো তাদের। কিন্তু ভিগাবাসীর কোন মদদ বদর করতে পারলেন না। দু'মাসের দীর্ঘ অবরোধের পর ভয়ানক দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়ে আত্মসমর্পন করলো ভিগাবাসী। ভিগাকে কেন্দ্র করে একে একে আল পিকরার সব কটা কেল্লা আল জাগলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল ফার্ডিনেন্ড।

বদরের যখমে ব্যান্ডেজ করছিলেন বশীর। মনসুর কামরায় ঢুকলেন। বদর বললেন, 'মনসুর, এখনো তুমি যাওনি?'

'কেল্লা থেকে বেরিয়েই তাকে পেয়ে গেলাম।'

'আল জাগল নিজেই চলে এলেন?'

'হ্যাঁ! মোলাকাতের কামরায় তাকে বসিয়ে এসেছি।'

'আর কে আছে তার সাথে?'

'আবু মোহসেন। কিছু সিপাই সংগে এনেছেন তিনি। কিন্তু পুলের কাছে আমাদের লোকেরা তাদের থামিয়ে দিয়েছে।'

'অনুযোগ তো তারা করেননি?'

'এজন্য অবশ্যই তারা পেরেশান ছিলেন। কিন্তু আমি এই বলে শান্তনা দিয়েছি, এ ছিল আমার নির্দেশ। যেহেতু আপনাদের আগমন আকস্মিক, এ জন্যে খাস কোন নির্দেশ সিপাইদের দেয়া হয়নি।'

'আমার লেখা নিয়ে যাচ্ছিলে এ কথা তাকে বলোনি?'

'হ্যাঁ চিঠি দিয়েও দিয়েছি। কিন্তু না পড়েই তিনি আমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, এতদূর এসে সরাসরি কথা বলাই আমি ভাল মনে করি।'

'তুমি তাকে বলোনি, চিঠিতে যা রয়েছে মোলাকাতেও তাই হবে।'

'তিনি এতই চিন্তান্বিত, এমনতরো কথা বলা ঠিক মনে করিনি।'

'তার মোলাকাত থেকে আমি বাঁচতে চাইছিলাম। এও এক প্রকার বাধ্যবাধকতা। তোমরা দু'জন আমার পাশে থাকবে, দায়িত্বে একটু অবহেলা দেখলেই শুধরে দেবে।'

খানিক পর। পাহাড়ী কেল্লার এক প্রশস্ত কামরায় আল জাগল আর আবু মোহসেনের সাথে মোসাফেহা করলেন, বদর, বশীর, আর মনসুর। অভ্যেস মতো কুশলাদি বিনিময় করে আসন গ্রহণ করলেন তারা। খানিক মাথা নুইয়ে ভাবলেন আল জাগল। বললেন, 'কেন আমি এসেছি বুঝেছেন নিশ্চয়ই? আপনাদের জওয়াবের অপেক্ষা করতে পারলাম না। আপনাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আমার উপর রেগে আছেন। সাফাই পেশ করতে আমি আসিনি। আফসোস! পরিস্থিতি আপনাদের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ আমাকে দেয়নি। হয়তো ভাবছেন বুযদিলের মত কাজ করেছি আমি।

কিন্তু খোদা সাক্ষী! নিজের জীবন বাঁচানোর কোন চিন্তা আমার ছিলনা। এখনো নিজকে জীবিতদের মধ্যে ভাবি না। শুধু বলতে এসেছি, তখনি তরবারী ছেড়েছি, আমার বাযু যখন কেটে গেছে।

কয়েক বছর আগেই যদি বুঝতাম, বালির বাঁধ সাগরের পানি রুখতে পারেনা! গলদ ছিল আমার ধারণায়। জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করার অধিকার ছিলো না আমার। অনুতাপের অশ্রু ছাড়া তোমাদের জন্যে কিছুই নেই আমার কাছে। জানি, তোমরা আমাকে ক্ষমা করবে না। আবু আবদুল্লাহকে বিশ্বাস করা ছিল এমন অপরাধ, যার জন্য নিজেকে নিজেই ক্ষমা করতে পারি না। বিবেক হামশাই আমাকে দংশন করবে। তখনি আমি ফার্ডিনেন্ডের আনুগত্য কবুল করেছি, যখন বুঝেছি এখন কোরবানী মূল্যহীন। আমরা ছিলাম বিপন্ন। চারদিক থেকে দুশমন আমাদের ঘিরে রেখেছিল। দুশমনের গোলামীতে খুশী ছিল কওমের বিরাট অংশ। আজাদী প্রিয় লোকেরাও বুঝে ছিল প্রতিরোধের শক্তি তাদের নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমার সামনে খোলা ছিল দু'টি পথ। ফার্ডিনেন্ডের গোলামী কবুল করে যৎসামান্য মুসলমানকে বরবাদী থেকে রক্ষা করা। অথবা এমন এক লড়াই চালিয়ে যাওয়া যার পরিণতি পরাজয় ছাড়া কিছুই নয়।

এ অবস্থার জীবন দিয়ে হলেও কালিমা মুক্ত রাখতাম আমার নাম। কিন্তু ভাবলাম, আমার এ কাজে স্পেন এবং গ্রানাডার বিজিত মুসলমানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্ধকারই হবে শুধু। আমার সাথে অল্প কজন মুসলমান সামান্য ক'বছর হয়ত আজাদ থাকতে পারবে। কিন্তু আজাদী হারা লাখো মুসলমান পুড়ে ছাই হয়ে যাবে দুশমনের প্রতিশোধের আগুনে। শান্তি কায়েম হবার পর কখনো হয়তো উঠে দাঁড়াবে তারা। আর তখন কুদরত মহান কোন ইনসানকে তাদের পথ নির্দেশনার জন্য পাঠাবেন।

নিজের ব্যাপারে এ একীন আমার হয়েছে, এ বিচ্ছিন্নাবস্থায় তাদের লড়াইয়ে লিপ্ত রাখলে বরবাদির দিন ঘনিয়ে আসবে। আমার কওমের শিরায় কয়েক কাতরা খুনই শুধু অবশিষ্ট। এটুকু চলে গেলে আমার মতই পরিতাপের অশ্রু ছাড়া তাদের আর কিছুই থাকবে না।'

এতটুকু বলেই বদরের দিকে চাইলেন আল জাগল। তিনি ছিলেন নীরব। আল জাগল আবার বললেন, 'কিন্তু একথা ভাববেন না, আমি আপনার এবং এ জানবাজদের ব্যাপারেও নিরাশ হয়েছি। গ্রানাডা এবং স্পেনের মুসলমানদের আপনিই শেষ উম্মীদ। আমার বিশ্বাস! কোন দিন এ উপত্যকা হবে আমার কওমের শেষ দূর্গ। আপনাকে প্রস্তুতির মওকা দিতে এ মুহূর্তে খৃষ্টানদের সয়লাব এ উপত্যকা থেকে দূরে রাখা জরুরী। এ মাকসুদেই আমি........' খামোশ হয়ে গেলেন আল জাগল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন। চুপ করে গেলেন কেন?' বললেন বদর।

সসংকোচে বললেন আল জাগল, 'এ একীন আমি ফার্ডিনেন্ডকে দিয়েছি, বদরকে আমিই ময়দানে টেনেছি, তার এলাকাকে আজাদ হিসেবে মেনে নিলে গ্রানাডার মানুষের

সাথে কোন সম্পর্ক তিনি রাখবেন না।'

'আমি জীবিত, এ কথাতো তাকে বলেননি।'

'না! আমি তাকে বলেছি, আপনার প্রতিনিধি আমার নির্দেশানুযায়ী কাজ করবে।'

'তাহলে ফার্ডিনেন্ডের পক্ষ থেকে দুস্তির পয়গাম নিয়ে আপনি এসেছেন?'

'খোদার দিকে চেয়ে ভুল বুঝবেন না আমায়। আপনাকে প্রস্তুতির মওকা দেয়াই আমার মাকসুদ। ফার্ডিনেন্ডের চিঠি নিয়ে এসেছি আমি।'

পকেট থেকে কাগজ বের করে বদরকে পেশ করলেন আল জাগল। বশীরকে বদর বললেন, 'তুমি পড়ো।'

ক্ষীণ কণ্ঠে ফার্ডিনেন্ডের লেখা পড়তে লাগলেন বশীর।

'সুলতান আল জাগলের সুপারিশে মনসুর এবং তার সংগীদের দিকে দুস্তির হাত প্রসারিত করছি। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর স্পেনে জনগণের কল্যাণের জন্য খৃষ্ট-মুসলিমের মধ্যে সহমর্মিতা আর শান্তির প্রয়োজন অনুভব করছি। আমার বিশ্বাস, এক বাহাদুর দুশমন উদার নীতিমালার আওতায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সংগে থাকবেন।

আমাদের নীতিমালা নিম্নরূপঃ

(১) ঈগল উপত্যকা মুক্ত এবং আজাদ থাকবে, এলাকার জনগণ মনসুর অথবা যাকে ইচ্ছা শাসক নির্বাচিত করতে পারবেন।

(২) বাইরের হামলার মোকাবিলায় আমরা সে এলাকার শাসকের মদদ করবো।

এ উদার নীতিমালার পর আমরা আশা করবোঃ

(১) মনসুর বিন আহমদের অধিকার ভুক্ত আমাদের উত্তর এবং পূর্ব সীমান্তের কিল্লাগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে।

(২) মনসুর বিন আহমদ এবং তার স্থলাভিষিক্ত কেউ ভবিষ্যতে আমাদের সীমানায় হামলা করবে না এ আশ্বাস দিতে হবে আমাদের। তাছাড়া

(৩) গ্রানাডা এবং স্পেনের সালতানাতের যে সব শাসক আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ তাদের মুয়ামেলায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মুসলমান অথবা খৃষ্টান বিদ্রোহীদের কোন সাহায্য করতে পারবে না আমাদের বিরুদ্ধে।'

ফার্ডিনেন্ডের চিঠি পড়ে বদরের দিকে তাকালেন বশীর। আর সবার দৃষ্টিও নিবদ্ধ হলো তার দিকে। মাথা তুললেন বদর। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মনসুর। এ ব্যাপারে কিছু বলবে তুমি?'

মনসুর বললেন, 'এর অর্থ যদি হয় স্পেনের মুসলমানদের শবদেহ কাঁধে নিতে প্রস্তুত আছি কি নেই, তবে আমার জওয়াব হবে নেতিবাচক।'

'বশীর, তুমি?'

'আমার কওমের তরী ডুবে যাচ্ছে দেখলেও তা ছেড়ে খড়কুটার আশ্রয় নেবো না কখনো।'

আল জাগলের দিকে তাকিয়ে বদর বললেন, 'ফার্ডিনেন্ড ভেবেছে ক্লান্ত আমরা। আমরা ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। গলা টিপে হত্যা করার পূর্বে নিদ্রার আবেশে বন্দী রাখা জরুরী মনে করছে সে। আমাদের প্রভাবিত করতে এমন এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছে, গ্রানাডাকে যিনি ঝাকুনি দিয়ে জড়তার নিদ্রা থেকে জাগিয়েছেন। তার উদার নীতিমালার ঘুমের ঔষধ আমাদের গলায় পৌঁছে দিতে সে ব্যক্তির হাত বেছে নিয়েছে, গতকালও যিনি ছিলেন গ্রানাডার একমাত্র বাহাদুর পুরুষ। গ্রানাডার "শেষ উম্মীদ" আজ আমাদের নিরাশার গহীন আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। আমাদের বুযর্গ, আমাদের কল্যাণকামী আর পথ নির্দেশকের দৃষ্টিতে আমাদের জীবন অতি মূল্যবান। এ জন্য পরামর্শ দিতে এসেছেন আমাদের। লাঞ্ছিত হলেও জিন্দেগীকে যেনো ছেড়ে না যাই।

সুলতান আল জাগল! আপনি বলেছেন দুশমনের সাথে সন্ধি করে প্রস্তুতির মওকা আমরা পাবো। কিন্তু কেন ভাবছেন না, দুশমনই চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য নিজেদের প্রস্তুতির প্রয়োজন অনুভব করছে? বাস্তব জগতে সবল-দুর্বলের চুক্তি মূল্যহীন। এ সন্ধি কমজোরকে পাবন্দির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে। শক্তিমানকে দেয় তরবারী ধার দেয়ার মওকা। আমরা যদি শক্তিশালী হই, দুশমনের বদ খাহেশের পরও বেঁচে থাকতে পারবো। যদি হই দুর্বল, দুশমনের কাছে নেক খাহেশের কামনা আমাদের অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট নয়।

আমাদের ইজ্জত, আজাদী আর অস্তিত্বের জামিন আমাদের তরবারী। বিজয় অথবা মওতের পূর্বে এ তলোয়ার কোষবদ্ধ হবে না। আমরা কি ঐ দুশমনকে বিশ্বাস করবো, বিজিত মালাকায় যে মুসলমানদের হুকুম দিয়েছিল, উপকূলের এলাকা তোমরা খালি করে দাও। আপনি কি ঐ ব্যক্তির লেখা বিশ্বাস করার পরামর্শ দিচ্ছেন, আমার কওমের নারী আর শিশুর খুনে রংগীন হয়েছে যার হাত। আমি জিজ্ঞেস করি, মালাকার অলিগলিতে মুসলিম নারীদের সতীত্ব যখন লুণ্ঠিত হচ্ছিল, কোথায় ঘুমিয়ে ছিলেন এ উদার চিত্ত আর রহমদীল সম্রাট? যদি আপনি প্রবঞ্চিত হয়ে থাকেন, খোদার দিকে চেয়ে আমাদের ফেরেবের জালে আবদ্ধ করবেন না।'

আমাদের সব কোরবানী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এ ভেবেই আপনি পেরেশান হচ্ছেন। কিন্তু আপনাকে বলে দিচ্ছি, কোরবানী স্বয়ং এক মাকসুদ। ইজ্জতের জিন্দেগী আমাদের ভাগ্যে না থাকলে ইজ্জতের মওতের পথ কেউ আটকাতে পারবে না।'

আবেগে আসন থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন বদর। 'রক্ত দিলে কওমের শিরা খুন শুন্য হয় না, তা হয় শুধু জিল্লতি আর লাঞ্ছনার জিন্দেগী কবুল করলে। ফার্ডিনেন্ডকে বলে দেবেন, আজাদীর মূল্য আমরা দিতে জানি। ফার্ডিনেন্ডের বিজয়ের সয়লাব এতদিন বালির বাঁধকেই ভেঙেছে। কিন্তু এই উপত্যকায় আঘাত করলে সে, এমন পাথরের সম্মুখীন হবে, যা অতীত শতকে অসংখ্য ঝড়ের মোকাবিলা করেছিলো।

জানি, হামদার্দীর আবেগ আপনাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আপনি চান না কন্টকাকীর্ণ পথে এগিয়ে যাই আমরা। কিন্তু এ পাগুলো কাঁটা মাড়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফুলশয্যার জন্য এ দেহ নয়। আমাদের কোরবানী ব্যর্থ হবে এ আফসোস যদি হয় আপনার, আমাদেরও আফসোস হবে আলহামরার মর্মর পাথরের প্রাসাদে মখমলের বিছানায় অভ্যস্ত এক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে আমাদের সাথে যুদ্ধের কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। আবু আবদুল্লাহর জন্যে গ্রানাডার তখত আর আপনার জন্য অন্দ্রকুশের সালতানাত মোবারক হোক। আমাদের জন্য ভাববেন না। আমরা চোখ মেলেছি তরবারীর ছায়ায়, শুয়ে থাকবো তীর বৃষ্টিতে।'

এতোক্ষণ অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করছিলেন আল জাগল। বে এখতিয়ার ঝরে পড়লো তার অশ্রু। তার কম্পিত ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এল দরদ ভরা আওয়াজ, 'বদর! বদর! পতিত বন্ধুকে আঘাত দিও না। এ লজ্জা আর অপমানকর জমিনে দ্বিতীয়বার তুমি আমায় দেখবে না। আফ্রিকা চলে যাচ্ছি আমি। আমার মতো কমজোর বন্ধুর দরকার নেই তোমার। বাকী কওম আবু আবদুল্লাহর ওপর নির্ভর করছে। স্পেনে মুসলমানদের কোন ভবিষ্যত থাকলে তার আমানতদার তুমি। অন্দ্রকুশের যে সব লোক তোমার পদচিহ্ন ধরে চলতে চায়, তোমার কাছে তারা পৌঁছে যাবে। কিছু স্বর্ণ আর জওহর রয়েছে আমার কাছে। জাতির এ আমানত তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। বিদায়ের পূর্বে বলব, আমার এ অশ্রুকে ভুল বুঝ না। এ অনুতাপের অশ্রু। আবু মোহসেন! তোমার স্থানও এই উপত্যকা।'

উঠে দাঁড়ালেন আল জাগল। 'আমি এখন যেতে চাই।'

বদর বললেন, 'আপনি পরিশ্রান্ত। আগামীকাল পর্যন্ত বিশ্রাম করুন।'

'না। আজই আমি যেতে চাই।'

সন্ধ্যা। বদর এবং কতক সঙ্গী পুলের কাছে দাঁড়িয়ে বিদায়ী আল জাগলকে বললেন, 'খোদা হাফেজ।'

তরীফ বিন মালিক

আবু আবদুল্লাহ শুনল অন্দ্রকুশ ছেড়ে পিতৃব্য চলে গেছেন আফ্রিকা। মালাকায় সে মোবারকবাদ পাঠালো ফার্ডিনেন্ডকে। আনন্দ উৎসবের হুকুম দিল গ্রানাডায়।

রাতে আলহামরার প্রতিটি দেয়াল ঝকমক করছিল সজ্জিত আলোকমালায়। আবু আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে সরদার এবং সালতানাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাওয়াত ছিল

মহলের এক প্রশস্ত কামরায়! খানার পর শুরু হলো নাচ গানের জলসা আর সাথে চলল শরাব। আড্ডা যখন জমজমাট, মদিরায় মাতাল হয়ে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'তোমাদের কে বলেছিলে আমি বদনসীব। আজ থেকে আর কেউ বদনসীব বলো না আমায়। শাহানশাহ ফার্ডিনেন্ড আমার দোস্ত। আবার আমি গ্রানাডার সব এলাকা ফিরে পাবো। তোমরা চুপ হয়ে রইলে কেন? হাসো! গাও! প্রাণ ভরে শরাব পান করো। আলহামরার মহল তোমাদের জন্য করবো শরাবের নদী। আল পিকরার সব আংগুর থেকে তৈরী করবো শরাব। দীপালীর আলোয় সাজিয়ে আনন্দ উল্লাস করার হুকুম দিয়েছিলাম শহরবাসীকে। বলেছিলাম আতশবাজিতে মুখর করে তুলতে এ শহর। কিন্তু আমি শুনেছি, বদ লোকেরা গলি আর বাজারের আলো নিভিয়ে দিয়েছে। 'খৃষ্টানরা তাদের উপর জুলুম করেছে', বাইরে থেকে এসে যারা প্রচার করেছে এসব কথা, এ তাদেরই কারসাজী। আমি বলছি এ সব মিথ্যা। মহান ফার্ডিনেন্ডের বিরুদ্ধে কোন শ্লোগান বরদাশ্ত করা হবে না। তিনি আমাদের কল্যাণকামী। তার বদৌলতেই আলহামরায় এত সব দেখতে পাচ্ছ।'

শহরের অবস্থা ছিল আলহামরার চে ভিন্ন। সন্ধ্যায় আবু আবদুল্লাহর হুকুমে শহরের অলি গলি আলোক মালায় সাজিয়ে দেয়া হল। মিছিলকারীরা নিভিয়ে দিল তা। শহরের গলি ঘুচি আর চৌরাস্তায় জমায়েত হয়ে কওমের গাদ্দারদের বিরুদ্ধে রাতভর শ্লোগান দিল মিছিলকারীরা। আর আবদুল্লাহর যে সব সমর্থক আলোকসজ্জা করেছিল নিজেদের ঘরে, ভেংগে গুড়িয়ে দেয়া হল সে সব। আলেমদের বিরাট এক দল ছিল মিছিলকারীদের সাথে। যে সব নামে মাত্র আলেম মসজিদে মসজিদে আবু আবদুল্লাহর দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করছিল, নওজোয়ান ছাত্রদের মারের হাত থেকে রেহাই পেল না তারা।

পুরুষের মতো মহিলাদের মিছিলও সারা রাত চক্কর দিল শহরময়। গ্রানাডার মহিলারা ছাড়াও মিছিলে ঐ সব রিফুজী মহিলারাও ছিল, মালাকা ও ভিগায় খৃষ্টানদের জুলুমের কাহিনী অশ্রু দিয়ে যারা গ্রানাডাবাসীকে শুনিয়েছে।

আনন্দ উল্লাস চলল তিন দিন পর্যন্ত। হুকুমতের বিলাস প্রিয়দের অট্টহাসি আর প্রজাদের আহাজারীর মাঝে বাঁধা হয়ে রইল আলহামরার দেয়াল। তিন দিন আলহামরায় চলল লাল শরাবের সয়লাব। চতুর্থ দিন আবু আবদুল্লাহ পেল ফার্ডিনেন্ডের এই চিরকুট।

'শুনেছি গ্রানাডায় আমার প্রজারা তোমার ওপর সন্তুষ্ট নয়। বিদ্রোহীরা শহরে জমায়েত হচ্ছে। আগামী দিনে খৃষ্ট-মুসলিম লড়াইয়ের সব সম্ভাবনা স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য গ্রানাডা আমার হাওলা করে দেয়া জরুরী। চিঠির জওয়াবে আমি শুধু জানতে চাই আমার ফৌজের জন্য গ্রানাডার ফটক রুদ্ধ করা হবে না। অন্যথায় শক্তি প্রয়োগ করতে আমি বাধ্য হবো। গ্রানাডা পৌছেই তোমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে ফয়সালা করবো। আমার পক্ষ থেকে উদার ব্যবহার আশা করলে শর্তহীন আনুগত্য জরুরী।'

শরাবের নেশা কেটে গেল আবু আবদুল্লাহর। আবু আবদুল্লাহর মতো পরিষদবর্গের চোখ থেকেও চলে গেল শরাবের নেশা। একে অপরের দিকে তাকাল পিট পিট করে। আলহামরার চারপাশটা ছেয়ে গেল নিরাশার ঘনঘটায়। ফার্ডিনেন্ডের দূতের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে আবু আবদুল্লাহ বললো, 'দুদিনের মধ্যেই শাহানশাহ জওয়াব পেয়ে যাবেন।'

যথাবিহীত আদব দেখিয়ে বেরিয়ে গেল দূত। সুলতান এবং ওমরার দল খামোশ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল অনেক্ষণ।

একজন সরদার দাঁড়িয়ে বললো, 'এর মানে সে ব্যবহারই আমরা পাবো, মালাকার মুসলমানদের সাথে যেমনটি করা হয়েছে?'

আবু আবদুল্লাহর নতুন উজির তরীফ বিন মালিক ছিলেন কবিলাগুলোর সবচে বড় সরদার। দাঁড়িয়ে বললেন, 'ফার্ডিনেন্ড নিশ্চয় আমাদের ভুল বুঝেছেন। আমার বিশ্বাস এ ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যাবে। আপনাদের পরামর্শ পেলে আমি নিজেই সেখানে যেতে প্রস্তুত।'

অপর একজন সরদার দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের জন্য ফার্ডিনেন্ড শুধু দুটো পথই ছেড়ে দিয়েছেন। তার হুকুম তামিল করে এমন পশুদের ঘরে ডেকে আনবো, আমাদের স্ত্রী-কন্যার বেহুরমতি করা যাদের বড় মাকসুদ। অন্যথায় ইজ্জতের মওতের জন্য আমারা তৈরী হব।' অন্য এক সরদার বলল, 'লড়াই আমাদের জন্য আত্মহত্যার শামিল আর সন্ধি হবে মৃত্যুর নামান্তর।'

আচানক আবু আবদুল্লাহর কি খেয়াল হল। আশান্বিত হয়ে সে বলল, 'তরীফ! তুমি আবু দাউদের কাছে যাও। এ মুহূর্তে তিনি ছাড়া কেউ আমাদের সঠিক পথ বাৎলাতে পারবে না। ফার্ডিনেন্ড আমাদের ভুল বুঝে থাকলে নিশ্চয় তিনি তা দূর করতে পারবেন। তাকে লোশার গভর্ণর করেছেন ফার্ডিনেন্ড। অবিলম্বে তার কাছেই যাও তুমি।'

খানিক পর। লোশার পথ ধরলেন তরীফ বিন মালিক। তাকে দেখেই চিনতে পারল আবু দাউদ। কিন্তু আবেগ ভরে অভ্যর্থনা করাতো দূরের কথা, আসন থেকে উঠে মোসাফেহা পর্যন্ত করলোনা সে। শুন্য আসনের দিকে ইশারা করলো শুধু। এমন ব্যবহার তরীফ আশা করেননি। কুরসীতে বসে সসংকোচে তরীফ বললেন, 'আবু আবদুল্লাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

'জানি। আপনি পরামর্শ নিতে এসেছেন আমার।'

'তাহলে আপনি জেনেছেন, আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভেংগে দিয়েছে ফার্ডিনেন্ড।'

'একজন গভর্ণর হিসেবে সম্রাটের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতে আমি প্রস্তুত নই।

আবু আবদুল্লাহকেও সম্রাটের বিরোধিতা করার পরামর্শ দেব না।'

'কিন্তু আপনি একজন মুসলমান– এ কথা ভেবেই আমি এখানে এসেছি। আপনি গ্রানাডার খয়ের খা। লোশা গ্রানাডা হুকুমতের অংশ। এ শহর আমাদের, জিজ্ঞেস করতে এসেছি কি আমরা করবো।'

'শক্তিমানের সামনে সবসময়ই চাই শর্তহীন আনুগত্য। আবু আবদুল্লাহর জন্যে আমার পরামর্শ হল, নিজেকে ফার্ডিনেন্ডের অনুকম্পার উপর ছেড়ে দেয়া।'

'কিন্তু আমাদের সামনে কয়েকবারই আপনি আবু আবদুল্লাহকে এ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ফার্ডিনেন্ড আমাদের ধোকা দেবে না। তিনি আমাদের কল্যাণকামী। সাম্রাজ্যবাদী তিনি নন। আল জাগলকে পরাজিত করে গ্রানাডার তামাম সালতানাত আবু আবদুল্লাহর হাওলা করে দেয়া হবে। কোথায় সে প্রতিশ্রুতি? আফসোস! আপনি মুসলমানদেরই একজন, লোশার গভর্ণরের নেশায় আপনি তা ভুলে গেছেন। খৃষ্টান ফৌজ যদি গ্রানাডায় প্রবেশ করে, আমাদের কিসমত হবে মালাকার মানুষের চেয়ে নিকৃষ্টতর।'

'ফার্ডিনেন্ড আর আবু আবদুল্লাহর মাঝে আমি এক দূতের দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র।' জওয়াব দিল আবু দাউদ।

'না। ফার্ডিনেন্ডের মিথ্যা ওয়াদায় আশ্বস্ত হতে আপনি উদ্বুদ্ধ করেছেন আবু আবদুল্লাহকে।'

'আবু আবদুল্লাহর মতো আমিও কি ভুল করতে পারি না? সে সময় কি আমার মতোই ছিলেন না আপনারা সবাই। ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে চাইলে আবু আবদুল্লাহর স্থানে অন্য কোন দূরদর্শীকে ক্ষমতার মসনদের বসানোই কি জরুরী ছিল না! খৃষ্টানদের প্রতিশোধ থেকে বাঁচার একটাই পথ, নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তি গ্রানাডার পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ ওফাদারীর একীন তাদের দেবে।'

'যদি গ্রানাডার মানুষ পথ প্রদর্শনের জন্য আপনাকেই আহবান করে, আপিন কি প্রস্তুত!'

'তাদের কোন খিদমত করতে পারবো বুঝলে ডাকার পূর্বেই চলে আসবো।'

'কিন্তু আমি শুনেছি, আপনার উপস্থিতিতে লোশার মুসলমান জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই আপন মনে করে।'

'তার কারণ, ওরা এখনো আন্তরিকতার সাথে আমাকে তাদের শাসক মেনে নেয়নি।'

তরীফ দাঁড়িয়ে বললেন, 'গ্রানাডার সবগুলো মানুষ এক হয়ে ফার্ডিনেন্ডের সামান্য এক গোয়েন্দাকে নেতা মেনে না নিলে তাদের নাজাত অসম্ভব?'

প্রশান্ত চিত্তে জওয়াব দিলো আবু দাউদ, 'এমন অবস্থায় আবেগে কিছুই হয় না। আমি হতে পারি ফার্ডিনেন্ডের গোয়েন্দা। তার খিদমতে তোমরাও তো কম যাওনি?

বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখ, তুমি কি ভাবছ না, আবু আবদুল্লাহর স্থানে তুমি হলে গ্রানাডাবাসীর জন্য মঙ্গল হতো!'

'না! আবু আবদুল্লাহর সাথে গাদ্দারী আমি করতে পারি না।'

'বহুত আচ্ছা, তা নাইবা হল। তার কারণ এই নয়, আবু আবদুল্লাহকে তুমি গ্রানাডার শ্রেষ্ঠ নেতা মনে করো। বরং তোমার উজিরে আজমের পদে পৌঁছতে আবু আবদুল্লাহর মতো ব্যক্তিকে ক্ষমতার মসনদে বসানো জরুরী ছিল। আবুল হাসান এবং আল জাগলের উপস্থিতিতে এ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হলে তাদের সাথে গাদ্দারী করতে না। প্রমাণ স্বরূপ এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি, আবু মুসাকে এ জন্যেই হত্যা করেছ, তার উপস্থিতিতে মামুলী কোন পদেও অভিষিক্ত হতে পারতে না। অন্যথায় কে না জানে, সে-ই হতে পারতো গ্রানাডার শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক।

আমার দোস্ত! আমাদের দুজনার সামনেই ছিল ভিন্ন ভিন্ন মাকসাদ। নিজের মাকসাদের জন্য তুমি দালাল হয়েছ আবু আবদুল্লাহর । বরং তোমার ভয় হচ্ছে, আবু আবদুল্লাহ মসনদ হারালে তোমার ওজারতিও শেষ হয়ে যাবে।'

তরীফ সরোষে বললেন, 'তুমি একটা শয়তান।'

আবু দাউদের চেহারায় এই প্রথম ফুটে উঠল এক টুকরো চটুল হাসি। ছোট শয়তান বড় শয়তানের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিচ্ছে। নরম হয়ে সে বললো, 'তরীফ, পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। গ্রানাডার ওজারতি হচ্ছে তোমার মনযিলে মাকসুদ। কিন্তু যদি ভেবে থাকো, এ জন্য আবু আবদুল্লাহর বাদশাহ থাকা জরুরী, তবে ভুল করবে। এখনো আমি জানিনা, গ্রানাডার মসনদের জন্য ফার্ডিনেন্ড কাকে নির্ধারণ করেছেন। তবে সময় এলে বলবো, গ্রানাডার ওজারতির জন্য তোমার চেয়ে উপযুক্ত কেউ নেই। ডুবন্ত তরীর সাহায্য না নিয়ে কেন এমন মাল্লার আশ্রয় নেবে না, যার ইশারায় কিসতি ভাসে আর ডুবে। তুমি জানো, গ্রানাডার বাদশাহ অথবা উজির হওয়ার জন্য প্রয়োজন ফার্ডিনেন্ডের সন্তুষ্টি! ওজারতের জন্য তুমি চাইলে তার সন্তুষ্টি হাসিল করা অসম্ভব নয়। আবু আবদুল্লাহর মতো আহমককে ফার্ডিনেন্ডের হাওলা করতে এতো আপত্তি কেনো?'

'গাদ্দারী করার সময় ভাবিনি, খৃষ্টান এত রক্ত পিপাসু আর বিশ্বাসঘাতক। যদি ভেবে থাকেন মালাকায় আমার কওমের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা ভুলে যাবো তাহলে ভুল করবেন।'

'আবার তুমি আবেগপ্রবণ হচ্ছো।'

'আচ্ছা, এখন যাচ্ছি আমি।'

আবু দাউদ দাঁড়িয়ে মুসাফেহার জন্যে হাত বাড়িয়ে বলল, 'খোদা হাফেজ।'

আচানক তরীফের দীলে উদয় হলো নতুন খেয়াল। আবু দাউদের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল। বলল, 'আজ থেকে সম্ভবতঃ আমাদের দু'জনের পথ আলাদা হয়ে গেল।'

আবু দাউদ বসতে বসতে প্রশান্ত চিত্তে বলল, 'তোমার মর্জি আমি জানি। লম্বা এক চক্কর দিয়ে আমার কাছেই ফিরে আসবে। নিজেকে প্রতারিত না করলে আবু আবদুল্লাহর কাছে না গিয়ে ফার্ডিনেন্ডের কাছে যাওয়াই হবে কল্যাণকর।'

দরজার নিকটে পৌঁছে থামলেন তরীফ। পিছন ফিরে আবু দাউদের দিকে খানিক তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তরীফ বেরিয়ে যেতেই হাত তালি দিল আবু দাউদ। কামরায় প্রবেশ করলো এক নওকর। আদবের সাথে সালাম করে মাথা নিচু করে হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগলো।

'এক্ষুণি কোতোয়ালের কাছে যাও।' বলল আবু দাউদ। 'তাকে বলো, চারজন বিশ্বস্ত এবং সাহসী লোক আমার প্রয়োজন।'

নওকর চলে গেল। কলম তুলে লিখতে লাগল আবু দাউদ। ফৌজের চারজন খৃষ্টান অফিসার ঢুকল কামরায়। আগাগোড়া লেখাটা একবার পড়ে তাদের দিকে ফিরল সে। বলল, 'গ্রানাডার দূত আমাদের মেহমান খানায় অবস্থান করছে। যাত্রার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে হয়তো। ততোক্ষণ পর্যন্ত তার অনুসরণ করবে, ও মালাকা কি গ্রানাডা যাচ্ছে যতোক্ষণ জানতে না পারো। মালাকার দিকে রওয়ানা করলে বুঝবে ওরা আমাদের শাহানশাহর দোস্ত। তখন তোমাদের একজন আমার এ চিঠি পৌঁছাবে মালাকা। আর যদি ওদের রোখ গ্রানাডার দিকে হয়, মনে করবে আমাদের সালতানাতের জন্যে ওদের অস্তিত্ব বিপজ্জনক। জীবন বাজী রেখেও ওদের পথ রুদ্ধ করা হবে তোমাদের জন্যে জরুরী। ওর সংগী মাত্র পাঁচজন। দুতিনজন ভালো তীরন্দাজ সাথে নেবে তোমরা। তীর তার বক্ষ ভেদ না করা পর্যন্ত সঙ্গীরা যেন টের না পায়। বাধ্য না হলে তার অন্যান্য সংগীদের হামলা করো না। এর পরই মালাকা পৌঁছে যাবে তোমরা। শাহানশাহর খেদমতে চিঠি পেশ না করে সব ঘটনা খুলে বলবে। এখন যাও। তরীফ রওনা হয়ে থাকলেও বেশী দূর যেতে পারেনি।'

লোশা থেকে বেরিয়ে কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত সাথীদের সাথে কোন কথা বললেন না তরীফ। পথে বস্তির ছোট এক সরাইখানায় রাতের বেলা অবস্থান করলেন। সরাইয়ের মালিক এক মারাকেশী মুসলমান। ঘোড়া থেকে নেমেই তরীফ বললেন, 'ঘোড়ার খাদ্য এবং বিশ্রামের প্রয়োজন আমাদের চেয়ে বেশী। সকাল বেলায়ই আমরা রওনা করবো।'

সরাইয়ের মালিক বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে আপনারা সম্মানিত ব্যক্তি। সরাইয়ের ভালো কামরায় রয়েছেন দু'জন খৃষ্টান ফৌজি অফিসার। আপত্তি না হলে বাসার এক কামরা আপনার জন্যে খালি করে দিতে পারি। আপনার নওকররা থাকবে সরাইয়ে।'

তরীফ বললেন, 'শুতে পারলেই আমার হলো।'

'ভয় হয়, সরাইখানায় আরামে ঘুমাতে পারবেন না আপনি। বস্তির এক খৃষ্টানের ঘর থেকে শরাব পান করেই অফিসাররা চলে আসবে। ওরা নিজেরাও ঘুমুবে না, কাউকে ঘুমুতেও দেবে না। আমার ঘর আর সরাইয়ের মাঝে একটা মাত্র দেয়াল।

সেখানে থেকেও আপনি শোরগোল শুনতে পাবেন। কিন্তু শরাবের নেশায় ঘরের দরজা ভাংবে না ওরা।'

'বহুত আচ্ছা। আমি তোমার মেহমান।'

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুতে যাবেন তরীফ, সরাইয়ের দিক থেকে ভেসে এলো শোরগোলের আওয়াজ। কান খাড়া করে তিনি শুনতে পেলেন এক নারীর আর্ত চিৎকার। সরাইয়ের মালিককে ডাকলেন তরীফ। সামনের কামরা থেকে বেরিয়ে মালিক প্রবেশ করলো তার কামরায়। কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই সে বলল, 'সম্ভবতঃ আজ কোন শিকার পাকড়াও করেছে ওরা।'

'তুমি কি বলতে চাও জবরদস্তি করে মেয়েদের ওরা ধরে নিয়ে আসে!'

'হ্যাঁ! এক বিজয়ী কওম গোলামদের কাছ থেকে এ অধিকার আদায় করে নেয়।'

'এতে বাঁধা দেয়না কেউ?'

'এ বস্তিতে মুসলমান খুব কম। সবাই নিজের ঘর বাঁচাতেই ব্যস্ত। পরের ঘর জ্বলতে দেখেও তাই নীরব থাকে।'

'তাদের লজ্জা শরম কি বিদায় নিয়েছে?'

'সম্ভবত অন্য কোন মুল্লুক থেকে আপনি এসেছেন। যে কওমের সুলতান বুযদিল, ওমরারা গাদ্দার, লজ্জা শরমের কোন মানে হয় না তাদের।'

তরীফ তরবারী নিষ্কোষিত করে বললেন, 'বন্ধু! দীর্ঘদিন ভুলের মধ্যে ছিলাম। তুমি পথ দেখিয়েছ আমায়।'

ঘর থেকে এক লাফে বেরিয়ে এলেন তরীফ। পৌঁছলেন সরাইখানায়। দোতালার এক কামরা থেকে আসছিল নারীর চিৎকার। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো তরীফের সংগীরা দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়।

'বুযদিল! কি ভাবছ?' বলেই সিঁড়ি ভেংগে ওঠতে লাগলেন তিনি। বারান্দার শেষ প্রান্তের যে রুম থেকে চিৎকার আসছিল দেখলেন তার দরজা বন্ধ। কপাটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আলো।

'আমার প্রতি দয়া করো। ছেড়ে দাও আমায়। আমায় যেতে দাও!'

কপাটের ফাঁকে চোখ রাখলেন তরীফ। হৃদয় বিদারক দৃশ্য সইতে পারলেন না তিনি। শরীরের সব শক্তি একত্রিত করে লাথি দিলেন দরজায়। ভেংগে গেল দরজা। মাতাল সিপাই মেয়েটাকে ছেড়ে ফিরল তার দিকে। কিন্তু চোখের পলকেই তরীফের তরাবারী তার গর্দান উড়িয়ে দিল। দ্বিতীয় জনের পেটও এফোড় হয়ে গেল ততোক্ষণে।

পাশব আক্রমণে বিধ্বস্ত মেয়েটা হতভম্ব হয়ে গেল ঘটনার আকস্মিকতায়। মিনিট খানেক পর সম্বিত ফিরে পেয়ে নিজের নিরাভরণ দেহের দিকে তাকিয়ে চিৎকার দিয়ে বেরিয়ে গেল। এ সময় তরীফের সংগীরা তরবারী হাতে উঠে আসছিল সিঁড়ি ভেংগে। তাদের দেখে মেয়েটা কলজে ফাটা চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল নিচে। ছুটে নেমে

এলেন তরীফ। নিজের জামা খুলে তার দিগম্বর দেহটা ঢেকে দিলেন। একটু ঝুঁকে সরাইয়ের মালিক তার শিরায় হাত রেখে বলল, 'জীবনের বন্দীদশা থেকে সে আজাদ হয়ে গেছে।'

তরীফ সংগীদের বললেন, 'ঘোড়ায় জীন লাগাও। এখুনি আমরা রওনা দেবো। সরাইয়ের মালিককে বললেন, 'তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, কে এই বদমাইশদের হত্যাকারী? বলো, কওমের এক মেয়ের অত্যাচার আবার গ্রানাডার গাদ্দার উজিরকে মুসলমান করে দিয়েছে।'

একটু পর। বেরিয়ে যাচ্ছিল ওরা। সামনে এসে থামলো আটজন সওয়ার। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এল ওরা। তরীফকে ভাল ভাবে দেখে নিয়ে বলল, 'এ সময় আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

ক্ষ্যাপা কণ্ঠে তরীফ জওয়াব দিলেন, 'কে তোমরা?'

'আমরা সিপাই। ভাবছিলাম এখানেই থাকব এ রাতটুকু। মনে হচ্ছে আপনাদেরই জায়গা হয়নি।'

'অনক জায়গা আছে এখানে। এক কামরাতো সবে মাত্র খালি করে এলাম।'

ঘোড়া হাকিয়ে দিলেন তরীফ। এক সংগী বলল, 'এরপরও মালাকা যাওয়া কি আপনি সঠিক মনে করেন?'

'মালাকা যেতে তোমায় কে বলেছে?'

'আপনিই তো বলেছেন, সম্ভবতঃ মালাকা যেতে পারি।'

'না, হাসান! আমরা গ্রানাডা যাচ্ছি।'

একটু পরে সাথীকে তরীফ বললেন, 'তুমি প্রায়ই বলতে আমি গ্রানাডার সবচে বড় সরদার।'

পেরেশান হয়ে হাসান বলল, 'আপনি আমার মুনীব।'

'না, হাসান! তোমার কমজোরী দীলের কথা বলতে দিচ্ছে না। জীবনের তিক্ত মুহূর্তেও আমায় সঙ্গ দিতে তুমি বাধ্য ছিলে। কিন্তু মনে করো, আজ থেকে যদি আমি তোমাকে আজাদ করে দেই, তুমি কি আমাকে পর ভাববে?' সসংকোচে হাসান জওয়াব দিল, 'মুনীব আমার! গোলাম আর আজাদ হয়ে চলার মধ্যে পার্থক্য অনেক।'

'হাসান, খৃষ্টান আমাদের নিকৃষ্টতম দুশমন।'

'আমার নেতা! গোস্তাখী না হলে বলব, আমরা নিজেরাই আমাদের সাথে দুশমনী করেছি। কাউকে হত্যাকারী মেনে নিয়ে এ আশা তার কাছে করা যায় না, এভাবে নয় তুমি ওভাবে আমায় কোতল করো। আমাদের অবস্থা এমন, হাত পা বেঁধে হন্তারক সামনে দাঁড়িয়ে। খঞ্জরও তুলে দিয়েছি তার হাতে। এবার আমাদের ধীরে ধীরে জবাই করুক অথবা এক পোছে জবাই করুক এ তার মর্জি।'

আবেগাপ্লুত হয়ে তরীফ বললেন, 'আমাদের খঞ্জর এখনো রয়েছে আমাদের হাতে। লড়াই করবো আমরা! ইজ্জতের জীবন না পেলেও ইজ্জতের মওতের পথ কেউ আমাদের রুদ্ধ করেনি।'

'খোদা আপনাকে হিম্মত দিন। আমার ভয় হচ্ছে, আবু আবদুল্লাহ আপনার সাথে থাকবে না।'

'আমাদের সঙ্গে থাকতে তিনি বাধ্য হবেন।'

খানিক পর হাসান চঞ্চল হয়ে বলল, 'কেউ আসছে আমাদের পেছনে।'

ইশারায় সংগীদের ঘোড়া থামিয়ে দিলেন তরীফ। দ্রুতগামী অশ্বখুরের আওয়াজ ভেসে এল তার কানে। হাসান বলল, 'সরাইয়ের দরজায় যাদের সাথে মোলাকাত হয়েছিল, সম্ভবত এরা সে সেপাই। জীবন রক্ষার জন্য সরাইয়ের মালিক হয়ত বলে দিয়েছে কে দু'জন খৃষ্টান ফৌজি অফিসারের হত্যাকারী। তার কাছে আপনিও গোপনীয়তা রক্ষা করেননি। নিশ্চয় ওরা অনুসরণ করছে আমাদের।'

'দীর্ঘক্ষণ ধরে ওরা আমাদের অনুসরণ করছে। লোশা থেকে বেরিয়ে তাদের আমি দেখেছি। দু-তিনবার দেখা গেছে পথেও। একদিকে সরে বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াও তোমরা।'

তরীফের নেতৃত্বে ঘন বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো ওরা। সওয়াররা পার হয়ে গেল তাদের। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলো তরীফের সঙ্গীরা।

রাতের শেষ প্রহর। জোসনার আবছা আলোয় প্রশস্ত সড়ক ছেড়ে পায়ে চলা সরু পথ অতিক্রম করছিল ওরা। মাথা নত করে ঘোড়ায় বসেছিলেন তরীফ। গ্রানাডা যত এগিয়ে আসছিল বেড়ে যাচ্ছিল তার মানসিক পেরেশানী। মানুষ যখন ভাবে 'আমাকে কি করতে হবে', সে মনজিল পেরিয়ে এসেছেন তিনি। আবু দাউদের সাথে মোলাকাতের পর পা কাঁপছিল তার। তিনি ভাবছিলেন গ্রানাডা গিয়ে আবু আবদুল্লাহকে বলবো, 'প্রবঞ্চিত হয়েছি আমরা। লড়াই ছাড়া কোন উপায় নেই আমাদের। যে সয়লাবের বাঁধ নিজেরাই ভেংগে দিয়েছি এবার তা আমাদের ঘরের দিকেই ধাবমান। ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ গ্রানাডা প্রবেশ করলে না তুমি থাকবে বাদশাহ, আর আমি উজির। সাধারণ মানুষের মতো আমাদের হয়তো বেঁচে থাকতেও দেবে না। আমরা কি দুশমনের সাথে লড়াই করার যোগ্য নই? দুশমনের জন্য আমাদের মজবুত কেল্লার ফটক আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি, এখন আমাদের দুর্বলতাও তাদের কাছে সুস্পষ্ট। তাই চোখও রাংগাতে পারছি না তাদের।'

আবার ভাবছেন তিনি, 'ফার্ডিনেন্ড এত নিকৃষ্ট হবেন তা কি করে সম্ভব। যদি তাকে গিয়ে বলি আপনার জন্য আমরা কওমের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন। আপনাকে বিশ্বাস করে আল জাগল আর আবু মোহসেনের সাথে লড়াই করেছি। ভেবেছিলাম

আপনার আশ্রয়ে আমরা শান্তি খুঁজে পাবো। স্পেনের শান্তির জন্য আমাদের সালতানাতের বেশীর ভাগ আপনার হাওলা করে দিয়েছি। এবার আপনি গ্রানাডা ছিনিয়ে নিতে চাইছেন। আপনি স্পেনের সম্রাট। প্রতিশ্রুতি ভংগ করা আপনার সাজে না। কি বলবে দুনিয়া। কি লিখবে ঐতিহাসিকগণ? অস্বীকার করতে পারবেন কি! আমরা আপনার সাথে না এলে আবুল হাসানের বিজয়ের সয়লাব রুখতে পারতো, এমন কোন শক্তি স্পেনে ছিল না। আপনার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তাকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হইনি। কেউ বিদ্রোহ করলে তাকে জবাই করে পেশ করেছি আপনার পায়ে!

গ্রানাডার ফটক সেই হায়েনার জন্য খুলে দেবো, মালাকায় যারা মানবতার টুটি টিপে হত্যা করেছে? এই কি আমাদের খেদমতের প্রতিদান? বলুন কি অপরাধ আমরা করেছি! না, না, এমন কথায় কোন ফায়দা হবে না। ফার্ডিনেন্ডের কাছে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন আবুল হাসান আর আল জাগলের ভয় তার নেই। শত শত বছর ধরে স্পেনের ময়দানে যারা সমুন্নত রেখেছিলেন সৌভাগ্যের পতাকা, কওমের সে মুজাহিদরা আর নেই। তীর বৃষ্টির জন্যে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ফার্ডিনেন্ড। আবদুল্লাহ, আমি আর আমার কওম সে পাথর– যার আড়ালে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে ফার্ডিনেন্ড। এখন আমাদের প্রয়োজন তার নেই।

আরেক ভাবনা উদয় হলো তার মনে। কিন্তু আবু দাউদ আমাদের মতোই ছিল তার পরিখার পাথর। তাকে সে করেছে লোশার গভর্ণর। না, সে এখনো তাকে প্রয়োজনীয় মনে করে। বিজিত দুশমনকে নিঃশেষ করতে চায় ফার্ডিনেন্ড। এখন পাথর হিসেবে আবু দাউদ তার তরবারী শান দেয়ার কাজে আসছে। ফার্ডিনেন্ড চাইছে দুশমনের শিরায় জিন্দেগীর এক ফোটা খুনও যেন বাকী না থাকে। এবার কোন শিরাকে কাটা দরকার তা কেবল বলতে পারে আবু দাউদ। এমন দিন হয়ত আসবে, আমাদের মতোই সে হয়ে পড়বে উটকো, গুরুত্বহীন।

আবু আবদুল্লাহর সাথে গাদ্দারী করে ফার্ডিনেন্ডকে খুশী করতে পারি, এ একীন আবু দাউদ আমাকে দিতে চাইছিল। কি চরম প্রবঞ্চনা। আবু আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে ফার্ডিনেন্ড যে ফয়সালা করেছে তাতে আবু দাউদের পরামর্শ থাকা কি সম্ভব নয়? আবু আবদুল্লাহকে প্রতারিত করলে আমাকেও কি আবু দাউদ প্রবঞ্চিত করতে পারে না? না! মালাকা যাবো না আমি। গ্রানাডা যাবো। কিন্তু গ্রানাডা গিয়ে কি করতে পারবো? মুসা আমার কয়েদী তাকে মুক্তি দেয়ার ঝুঁকি নিতে পারি আমি। তার পায়ে পড়ে বলবো, 'মুসা! কওম তোমায় চাইছে।' কিন্তু এখন মুসাই বা কি করতে পারে?

এই সব মানসিক দ্বন্দ্ব অসহনীয় হয়ে উঠলে সঙ্গীদের সাথে দু একটা কথা বলতেন তরীফ। বস্তির সরাইয়ে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তার জানা ছিল না, শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবেন তিনি– এক পা মালাকা তো দ্বিতীয় পা উঠছিল গ্রানাডার দিকে। কিন্তু সরাইখানা থেকে বেরিয়ে তার মঞ্জিল হলো একটাই। এক মজলুম মেয়ের হৃদয়বিদারক মৃত্যু ছিল

তার সুপ্ত চেতনায় শেষ ধাক্কা। তার কম্পিত দ্বিধাকুণ্ঠিত চরণ যুগল সে করেছে সুদৃঢ়। এক অসহায়া নারীর কলজে ফাটা আর্তনাদ গ্রানাডার উজিরে আজমকে এমন লোকদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিলো, জয়পরাজয়ের তোয়াক্কা না করেই পরিস্থিতি যাদের লড়তে বাধ্য করে। তরীফের সামনে মাত্র একটাই পথ।

আঁধারের বুক চিরে বেরিয়ে এলো ভোরের আলো। নদী পারে ঘোড়া থামালো ওরা। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে তরীফ বললেন, 'নামাজের সময় হয়েছে।'

নদীর পানিতে অজু করে সঙ্গীদের নিয়ে কেবলার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। নামাজ শেষে দুহাত প্রসারিত করলেন দোয়ার জন্যে। কোন ভাষা জোগাল না তার মুখে। চোখ থেকে অঝোর ধারায় ঝরে পড়লো অশ্রুরাশি। হাত মুছলেন চেহারায়। অনেক চেষ্টার পর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো অস্ফুট শব্দ। 'আমার মাওলা! ইজ্জতের জিন্দেগীর পথ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি আমরা, অশ্রুধারা আমাদের কালিমা মুছতে অক্ষম। তোমার হুকুমের সাথে বিদ্রোহ করেছি। অস্বীকার করেছি তোমার রহমত। লাঞ্ছনা আর অপমান ছাড়া যখন কিছুই নেই আমাদের সামনে, তোমার কাছে চাইছি ইজ্জতের মওত। না, না, আমাদের মতো মানুষের জন্যে ইজ্জত নয়। ইজ্জতের মৃত্যু চাইতে পারে তারও যোগ্য নই আমরা। শুধু বিবেকের কষাঘাত থেকে বাঁচতে চাইছি। আমাদের জিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর চাইতে বিস্বাদ। তোমার জমিন আর আমাদের ভার বইতে পারছে না প্রভু!'

এ মোনাজাতের শুরু অশ্রু দিয়ে, আঁখিজলেই এর সমাপ্তি।

সঙ্গীদের নিয়ে তরীফ ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। নদী পেরিয়ে ঘন বৃক্ষের সীমানা ছাড়তেই তার দৃষ্টিসীমায় ভেসে এলো মসজিদের মিনার, আলহামরার গম্বুজ। হাতের ইশারায় তিনি বললেন, 'ঐ দেখো গ্রানাডা। আমাদের গ্রানাডা, হাসান! স্পেনে এই আমাদের শেষ কেল্লা। এর হেফাজত আমরা করবো। খোদার করুণা থেকে নিরাশ হবো না। গ্রানাডার দশ লক্ষ অধিবাসীর এক লাখও যদি বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ করে, কে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারে। সীমান্ত ঈগলের অল্প কজন মুজাহিদ দাঁত ভেংগে দেয়নি ফার্ডিনেন্ডের অসংখ্য ফৌজের? তারিকের এক হাজার জানবাজ গুড়িয়ে দেয়নি রডারিকের প্রাসাদ বেষ্টনী?

আমরা যখন ছিলাম হাজারের সীমায়, দুশমনের বড় বড় শক্তিকে পরাভূত করিনি? এখন আমাদের সংখ্যা হাজার নয় লাখে। কেন চিরদিনের জন্য গোলামীর জিল্লতি আমরা কবুল করে নেবো? তরবারী নেই কি আমাদের হাতে? যা আমাদের পূর্বসূরীরা......'

শেষ করতে পারলেন না তরীফ। বৃক্ষের আড়াল থেকে শো শো আওয়াজে ছুটে এল এক বিষাক্ত শর। বিধল তার কটিদেশে। উহ্ করে একদিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি।

এর সাথেই আর একটা তীর এসে গেঁথে গেল তার পিঠে। ঘোড়ার বাগ খিচে ধরল সংগীরা। ততোক্ষণে আরো কটা তীরে যখমী হলো তরীফের এক সংগী। গাছের পেছন থেকে ভেসে এলো অশ্বের খুর ধ্বনি।

বুলন্দ আওয়াজে তরীফ বললেন, 'হাসান। ওদের পশ্চাদ্ধাবন করো না। অনেক কাজ আমার বাকী!'

ঘোড়া তরীফের পাশে এনে হাসান বলল, 'ঘোড়া থামান। তীর খুলে দিচ্ছি আমি।'

'না, আমার এ মুহূর্তগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। সময় নষ্ট করো না।'

'এ অবস্থায় বেশী দূর যেতে পারবেন না আপনি। কমপক্ষে আমাকে যখম দেখতে দিন।' বলেই হাসান এক হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল তরীফের ঘোড়ার বাগ। নিজের ঘোড়ার বাগ ধরল অন্য হাতে।

ঘোড়া থেকে অবতরণ করতে করতে তরীফ বললেন, 'তুমি বড় জেদী, হাসান!'

ঘোড়ার সাথে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। দু'হাতে জীন আঁকড়ে ধরে বললেন, 'জলদি করো।'

তাড়াতাড়ি পাগড়ি খুলে দিয়ে হাসান বললো, 'দুভাগে ছিড়ে ফেলো।'

দু'জন তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করলে তিনি রেগে বললেন, 'আমি সুস্থ। জলদি করো হাসান।'

আচানক একটা তীর খুলে হাসান ছুঁড়ে মারলো। কিন্তু দ্বিতীয় তীর খুলতেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন তরীফ। যখমে ব্যান্ডেজ করে সঙ্গীরা মাটিতে শুইয়ে দিল তাকে। খানিক পর চোখ খুললেন তিনি। ক-ঢোক পানি পান করে উঠতে চেষ্টা করলেন। হাসান বলল, 'এ অবস্থায় ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া ঠিক নয়। আপনাকে কাছে কোন বস্তিতে রেখে গ্রানাডা থেকে ডাক্তার নিয়ে এলে ভালো হয় না!'

তরীফ দাঁড়িয়ে হুকুম করলেন, 'শেষ কর্তব্য সম্পাদন করতে আমি বেঁচে আছি।'

ঘোড়ায় চেপে বসলেন তিনি। প্রায় অর্ধ ক্রোশ পর হাসান অনুভব করলো, ঘোড়ায় জীনে তিনি বসে থাকতে পারছেন না। কখনো এদিক কখনো ওদিক ঝুঁকে যাচ্ছিলেন। তার হাতের বাঁধন ঢিলে হয়ে আসছিল ঘোড়ার বলগা থেকে। হাসান এগিয়ে এলো ঘোড়া নিয়ে। তরীফের কোমর পেঁচিয়ে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিলো সে। কাতর কণ্ঠে তরীফ বললেন, 'আমাকে জলদি মুসার কাছে নিয়ে চলো।'

গ্রানাডার বাইরে সবুজ শ্যামল বাগান পেরিয়ে এক পড়োবাড়ীর লৌহ ফটকের সামনে ঘোড়া থামালো হাসান। এক হাবশী গোলাম ফটকের ছিদ্রপথে উঁকি মেরে দেখলো বাইরে।

'দরজা খোলো।' বলল হাসান। 'জলদি করো।'

হাসান এবং তার সংগীদের চিনতে পেরে দরজা খুলে দিলো এক হাবশী গোলাম। দেউড়ি পেরিয়ে হাসানরা প্রবেশ করলো প্রশস্ত আঙিনায়। ততোক্ষণে সেখানে আরো

কয়েকজন গোলাম এসে দাঁড়িয়েছে। হাসানের ইশারায় তারা তরীফকে ঘোড়া থেকে তুলে নিয়ে গেল কামরার মধ্যে। তরীফ তখনো অজ্ঞান। এক চাকরকে হাসান বলল, 'এখুনি ইয়াকুবকে ডাকো।'

ছুটে বেরিয়ে গেল হাবশী চাকর। ফিরে এসে বলল, 'তিনি আসছেন।'

আধ বয়েসী শক্ত সামর্থ এক ব্যক্তি কামরায় প্রবেশ করল। বেহুশ হয়ে তরীফকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাইতে লাগল হাসানের দিকে। হাসান বলল, 'ইয়াকুব! মুনীবের হুকুম, মুসাকে কয়েদখানা থেকে বের করে এখুনি এখানে নিয়ে এসো।'

ইয়াকুব পেরেশান হয়ে বিমূঢ়ের মতো তাকালো হাসান আর তার সঙ্গীদের দিকে। তার নীরব দৃষ্টি এ হুকুমের বিরোধিতা করছিল।

'ইয়াকুব সময় নষ্ট করো না। জলদি করো।'

সাবধানী ইয়াকুব বলল, 'মুনীব বেহুশ। তিনি নিজে হুকুম না দিলে......'

গর্জে উঠলো হাসান, 'মুনীবের পক্ষ থেকে আমি হুকুম দিচ্ছি, জলদি করো।'

'কিন্তু তিনি আমায় আস্ত রাখবেন না।'

'সিংহ শিয়ালের উপর হাত তোলে না। চলো আমিও যাবো তোমার সাথে।'

খানিক পর। হাসান, ইয়াকুব এবং এক গোলাম বাড়ীর অপর প্রান্তের সংকীর্ণ পথ পেরিয়ে থামলো এক কুঠুরীর লৌহ কপাটের সামনে। গোলাম তালা খুলে দিল দরজার। কুঠুরীর ভেতর দিয়ে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। প্রায় বিশ ধাপ নিচে নেমে তারা থামল এক দরজার কাছে। তাতে ছিল লৌহ বেষ্টিত ঘুলঘুলি। দরজা খুললো ইয়াকুব। ভেতরে অন্ধকার। দরজার পাশে দেয়ালে সাঁটা লোহার চাকতি ঘোরালো ইয়াকুব। বেরিয়ে এলো ক্ষুদ্র জানালা।

আবছা আলো প্রবেশ করলো কামরায়। কামরা শুন্য। ডানে বেঁকে কুঠুরীর ঘুলঘুলির সাথে একাকী দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি তাকাচ্ছিলেন সুড়ংগ পথে এগিয়ে আসা লোকদের দিকে। মুসা বিন আবি গাস্সান। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর মহত্বের বাস্তব প্রতিমূর্তি। তার বেদনা ভরা চেহারাও দর্শককে প্রভাবিত করতে যথেষ্ট।

এক পা এগিয়ে গিয়ে হাসান বলল, 'তরীফ বিন মালিকের হুকুমে কয়েদখানা থেকে আপনাকে ছাড়াতে এসেছি।'

খামোশ হয়ে মুসা তাকিয়ে রইলেন হাসানের দিকে। হাসান আবার বলল, 'তিনি যখমী। তার অন্তিম খায়েশ পায়ে পড়ার মওকা তাকে আপনি দেবেন। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে এখানে নিয়ে এসেছি। জানি, তাকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন না। কিন্তু তিনি তওবা করেছেন। একটু পর খোদার সামনেই হয়ত হাজির হবেন তিনি। আমরা আপনার কাছে অপরাধী। শাস্তি দিতে চাইলে বাধা দেবো না।'

হাসানের ইশারায় ভয়ে ভয়ে কপাট খুলে দিল ইয়াকুব। কুঠুরী থেকে বেরিয়ে খানিক নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইলেন মুসা। তিনি বললেন, 'বুঝতে পারছি না, যে আবু আবদুল্লাহর জন্য যে কোন পাপ করতে প্রস্তুত, তার উপর কিভাবে এল এ বিপদ?'

'ফার্ডিনেন্ডের লোকেরা তাকে আহত করেছে। সব ঘটনা শুনলে হয়ত তাকে ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন। কিন্তু জীবন প্রদীপ এখন তার নিভু নিভু। আপনার ইন্তেজার করছেন তিনি। আপনাকে কিছু বলতে চাইছেন।'

ব্যথায় কাতর হয়ে তরীফ বললেন, 'আমায় জলদি মুসার কাছে নিয়ে চলো।'

'তিনি আসছেন। হাসান গেছে তাকে আনার জন্য।' বলল এক সংগী।

চোখ খুলে চারদিকে চাইলেন তরীফ। উঠে বসলেন বিছানায়। 'এ অবস্থায় তাকে আমি দেখতে চাই না। আমাকে তার কুঠুরীর সামনে নিয়ে চলো। তিনি আমার কাছে আসবেন, সে উপযুক্ত নই আমি।'

বিছানা থেকে নিচের দিকে পা লটকে দিলেন তরীফ। তাকে সাহায্য করল দুব্যক্তি। তিনি দরজা থেকে বেরিয়ে গেলে এক হাবশী বললেন, 'তিনি আসছেন।'

'আমায় ছেড়ে দাও।' বললেন তরীফ। 'সাহায্যের দরকার নেই আমার।'

নওকররা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার হুকুম তামীল করল। কয়েক পা এগিয়ে গেলেন তিনি। করিডোরের শেষ প্রান্তে দেখা গেল মুসাকে। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। কম্পিত চরণে এগিয়ে করিডোরের খাম ধরে ফেললেন তিনি। তার নিকটে এসে থামলেন মুসা। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন তরীফের দিকে।

তরীফের কম্পিত ঠোঁট যুগল থেকে বেরিয়ে এলো দরদ ভরা আওয়াজ, 'মুসা! মুসা! অপরাধী তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার আগে ....তার আগে...'

থামের সাহায্য ছেড়ে এক কদম এগিয়ে আছড়ে পড়লেন মুসার পায়ে। খানিকক্ষণ নিঃসাড় দাঁড়িয়ে রইলেন মুসা। পিছু হটার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। তরীফের বাহু বেষ্টনীতে ছিল মুসার পদযুগল। অজ্ঞান অবস্থায়ও বাহু বন্ধন ছিল যথেষ্ট মজবুত। আচানক মুসা অনুভব করলেন ভিজে যাচ্ছে তার পা। তরীফ অশ্রুর ভান্ডার ঢেলে দিচ্ছিলেন মুসার পদপ্রান্তে। না, না, অশ্রু নয়, দুর্বিসহ যাতনায় ভরে এলো মুসার হৃদয়।

অতীতের সব তিক্ততা ভুলে গেলেন তিনি। একটু ঝুকে তুলে ধরলেন তরীফকে। অশ্রুর পরিবর্তে তার মুখ দিয়ে গল গল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। তাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন মুসা। বিছানায় শুইয়ে তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু পথশ্রান্ত মুসাফির ততোক্ষণে পৌঁছে গেছেন তার আপন মনযিলে।

মুসার জবান থেকে বেরিয়ে এল, 'ইন্না লিল্লাহি ....।'

অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন তিনি। তরীফের চেহারায় ঝরে পড়ল তার ফোটা ফোটা অশ্রু। ব্যথা ভরা কম্পিত আওয়াজ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, 'তরীফ, তুমি ছিলে আমাদের।'

নতুন জোয়ার

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মুসা আবার সে নদীর পুলের কাছে দাঁড়ালেন, সীমান্ত ঈগলের আজাদ রাজ্য যার অপর প্রান্ত থেকে শুরু। বৃক্ষের ডালে ঝুলছে সেই কাঠের ফলক। কিন্তু ঈগল উপত্যকায় এসে মুসার প্রথম দেখা লেখার থেকে এ লেখা ছিল আলাদা।

'নদী পার হলেই সীমান্ত ঈগলের রাজ্য। গাদ্দার আবু আবদুল্লাহর বাদশাহী মেনে নেয়া কোন ব্যক্তির এ উপত্যকায় প্রবেশের অনুমতি নেই। খৃষ্টানদের জুলুম থেকে আশ্রয় প্রার্থী যারা, কেবল তারাই এখানে প্রবেশ করতে পারবে। দুশমন গোয়েন্দার শাস্তি হলো মৃত্যু।'

আসর নামাজের সময়। মুসা ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন। গাছের সাথে ঘোড়াটা বেঁধে অজু করলেন নদীর পানিতে। সবুজ শ্যামল ঘাসের ওপর দাঁড়ালেন নামাজের জন্য । প্রায় পঁচিশ জন নওজোয়ান গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জমা হলো মুসার চার পাশে। নামাজ শেষে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জওয়ানদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি মুসা। তোমাদের আমীরের সাথে দেখা করতে চাই।'

'মুসা! আপনি?' এক নওজোয়ান এগিয়ে এসে তাকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি বেঁচে আছেন? কিন্তু এতদিন কোথায় ছিলেন?'

নওজোয়ানের পেরেশানী খুশীতে রূপান্তরিত হলো।

'তোমাদের আমীরকে বলো, তার খিদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইছি আমি। আমি কি এখানেই তার হুকুমের জন্য অপেক্ষা করবো?'

'ঈগল উপত্যকায় প্রবেশ করার জন্যে গ্রানাডার সিংহের কোন অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই।'

নওজোয়ান ছিল এ মুজাহিদ দলের সালার। তার ইশারায় এক সিপাই ঘোড়ার বাঁধন খুলে নিয়ে এল। বললো নওজোয়ান, 'আপনি সওয়ার হোন। আমাদের ঘোড়া নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে আছে।'

নদী পেরিয়ে নওজোয়ান এবং আরো পাঁচজন সিপাই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলল মুসার সাথে। বাকীরা চলে গেলো বৃক্ষের আড়ালে। পার্বত্য অরণ্যের সংকীর্ণ অন্ধকার

পথ পেরিয়ে ওরা পৌঁছল এক কেল্লার সামনে। কেল্লার ফটক খোলা। বাইরে কয়েকজন লোক বসা। একজনের হাতে মশাল। মুসা এমনটি আশা করেননি! ঘোড়া সহ মুসা এগিয়ে গেলেন ফটকের কাছে। এক ব্যক্তি ঘোড়ার বাগ ধরলেন। ঘোড়া থেকে নামলেন মুসা। মশালের আবছা আলোয় তার দিকে নজর করে বললেন, 'কে, বশীর?'

বশীর এগিয়ে এসে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন তার গলা। আবেগের আতিশয্যে তিনি বার বার বলছিলেন, 'আপনি কোথায় ছিলেন? এতদিন আমাদের কোন সংবাদ দেননি কেনো? এ তো স্বপ্ন নয়?'

বশীরের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অন্যদের দিকে ফিরলেন মুসা। এক কালো মুখোশধারী হাত প্রসারিত করলো তার দিকে। তার সাথে মুসাফেহা করে মুসা বশীরের দিকে চাইলেন।

'মনসুর বিন আহমদ।' বললেন বশীর। মুসার দৃষ্টি পড়ল আবু মোহসেনের দিকে। অবাক হয়ে সালারের দিকে তিনি তাকিয়েছিলেন। তার দিকে হাত এগিয়ে মুসা বললেন, 'আবু মোহসেন! আমায় চিনতে পারনি।'

অভ্যাস মতো আবু মোহসেন তার হাত ঠোঁটের সাথে লাগালেন।

কেল্লায় ঢুকলেন তারা। প্রশস্ত এক কামরায় বিছানো ছিল দস্তরখান। 'আপনারা এখনো খাননি?' বললেন মুসা।

বশীর জওয়াব দিল, 'আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'ফটকেও আপনি আমার অপেক্ষায় ছিলেন? কিন্তু আমি যে আসছি আপনি জানলেন কিভাবে?'

মনসুর বললেন, 'আমাদের সীমানা থেকে চার ক্রোশ দূরে থাকতেই সংবাদ পেয়েছি একজন মেহমান আসছেন। মাগরিবের খানিক পরই জেনেছি কে সে মেহমান।'

সবাই খেতে বসেছেন। মুসার দৃষ্টিতে ভেসে উঠলো আল জাগল সহ ঈগল উপত্যকায় প্রথম আগমনের দৃশ্য। অরণ্যের সে দাওয়াতের কল্পনাই তিনি করেছিলেন যখন মেজবান ছিলেন বদর বিন মুগীরা। এবার বদরের পরিবর্তে মেহমানদারী করছিলেন মনসুর। মজলিশে নিজেকে অপরিচিত মনে হল তার। হৃদয়ে অনুভূত হলো সীমাহীন বেদনা। বশীর আর মনসুরের যথেষ্ট আন্তরিকতা সত্ত্বেও একান্ত একা মনে হলো নিজেকে। বদরের প্রসংগ তুলতে চাইলেন, পারলেন না। মেহমানের খানা শুরু করার অপেক্ষা করছিলেন তারা। 'আরম্ভ করুন।' বললেন বশীর।

অনিচ্ছাকৃত ভাবে এক লোকমা তুলে নিলেন মুসা। ক্ষুধা মন্দা হয়ে গেছে তার। মুখে গ্রাস তুলতে গিয়েও থেমে গেল হাত। অশ্রুভারে ঝাপসা হয়ে এল নয়ন যুগল। বেদনা ভরা আওয়াজ বেরুলো তার কণ্ঠ থেকে। 'বদর। বদর।' তুলে নেয়া গ্রাস আবার রেখে দিলেন প্লেটে।

পেরেশান হয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিলেন মেজবানরা। দু'হাতে নিজের চেহারা

ঢেকে ফেললেন মুসা। যে মুজাহিদের সামনে কেঁপে উঠতো সিংহের দীল, সারাজীবন যিনি ঝঞ্ঝার সাথে লড়েছেন, খেলেছেন বিজলী নিয়ে, তিনি কাঁদছিলেন এই ভর জলসায়। খেলনা হারানো অবোধ বালকের মতো সে কান্না।

'মাফ করুন, আমার ক্ষুধা নেই।' কথা কটা বলে মুসা উঠে পড়লেন দস্তরখান থেকে। মেজবানরা তাকাল পরস্পরের দিকে । মনসুর বললেন, 'তোমরা একটু অপেক্ষা করো, এখুনি আসছি আমি। বশীর! তুমি আমার সাথে আসতে পারো।'

আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের জ্বলজ্বলে সিতারার দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলেন মুসা। 'বদর! বদর!' ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

মনসুর এগিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এ নিরাশা গ্রানাডার মুজাহিদে আজমের মানায় না। গ্রানাডার পরিস্থিতি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক, কিন্তু আমাদের হিম্মত হারানো উচিৎ নয়।'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মুসা বললেন, 'এ মুহূর্তে গ্রানাডার ব্যাপারে আমি ভাবছিনা। মনসুর তুমি জানো না, ভাংগা প্রাচীর আবার দাঁড় করানো যায়। দ্বিতীয়বার সংস্কার করা যায় দূর্গ। আদম শুমারিতেও বাড়ানো যায় জনতার সংখ্যা। কিন্তু কওমের শিরা উপশিরায় ঈমানের আগুন জ্বালানোর পরশমনির জন্ম বারবার হয় না। বদর ছিল এ জাতির জীয়নকাঠি। কিন্তু আমরা তাকে লটকে দিয়েছি ফাঁসির মঞ্চে। সে ছিল এ মৃতপ্রায় জাতির শিরায় জীবনের শেষ স্পন্দন, সে ছিল আমাদের তরবারী, যা ভেংগে গেছে। সে ছিল আমাদের মজবুত বাহু, যা কেটে গেছে। সে ছিল আমাদের সূর্য, যা ডুবে গেছে। তাই আজ আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত।'

কেল্লার বাইরে শোনা গেলো অশ্বের খুরধ্বনি। মনসুর তাকালেন বশীরের দিকে। ইশারা বুঝে কেল্লার ফটকের দিকে রওনা করলেন বশীর। মুসাকে বললেন, 'আপনি ক্লান্ত। ভেতরে আসুন।'

নীরবে মনসুরকে অনুসরণ করলেন মুসা। পাথরের সিঁড়ি ভেংগে প্রবেশ করলেন দোতালার এক রুমে। ভেতরে জ্বলছিল মোমের আলো। মনসুরের ইশারায় তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

'কুদরত এক মোজেযা দেখাতে পারলে আরেক মোজযাও দেখাতে পারেন।' বললেন মনসুর। 'আপনার ব্যাপারে আমরা ছিলাম নিরাশ। আপনার প্রত্যাগমনে বুঝেছি, ধোকা দেয়া যায় না আমাদের লোকদের। মুসাকে যেভাবে আমরা পেলাম, বদরকে সেভাবে পাওয়া কি সম্ভব নয়? আপনার মতো তিনিও কি আত্মগোপন করতে পারেন না!'

আশান্বিত হয়ে মুসা চাইলেন মনসুরের দিকে। কিন্তু আবার নিরাশ হয়ে বললেন, 'পরিস্থিতি আমার মতো তোমায়ও কবি হতে বাধ্য করেছে। সারা পথ হৃদয়কে এ মিথ্যা প্রবোধ দিয়েছি, বদর বেঁচে আছে। আবু আবদুল্লাহ যাকে কোতল করেছে হয়তো সে

অন্য কেউ। অথবা নিহত না হয়ে সে হয়েছে আমার মতই বন্দী। তোমাদের দস্তরখানে যখন বসেছি, দৃষ্টি ছিল দরজার দিকে। কুদরতের মোজেযা দেখার জন্য আমি ছিলাম পেরেশান। তোমরা যখন খেতে বললে আমায়, আশার নিভু নিভু দীপও নিভে গেলো।

বদরের স্থান শূন্য তা আমি বরদাশত করতে পারিনি। আমি এসেই বদরের প্রসংগ তুললে দস্তরখানে বসে বালসুলভ আচরণ করতাম না। মৃত নয়, জীবিত ভেবেই তার জন্য প্রতীক্ষা করেছি। নিজে কিছু বলার চেয়ে আপনার মুখে শুনতে চাইছিলাম। মনসুর, জীবন মৃত্যুর রহস্য আমার কাছে অনুদঘাটিত নয়। মৃতের স্মরণ আমায় ব্যথা দেয় না। কিন্তু বদরকে সবসময় দেখেছি পর্বতে, অরণ্যে আর লড়াইয়ের ময়দানে। আমাদের দুস্তির সময়কাল ছিল সংক্ষিপ্ত। তবু আমি অনুভব করছি, সে ছিল আমার অতি আপন, আমার অস্তিত্বের এক অংশ।'

কারো পদধ্বনি শোনা গেল দরজায়। চেহারায় অর্থবোধক মৃদু হাসির রেশ টেনে মনসুর বললেন, 'বদরকে এখুনি দেখতে চান আপনি?'

বিমূঢ়ের মতো মনসুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন মুসা। আচানক তার অনুভূতিরা একত্রে দুচোখে কেন্দ্রীভূত হয়ে এলো। আপাদমস্তক লৌহবর্মাচ্ছাদিত বদর দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে। কিছুক্ষণ নীরব নিস্পন্দ বসে রইলেন মুসা। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলো তার দীলের স্পন্দন। কাঁপতে লাগল ঠোঁট দুটো। চিৎকার দিয়ে তিনি বললেন, 'বদর! বদর!'

বদর পা বাড়ালেন সামনে। মুসা উঠে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। বললেন, 'বদর। বেঁচে আছো তুমি? আমার হৃদয় আমাকে ধোকা দেয়নি। বন্ধু আমার, আমার সাথী, আমার বাহু।'

বদরের নয়ন যুগলে জমা হলো অশ্রুবিন্দু। কিন্তু তিনি ছিলেন নীরব। পরস্পর বসলেন সামনাসামনি।

মুসা বললেন, 'মনসুর, তোমরা দু'জনই জালেম। প্রথমেই কেন বলনি আমায়।'

'আপনি কি ভেবেছেন, এতদিন গোপন থেকে কোন সাজা আপনি পাবেন না? বদরকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার জন্য তিনি কতো পেরেশান ছিলেন। আপনাকে হয়রান করার ইচ্ছা আমাদের ছিল না। এইমাত্র বাইরে থেকে এলেন বদর। আগে বলে দিলে অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত হতো বরদাশতের বাইরে।'

বশীর কামরায় ঢুকে বলল, 'দস্তরখানে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে, আসুন।' মুসার দিকে তাকিয়ে বদর বললেন, 'চলুন আপনারা, লেবাস পাল্টিয়ে আমি আসছি।'

খাওয়া শেষ। বদর, মুসা মনসুর, বশীর এবং আবু মোহসেন ফিরে এলেন পূর্বের
...শ মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চললো। দীর্ঘ সফর শেষে মুসা
...ক দূরের চৌকি থেকে কেল্লায় পৌঁছতে তিনবার ঘোড়া বদল

করেছেন বদর। কিন্তু এ অভাবিত মোলাকাতের ক্লান্তি বা নিদ্রার রেশ মাত্র ছিলনা কারো। অতীতের কাহিনী বর্ণনা করলেন দু'জন। বর্তমান ভবিষ্যত নিয়ে এরপর আলোচনা চলল।

আবু মোহসেনকে কতক প্রশ্ন করে মুসা বললেন, 'কয়েদখানা থেকে রেহাই পেয়ে ব্যবসায়ীর বেশে গ্রানাডা গিয়েছিলাম। দুদিন মাত্র ছিলাম। আমার ধারণা, জিল্লতির মওত থেকে বাঁচার জন্য জনগণ আমাদের সঙ্গ নেবে। ফার্ডিনেন্ডের ব্যাপারে কেউ আর ভুলের মধ্যে নেই। বিভিন্ন শহর থেকে প্রায় চার লাখ মুহাজির গ্রানাডা প্রবেশ করেছে। তাদের জুলুমের কাহিনী শুনে মানুষের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিনেন্ড ফৌজের জন্য গ্রানাডার দুয়ার খুলে দিলে মালাকা অথবা অন্যান্য শহরের মুসলমানদের থেকে ভিন্ন হবেনা তাদের দুরাবস্থা। শহরের প্রতিটি রাস্তায় স্বেচ্ছাকর্মীরা পাহারা দিচ্ছে। আলহামরার ফটকে আবু আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে রাতদিন। আমার মনে হয় আবু আবদুল্লাহ জনতার আবেগকে মূল্যহীন ভাবলেও, ফৌজ থাকবে জনগণের সাথে। গাদ্দারের দলও অনুভব করছে, ফার্ডিনেন্ড ফৌজের জন্য তাদের মহলগুলো খালি করে দিতে হবে। তারা ভেবেছিল, আবু আবদুল্লাহর হুকুমত আর ফার্ডিনেন্ডের সাহায্যে জনগণকে দু'হাতে লুটবে। কিন্তু এখন তাদের আশংকা, গ্রানাডা ফার্ডিনেন্ডের কব্জায় চলে গেলে তাদেরকে নির্দয় এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তরীফের এক সংগী আবু আবদুল্লাহকে তার শেষ পয়গাম পৌঁছে দিয়েছে। তারা অনুভব করছে, ফার্ডিনেন্ডের লোকেরা তরীফের মতো লোককেই যদি কোতল করতে পারে, তবে নিজের ব্যাপারে কারো ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়। আমার বিশ্বাস, গ্রানাডায় হামলা করতে ফার্ডিনেন্ড দেরী করবে না। সময় সংকীর্ণ, এখন অনেক কিছুই করতে হবে আমাদের।'

'ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ মালাকা থেকে রওনা হয়ে গেছে, আজ দুপুরেই এ সংবাদ আমি পেয়েছি।' বললেন বদর। পেরেশান হয়ে মুসা বললেন, 'তাহলে অনতিবিলম্বে আমাদের গ্রানাডা পৌঁছা উচিত।'

'আমার মনে হয় গ্রানাডার লোকের ব্যাপারে এখনো আপনি ভুলের মধ্যে রয়েছেন।'

'যখন ভাবতাম ইজ্জতের জিন্দেগী হাসিলের জন্য ওরা আমাদের সাথে থাকবে, সে ছিল সুধারণা। কিন্তু এখন ওরা জিল্লতির মওত থেকে বাঁচতে চাইছে। আমি মনে করি, মৃত্যু ছাড়া তাদের জন্য কোন পথ যখন থাকবে না, ইজ্জতের মওতকেই প্রাধান্য দেবে। ফার্ডিনেন্ডের বিরুদ্ধে সম্ভবত এই আমাদের প্রথম লড়াই, কওমের পুরনো গাদ্দার এবং ভীতুরাও যাতে আমাদের সাথে অংশ নেবে।'

'আর এ পবিত্র জিহাদের জন্য আবু আবদুল্লাহর পবিত্র হাতেই হাত রাখছেন আপনি!' চঞ্চল হয়ে মুসা বললেন, 'আবু আবদুল্লাহর জন্য নয়, গ্রানাডার জন্য এসেছি

আপনার কাছে। গ্রানাডার ব্যাপারে আমি ভুল করতে পারি। কিন্তু আপনার ব্যাপারে কোন ভুল ধারণা আমার নেই। আমি এখানে না এলেও গ্রানাডাবাসীর সাহায্যে পৌঁছে যেতেন আপনি।'

কিছু সময় চুপচাপ ভাবলেন বদর। দাঁড়িয়ে গরাদের ফাঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন নিচের দিকে। তার পিঠ ছিল মুসার দিকে।

'বদর, এ পরিস্থিতিতে গ্রানাডার চার দেয়ালের হিফাজত করতে পারবো না, এ ধারণা না হলে এক পরিচয়হীন সিপাইয়ের মতো তোমার মুজাহিদ দলে শামিল হয়ে যেতাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার সাহায্য পেলে এ লড়াইয়ে আমরা জিতবো। এক লাখেরও বেশী স্বেচ্ছাকর্মী গ্রানাডা থেকেও ভর্তি করা যাবে।'

আচানক মুসার দিকে ফিরে বদর বললেন, 'আপনি জানেন গ্রানাডা রক্ষা করার জন্যে চরম কোরবানী দিতেও কুণ্ঠিত হইনি। কিন্তু অতীত ঘটনা আমায় ভাবতে বাধ্য করছে। গ্রানাডাকে কি আমরা রক্ষা করতে পারবো? আমাদের এতো কোরবানী কোন ফল দেবে কি? এখন ভাবছি, গ্রানাডাকে আমাদের শেষ ঘাঁটি মনোনীত করলে আগাম কোরবানী ব্যর্থ হবে নাতো? ভাংগা প্রাচীর কখনো মেরামত করতে পারবো আমরা? উপড়ে যাওয়া বৃক্ষের পাদমূলে কি বর্ষণ করবো আমাদের খুন! আমার কথাগুলো তিক্ত। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতার ভয়ংকর চেহারা হৃদয়গ্রাহী শব্দের পর্দায় লুকানোর চেষ্টা করা নিরর্থক। স্বীকার করছি, গ্রানাডার জনগণ অতীতের ভুল বুঝতে পেরেছে। প্রতিশোধ স্পৃহা টগবগ করছে তাদের দীলে। হয়তো তারা লড়াইও করবে। কিন্তু বদ কিসমত, তাদের আমীর এখনো আবু আবদুল্লাহ। ওরা আজও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, যাদের গাদ্দারী আমাদের শানদার বিজয়গুলোকে পরাজয়ে পরিবর্তন করে দিয়েছে। গ্রানাডাবাসীর কাঁধে সেই শবদেহ, কয়েক বছর পূর্বেই যাদের দাফন করা জরুরী ছিল। তুমি বলছো আলহামরার ফটকে লোকেরা মিছিল করছে রাতদিন। তাদের মাকসুদ কি এই নয়, মহল থেকে বেরিয়ে আবু আবদুল্লাহ তাদের নেতৃত্ব দিক? তাদের কি বলবো, লড়াইয়ের ময়দানে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তারা কাঁধে তুলে নিয়েছে গলিত লাশ! মুসা। আলহামরার ভিত তুলতে ঘাম আর খুন ব্যয় করেছেন আমাদের পূর্বসূরীরা। তা আজ আবু আবদুল্লাহর মত গাদ্দারের আশ্রয়কেন্দ্র। খোদার দিকে চেয়ে গ্রানাডাবাসীকে বলো সে প্রাচীর ভেংগে ফেলুক। কওমের গাদ্দারের গলা পর্যন্ত তাদের হাত পৌঁছতে যদি বাঁধা হয় আলহামরার কপাট, সে কপাট উপড়ে ফেলো। মুর্দারের দল যদি ক্ষমতার মসনদে আঁকড়ে রাখে, মসনদ সহ দাফন করে দাও তাদের।

আমায় ভুল বুঝ না। কোন বাদশাহর জন্য নিষ্কোষিত হয়নি আমাদের শমশীর। আবুল হাসানের ডাকে এজন্যে আমরা সাড়া দিয়েছিলাম, গোলামী থেকে নাজাত দেয়ার অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ব্যর্থতার কারণ ছিল, ময়দানে যুদ্ধ করার পূর্বে গ্রানাডাকে মোনাফেক মুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেননি তারা। সুযোগ

পেয়েছিলেন আল জাগল। কিন্তু তিনি ভাতিজাকে ফাঁসি কাষ্ঠে না ঝুলিয়ে লোশার গভর্ণর করে দিলেন। আর সে ফার্ডিনেন্ডের হাওলা করে দিল শহর। আবু মোহসেনকে জিজ্ঞেস করুন, গ্রানাডাবাসীর নেতৃত্বের সুযোগ সেও পেয়েছিলো। কিন্তু একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করল সেও।

স্বেচ্ছাকর্মীদের ফৌজ তৈরী করে নেতৃত্ব সপে দিল আবু আবদুল্লাহর হাতে। তার সাথে গাদ্দার দল পৌঁছে গেল ময়দানে। বিজয় রূপ নিলো পরাজয়ে। মুসা! জিহাদের দাওয়াত নিয়ে এলে নিরাশ হবে না। কিন্তু এতো সব ঘটনার পরও কি আবু আবদুল্লাহ এবং তার সংগীদের বোঝা বয়ে বেড়ানো আমাদের জন্য জরুরী। নিশ্চিন্ত থেকো সয়লাবের সামনে চোখ বন্ধ করার পাত্র আমরা নই। কিন্তু খড়ের কিশতিতে আরোহণ করার চেয়ে নিজের শক্তির ভরসাই করবো। বালির বাঁধে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের আর ধোকা দেবো না। তুমি বলছো, ক্ষমতার মসনদ বিপদাপন্ন দেখেই আবু আবদুল্লাহ এবং তার সংগীরা জনগণের পথে আসবে। ফার্ডিনেন্ড আগামীকাল যদি নিশ্চয়তা দেন, 'তোমার মসনদ বিপদাপন্ন নয়, জনতার কাঁধে সওয়ার হয়ে জাতির খুন চোষার এযাজত তোমায় দিচ্ছি!' কওমকে ছেড়ে দেবে না কি নিশ্চয়তা এর আছে? যতদিন এরা বেঁচে থাকবে, গ্রানাডার জীবন হবে সংকটাপন্ন। তার জিন্দেগী আমি বাড়তে দিতে চাইনা .... আমি কিছু বলতে চাইছিলাম, বলেছি। এর পরও হুকুম হলে আমি হাজির। হাজির হবে আমার তামাম সিপাহী।'

আবার এসে আসন গ্রহণ করলেন বদর। মাথা নিচু করে অনেক্ষণ ভাবলেন মুসা। বললেন, 'ফার্ডিনেন্ড গ্রানাডা হামলা করছে জানেন আপনি। খোদা সাক্ষী, এ মুহূর্তে মুসলমানদের শেষ আশ্রয় কেন্দ্রটাকে বাঁচানোই আমার সামনে বড় সমস্যা। এখন আবু আবদুল্লাহ সম্পর্কে ভাববার সময় নয়। সময়মত এসব গাদ্দারদের আমরা শায়েস্তা করবো। আপনি কি মনে করেন, যাদের কারণে আমার কওমের হাজারো নারীর সতীত্ব লুণ্ঠিত হয়েছে, তাদের জন্য দরদ উছলে পড়বে আমার? কিন্তু একদিকে দুশমন আমাদের দিকে খঞ্জর তাক করে দাঁড়িয়ে আছে, অপর দিকে এসব নাদানের দল। এদের দিকে নজর দিলে দুশমনই লাভবান হবে। খোদা না করুন, ফার্ডিনেন্ড গ্রানাডা দখল করে নিলে চিরদিনের জন্য আমরা নিঃশেষ হয়ে যাবো।

বদর! হাজার হাজার নারীর সতীত্ব রক্ষার প্রশ্নই এখন আমাদের কাছে বড়। খৃষ্টানদের পিছু হটিয়ে দিলে এ মুনাফিকদের সামনে খোলা থাকবে মাত্র দুটো পথ। হয় কওমের সাথে আসবে, নতুবা পিষে যাবে কওমের বিপ্লবী কাফেলার পদতলে। ভোরেই আমি গ্রানাডা যাচ্ছি। ফার্ডিনেন্ডের রোখ গ্রানাডার দিকে হলে অল্প কদিনেই গ্রানাডাবাসীর প্রতিরোধ শক্তি আপনি আঁচ করতে পারবেন। নিরাশ হলে বুঝবো পর্বত ঘেরা অরণ্যই আমাদের জন্য গ্রানাডার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। আমি চলে আসবো আপনার কাছে। দুশমনের সাথে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করার ফয়সালা যারা করেছে, তারাও

থাকবে আমার সাথে।'

'আপনি জানেন দুশমনের বিরুদ্ধে আপনার তরবারী কোষমুক্ত হলে আমাদের তলোয়ারও খাপে আবদ্ধ থাকবে না। গ্রানাডার কেউ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করার ফয়সালা করে থাকলে এখানে আসার পরামর্শ তাদের দেবেন না। নিরাশ হয়েই তারা শুধু এখানে আসবে। আর নৈরাশ্যের স্থান নেই এখানে। নিজের স্থানে মজবুত হয়ে থাকলে শুধু আমিই নই, সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম পৌঁছবে তাদের মদদে। আবু আবদুল্লাহ এবং তার সংগীদের ব্যাপারে আবারো বলবো, পরিস্থিতি তাদের ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কোন পদক্ষেপ নেয়ার অনুমতি না দিলেও কড়া নজর রাখবেন।'

'আপত্তি না হলে আবু মোহসেনকে সাথে নিয়ে যেতে চাই।'

'কি আপত্তি থাকবে আমার। আমাদের যাকে ইচ্ছা সাথে নিতে পারেন।'

পরদিন ভোর। ফজর নামাজের পর মুসা এবং আবু মোহসেনকে বিদায় দিলেন বদর এবং তার সংগীরা।

গ্রানাডা অবরোধ করে রেখেছিলেন ফার্ডিনেন্ড। তার অসংখ্য ফৌজ বারংবার শহরে হামলা করছিল। কিন্তু তীর বৃষ্টির কারণে বাধ্য হচ্ছিল পিছু হটতে। ফার্ডিনেন্ড আর তার ফৌজ ছিল শক্তির নেশায় বিভোর। মামুলী ক্ষতির পরোয়া না করে অবরোধ ধরে রাখলো তারা। খৃষ্টানদের আগমন সংবাদে আশপাশের লোকালয়ের বাসিন্দারা আশ্রয় নিয়েছিল শহরে। ফার্ডিনেন্ডের সিপাইরা তাদের সবুজ ক্ষেতের ফসল আর বাগ-বাগিচা ধ্বংস করে দিল। চুরমার করে দিল সব ঘরবাড়ী।

শহরবাসীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মুসা। তার জীবন সঞ্জীবনী বক্তৃতায় নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল গ্রানাডাবাসীর মধ্যে। কওমের আর সবার মত আবু আবদুল্লাহ এবং তার সংগীরা মুসাকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। আবু আবদুল্লাহর অতীত অপরাধ ভুলে গেল কওম। ওলামা, ছাত্র, বুদ্ধিজীবি আর সরদাররা এক যোগে ফার্ডিনেন্ডের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করল। আবেগে উদ্বেলিত নওজোয়ানরা ফার্ডিনেন্ডের গোয়েন্দা হওয়ার অপরাধে কয়েকজন প্রখ্যাত সরদারকে লটকে দিলো ফাঁসিতে।

ফার্ডিনেন্ডের ধারণা ছিল রসদ ফুরিয়ে এলে বাধ্য হয়েই শহরবাসী হাতিয়ার সমর্পন করবে। একদিন। সূর্যোদয়ে পূর্ব মুহূর্ত। শহরের সব কটা ফটক খুলে বেরিয়ে এসে হামলা করল মুসলমানরা। ফার্ডিনেন্ড ফৌজ ঘুম থেকে উঠছিল তখন। এতটা ফার্ডিনেন্ড আশা করেন নি। দেখতে দেখতে চার হাজার খৃষ্টানকে মওতের দুয়ারে পৌঁছে দিল মুসলমানরা। ততোক্ষণে পরিখায় বসে গেছে ফার্ডিনেন্ডের তীরন্দাজ। পদাতিক আর সওয়ারদেরও তড়িঘড়ি সংগঠিত করে নিলেন ফার্ডিনেন্ড।

একহাজার জানবাজ নিয়ে শহরের পশ্চিম ফটক দিয়ে বেরিয়ে হামলা করলেন মুসা। ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন দুশমনের কতক সারি। তীরন্দাজদের সামনের পরিখা দখল করে নিলেন তিনি।

দক্ষিণের ফটক দিয়ে বেরিয়ে এল আবু আবদুল্লাহ। 'গ্রানাডার কাঠের পুতুল বাদশাহ নেযাবাজী আর শাহ সওয়ারীতে পূর্বসুরীদের ভুলেনি' দুশমন ফৌজের সিপাইরা বলতে বাধ্য হলো এ কথা। দুপুর পর্যন্ত লড়াই করে পিছু হটলো ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ। কিন্তু তৃতীয় প্রহরে তীরন্দাজদের শেষ পরিখার পেছনে সওয়ার আর পদাতিকদের সংহত করলেন ফার্ডিনেন্ড। এবার আর সামনে এগোতে পারল না গ্রানাডার লশকর। তীর দুই দলের মাঝে বাঁধার সৃষ্টি করলো। পদাতিক ফৌজ যথেষ্ট ছিল আবু মুসার। কিন্তু 'আম হামলার' হুকুম দিলেন না তিনি।

শহর রক্ষার জন্য চারপাশে পরিখা তৈরী করেছিল তার তীরন্দাজরা। সওয়ারদের ছোট্ট ছোট্ট দল এগিয়ে দুশমনকে হামলা করে আবার ফিরে আসত। চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও ফার্ডিনেন্ড পেরেশান হলেন না। তার ধারণা, ক্ষুৎপিপাসা শহর থেকে বেরিয়ে আসতে মুসলমানদের বাধ্য করেছে। দু'একদিন পর তাদের শেষ প্রতিরোধ শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাবে। জওয়াবী হামলা না করে সিপাইদের আত্মরক্ষামূলক হামলা করার হুকুম দিলেন তিনি।

জোহর নামাজের পর। শহরের চার পাশে আবু মুসা ফৌজ সুসংহত করলেন। চূড়ান্ত হামলার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন সালারকে। বললেন, 'শহরের বুরুজ থেকে নকীব সময়মতো আওয়াজ করবে। আওয়াজ শুনেই হামলা করবে দুশমনকে।'

এ হামলার ব্যাপারে অভিজ্ঞরা আশাবাদী ছিলেন না। বরং একে মনে করতেন আত্মহত্যার নামান্তর। সরাসরি দুশমনের পরিখায় হামলা করা ছিল বিপজ্জনক। তদুপরি ফার্ডিনেন্ডের সওয়ার ছিল মুসার চেয়ে কমপক্ষে আটগুন বেশী। যে সব পদাতিকের উপর নির্ভর ছিল মুসার শক্তি, এ হামলায় খুব একটা কাজে আসবে না তারা। কিন্তু মুসার প্রতি জনতার ছিল প্রগাঢ় আস্থা। তার ইশারায় আগুনে ঝাপিয়ে পড়তেও কুণ্ঠিত হতো না কেউ।

ফৌজকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে শহরের দেউড়িতে ঢুকলেন মুসা। ঘোড়া থেকে নেমে প্রাচীরের ওপর উঠে দাঁড়ালেন তিনি। প্রতিটি দরজার বুরুজে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বুলালেন দূর দিগন্তে। অপসৃয়মান সূর্যকিরণ নিরাশা বাড়িয়ে দিল তার। প্রাচীরের ওপর দিয়ে ছুটে এক বুরুজ থেকে অন্য বুরুজে পাহারাদারদের প্রশ্ন করছিলেন, 'এখনো কিছুই দেখনি তোমরা!' পাহারাদারদের নেতিবাচক জওয়াব পেয়ে শান্তনার জন্য দূর দিগন্তে চলে যেতো তার দৃষ্টি।

অপরদিকে ফার্ডিনেন্ড বিশপকে বলছেন, 'পবিত্র পিতা! দোয়া করুন দুশমন যেনো হামলার সংকল্প পাল্টে না ফেলে। আপনার দোয়া কবুল হলে লড়াই খতম হবে আজই।'

মেরির মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে দোয়া করতে লাগলো বিশপ। শহরের উত্তর ফটকের সিঁড়িতে আরোহণ করলেন মুসা। ওপর থেকে ভেসে এল পাহারাদারের

আওয়াজ, 'দিকচক্রবালে দেখা যাচ্ছে মেঘের মতো। সম্ভবতঃ ফৌজ আসছে!'

ছুটে বুরুজে পৌছলেন মুসা। দূর দিগন্তে তাকিয়েই চিৎকার দিয়ে বললেন, 'সে এসে গেছে! এসে গেছে আমাদের ঈগল। খোদা আজ আমাদের বিজয় দিয়েছেন।'

মেঘপুঞ্জের মতো সওয়ার দেখা দিতেই কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরে পড়লো মুসার চোখ থেকে। নিচের দিকে তাকিয়ে তিনি চিৎকার করে বললেন, 'হুশিয়ার।'

পাচিলে দাঁড়িয়ে থাকা নকীবেরা মুহূর্ত মাঝে সিপাহসালারের আওয়াজ পৌছে দিল সিপাইদের কান পর্যন্ত। নেযা বুলন্দ করলো সওয়াররা। পদাতিকদের হাতে চলে এলো শানিত কৃপাণ।

মুসার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'আগবাড়ো।'

প্রাচীরের প্রতিটি কোণ থেকে নকীবরা গর্জে উঠলো, 'আগবাড়ো।'

মুসা ছুটে বেরিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন।

অপর দিকে ফার্ডিনেন্ড বিশপকে বলছিল, 'মোকাদ্দাস বাপ! আপনার দোয়া কবুল হয়েছে। দুশমনের দুয়ারে ধর্ণা দেয়ার দরকার নেই, ওরা নিজেরাই ছুটে আসছে মওতের কোলে।'

অস্তগামী সূর্য দেখছিলো হিলাল আর ক্রুশের আরো একটি তুমুল সংঘর্ষ। তীর বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে গেল গ্রানাডাবাসী। সওয়ারদেরকে হামলার হুকুম দিল ফার্ডিনেন্ড। প্রচণ্ড লড়াই চললো দু'দলে।

মুসা, আবু আবদুল্লাহ এবং আবু মোহসেন সওয়ার দলের কমাণ্ড করেছিলেন শহরের তিন দিক থেকে। ওদের পদাতিক ফৌজ অধিকার করে নিয়েছিলো ফার্ডিনেন্ডের তীরন্দাজদের পরিখা গুলো। উত্তরের ফটক থেকে দুশমনের বুহ্য ভেদ করে এগিয়ে গেলেন মুসা।

ঘোড়া ছুটিয়ে ফার্ডিনেন্ড চিৎকার করে বললেন, 'একজন সওয়ারকেও শহরে ফিরে যাওয়ার মওকা দেবে না।'

দুশমনের বুহ্য ভেদ করে পাঁচশো সওয়ার নিয়ে মুসা গায়েব হয়ে গেলেন এক বাগানের ঘন বৃক্ষের আড়ালে। ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ তাদের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু অপর দিক দিয়ে দুশমন ফৌজের পেছনে আঘাত হানলেন তিনি। এর সাথে উত্তর দিক থেকে এগিয়ে এলো এক নতুন ফৌজ। মুসা আর আবু মোহসেন ছাড়া যাদের পরিচয় কেউ জানতো না।

গ্রানাডাবাসীর সাহায্যে পৌছে গেছেন সীমান্ত ঈগলের মুজাহিদরা। তিন হাজার ফৌজ নিয়ে দুশমনের পেছন থেকে হামলা করলেন বদর। দুশমনের সারি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো মুহূর্তে। সন্ত্রস্ত হয়ে ফৌজকে ডানে সরে যাবার হুকুম দিলেন ফার্ডিনেন্ড। ততোক্ষণে পেছন থেকে মুসা হামলা করে দিয়েছে তাদের ওপর। ফার্ডিনেন্ডের সামনে বদরের সওয়ার আর পেছনে মুসার জানবাজ মুজাহিদ। তৃতীয় দিকে ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ

আবু আবদুল্লাহর ফৌজকে পিছু হটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখানেও খৃষ্টানরা অযাচিত মুসিবতের সম্মুখীন হল। আচানক তাদের পেছনে বেরিয়ে এলো দু'হাজার সওয়ার। গোধুলির ম্লানিমায় খৃষ্টানরা ভাবলো তাদের সাহায্য পৌছে গেছে! কিন্তু নবাগতরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে হামলা করলো। বিচ্ছিন্ন ভাবে বামে হটতে লাগলো খৃষ্টান ফৌজ। আবু আবদুল্লাহর নেতৃত্বে শহরের দিকে পিছু হটে যাওয়া সওয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুভব করে পাল্টা হামলা করলো। চারদিক থেকে সরে এসে শহরের একদিকে জমা হলো ফার্ডিনেন্ড ফৌজ। তাদের ডানে বামে বদর আর মনসুরের সওয়ার। পিছনে মুসার জানবাজ আর সামনে গ্রানাডার বাকী ফৌজ লড়ছিলো আবু আবদুল্লাহ আর আবু মোহসেনের নেতৃত্বে। আর একদিকে ছিল শহর রক্ষার জন্যে শান্ত সমাহিত নদী।

শুক্লা দ্বাদশী। জোসনায় প্লাবিত হয়ে আছে চরাচর। লড়াইয়ের তেজ কমলো না বিন্দুমাত্র। ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগলো ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ। মুসার স্বল্প সংখ্যক ফৌজ পেছন থেকে তাদের পথরোধের জন্যে যথেষ্ট ছিল না।

ঘোড়া নিয়ে মনসুর তাদের চারপাশ ঘুরে পিছন দিকে হাজির হলেন। মুসাকে বললেন, 'জলদি এখান থেকে আপনার ফৌজ সরিয়ে নিন।'

'কিন্তু আমার মনে হয় এখানে না হটে আরো কিছু ফৌজ নিয়ে এলে ভাল হয়। ডানে বামে চক্কর দিয়ে ওরা এখানে পৌছতে পারে। যদি আমরা ওদের ঠেলে শহরের দিকে নিয়ে যেতে পারি, তবে শহর রক্ষাকারী তীরন্দাজদের আওতায় এসে যাবে ওরা।'

'কিন্তু যদি তারা শহরে প্রবেশ করে?'

'ফটক বন্ধ করার হুকুম আমি দিয়েছি।'

'আপনার এ পরামর্শ মন্দ নয়। কিন্তু শহর রক্ষাকারী ফৌজ এতো শীঘ্র পিছনে নিয়ে আসা যাবে না। দুশমনদের সওয়ার আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। ডানে বায়ে ঘুরে বেরুতে চাইলে চরম ক্ষতি ছাড়া ওদের আমরা রুখতে পারব না। বিতর্কের সময় নয় এখন। আপনি দেরী করলে দুশমন আমাদের বড়ো এক চাল ধরে ফেলবে।'

'বহুত আচ্ছা। আপনার চিন্তাধারার সাথে বদর একমত হলে এখান থেকে ফৌজ হটাতে কোন আপত্তি নেই আমার।'

'একই মস্তিষ্কে ভাবি আমরা দু'জনে। এ ক্ষেত্র ছেড়ে অন্যত্র চলে যান আপনারা। এক্ষুনি। অন্যথায় হুশিয়ার হয়ে যাবে দুশমন।'

খানিক পিছু হটে দুশমনের পিছপা হবার জন্যে ময়দান খালি করে দেবেন। এক ফয়সালামূলক পরিবেশে পৌছেছে লড়াই। তিন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পিছু হটছে দুশমন। সংরক্ষিত ফৌজ ময়দানে নিয়ে আসতে পরিস্থিতি ফার্ডিনেন্ডকে বাধ্য করেছে। ওরা বাইরে তাবুর হিফাজত করছিল। খৃষ্টানদের নড়াচড়া বলছে, ওদের পা মজবুত হচ্ছে আর একবার।

আচানক লড়াইয়ের ময়দান থেকে খানিক দুরে বাগানের ঘন বৃক্ষের আঁড়ালে থেকে বেরিয়ে এলো সীমান্ত ঈগলের তাজাদম এক মুজাহিদ দল। একশোর কাছাকাছি এ লোকগুলোর হাতে ছিলো জ্বলন্ত মশাল। লড়াইয়ের ময়দান নয়, ওদের গতি ছিলো দুশমনের সেনা ছাউনির দিকে। ছাউনি হিফাজতকারীদের বিরাট অংশ চলে এসেছিলো ময়দানে। অল্প কজন সেপাই রসদ্ আর খিমা বাঁচানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু সওয়াররা বিদ্যুৎ গতিতে ছাউনির একদিক দিয়ে প্রবেশ করে খিমায় আগুন লাগিয়ে বেরিয়ে গেল অপর দিক দিয়ে। মুহাফেজরা তৈরী না হতেই পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এলো মশালধারীদের আর একটা দল।

কার্ডিজের বিশপ প্রায় ত্রিশজন পাদ্রী নিয়ে এক খিমায় ক্রুশের বিজয়ের জন্য নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছিলো মেরীর মূর্তির সামনে। পাহারাদাররা চিৎকার জুড়ে দিলো বাইরে। 'মোকাদ্দাস বাপ! খিমায় আগুন লেগে গেছে।'

তাবু ছাড়াও শুকনো ঘাসের স্তুপে আগুন লাগায় আগুনের লেলিহান আলো পৌঁছলো ময়দান পর্যন্ত। খৃষ্টান ফৌজের সিপাইরা সালার এবং সালার সিপাহসালারের হুকুমের অপেক্ষা না করেই ছুটলো খিমার দিকে। সাথে সাথে বদরের সব সওয়ার ঝাপিয়ে পড়লো তাদের ওপর। পিছু হটে যাওয়া ফৌজের জন্য ছাউনীর চার পাশে জ্বলতে থাকা তাবুর মাঝে কোন আশ্রয় ছিল না। আগুনের আলোয় ধাওয়াকারীরা তাদের হত্যা করতে লাগল ঘেরাও করে। তাবুর রশিতে পেচিয়ে পড়তে লাগল ভীত সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলো।

ফার্ডিনেন্তের হুকুমে বেজে উঠলো পিছু হটার বিউগল! বেঁচে যাওয়া ফৌজ পালাতে লাগলো খিমা ছেড়ে। পদাতিক ফৌজকে রসদ হেফাজতের হুকুম দিলেন মুসা। পশ্চাদ্ধাবন করতে বললেন সওয়ারদের। দুশমনকে ডানে-বামে ঘিরে রেখেছিলেন বদর আর মনসুর। গ্রানাডার ফৌজ ছিল তাদের পশ্চাতে। ফার্ডিনেন্ড ফৌজের জন্য খোলা রইল সামনের রাস্তা।

দুশমনকে প্রায় তিন ক্রোশ ধাওয়া করে মুসার নিকটে এসে বদর বুলন্দ আওয়াজে বললেন, 'এখান থেকে খানিক দুরেই এক নদী। আপনার সেপাইদের থামিয়ে দিন। আমাদের চূড়ান্ত আঘাতের আওতায় এসেছে দুশমন। তীরন্দাজ সওয়ারদের এগিয়ে যেতে দিন। দুশমন খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে।'

ফৌজকে থামতে হুকুম দিলেন মুসা। তিনি বুঝলেন, যুক্তিযুক্ত কারণে বদর গ্রানাডাবাসীকে এ চাল সম্পর্কে অবহিত করেনি। তিনি আঁচ করলেন, নদী তীরে বদরের তুনের শেষ তীর দুশমনের জন্য কতো বিপজ্জনক আর ভয়াল হবে।

দুশমন পশ্চাদ্ধাবন করছে না ভেবে নদীর খানিক দুরে ঘোড়া থামিয়ে বিশৃঙ্খল সিপাইদের একত্রিত করলেন ফার্ডিনেন্ড। কিন্তু ডানে-বামে দুশমন সওয়ারের পদধ্বনি শুনে ফৌজকে এগিয়ে যেতে হুকুম দিলেন আবার। পরাজিত ফৌজ নদীর পারে পৌঁছে

আরেক পেরেশানীর সম্মুখীন হলো। পুল ভাংগা। আশপাশে পড়ে আছে তাদের নিয়োজিত সিপাইদের লাশ। পুলের হিফাজতে ফার্ডিনেন্ড এদের নিয়োগ করেছিলেন। নদী তীরে এক নতুন মুসীবত অপেক্ষা করছে এই প্রথমবার অনুভব করল তারা। কিন্তু ভাবার সময় ছিল না ফার্ডিনেন্ডের। তিনি নদী পেরুতে ফৌজকে হুকুম করলেন। নদীটা ছোট, পানিও অল্প, বড়জোর সওয়ারের রেকাব পর্যন্ত পৌছত পানি।

সওয়ারের প্রথম সারি ঘোড়া সমেত ঝাপিয়ে পড়লো নদীতে। শান্ত তরঙ্গ রাশিতে সৃষ্টি হলো বিরাট আলোড়ন। নদীর অপর পারে বুলন্দ হলো আল্লাহু আকবার ধ্বনি, গাছের আড়াল থেকে শুরু হলো তীর বৃষ্টি। আহত হয়ে পানিতে পড়তে লাগলো সওয়াররা। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল ভীত বিহবল ঘোড়াগুলো। আর একবার মহাপ্রলয়ের সম্মুখীন হলো কার্ডিজবাসী। নদী-তীরে বাকী সওয়াররা খিচে ধরলো ঘোড়ার বাগ।

পিছু হটতে লাগলো ওরা। নদীতে বেঁচে যাওয়া সিপাইরাও পিছনে সরে এল। ডানের এবং বামের ধাওয়াকারীরা তাদের মাথার ওপর এসে পৌঁছেছে ততোক্ষণে। খানিকটা পিছু হটতেই মুসার তীরন্দাজদের আওতায় এসে পড়ল তারা। তীরের আওতা পেরুতেই সামনে পড়ল নেজাবাজদের বাঁধার প্রাচীর। ডান দিক ছেড়ে মনসুর মিশে গেলেন গ্রানাডার সওয়ারদের সাথে। ডানে মোড় নিলো দুশমন ফৌজ। নদী তীর ঘেষে দক্ষিণে এগিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে নদী পেরুনোর চেষ্টা করল তারা। কিন্তু নদীর অপর তীরে একদল সওয়ার তীর ছুড়তে ছুড়তে তাদের সাথে সমান তালে এগিয়ে চলল।

এ পরিস্থিতিতে নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়ে কাঁপছিলেন ফার্ডিনেন্ড। তিনি ছিলেন সামনে। দক্ষিণ দিক দিয়ে নদী পেরোনো ছাড়া গত্যন্তর রইল না তার। নদী তীর ঘেষে ধাওয়া খাচ্ছিল তার ফৌজ। সরে যেতে চাইল তারা। কিন্তু পেছন এবং বাম দিকের ধাওয়াকারীরা নদীর দিকে তাড়াচ্ছিলো তাদের। তাজাদম ঘোড়ায় চড়ে নদীর অপর পারের সওয়াররা তীর বর্ষণ করে যাচ্ছিল তাদের দিকে। নদীর পাড় পর্যন্ত পৌছার আগেই অনেক অশ্ব সওয়ারের ভার মুক্ত হয়েছিল, মুজাহিদরা নেজার পরিবর্তে তলোয়ার দিয়ে কোতল করছিল তাদের।

ক্লান্ত হয়ে পড়ল মুজাহিদদের বাহু! কিন্তু বিজয়ের আনন্দে পরস্পর তারা এগিয়ে থাকার চেষ্টা করছিল। বদরের বায়ে দেখা দিলো এক সওয়ার। তার শিরস্ত্রাণ চমকাচ্ছিল চাঁদের আলোয়। বদরের দৃষ্টি কেড়ে নিল তার লোভনীয় ঘোড়া। দুশমনের কিছু সিপাই হত্যা করে এগিয়ে গেল সওয়ার, তার নেযায় আহত হয়ে কার্ডিজের এক সওয়ার ঘোড়া ঘুরিয়ে হামলা করল। গ্রানাডার সওয়ার তরবারী দিয়ে ঠেকালেন সে আঘাত। ততোক্ষণে কার্ডিজের অপর সিপাই তাকে নেযার আঘাতে আহত করে এগিয়ে গেল। যখমী হয়েও ঘোড়া না থামিয়ে উপর্যুপরি দু'ব্যক্তিকে মওতের ঘরে পৌছে দিলেন তিনি।

বদরের মুখ থেকে বেএখতিয়ার বেরিয়ে এল প্রশংসাসূচক শব্দ। তিনি তার নিকটে পৌছে বললেন, 'তোমার বাহাদুরীতে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু দুশমনের ভেতরে ঢোকার দরকার নেই।'

একটু পর। বদরের দৃষ্টি আবার পতিত হল তার ওপর। ঘোড়ার জিনে ঝুঁকে পড়ে আছেন তিনি। ঘোড়াসহ এগিয়ে বদর বললেন, 'তুমি আহত?'

তরবারী পড়ে গেল সওয়ারের হাত থেকে। মাথা ঠেকিয়ে আছেন জীনে। বদর তার কোমরে হাত দিয়ে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিলেন।

মাঝরাতে ফার্ডিনেন্ডের বেঁচে যাওয়া ফৌজ নদী পার হচ্ছিল। মুজাহিদরা ছুড়ছিলো তীর বৃষ্টি। এ ছিল ফার্ডিনেন্ডের জীবনের সবচেয়ে বড়ো পরাজয়।

এই আজিমুশ্বান বিজয়ের পর ঘোড়া থেকে নেমে অনেকক্ষণ সিজদায় পড়ে রইলেন মুসা। তার দু' ঠোঁট থেকে বার বার বেরিয়ে আসছে, 'ওগো গাফুরুর রাহীম! এর যোগ্য আমরা নই। এ তোমার এনাম। তোমার রহমত।'

উঠে সাথীদের দিকে চাইলেন তিনি। এমন সময় সেখানে এসে পৌঁছলেন বদর। মুসা ছুটে এসে তার ঘোড়ার বাগ ধরে ফেললেন। অধরে লাগালেন তার হাত। বললেন, 'বদর, শিরস্ত্রান খুলে ফেলো। গ্রানাডাবাসী সে ফেরেশতার সুরত দেখার জন্য বেকারার, যিনি সাথে নিয়ে এসেছেন খোদার হাজারো রহমত।'

'এ মুহূর্তে শুধু তাদের সুরতই দেখার যোগ্য যাদের পেশানী চমকাচ্ছে শাহাদাতের খুনে। এ বিজয়ের পর আত্মপ্রকাশ করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এখন আমার দিকে লোকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন না। ফার্ডিনেন্ডের পদাতিক ফৌজ এখনো বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। তাদের বেরিয়ে যাবার সুযোগ দেয়া উচিত নয়।'

মুখের নেকাব তিনি তুলে দিলেন। মুসা বললেন, 'জীবন নিয়ে তারা খুব কমই যেতে পারবে। আমাদের ঘোড়াগুলো একটু জিরিয়ে নিক।'

ততোক্ষণে আবু মোহসেন, মনসুর এবং অন্যান্য ফৌজি অফিসার তার চারপাশে জমা হল। বদর বললেন, 'মনসুর! আজ থেকে আমার তলোয়ার আর ঘোড়ার হকদার তুমি। আমি জানতাম না, এ মাটির প্রতিটি উঁচু-নিচু স্থান তোমার নখদর্পনে। তোমাকে নিয়ে আমি গৌরব বোধ করছি।'

বাহাদুর সালারের জন্য প্রিয় নেতার শব্দগুলোই ছিল অনেক বড় এনাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে বদর বললেন, 'বশীর আসেনি? খোদা করুন সে যেনো বেঁচে যায়।'

'কে? বশীর!' চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করলেন মুসা।

'না, নদীর পারে আপনার ফৌজের এক যখমীকে ছেড়ে এসেছি আমি। তার ব্যাণ্ডেজ করার জন্য বশীরকে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার সাদা ঘোড়াটা অসম্ভব সুন্দর। লেবাসেও আপনার ফৌজের বড় অফিসার মনে হলো। সে বাহাদুর নিশ্চয়ই, কিন্তু বড় আবেগপ্রবণ। তাকে দেখতে চাই আমি। আমার ধারণা তার যখম বেশ মারাত্মক।'

এক সওয়ার এগিয়ে এসে মুসাকে বললো, 'সুলতানের কোন খবর নেই। অনেকেই তার শূন্য ঘোড়া দেখেছে।'

দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়। 'আমি মনে করেছিলাম গ্রানাডার সিপাইরা লাশের বোঝা থেকে রেহাই পেয়েছে। সুলতানের অর্থ যদি হয় আবু আবদুল্লাহ, আমার ভয় হয়, আবার গ্রানাডা পৌছে সিপাইদের জন্য না বন্ধ করে দিয়েছে শহরের ফটক।'

'তাকে আমি ময়দানে দেখেছি। শুনে হয়রান হবেন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েকবার তাকে ধমক দিতে হয়েছে তার বেপরোয়া আক্রমণের জন্য।' আবু মোহসেন বললো।

'সেই যে আবু আবদুল্লাহ আমার তা বিশ্বাসই হচ্ছিল না।' বললেন মনসুর।

মুসা বললেন, 'শহরের চেয়ে ময়দানেই তার দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা কম ভেবে তাকে আমি নিয়ে এসেছিলাম।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বদর। ঘোড়া নিয়ে বশীর তার কাছে এসে বললেন, 'সেই জখমী আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্যে বেকারার।'

'কি অবস্থা তার!' প্রশ্ন করলেন বদর।

'তার কোমরে যখম, বেঁচে যাবে ইনশাআল্লাহ।'

জয়তুন গাছে ঠেস দিয়ে বসেছিল যখমী। তার আশপাশে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন সিপাই। বদর এবং তার সংগীদের দেখে সিপাইরা এক দিকে সরে গেল। ঘোড়া থেকে নেমে যখমীর কাছে পৌছলেন তিনি। প্রথম দৃষ্টিতে বদর তাকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু মাটিতে হাটু গেড়ে গভীরভাবে যখন দেখলেন, শিরা উপশিরায় এক কম্পন অনুভূত হলো তার। মাথা উপরে তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে যখমী বলল, 'আজ আপনি এমন এক ব্যক্তির জীবন রক্ষা করলেন, বেঁচে থাকার অধিকার যার নেই। আমি আপনার হত্যাকারী। আমার পাপের জন্য আমি লজ্জিত। আমার জন্য নিকৃষ্ট সাজা নির্ধারণ করার অধিকার আপনার আছে।'

নীরবে দাঁড়িয়ে বদর দেখছিলেন তাকে। তার সামনেই সে আবু আবদুল্লাহ, যে আবু আবদুল্লাহর বেঈমানীর কাহিনী খোদিত রয়েছে স্পেনের প্রতিটি মুজাহিদের দীলে। তা ভুলে যাওয়া অথবা ক্ষমা করে দেয়া বদরের মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি মনে মনে বলছিলেন, এ খুশীর সময় তোমার সুরত যদি না দেখতাম!

মুসা, বশীর, আবু মোহসেন এবং মনসুর নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। বদরের চেহারা দেখে তার মনের অবস্থা আন্দাজ করা কষ্টসাধ্য ছিল না।

আচানক কম্পিত পদে দাঁড়িয়ে গেলো আবু আবদুল্লাহ। তার কম্পিত ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এলো ক্ষীণ আওয়াজ, 'তুমি কেনো আমায় খুন করছো না। পাপের বোঝা বরদাশত করার শক্তি যে আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

আবু আবদুল্লাহর চোখে উছলে উঠলো অশ্রু। পর্বতের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বদর। আবার বললো আবু আবদুল্লাহ, 'জিন্দেগীর আজাব থেকে নাজাত হাসিল করছিলাম। দুশমনের অশ্বপদতলে পিষ্ট হচ্ছিল আমার লাশ। কিন্তু তুমি আমার প্রতি জুলুম করেছ, খোদার দিকে চেয়ে হত্যা করো আমায়। এ যমিন আমার বোঝা বইতে পারছেনা।'

সে কাঁদছিলো। আবু আবদুল্লাহর মতো গাদ্দারের জন্য বদরের দীলে কোন রহম ছিল না। কিন্তু নিদারুণ গোস্বার মুহূর্তেও পতিত দুশমনকে আঘাত করার অভ্যাস ছিল না এ মুজাহিদের। তিনি বললেন, 'আবু আবদুল্লাহ! তোমার অশ্রুতে আমি প্রভাবিত হবো না। কিন্তু তোমার পোশাকে রয়েছে রক্তের দাগ। ময়দানে তোমার খুন মিশেছে শহীদী খুনের সাথে। তোমার ওপর হাত তুলতে পারি না আমি। আমার ব্যক্তির প্রশ্নে তোমায় ক্ষমা করতে পারি। আমি জানি গ্রানাডাবাসী অত্যন্ত উদারচিত্ত। তোমার দেহে রক্তের দাগ দেখে অতীত অপরাধ ভুলে যাবে ওরা। কিন্তু আবু আবদুল্লাহ, এই উদারচিত্ত আর সাদা দীল কওমকে দ্বিতীয়বার ধোকা দেয়ার চেষ্টা করো না। একটা কথা মনে রেখো, যুদ্ধের ময়দান ছাড়া আলহামরায় তোমার সাথে দেখা হলে সম্ভবতঃ তোমাকে কথা বলার সুযোগ দিত না আমার তরবারী। ক্ষমতার তাজ পড়ার লোভে যে ব্যক্তি কওমের নারীর সতীত্ব বিক্রি করেছে দুশমনের হাতে, গ্রানাডাবাসীর বিরোধিতা সত্ত্বেও তার মস্তকছেদন না করে আমি বিরত হতাম না। কিন্তু আমি এখন এক সৈনিক। দুশমনের খুন লেগেছে তোমার তলোয়ারে। তোমার দেহের ক-ফোটা খুন হয়তো মুছে দিয়েছে অতীতের কালিমা।'

নিঃশেষ হয়ে এলো আবু আবদুল্লাহর শক্তি। কাঁপতে কাঁপতে পিছু হটলো সে। একটা গাছে ভর দিয়ে বললো, 'তুমি অত্যন্ত দয়াদ্রচিত্ত। হায়! মওতের কোল থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা যদি না করতে!'

টলে পড়ে যাচ্ছিল সে। বশীর এগিয়ে গিয়ে আস্তে তাকে শুইয়ে দিল মাটিতে। ঘোড়ার রেকাবে পা রেখে বদর বললেন, 'এর হেফাজতের জিম্মা রইল তোমার ওপর। আমাদের অনেক কাজ বাকী।'

মুসা, মনসুর এবং আবু মোহসেনও ঘোড়ায় সওয়ার হলেন।

ফার্ডিনেন্ডের পদাতিক ফৌজ বিশৃঙ্খল ভাবে ছুটাছুটি করছিল এদিক ওদিক। তাদের ঘেরাও করে মওতের দুয়ারে পাঠাচ্ছিল বদরের ছোট ছোট দল। বাগান আর পাচিলের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা যারা করছিল তাদের খুঁজে বের করল পদাতিক ফৌজ। পলায়নপর দুশমনকে শেষ আঘাত হানার জন্য শহর থেকে বেরিয়ে এল বৃদ্ধ আর অল্প বয়স্ক বালকেরা। সূর্যোদয়ের আগেই খালি হয়ে গেল ময়দান। সারা মাঠ জুড়ে পড়েছিল দুশমনের লাশ। পাঁচ হাজারের কাছাকাছি ছিল কয়েদীর পরিমাণ। মারা পড়েছিল এর প্রায় চারগুণেরও বেশী।

বিজয়ী লশকর নদীর তীরে ফজরের নামাজ আদায় করল। মুসার পীড়াপীড়িতে ইমামতি করলেন বদর বিন মুগীরা। নামাজ শেষে তিনি সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করলেন, 'যাযা ও সাজার মালিক ওগো! পূর্বসূরীদের ঈমান আমাদের দান করো। তুমি ছাড়া আর কারো সামনে যেনো এ শির না নোয়াই। তোমায় ছাড়া আমাদের দীল যেনো কাউকে ভয় না করে। বাঁচাও তোমার আনুগত্যের জন্য। প্রিয় নবীর দ্বীন বিজয়ী করার জন্য মরার হিম্মত দান করো। আমীন।'

মুনাজাত শেষ করে বদর নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঈগল উপত্যকার মুজাহিদরা গর্বের সাথে তাকাচ্ছিল সিপাহসালারের দিকে। গ্রানাডাবাসীর নীরব দৃষ্টি আন্তরিকতা, মুহাব্বত আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল।

বদর বললেন, 'সম্মানিত ভায়েরা!

মোবারক হোক তোমাদের এ শানদার বিজয়। কিন্তু ভেবোনা এ জয়ের পরই ভবিষ্যতের সব বিপদ থেকে নাজাত হাসিল করেছো। তোমার শুধু গ্রানাডার চার দেয়াল থেকে পিছু হটিয়ে দিয়েছো দুশমনকে। তোমাদের সালতানাতের বেশী অংশ এখনো দুশমনের কব্জায়। হারানো সালতানাত পুনরায় হাসিল করলেও তোমাদের কাজ শেষ হবে না, যতদিন না গোটা স্পেন জয় করেছো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ নেই।

এ বিজয়ের পর যদি তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো, মনে রেখো কুদরত ঘুমন্তদের বার বার জাগান না। কোন কওমে যতোক্ষণ জিন্দেগীর আলামত দেখতে পান, ঝাকুনি দেন তাদের। কিন্তু যখন তারা নিরাশ হয়ে যায়, ঘুমের গান গেয়ে তাদের ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন করে দেন তিনি। স্পেনের মুসলমান তোমাদের ঐসব শাসকদের আমলের শাস্তি ভোগ করছে, যারা স্পেনের আজিমুশ্বান সালতানাত হারানোর পর গ্রানাডার ক্ষুদ্র জমিনকে যথেষ্ট ভেবে আরামের ঘুম ঘুমিয়েছে।

স্পেনের মজলুম মুসলমান প্রতীক্ষা করছে গ্রানাডা থেকে তাদের ভাইয়েরা সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসবে। কিন্তু ঘুমিয়ে আছো তোমরা। স্পেনে তোমাদের ভাইয়েরা জুলুম আর অত্যাচারের রোলারের নিচে পিষ্ট হচ্ছে। বর্বরদের পাশব হাত তোমাদের বোনদের ইজ্জত আর সতীত্বের আঁচল ছিন্ন ভিন্ন করছে। তবুও ঘুমিয়ে আছো তোমরা। তোমাদের বিবেকে জোশ আসেনি এখনো। তাদের দুঠোঁট থেকে বেরুচ্ছে ফরিয়াদ। উছলে উঠা অশ্রু ঝরে পড়ছে তাদের নয়ন যুগল থেকে। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গেনি কুম্ভকর্ণের। আনন্দ সংগীতের সুর মুর্ছনায় বিভোর হয়ে আছো তোমরা।

আবুল হাসান উঠে দাঁড়িয়েছিলো পূর্বসূরীদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য। কিন্তু সেতারের তানে বিভোরদের কাছে তলোয়ারের ঝংকার অসহ্য লেগেছে। এ মুজাহিদের হাত ভেংগে দিয়েছো তোমরা।

সয়লাব যখন তোমাদের দুয়ারে এসে আছড়ে পড়েছে তখনই কেবল তোমরা জেগেছে। ওমরার দল অনুভব করেছে জনতার ঘরই নয়, তাদের প্রাসাদও নিরাপদ নয়।

আমি একেও মনে করি খোদার রহমত। কিন্তু মনে রেখো, তোমাদের এ বিজয় মনযিলের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। মনযিল এখনো অনেক দূরে। তোমাদের চলার পথে রয়েছে অসংখ্য গর্ত যা পূরণ করতে হবে লাশ দিয়ে। তোমরা জিন্দেগীর দিকচক্রবালের ঘোর তমসার মাঝে দেখছো হালকা আলোর আভা, যদি জেগে ওঠো তোমরা, প্রভাত বেশী দূরে নয়। খোদ না করুন, আবার যদি তোমরা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ো, এ বিজয় হবে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি।

আমি দুশমনকে পরোয়া করি না। কিন্তু তোমরা ভুল বোঝ না। সুযোগ তাদের অপরিসীম। ফৌজ আমাদের চে' অনেক গুণ বেশী তাদের। ফ্রান্স, রোম, আর ইউরোপের অন্যান্য খৃষ্টান রাজ্যগুলো তাদের পক্ষে। আমাদের মিটিয়ে দিতে এক ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হচ্ছে সবাই। অপর দিকে আলমিরিয়া এবং মালাকা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ায় ইসলামী দুনিয়ার সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। দুশমন আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে।

এতদসত্ত্বেও যদি আশ্বস্ত হতে পারি, অতীত অপরাধের পুনরাবৃত্তি তোমরা করবে না, দুনিয়ার কোন শক্তিই তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না। অতীত থেকে যদি শিক্ষা গ্রহণ না করো, দুশমনের সম্মিলিত শক্তির মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ না হয়ে যারা বংশবাদের বিষ ছড়ায় সে সব মুনাফিকদের ইশারায় পরস্পর লড়াই করতে থাকো, তবে মনে রেখো, স্পেনে তোমাদের ভাইয়েরা যেমনি পূর্বসুরীদের ভুলের মাশুল দিচ্ছে, তোমাদের ভবিষ্যত বংশধররাও তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্য করবে।

দুশমনের চাল সম্পর্কে সাবধান থেকো। দুশমনের চেয়ে বেশী সাবধান থেকো গাদ্দারদের ব্যাপারে। আবারো বলছি, দুশমনের চাল সম্পর্কে সাবধান থেকো। দুশমনের চেয়ে বেশী সাবধান থেকো গাদ্দারদের ব্যাপারে।

এ লড়াইয়ে তাদের অধিকাংশই তোমাদের সাথে এসেছে সন্দেহ নেই। অনেকের কালিমা মুছে গেছে খুনের পরশে। কিন্তু এরাই হয়তো আবার তোমাদের ধোকা দেবে। কঠোর দৃষ্টি রেখো এদের প্রতি। একই ভুলের পুনরাবৃত্তির সুযোগ ওদের দেবে না। মনে রেখো, ঈমানদার একই গর্তে বার বার পা দেয় না।

গাদ্দারদের প্রতিরোধ করা তখনি সম্ভব হবে, যখন নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলবে সম্মিলিত কর্মতৎপরতা, সম্মিলিত জন সমর্থন। যার কারণে কারো দীলে গাদ্দার আর জাতির বেঈমানদের জন্য কোন রহম স্থান পাবে না।

সম্ভবতঃ এই যুদ্ধেই আবু আবদুল্লাহ আন্তরিকতা নিয়ে কওমের সাথে শরীক হয়েছে। দোয়া করি আগামী দিনেও যেন কওমের সাথে থাকতে পারে। তবুও তোমরা তাকে বুঝিয়ে দাও, ভবিষ্যতে কওমকে ধোকা দিয়ে সে কামিয়াব হতে পারবে না।

এ পরাজয়ের পর চুপ করে বসে থাকবে না দুশমন। পুনরায় প্রচন্ড শক্তি নিয়ে হামলার চেষ্টা করবে। সে হামলা মোকাবেলার জন্য আজ থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে

তোমাদের। তোমাদের খোশ কিশমত, কুদরত মুসার মতো নেতা তোমাদের দিয়েছেন।

আমাকে দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু ওয়াদা করছি, যখনি প্রয়োজন হবে, আমাকে পাবে তোমাদের মাঝে।'

বদরের বক্তৃতা শেষে উঠে দাঁড়ালেন মুসা। বললেন, 'ভাইয়েরা আমার! চারশো বছর আগে কওমের অনৈক্যের সুযোগে খৃষ্টানরা আমাদের সালতানাতের বেশী অংশ ছিনিয়ে নিলে কুদরত আমাদের সাহায্যে পাঠিয়েছিলেন ইউসুফ বিন তাশফিনকে। মর্দে মুজাহিদ এমন এক দুশমন থেকে মুসলমানদের নাজাত দিয়েছিলেন, জিন্দেগীকে যারা সংকীর্ণ করে রেখেছিল। আর আজ! কওমের গাদ্দার দুশমনের জন্য খুলে দিয়েছে আমাদের ঘরের দুয়ার। মুনাফিকের দল যখন জিল্লতির কিছু কড়ির বিনিময়ে ফার্ডিনেন্ডের গোলামীর জিঞ্জির পরাচ্ছিল আমাদের, রহমতের ফেরেশতা হয়ে এলেন বদর।

গত কালকের সূর্য তোমাদের চেহারায় দেখেছিল নিরাশার কালো ছায়া। আজকের সূর্য তোমাদের অধরে দেখছে তৃপ্তির অনাবিল হাসি। সীমান্তের মুজাহিদরা ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দিলেন তোমাদের। তা হলো, মুসলমানদের শক্তি সংখ্যায় নয়, ঈমানের মধ্যে নিহিত।

ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমান যখনই পরাজিত হয়েছে, সে পরাজয় ঘটেছে দুশমনের শক্তিতে নয়, গাদ্দারদের কারণে। আজকের বিজয় প্রমাণ করেছে, আমাদের নিঃশেষিত শক্তি দুশমনের প্রচন্ড শক্তিকেও পরাভূত করতে পারে। আজ অবধি যা হারিয়েছি তা কেবল আমাদের ভুল আর আমাদের গাফলতির জন্য।

গাদ্দারদের কথা তোমরা মেনেছ। সংগী হয়েছো মুনাফিকদের। খোদার ভরসা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছো ফার্ডিনেন্ডের। আলমিরিয়া এবং মালাকায় তোমাদের কর্মের শাস্তি ভুগছে আবাল বৃদ্ধ বণিতা। দু'চোখেই তা প্রত্যক্ষ করেছ তোমরা। তখনি ময়দানে এলে, যখন দেখলে লড়াই ছাড়া উপায় নেই। তখনি আগুন নেভাতে এলে, দাবানলের লেলিহান শিখা তোমাদের ঘরগুলো যখন পুড়িয়ে দিচ্ছিলো।

এ আনন্দঘন মুহূর্তে অতীত তিক্ততা ঘাটতে চাই না আমি। মনে রেখো, এক লড়াইয়ে আমরা জিতেছি, লড়াই আরো বাকী। এ এক দীর্ঘ আর নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ। তা ছাড়া স্বাধীনতার স্বাদ আমরা নিতে পারবো না। সে লড়াইয়ে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য ঐসব বিমারের প্রতিষেধক প্রয়োজন, যার কারণে আবুল হাসান আর আল জাগলের শানদার বিজয় রূপান্তরিত হয়েছিলো পরাজয়ে। কওমের ঐ সব গাদ্দার থেকে নাজাত হাসিল করতে হবে, যারা আমাদের ইজ্জত, আজাদী সামান্য কড়ির বিনিময়ে দুশমনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।

শুধু গাদ্দার আর মুনাফিকদের নয়, বরং দুশমন ভীতিতে যে সব মনগুলো ছেয়ে আছে পরাজিত মানসিকতায় তাদের অস্তিত্ব থেকেও পবিত্র করতে হবে গ্রানাডা। সে

সব অপরাধ সম্পর্কে তোমাদের সচেতন থাকতে হবে, গ্রানাডায় যারা হিসপানী, বরবরী আর আরবীয়দের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়।

আমি জানি মুনাফিকদের অস্তিত্ব থেকে এখনো আলহামরা পবিত্র হয়নি। তোমরা হয়তো ভাবছো, আবু আবদুল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয়ে ফার্ডিনেন্ডের দালালদের ওপর হাত তুলবো না আমি। তোমাদের আমি এ আশ্বাস দিচ্ছি, আবু আদুল্লাহর নিয়তে সন্দেহ হলে তাকেও পাকড়াও করে তোমাদের সামনে হাজির করবো। তোমাদের বলবো, তওবার পরও সে কওমকে প্রতারিত করেছে, একে ক্ষমা করা অমার্জনীয় অপরাধ।

আবু আবদুল্লাহ আমার কাছে ওয়াদা করেছে, কওমের কোন গাদ্দারের ব্যাপারে সে সুপারিশ করবে না। তোমাদের সামনে ঘোষণা করছি, গ্রানাডার হেফাজতের সাথে সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে আবু আবদুল্লাহর হস্তক্ষেপ আমি বরদাশত করবো না। তোমাদের প্রতি এ প্রত্যয়ও আমার আছে, আমার দ্বারা কোন জাতীয় অপরাধ সংগঠিত হতে দেখলে, তোমরা অবশ্যই আমাকে শুধরে দেবে।'

গ্রানাডার এক বৃদ্ধ সরদার দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের সকলের একান্ত ইচ্ছা সীমান্তের ভাই গ্রানাডা হয়ে যাবেন। বদর বিন মুগীরাকে দেখা জন্য লোক বেকারার।'

বদরের দিকে চাইলেন মুসা। তিনি না সূচক মাথা নাড়লেন। বুড়ো সরদারকে লক্ষ্য করে মুসা বললেন, 'আমারও ইচ্ছে ছিলো, আমাদের এই উপকারী বন্ধুকে এক দিনের জন্য হলেও গ্রানাডা নিয়ে যাবো। কিন্তু তার সাথে আলাপ করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছি, এ মুহূর্তে আমিও গ্রানাডা যাবো না। অভিযান চালিয়ে যাবো আমরা। যে শহরগুলো এখনো রয়ে গেছে দুশমনের কব্জায়, যার অধিবাসীরা বেকারার হয়ে চেয়ে আছে আমাদের পথ পানে, গ্রানাডাবাসীর চেয়ে ঐ সব শহরের মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া এখন আমাদের জন্য সব চেয়ে বেশী জরুরী।

লোশার নতুন হাকীম

সরকারী মহলের এক কামরায় বসে কাগজপত্র দেখছিলেন লোশার গভর্ণর আবু দাউদ। দারোয়ান প্রবেশ করল কামরায়। বলল, 'ড্রয়িংরুমে জন মাইকেল আপনার অপেক্ষা করছেন। তাকে কি ডেকে দেব স্যার?'

'কোন জন মাইকেল?' মাথা তুলে বলল আবু দাউদ। 'অ, কাউন্ট। না, আমিই তার সাথে দেখা করব। কখন এলেন তিনি?'

'এইমাত্র।' বলল দারোয়ান।

আবু দাউদ বেরিয়ে গেলেন। করিডোর পেরিয়ে প্রবেশ করলেন ড্রয়িংরুমে। মাঝবয়েসী এক সুঠামদেহী পুরুষ উঠে দাঁড়াল তাকে দেখে। পরস্পর হাত মিলিয়ে বসলেন দু'জন। আবু দাউদ বললেন, 'যুদ্ধের ময়দান থেকে কবে ফিরলেন?'

'মহামান্য সম্রাট আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কয়েকটা ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য। আমি এখন কার্ডিজ থেকে এসেছি।'

'তাহলে লোশায় আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন আপনি?'

একটা চিরকুট আবু দাউদের হাতে দিয়ে জন মাইকেল বলল, 'মহামান্য সম্রাটের হুকুম পালন করার জন্য এখানে এসেছি আমি। নয়তো এমন নাজুক সময়ে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকা একজন সৈনিকের জন্য রীতিমত কষ্টের ব্যাপার।'

আবু দাউদ চিঠিতে হালকা নজর বুলিয়ে বললেন, 'আপনার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পাঠানোয় আমি খুশী হয়েছি। কালই আমি কার্ডিজ রওনা হয়ে যাবো।'

'কিন্তু আপনার কাছ থেকে জরুরী উপদেশস নিতে চাচ্ছিলাম আমি।'

'আমার প্রথম এবং শেষ উপদেশ হচ্ছে, যে কোন মূল্যে দুশমনের হাত থেকে বাঁচাবেন লোশাকে।'

'এ ব্যাপারে আমার ওপর ভরসা করতে পারেন। আগামীকালই আরো এক হাজার সিপাই এখানে এসে যাবে।'

'মিঃ মাইকেল, আর একটা ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখবেন, মুসলমানদের নতুন বিজয় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জোশ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিপদজনক লোকদের আমি গ্রেফতার করেছি। এখন বিদ্রোহের কোন সম্ভাবনা নেই। মুসলমানদের জোশ ঠান্ডা করার জন্য তাদের একটা দল কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সহযোগিতা করবেন আপনি। তাদের কাজে আর্থিক সংকট অন্তরায় হতে দেবেন না। যাওয়ার আগে আপনার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে যাবো।'

'আপনি কতদিনের জন্য যাচ্ছেন?'

'অবস্থাই তা বলতে পারে। আমার যাওয়ার আগেই যদি আমন্ত্রিত ওলামাগণ কার্ডিজে এসে যায় তবে হয়তো তাড়াতাড়িই ফিরতে পারবো। নইলে দেরী হতে পারে।'

'আমার জানা মতে কর্ডোভা, সেভিল এবং অন্যান্য শহর থেকে প্রায় পাঁচশর মত ওলামা সেখানে এসে গেছেন।'

'তাহলে কার্ডিজে তাড়াতাড়িই আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তবে আরো কয়েকটা শহরে যেতে হতে পারে আমাকে। আচ্ছা এবার বলুন যুদ্ধের অবস্থা কি?'

'লড়াইয়ের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। গ্রানাডাবাসী অনেক এলাকা ফিরিয়ে নিয়েছে। গ্রানাডার পরাজয়ের পর কোথাও দৃঢ় পায়ে লড়তে পারিনি আমরা।'

'এ হচ্ছে অস্তগামী সূর্যের শেষ ঝলক।'

'কিন্তু গ্রানাডা বাসী ভাবছে একে উদীয়মান সূর্যের প্রভাত রোশনী। একটা ব্যাপারে আমাদের ফৌজ বড় পেরেশান।'

'কি তা।'

'মানুষের ধারণা সীমান্ত ঈগল কোন নতুন ব্যক্তি নয়। বরং সেই বদর বিন মুগীরা। আমাদের ফৌজের পালিয়ে আসা কয়েদীরা এর সত্যতা প্রমান করেছে। মহামান্য সম্রাটেরও ধারণা হচ্ছে হয়তো আবু আবদুল্লাহ হত্যা করেনি তাকে।'

'আবু আবদুল্লাহ বেকুব না হলে এমনটি সম্ভব ছিল।'

'একসময় আবু আবদুল্লাহ সম্পর্কে আমারও ধারণা ছিল যে সে একটা মাতাল। কিন্তু তার নতুন বিজয়গুলো এ ধারণা পাল্টাতে আমাকে বাধ্য করেছে।'

'তবু আমি বলব, আবু আবদুল্লাহর হাতেই গ্রানাডার ধ্বংস লেখা রয়েছে। পাগলামীর অনেক রকমফের আছে। তার পাগলামীর এক অবস্থা ছিল, পিতা আর চাচার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমাদের জন্য গ্রানাডার জন্য ফটক খুলে দেয়া। এখন এতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। কিছুদিন হয়তো এমনটি থাকবে। তবে গ্রানাডা সম্পর্কে কয়েক মাস ধরে আশ্চর্য সব খবর শুনতে পাবেন।'

'কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মহামান্য সম্রাট সমগ্র শক্তি নিয়ে গ্রানাডা হামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর ধারণা, আপনার চেষ্টা সফল হলে গ্রানাডা বিজয় করতে সময় লাগবেনা। আমি কি জানতে পারি আপনি ওখানে কি করতে চাচ্ছেন? গ্রানাডায় কি কোন ওলামা দল পাঠাচ্ছেন। নাকি আবু আবদুল্লাহর সাথে সন্ধির চেষ্টা চালাচ্ছেন?'

'আমার তৎপরতা যে কি হবে তা বলা মুশকিল। আমি শুধু এদ্দুর বলতে পারি, আলহামরায় ফার্ডিনেন্ডের বিজয় কেতন ওড়ানো আমার জীবনের সবচে বড় খায়েশ। তুফান শুধু সে দেয়ালকেই ভাঙতে পারে যার ভিত দুর্বল। আমি এবার যে অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছি তা সফল হলে গ্রানাডাবাসীর প্রতিরোধ শক্তি এত কমজোর হয়ে পড়বে যে, আপনাদের সামান্য ফুৎকারেই তা ধ্বসে পড়বে। এখন এর বেশী আর কিছু বলতে পারছিনা। আপনার থাকার বন্দোবস্ত করাই এখন আমার প্রথম কাজ। এরপর তাদের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো, আমার অনুপস্থিতিতে যারা আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবে।

মহলের এক অংশ এখন খালিই পড়ে আছে। আমার বাচ্চারা থাকবে এখানেই। তাছাড়া আপনার দরকার হলে আরো কিছু কামরা খালি করে দেয়া যাবে।'

'আমি এক সিপাই। তদুপরি একা। আমার প্রয়োজন খুব সংক্ষিপ্ত। ছোট একটা রুমই আমার জন্য যথেষ্ট। আপনার বাচ্চাদের কষ্ট দেয়ার কোন দরকার পড়বে না।'

'মহলের বামদিক বিলকুল খালি। দেখে নেন আপনি, মনে হয় তাই আপনার জন্য যথেষ্ট।'

আবু দাউদের ঘরে রাতের খানা খেল জন মাইকেল। ওমরারা ছাড়াও শহরের কিছু সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা এ দাওয়াতে শরীক ছিলেন।

অসুস্থতার ভান করে রাবিয়া এতে হাজির হয়নি। ইনজিলাও মাথা ধরার বাহানা করেছিল কিন্তু মায়ের কাছে তা টেকেনি। গ্রানাডা আসার পর থেকে রাবিয়ার মত ইনজিলাও আর কোন মজলিশে যোগ দিতে পসন্দ করতো না। পরস্পরের দূরত্ব ঘুচে গিয়ে দু বোনের মধ্যে চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল। দু'জনই একান্তে আলাপের সুযোগ খুঁজত। মীরা বুঝত, তার মেয়ের ওপর রাবিয়ার চরিত্রের প্রভাব পড়ছে। এখন সে গীর্জায় যাওয়ার পরিবর্তে রাবিয়ার কাছেই থাকতে অধিক পছন্দ করে। রাবিয়ার মত সেও কারো সাথে মেলামেশা ও বেহুদা আড্ডা মারা পছন্দ করে না আর।

এতে রাবিয়ার প্রতি মীরার রাগ বেড়ে গেল। মীরার রাগ উঠলে প্রাণ ভরে গাল দিত রাবিয়াকে, ইনজিলাকে বলতো রাবিয়ার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য। কিন্তু মায়ের দুর্বলতা জানতো ইনজিলা। অসুস্থতার বাহানায় শুয়ে পড়তো সে। ছেড়ে দিত খানাপিনা। তাকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করতো মীরা। চিৎকার করে বলতো, 'রাবিয়া, রাবিয়া, আমি জানি তুমি না বললে ও খাবারে হাতও দেবেনা। তুমি তাকে যাদু করেছ। না খেয়েই শুয়ে পড়েছে সে, ভাবছে আমি তার দুশমন। রাবিয়া আমি তোমাকে এমন কি বলেছি? সৎ মা বলে কি আমার কোন অধিকার নেই তোমার ওপর।

হার মেনে কামরায় ফিরে আসতো মীরা। একটু পর চাকরানী এসে বলতো, ওরা দু'জনেই খাচ্ছে। এর পর হয়তো কয়েকদিন ভালই কেটে যেতো। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বহুবার ওদের কথা শোনার চেষ্টা করেছে মীরা। ইনজিলা তখন বোনের কাছ থেকে আরবী ভাষা শেখার চেষ্টা করছিল। এ ছিল এমন এক ভাষা, স্পেনের হুকুমত যাকে বেআইনী ঘোষণা করেছিল। এ নিয়ে আবু দাউদের কাছে অভিযোগ দিত মীরা। আবু দাউদ বলতো, 'আরবী শিখে তোমার মেয়ে সরকারের অনেক বড় খেদমত করতে পারবে। দুশমনের মধ্যে বিভেদ ছড়ানোর জন্য এমন মেয়ে খুবই দরকার হবে আমাদের।'

আজ মীরা যখন ইনজিলাকে দাওয়াতে শরীক হতে বলল, কোন জবাব না দিয়েই সে রাবিয়ার কামরায় চলে গেল। বলল, 'রাবিয়া, ওখানে যেতে মন চাইছেনা আমার। তাদের কথা আমি সহ্য করতে পারবো না।'

রাবিয়া বলল, 'ইনজিলা, সব কাজ আমাদের ইচ্ছামত করার সময় এখনো আসেনি। তুমি যাও ওখানে, ওদের ব্যাপারে নতুন কিছু কথা জানতে পারবে হয়তো।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এল ইনজিলা। মীরা বলল, 'খোদার দিকে চেয়ে আমাকে পেরেশান করোনা। জন মাইকেল খুব বড় ব্যক্তি। স্পেনের সম্মানিত মহিলারা তার সাথে

কথা বলে গৌরব বোধ করে। এখন তুমি বড় হয়েছ। আমি তোমার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত। বারবার এমন সুযোগ আসেনা। জন মাইকেলের স্ত্রী মরে গেছে। আজ দেখবে লোশার মেয়েরা তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার জন্য বেকারার।'

রেগে ইনজিলা বলল, 'মা আপনি এমন কথা বললে আমি কখনো তার সামনে যাবোনা।'

'ইনজিলা, তুমি বুদ্ধিমতী। কোন ফয়সালায় তোমাকে আমি বাধ্য করব না। কিন্তু একজন মেহমানের ইজ্জত করা তোমার দায়িত্ব। তিনি বাদশাহর নাইট এবং ক্রুশের মোহাফেজ।'

আপনার হুকুম পালন করার জন্যই কেবল আমি সেখানে যাব। নইলে তার ব্যাপারে আমার কোন আকর্ষণ নেই। সে সব পশুদের আমি ঘৃণা করি, মাসুম নারীর ইজ্জতের খুনে যারা কলংকিত।'

'রাবিয়া তোমার মন ধর্মের প্রতি বিষিয়ে তুলেছে দেখছি।'

'মাসুম বাচ্চাদের হত্যা করতে, নিরপরাধকে কোতল করতে আর প্রকাশ্যে নারীদের বেইজ্জতি করতে যে ধর্ম অনুমতি দেয় সে ধর্ম কে আমিও ঘৃণা করি।'

লজ্জিত হয়ে মীরা বলল, 'ইনজিলা, তোমার পিতার অনুপস্থিতিতে সে হবে এ শহরের গভর্ণর। আমার ধারণা, তার সাথে সুসম্পর্ক রাখলে আখেরে তা আমাদের জন্য কল্যাণকরই হবে। তুমি তৈরী হয়ে নাও। মেহমানদের আসার সময় হয়েছে।'

খাওয়া শেষে বিদায় নিচ্ছিল মেহমানরা। আনত নয়নে কামরা থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে রাবিয়ার কামরায় প্রবেশ করল ইনজিলা। দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'রাবিয়া, তাকে আমার ভয় করে। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আমার দিকে তাকিয়েছিল সে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পাশে বসতে আমায় বাধ্য করা হয়েছে। সে ছিল মদে মাতাল। শুনেছি এখন এ মহলেই থাকবে সে। রাবিয়া, আমার ভয় হচ্ছে। সে বলছিল গ্রানাডার ফৌজ এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে এক কেল্লা দখল করে নিয়েছে। হায়! যদি আমরা সেখানে যেতে পারতাম!'

রাবিয়া তাকে শান্তনা দিয়ে বলল, 'ইনজিলা, আমাদের অসহায়তা আল্লাহ জানেন। তিনি মদদ করবেন আমাদের।'

কে যেন দরজায় নক করল। ভয় পেয়ে দরজা খুলে দিল ইনজিলা। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে মীরা বলল, 'আমায় লজ্জা দিওনা ইনজিলা। মেহমানদের বিদায় না দিয়ে চলে আসা উচিত হয়নি তোমার। মাথা ব্যথার কারণে তুমি থাকতে পারনি শেষ পর্যন্ত আমাকে এ মিথ্যা বাহানা করতে হয়েছে। মেহমানরা সব চলে গেছেন। কিন্তু জন মাইকেল বসে আছেন তোমার জন্য। খোদার দিকে চেয়ে তুমি তোমার নিজের রুমে যাও। আমি তাকে সেখানে ডেকে আনছি।'

'সে মদে মাতাল। তার সাথে আমি দেখা করব না।'

'একে তিনি বেইজ্জতি মনে করবেন।'

'কিন্তু আমার ইজ্জত আমার সবচে প্রিয়।'

খানিকক্ষণ মা বেটিতে তর্ক চলল। ততোক্ষণে আবু দাউদ কামরায় প্রবেশ করেছেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে মীরা বলল, 'রাবিয়া ছাড়া আর কারো কথাই শুনবে না ইনজিলা।'

আবু দাউদ কোন জবাব দিলনা। মীরা আবার বলল, 'ইনজিলা নিজের কামরায়ও যেতে চাচ্ছে না। সে ভাববে ইচ্ছে করেই তাকে অপমান করতে চাইছে ইনজিলা।'

আবু দাউদের কণ্ঠ গম্ভীর। 'একজন শরাবীর এত জেদী হওয়া সাজে না। তাকে আমি তার কামরায় দিয়ে এসেছি। মীরা, তাকে আমি এ মহলে থাকার অনুমতি দিয়ে সম্ভবত ভুল করেছি। হায়! তোমাদেরকে যদি আমি সাথে নিয়ে যেতে পারতাম। আমার অনুপস্থিতিতে তোমাদের সাথে হয়তো সে কোন খারাপ ব্যবহার করবে না। কিন্তু তবু মেয়েদেরকে তার নজর থেকে দূরে সরিয়ে রাখা দরকার মনে হচ্ছে। আমার মহলের এক অংশ যার সম্মানে ছেড়ে দিলাম সে একজন মদ্যপ, আর মদ্যপরা নেশার ঘোরে কখন যে কি করে তার কি কোন ঠিক আছে?'

মীরা বলল, 'একজন নাইটকে আমি অত নিচু মনে করি না। তিনি...'

'তবু সাবধানে থাকলে ক্ষতি কি?'

'আপনি জানেন রাবিয়ার অনুমতি ছাড়া কারো সাথে কথা পর্যন্ত বলে না ইনজিলা। ফেরেশতা হলেও রাবিয়া কোন খৃষ্টানের সাথে মেশার অনুমতি ইনজিলাকে দেবে না। তাই এসব কথা আমাকে না বলে রাবিয়াকেই বলুন।'

'আব্বাজান না বললেও আমি আমার দায়িত্ব পালন করবো।' বলল রাবিয়া।

'তাহলে তোমার ধারণায় আমি ইনজিলার দুশমন?'

'আমি তো তা বলিনি।'

'ইনজিলাকে তার ধর্ম থেকে দূরে সরাতে চাইছ তুমি।'

'ইনজিলা আমার বোন। কুদৃষ্টি থেকে তাকে আমি দূরে রাখতে চাই।'

'তাকে যাদু করেছ তুমি। তুমি তাকে শিক্ষা দিচ্ছ তোমার ধর্ম। তাকে আরবী বলা শিখিয়েছ। আমার সহজ সরল মেয়ের বুকে আমার বিরুদ্ধে জ্বালিয়েছো হিংসার আগুন। তুমি আমার দুশমন। তুমি.....'

ইনজিলা চিৎকার করে বলল, 'মেরীর কসম আম্মি, এমন কথা বলোনা। তোমার কারণে যদি রাবিয়া আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয় আমি বিষ খেয়ে মরব, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বো নিচে।'

মীরা চুপ করল। অভিভূত হয়ে তাকাল মেয়ের দিকে। কাঁদছিল ইনজিলা। মেয়ের চোখের অশ্রু যেন তার ঠোঁট দুটো সেলাই করে দিল। আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল সে।

আবু দাউদ উঠতে উঠতে বলল, 'রাবিয়া, ইনজিলাকে তোমার হাতেই সঁপে দিয়ে যাচ্ছি। মায়ের কথায় প্রভাবিত হয়ো না।'

কার্ডিজের শাহী মহলের দরবার কক্ষ। আবু দাউদের দাওয়াতে স্পেনের দূর দূরান্তের শহর থেকে এসে জমায়েত হলেন বড় বড় ওলামায়ে দ্বীন। বৈঠকের আগে অধিকাংশের সাথে আলাদা ভাবে দেখা করেছেন আবু দাউদ। এবার ভাষণ শুরু করলেন।

'বুজুর্গানে দ্বীন।

স্পেনের মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আপনাদের ডাকা হয়েছে। স্পেনের সামান্য কিছু জমিন আর পাহাড়ী এলাকা ছাড়া গোটা স্পেনের সব মুসলমান শাহানশাহের প্রজা হয়েছেন। গ্রানাডার সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণ আর রহমদীল বাদশাহের অধীনে আরামেই দিন গুজরান করছিল স্পেনের মুসলমানরা। কিন্তু এখন আপনারা বলছেন, খৃষ্টান হুকুমত আগের মত মহানুভবতার পরিচয় দিচ্ছে না। অনেকে বলছেন, স্পেনে এখন মুসলমানদের কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে। গ্রানাডার পক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হচ্ছে মুসলমানদের। এটা অত্যন্ত আফসোসের কথা। ঠান্ডা মাথায় ভাবলে অনুভব করবেন, কিছু অপরাধ আমরাও করেছি। হামেশাই জনগণ হয় সংকীর্ণমনা। আমাদের ওলামারাও সময়ের সাথে তাল মেলাতে পারেনি। এটা আমাদের বদ কিসমত। কে না জানেন, কার্ডিজ ও গ্রানাডার লড়াই হাতী আর পিঁপড়ার লড়াইয়ের সমতুল্য। যে পথে এগিয়ে চলেছে গ্রানাডা, তা শুধু ধ্বংসই ডেকে আনবে। তকদীর কখনো পরিবর্তন করা যায় না।

এ সমস্যা গ্রানাডা ও কার্ডিজের ফৌজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলে আমরা এত পেরেশান হতাম না আর আপনাদের এখানে আসার কষ্ট দিতাম না। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য, এ যুদ্ধ মুসলমানদের অস্তিত্বের মূল ধরে নাড়া দিয়েছে। খৃষ্টান হুকুমতের মেহেরবানীর ওপর বেঁচে আছে স্পেনের লাখো মুসলমান। কার্ডিজ আর গ্রানাডার লড়াই এখন ইসলাম ও খৃষ্টবাদের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় স্পেনের মুসলমানরা খৃষ্টানদের কাছে ভাল ব্যবহার আশা করতে পারে না। গ্রানাডার লড়াইয়ে যে সব খৃষ্টান মারা যায় আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেয় তার প্রিয়জনেরা। লড়াই যত দীর্ঘ হবে, আমাদের বিরুদ্ধে ততবেশী প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠবে খৃষ্টানদের মধ্যে। গ্রানাডাবাসীর প্রতি আমার কোন দরদ নেই এমন নয়, কিন্তু তাদের কোন মদদ আমরা করতে পারবো না। অথচ তাদের কারণে স্পেনের লাখো মুসলমানের ভবিষ্যত আজ হুমকীর সম্মুখীন। ইচ্ছে করলেই এর থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না। আমাদের বাঁচার একটাই পথ, তা হল এ যুদ্ধ তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলা। যতদিন এ যুদ্ধ চলবে ততদিন হুকুমত আমাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখবে। আর ক্রমান্বয়ে নিকৃষ্ট

থেকে নিকৃষ্টতর হতে থাকবে তাদের ব্যবহার।

হয়তো বলবেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আলেম সমাজ কি করতে পারে? এর জওয়াব দেওয়ার আগে আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনারাও কি মনে করেন অবিলম্বে এ যুদ্ধ শেষ হওয়া জরুরী?'

এক ব্যক্তি বলল, 'স্পেনের প্রতিটি মুসলমান এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।'

আরেকজন বলল, 'আপনার সাথে আমরা সবাই একমত।'

আবু দাউদও ভিন্নমত আশা করেননি ওদের কাছে। এরা সবাই ছিল শাহী মেহমান। সবাই আবু দাউদের সাথে একমত হলে তিনি পুনরায় তার ভাষণ শুরু করলেন।

হাজেরীন,

খৃষ্টানদের আস্থা লাভের জন্য লোশা এবং অন্যান্য শহরের মুসলমানদেরকে স্বেচ্ছাকর্মী হিসাবে মহামান্য সম্রাটের ফৌজে শামিল হওয়ার জন্য বলেছি। গত হামলায় মহামান্য সম্রাটের ফৌজে প্রায় পাঁচশ স্বেচ্ছাকর্মী অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আফসোস, লড়াইয়ের সময় এদের অধিকাংশই গ্রানাডার ফৌজের সাথে মিশে গেছে। ফলে খৃষ্টানদের শেষ আস্থাটুকুও আজ হারাতে বসেছি আমরা। জযবার বানে যারা ভেসে যাবে এমন দুর্বলচিত্ত লোকদের বিশ্বাস করাই ছিল আমাদের মস্ত বড় ভুল। এ ভুল শোধরানোর জন্যই আজ আপনাদের ডেকেছি।

আমি জাতির স্বার্থে এক মস্তবড় জিম্মা আপনাদেরকে সোপর্দ করতে চাই। আপনারা আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে এখন থেকে গ্রানাডা পাড়ি জমাতে থাকবেন। ওখানকার জনগণকে এবং ওমরাদেরকে বুঝাবেন– এ লড়াই হচ্ছে এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। তোমাদের ভুলের মাশুল দিচ্ছে সারা স্পেনের মুসলমানগণ। জীবন যাত্রা তাদের সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র হাতিয়ার সমর্পন করলেই খৃষ্টানদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে তারা। শুধু তারা কেন, এখানকার জনগণের জান মালও এর ফলে রক্ষা পেতে পারে।

এ অভিযানের সফলতার জন্য হুকুমত সব ধরণের সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে আপনাদের। আগামীকাল বিস্তারিত কর্মসূচী বুঝিয়ে দেব আপনাদেরকে। যদি কেউ আমার সাথে একমত না হয়ে থাকেন তবে তাদের চিন্তাধারাও আমরা জানতে চাই। জাতির কল্যাণকামী হিসাবেই আমরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছি। তাই অনুষ্ঠান শেষ করার আগে কেউ কিছু বলতে চাইলে তাকে মঞ্চে আসার জন্য আহবান জানাচ্ছি।'

সবাই পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। একজন বুড়ো আলেম এক কোণ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সবার দিকে নজর বুলিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, 'উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম। আজই এখানে পৌঁছেছি আমি। কিন্তু মনে হচ্ছে শাহানশাহের সাথে কথা বলার সুযোগ আমার হবেনা। আমি এই মজলিশের সভাপতির

শুকরিয়া আদায় করছি এ জন্য যে, স্বাধীন ভাবে মতামত পেশ করার সুযোগ তিনি আমাকে দিয়েছেন। তবে এটা একজন মুসলমানের স্বাধীন ভাবে মতামত পেশ করার উপযুক্ত স্থান কি না আশা করি সভাপতি সাহেব তা বিবেচনা করে দেখবেন। দাওয়াত দিয়ে তিনি আমাদের ওপর এক ফরজ চাপিয়ে দিয়েছেন। সে ফরজ আমি পুরা করব।

হাজেরীন,

আমাদের অধিকার থেকে স্পেনের অধিকাংশ এলাকা হারিয়ে যাওয়া আমাদের জন্য এক বিরাট লোকসান। দ্বিতীয় লোকসান হল আমাদের বেশীর ভাগ লোক জিল্লতির জীবন কাটাতে আজ প্রস্তুত হয়ে গেছে। কিন্তু এ লোকসান কাটিয়ে উঠা অসম্ভব ছিলনা। আশাই মজলুম আর অসহায়দের বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের আশার আলো নিভে গেলে গ্রানাডায় জ্বলে উঠলো আরেক মশাল। এ মশাল নিভিয়ে দেয়ার জন্য আগের মতই শুরু হল বরবাদির তুফান। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও বিফল হল তারা। এখন তারা আশা করছে আমাদের সে আলোর মশাল যেন আমরা নিজেরাই নিভিয়ে ফেলি। কওমের জানাযা পড়ার জন্য ডাকা হয়েছে আমাদের। অসুস্থ কওমের চিকিৎসা করার পরিবর্তে আমরা আজ সমবেত হয়েছি কওমকে কবর দিতে।

আবু দাউদ! কিয়ামতের দিন তুমি আমার এ কথার সাক্ষী থেকো, সাক্ষী থেকো মজলিশে উপস্থিত ওলামাগণ, ঐসব লোকের সংগী হতে অস্বীকার করছি আমি, যারা হকের লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে বাতিলের বিজয়ের অংশীদার হতে চায়।

আবু দাউদ! স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য তুমি আহবান জানিয়েছো। তবে শোন, কার্ডিজে সম্ভবত সত্যের এই শেষ আওয়াজ। গ্রানাডায় যেদিন খৃষ্টানদের বিজয় কেতন উড়বে, স্পেনের প্রতিটি মুসলমানের দরজায় থাকবে মওতের পাহারা। তুমি বলেছ, গ্রানাডার লোকদের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের কারণে আমাদের ওপর বদ ধারণা পোষণ করছে খৃষ্টানরা। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি, গ্রানাডার সাথে যখন খৃষ্টানদের যুদ্ধ শুরু হয়নি, আমাদের সাথে তাদের ব্যবহার কেমন ছিল? নিরপরাধ মুসলমানকে কি তখন হত্যা করা হয়নি? বেইজ্জতি করা হয়নি আমাদের স্ত্রী কন্যাদের? গ্রানাডার সাথে দুস্তি থাকার পরও কি আমাদের লাখো ভাইকে বের করে দেয়া হয়নি দেশ থেকে? জোর করে খৃষ্টান বানানো হয়নি তাদের? আমাদের মসজিদগুলোকে গীর্জা বানায়নি ওরা? আরবী পড়া কি নিষিদ্ধ করা হয়নি আমাদের জন্য? এমন কোন জুলুম ছিল কি যা আমাদের ওপর করা হয়নি?

আবু দাউদ! প্রতিটি জাতির ইজ্জত ও আজাদীর সংরক্ষক তাদের আপন শক্তি। মনে আছে আমার, আবুল হাসানের ফৌজ যখন লোশার দিকে রওনা করেছিল, খৃষ্টান শাসক ঘোষণা করলো, যে মুসলমানদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। এরপর যখন গাদ্দারী করল আবু আবদুল্লাহ, হুকুমতের দৃষ্টিতে গ্রানাডা থেকে বিপদের সম্ভাবনা ছিল কম, ফলে নিকৃষ্টতর ব্যবহারের উপযুক্ত মনে করা

হল আমাদের। মুসলমানদের শেষ আশ্রয় আজ গ্রানাডা। এ আশ্রয় ধ্বংস হয়ে গেলে মনে রেখ স্পেনের মুসলমানদের জীবন হবে মৃত্যুর চেয়ে বিভীষিকাময়। তুমি বলছ, যেহেতু গ্রানাডার মুসলমানদের মওত নিশ্চিত, তাই দুশমনকে খুশী করার জন্য কেন নিজের হাতে তাদের গলা চেপে ধরবনা। কিন্তু আমি বলছি, আমাদের হাত যখন পৌছবে ওদের শাহরগে আপনাতেই আমাদের শাহরগও কেটে যাবে।'

শ্রোতাদের মধ্যে শোরগোল শুরু হল। উত্তেজিত আলেমরা চিৎকার দিচ্ছিল তার বিরুদ্ধে। কিন্তু দেখা গেল আবু দাউদ প্রশান্ত চিত্তে মনযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনছে তার। বৃদ্ধ আলেম চুপ করলে আবু দাউদ বললেন, 'সম্মানিত বুজর্গ, আপনি আর কিছু বলবেন?'

'না।' বসতে বসতে জবাব দিলেন তিনি।

আবু দাউদ বলল, 'আপনার ভাষণে খুব প্রীত হয়েছি আমি। আফসোস! আমার বক্তব্যে কিছু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে আপনার দীলে। একান্তে আপনার সাথে আলাপ করতে চাই আমি। আর আপনার বক্তব্যে যদি কারো দীলে সন্দেহ পয়দা হয়ে থাকে তার সাথেও ভাবের আদান প্রদান করতে আমি প্রস্তুত। আপনাদের মধ্যে কেউ এ চিন্তাধারার সাথে একমত হলে আমায় বলুন।'

সেভিলের চারজন আলেম উঠে দাঁড়ালেন। আবু দাউদ বললেন, 'এ মজলিশে পাঁচজন শুধু আমার সাথে একমত নন। স্বাধীন আলোচনায় আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারব আশা করি। সন্ধ্যায় আপনাদের ডেকে পাঠাব। বৈঠক সমাপ্তির পূর্বে হাজেরীনের কাছে দরখাস্ত, বৈঠকের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।'

আবু দাউদের খাদেম এই পাঁচজন আলেমকে নিয়ে গেল রাতের বেলা। তারা কোথায় গেছেন কেউ জানল না এরপর। পরের দিন তাদের কোন কোন সংগীর ধারণায় তারা পৌছে গেছেন আরেক জগতে।

প্রায় দুই সপ্তাহ পর নাম মাত্র আলেমের এই দলটি আবু দাউদের কাছে ট্রেনিং নিয়ে রওনা করল গ্রানাডার পথে। প্রত্যেক প্রদেশের গভর্ণরের নামে ফার্ডিন্ডের কাছ থেকে চিঠি লিখিয়ে নিল আবু দাউদ। নতুন স্বেচ্ছাকর্মী ভর্তি করার জন্য চিঠি নিয়ে রওনা করলো বিভিন্ন শহরে। প্রতিটি শহরেই তার একদল অনুসারী সৃষ্টি করে সেভিলকে গ্রহণ করল কেন্দ্র হিসাবে। বিভিন্ন শহরের গভর্ণররা বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের ভর্তি করে পাঠিয়ে দিত আবু দাউদের কাছে। আবু দাউদ ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়ে দিত গ্রানাডা।

খৃষ্টানদের জুলুমের কারণে স্পেনের মুসলমান শহর আর বস্তি ছেড়ে গ্রানাডা পাড়ি জমাচ্ছিল। আবু দাউদের গোয়েন্দারা এসব আশ্রয় প্রার্থীদের দলে শামিল হয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে গ্রানাডা পৌছে যেত। আশ্রয় প্রার্থীদের সমস্যা গ্রানাডা হুকুমতের জন্য বিরাট সংকট পয়দা করতো। কিন্তু জনতার ত্যাগ ও আন্তরিকতা হুকুমতকে পেরেশান হতে দেয়নি। তাদের স্থান দিত নিজের ঘরে। রুটিতে সমান হিস্যা দিত তাদের। আল পিকরার

বালুকাময় এলাকা আজাদ হয়েছিল। মোহাজেরদের অনেকেই আবাদ হলেন সেখানে।

গ্রানাডা এবং তার আশপাশের বস্তিগুলোতে এসেছিল প্রায় দশ লাখ আশ্রয় প্রার্থী। এদের মধ্যে ওরাই ছিল দু'হাজারের মত, মুর্শিদের ট্রেনিং পেয়ে যারা এসেছিল সেভিল থেকে। ওরা গ্রানাডাবাসীর সামনে স্পেনের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের কিসসা বয়ান করে নিজের দিকে আকর্ষণ করতো লোকদের। তারপর তাদের মনে এমন ধারণা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করতো, কবে শেষ হবে এ লড়াই? কি হবে এর পরিণতি? আফসোস, আফ্রিকার সাহায্য পাবার কোন সম্ভাবনা নেই মুসলমানদের। মুসলমানদের চেয়ে খৃষ্টান কয়েক গুণ বেশী। হায়! যদি শুধু স্পেনের খৃষ্টানদের সাথেই হতো আমাদের মোকাবেলা।

শুধু স্পেনবাসী নয়, গ্রানাডায় আমাদের এ ক্ষুদ্র সালতানাতের নাম নিশানা মিটিয়ে দেয়ার শপথ নিয়েছে ইউরোপের অন্যান্য খৃষ্টানরাও। ফলে হৃদয় ভেংগে গেছে মুসলমানদের। মুসলমান বুঝদিল বা ভীরু নয়। মুসলমান যেমন মরতে পারে তেমনি মারতেও পিছপা হয় না। আজো ফার্ডিনেন্ড যদি তার তামাম সিপাই নিয়ে ময়দানে আসে কয়েক দিনের মধ্যে তাদের ধ্বংস করতে দিতে পারি আমরা। কিন্তু গোটা ইউরোপের খৃষ্টান এখন তার সাহায্যে জমায়েত হচ্ছে। অপর দিকে আফ্রিকার আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সম্পর্কে বেখবর। কতদিন পর্যন্ত লড়ব আমরা? কি হবে এ যুদ্ধের পরিনতি?'

গ্রানাডার মসজিদের দেয়ালে ভোর বেলা এ ধরনের ইশতেহার দেখা গেল, 'এখন লড়াই চালিয়ে যাওয়া কি বৈধ? যার ফল ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়?'

–ওলামায়ে দ্বীন।

মোনাফেকদের এ ধরণের তৎপরতার ফলে গ্রানাডায় পরাজিত মানসিকতার লোকের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। স্পেনের বড় বড় ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হতে লাগলো গ্রানাডার ওপর তবকার লোক। এ বিষাক্ত মানসিকতার প্রভাব থেকে সেনাবাহিনী মুক্ত ছিল তখনো। কিন্তু ফৌজেও ভর্তি হতে লাগলো আবু দাউদের লোকেরা। আশ্রয় প্রার্থীর বেশে এসেছিল সেভিলের ইহুদী ব্যবসায়ীরাও। ফার্ডিনেন্ডের স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সমর্থন কিনে নিল ওরা।

যুক্তির চাইতে শক্তি প্রদর্শনে কাজ হাসিল করার পক্ষপাতি ছিল লোশার ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর জন মাইকেল। লোশার মুসলমান আবু দাউদের উপস্থিতিতে খৃষ্টানদের জুলুম থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবতো না, তবুও আবু দাউদের হেকমতের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেকটা স্তিমিত ছিল তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা। কিন্তু আবু দাউদ যাবার পর তারা অনুভব করলো লোশায় তাদের বেঁচে থাকার সব সম্ভাবনা ধুলিস্মাত হয়ে যাচ্ছে।

শহরের হেফাজতে আসা পাঁচ হাজার সিপাই মদে মাতাল হয়ে চক্কর দিত শহরের অলি গলিতে। মসজিদে ঢুকে নামাজীদের উত্যক্ত করতো। মুসলমানদের দরজা ভেঙ্গে রাতের বেলা ঢুকে যেতো তাদের ঘরে। জবরদস্তি করে মেয়েদের নিয়ে যেত ফৌজি ছাউনিতে। সম্ভ্রমবোধ উদ্দীপ্ত এক নওজোয়ান প্রতিবেশীর ঘরে হামলাকারী তিনজন সেপাইকে একদিন কোতল করে দিল। এরপরই শহরে সামরিক শাসন কায়েম করল জন মাইকেল।

শহরের কিছু সম্মানিত খৃষ্টান এক চরিত্রবান পাদ্রীর নেতৃত্বে দেখা করল গভর্ণরের সাথে। তারা ফৌজের শহরে প্রবেশ করার শর্তারোপ করার অনুরোধ করল গভর্ণরকে। মাতাল সেপাইরা শুধু মুসলমানদের ঘরেই নয় খৃষ্টানদের ঘরেও ঢুকে পড়ে। গভর্ণর হুকুম দিলেন খৃষ্টানদের ঘরের দরজায় ক্রুশ ঝুলাতে হবে, সিপাইরা যাতে ভুল না করে।

লোশার এক মালদার ব্যবসায়ী ছিল মাইকেলের বন্ধু। প্রতি রাতেই তার ওখানে চলে যেত সে। সিপাইরা তার জন্য ধরে নিয়ে আসতো নতুন নতুন যুবতী মেয়ে। এক রাতে নেশায় মাতাল ছিল মাইকেল। ব্যবসায়ীকে সে বললো, 'শাদী করার ফয়সালা করেছি আমি।' অট্টহাসি দিয়ে ব্যবসায়ী বললো, 'শাদী? তুমি শাদী করবে?'

'খামোশ!' গর্জে উঠল জন মাইকেল। 'তুমি ভাবছ মাতলামী করছি আমি? কিন্তু আমি শাদীর ফয়সালা করেছি। স্পেনের সবচে সুন্দরী নারীকে আমি শাদী করতে চাই। সে আছে লোশায়, তুমি জান কে সে?'

'আমি জানি।'

'আচ্ছা বলতো কে, সে?'

'সে আবু দাউদের মেয়ে।'

'কি নাম তার?'

'তার নাম রাবিয়া।'

শরাবের পাত্র তুলে গভর্ণর বললো, 'তুমি কিছু জান না, তার নাম ইনজিলা।'

'ইনজিলাকে আমি দেখেছি। কিন্তু আমি শুনেছি রাবিয়া তার চেয়ে বেশী সুন্দরী।'

জন মাইকেল গর্জে উঠলো, 'এই, রাবিয়া কে?'

'ইনজিলার বৈমাত্রেয় বোন। পুরুষের সামনে আসে না সে, গীর্জায় যায় না। শুনেছি তার মা ছিল মুসলমান।'

'তুমি বাজে বকছ। ইনজিলার চেয়ে সুন্দরী সমগ্র স্পেনে আর কেউ নেই। তার অপমান আমি বরদাশত করবো না। ইনজিলার চাইতে কোন সুন্দরী মেয়ে আছে আবার বললে তোমায় খুন করে ফেলবো।'

'তাহলে ইনজিলাকে শাদী করার ফয়সালা করেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। অটল আমার ফয়সালা, কিন্তু সে আমায় ঘৃণা করে।'

'আপনার প্রতি ঘৃণা?'

'হ্যা, সে আমায় ঘৃণা করে।'

'আমি বুঝতে পারছি না ফার্ডিনেন্ডের নাইটকে একটা মেয়ে ঘৃণা করে কি করে। শুনেছি তার মা খৃষ্টান। হুকুম হলে বিশপকে তার সাথে আলাপ করতে বলবো।'

'তার মায়ের সাথে আমি নিজেই আলাপ করেছি। কোন আপত্তি নেই তার। কিন্তু মেয়ে আমাকে ঘৃণা করে। পরন্তু তাদের দাওয়াত দিয়েছিলাম, তার মা এসেছে। কিন্তু মাথা ব্যথার বাহানা করে সে আসেনি। তুমি জান সুন্দরী মেয়েরা কখন মাথা ব্যথার বাহানা করে? তুমি জান না, বেকুফ তুমি। যখন সে কাউকে দেখতে পারে না, মাথা ব্যথার বাহানা করে তখনি। খাদেমাকে দিয়ে তাকে ফুল পাঠিয়েছিলাম। জান কি সে করেছে? তুমি জান না, দাঁড়াও। আমি বলছি।' উঠে দাঁড়াল জন মাইকেল। টেবিলের উপরের ফুলদানী থেকে ফুলের তোড়া নিয়ে ছুঁড়ে মারল ব্যবসায়ীর মাথায়। অট্টহাসি দিয়ে বলল, 'এভাবে ফুলের তোড়া আমার খাদেমার মাথায় ছুড়ে মেরেছে সে। তাকে বলেছে, আবার কিছু নিয়ে এলে খুন করে ফেলব তোমায়।'

'কিন্তু আপনাকে নিরাশ হলে চলবে না।'

এক ঢোক শরাব গিলে মাইকেল বলল, 'নিরাশ! আমি! আমাকে চেন না তুমি। আমার আর তার মাঝে কয়েক কদমের দূরত্ব। সাত সমুদ্রের ওপারে থাকলেও নিরাশ হতাম না আমি। সে আমার, ইনজিলা আমার। আমার হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই তার। জান কে আমি? তুমি জান না। তুমি এক বেকুফ ব্যবসায়ী।'

স্বাভাবিক অবস্থায় ইনজিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মীরা হয়ত কোন পদক্ষেপ নিত না। কিন্তু এমন এক দুর্ঘটনা ঘটলো, ইনজিলার ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাৎক্ষণিক ফয়সালা করতে বাধ্য হলো সে।

একটু দেরীতেই শোয়ার অভ্যাস ছিল মীরার। অসুস্থতার কারণে সে রাতে ঘুম আসছিল না তার। ইনজিলার কামরা ছিল তার পাশে। শেষ রাতে পিপাসা অনুভব করলো সে। পানির সোরাহী ছিল করিডোরে। খাদেমাকে না ডেকে নিজে গিয়েই পানি পান করলো মীরা। ফিরে যেতে কি এক খেয়াল হলো তার মনে। ইনজিলার কামরার কাছে গিয়ে দেখে দরজা খোলা। খালি পড়ে আছে ইনজিলার বিছানা। তার সামনেই রাবিয়ার কামরা। কথাবার্তার আওয়াজ আসছিল ভেতর থেকে। মীরা চুপি চুপি এগিয়ে দাঁড়াল গিয়ে দরজার পাশে। আস্তে দরজা ধাক্কা দিল সে। দরজার সামান্য ফাঁকে উঁকি মারল ভেতরে। ভেতরে জ্বলছিলো মোমের আলো। রাবিয়ার সামনে গালিচায় বসে একটা কিতাব হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে কি যেন পড়ছিল ইনজিলা। সে কোন শব্দে আটকে গেলে বলে দিচ্ছে রাবিয়া। এই কিতাবই অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা মিশিয়ে রাবিয়াকে মীরা পড়তে দেখেছে। এই কিতাব হচ্ছে কোরানে হাকীম।

স্তব্ধ হয়ে মীরা দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। এ ছিল ইনজিলার চরম অপরাধ। দু'হাতে নিজের চেহারা ঢেকে ফেললো সে। ছুটে গিয়ে মেয়ের হাত থেকে কোরান ছিনিয়ে নিতে মন চাইছিল তার। কিন্তু পা দুটো যেন জমিনে আটকে গেছে। লোপ

পেয়েছে তার চলার শক্তি। ইনজিলা কোরান শরীফ বন্ধ করে মখমলের গেলাফে পেঁচিয়ে রেখে দিল আলমারীতে। নামাজের নিয়ত করে এরপর দু'জনই দাঁড়িয়ে গেল। চরম গোস্বা আর বেদনা নিয়ে কামরায় ফিরে গেল মীরা। তার বার বার ইচ্ছে হচ্ছিল, ইনজিলার চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিজের কামরায় নিয়ে আসে। সে অনুভব করল, ঘটনা বিপজ্জনক পরিস্থিতির চরমে পৌছে গেছে। তাড়াহুড়া হয়তো ইনজিলাকে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী করে তুলবে। নিশ্চুপ হয়ে সে বসে রইল অনেকক্ষণ। আচানক কোন্ খেয়ালে বেরিয়ে গেল সে। ভেতরের দরজা পেরিয়ে বিশপের বাড়ী রওনা করল মীরা। ইতিপূর্বে মহলের কোন সিপাই অথবা চাকর পদব্রজে বেরুতে দেখেনি তাকে।

খানিক পরে লোশার বিশপকে সে বলছিল, 'মোকাদ্দাস বাপ! আমি চাই ইনজিলার শাদী হয়ে যাক। কিন্তু সে বড় জেদী। আমার কথা শুনছে না সে।'

'সে কি রাহেবা হতে চায়?'

'মোকাদ্দাস বাপ! তাও নয়। সে কোন সম্পর্কই পছন্দ করছে না।'

'তার ব্যাপারে তোমার সাথে নিজেই দেখা করার কথা ভাবছিলাম। তোমার মেয়েকে নাকি পছন্দ করে জন মাইকেল। কয়েকবারই সে এ কথা বলেছে।'

'মোকাদ্দাস বাপ! একে আমি মনে করি ইজ্জতের, কিন্তু ইনজিলা খুব জেদী। তাকে আপনি বোঝাবেন।'

একটু ভেবে নিয়ে বিশপ বললেন, 'জন মাইকেলকে তোমার বেটির সাথে মেলামেশার সুযোগ দিলে হয়তো এ বিপদ কেটে যেতো।'

'মোকাদ্দাস বাপ! এ ব্যাপারটা এত সহজ হলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না। আমার সৎ মেয়ে ইনজিলাকে যাদু করে রেখেছে। সে মুসলমান। আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ইনজিলার দীলে সে চরম ঘৃণা পয়দা করে দিয়েছে। আমার ভয় হয়, সে আবার গোমরা হয়ে না যায়! এ জন্য তাড়াতাড়ি তাকে শাদী দিতে চাইছি। রাবিয়া থেকে দূরে রাখতে চাই তাকে।'

'তাই যদি হয়, অলসতা করা আমাদের উচিত নয়। আচ্ছা বলতো, ইনজিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাদীতে বাধ্য করলে তোমার স্বামী কি রাজী হবেন?'

'ইনজিলার শাদী কোন সম্মানিত খৃষ্টান খান্দানে হোক, এর বিরোধী নন তিনি। আমার ভয়, ইনজিলা অস্বীকার করলে তার পক্ষেই তিনি যাবেন।'

'ইনজিলা কি মাইকেলকে শাদী করতেই অস্বীকার করছে, না সব খৃষ্টানদের প্রতিই তার ঘৃণা?'

ঘাবড়ে গিয়ে মীরা বলল, 'মোকাদ্দাস বাপ! শরাবপায়ীকেই সে ঘৃণা করে। এ তার বৈমাত্রেয় বোনের সংসর্গের ফল। মদে মাতাল হয়ে মাইকেল প্রথম দিন এসেছিল আমাদের ঘরে। সম্ভবত এজন্য তার প্রতি ইনজিলার ঘৃণা জন্মেছে।'

'আমি অনুভব করছি, অন্যান্য খৃষ্টানদের মত নয় তোমার ঘরের পরিবেশ। এত

পেরেশান হয়ো না, এ ঠিক হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় তোমার ওখানে যাব আমি। জন মাইকেলের দাওয়াতের ব্যবস্থা করো। এ মুহূর্তে অন্য কাউকে ডাকার দরকার নেই।'

'মোকাদ্দাস বাপ! ভয় হয় মাইকেলের কথা শুনলেই অসুস্থতার বাহানায় শুয়ে পড়বে সে।'

'তাকে জন মাইকেলের কথা বলার প্রয়োজন তো নেই। আমরা খানার টেবিলে বসলেই সে আসবে।'

বিশপের সাথে দেখা করার পর মীরা সারা রাত বসে রইল রাবিয়া ও ইনজিলার সাথে। ইনজিলার আফসোস! মায়ের উপস্থিতির কারণে রাবিয়ার সাথে নামাজে শরীক হতে পারেনি সে। রাবিয়ার সাথে হঠাৎ মায়ের এ সুসম্পর্কে বরং সে খুশীই হল। মীরা আজ রাবিয়ার ব্যাপারে ছিল যথেষ্ট উদার। পোশাক পাল্টে চুল আঁচড়ে নেয়ার জন্য রাবিয়াকে সে তাগাদা করছিল। বলছিল, 'রাবিয়া, পোশাকের ব্যাপারে তুমি বড় খামখেয়ালী। লোকেরা দেখলে বলবে, তোমার প্রতি সৎ মায়ের কোন দরদ নেই। সারা দিন তুমি বসে থাক গম্ভীর হয়ে। কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তোমার গায়ের রং। তোমার আব্বা এ দেখলে ভাববে, তোমায় কষ্ট দিয়েছি আমি। খোদার দিকে চেয়ে শরীরের প্রতি খেয়াল রেখো।'

মায়ের দীলে রাবিয়ার জন্য এ আন্তরিকতা দেখে এতটা খুশী হল ইনজিলা, বিশপের সাথে খাওয়ার কথা বললে তাও সে অস্বীকার করেনি।

খানার টেবিলে বিভিন্ন আলোচনার পর মাইকেলের প্রসঙ্গ তুলল বিশপ। মনযোগ না দিয়েও ইনজিলা শুনল তার বাহাদুরীর কাহিনী। তার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে বিশপ বলল, 'জন মাইকেলের একটা ব্যাপারেই আমার আফসোস। শরাব পানে সাবধান হয় না। নইলে গোটা স্পেনে কোন নাইট তার যোগ্য নেই। যারা তার এ দুর্বলতার কারণ সম্পর্কে জানে তারা অবশ্য তাকে ক্ষমার যোগ্য মনে করে।

তার স্ত্রীর সাথে ছিল তার সীমাহীন মহব্বত। তার মওতের পর শরাবে ডুবে গেল সে। জিন্দেগীর এ বেদনা ভুলিয়ে দেবার মত কোন জীবন সংগিনী আজো সে পায়নি। তার সাথে আত্মীয়তাকে অত্যন্ত গৌরবজনক মনে করে স্পেনের সম্মানিত পরিবারগুলো। কিন্তু কোন মেয়েকেই তার পছন্দ নয়। শাহী ঘরের মেয়েরাও মাপকাঠিতে টেকেনি। তার এক বন্ধু আমায় বলেছে, নেহায়েত মাসুম মেয়েকে শাদী করতে চাইছে সে। সে বুদ্ধিমতি হলে মাইকেলের বদ খাসলত অবশ্যই দূর করতে পারবে। এ হবে গীর্জার বড় খেদমত।

গীর্জার সন্তানেরা এখন দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাদের আনন্দ দেয়া গীর্জার মেয়েদের ফরজ। মাইকেলের মদের অভ্যাসটার দিকে না তাকিয়ে তার এ বাজে অভ্যাসের কারণটা দেখা উচিত, যার কারণে সে সব সময় শরাবে ডুবে থাকে। স্ত্রীর মওতে দারুণ ব্যথা পেয়েছে সে, তাছাড়া মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ে আপন বন্ধুদের

সে মরতে দেখেছে। কওমের মেয়েরা তার এ অবস্থার প্রতি রহম না করে যদি ঘৃণা করে তবে তা আফসোসের বিষয়।

চঞ্চলতা বেড়ে যাচ্ছিল ইনজিলার। সে অনুভব করছিল ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হচ্ছে তার জন্য। সে মা আর বিশপের দিকে চাইল, কিছু বলতে চাইছিল সে কিন্তু খাদেমা কি যেন বলে গেল মীরার কানে কানে। ক্ষ্যাপে গিয়ে মীরা জবাব দিল, 'তুমি তাকে মোলাকাতের কামরায় কেন বসিয়ে রেখেছ। এখানে নিয়ে এসো।'

বিমূঢ়ের মত খাদেমা চাইতে লাগলো মীরার দিকে। মীরা তার স্তম্ভিত হওয়ার কারণ বুঝতে না পেরে বলল, 'যাচ্ছো না কেন? আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ?'

কিন্তু খাদেমা মীরার কানে আবার কি যেন বলল, আচানক ফ্যাকাশে হয়ে গেল মীরার চেহারা। ইনজিলা এবং বিশপ প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে চাইতে লাগল মীরার দিকে। পেরেশান হয়ে বিশপ প্রশ্ন করলো, 'কি হয়েছে?'

উঠতে উঠতে মীরা জবাব দিল, 'কিছু না! আমি এক্ষুণি আসছি।'

কিন্তু করিডোরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে থেমে গেল মীরা। তার কানে ভেসে এলো হাবশী গোলামের আওয়াজ, 'এই অবস্থায় আমি আপনাকে ভিতরে যেতে দেবো না।'

এর জবাবে শোনা গেল মাতাল কণ্ঠের আওয়াজ, 'আমার পথ আটকাতে পারবে না তুমি, আমি এই শহরের গভর্ণর। সরে যাও বলছি, না হয় তোমাকে ফাঁসিতে লট্‌কে দিব।'

জমিনে সেঁধিয়ে গেল মীরার পা! দরজায় এসে দাঁড়াল জন মাইকেল। তার এক হাতে স্বর্ণের সোরাহী আর অন্য হাতে পেয়ালা। তার দু'চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছিল পাশবিক উন্মত্ততা। মীরা, ইনজিলা এবং বিশপ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

ক্ষীণ কণ্ঠে মীরা বলল, 'ইনজিলা! পেছনের কামরায় চলে যাও তুমি।'

কিন্তু মাকে ছেড়ে যেতে ইনজিলার বিবেকে সায় দিল না। এ অভাবিত পরিস্থিতির জন্য বিশপ প্রস্তুত ছিল না। সে কখনো গোস্বা এবং লজ্জার দৃষ্টিতে জন মাইকেলের দিকে আবার কখনো অপমানিত দৃষ্টিতে চাইতে লাগলো মীরার দিকে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সোরাহী থেকে এক চুমুক পান করল সে। টলতে টলতে এগোলো সামনের দিকে। সোরাহী এবং পেয়ালা টেবিলে রেখে বিশপের নিকট শুন্য চেয়ারে বসে পড়ল। ইনজিলা নিজের স্থান থেকে সরে মায়ের গা ঘেসে দাঁড়িয়ে রইল। জন মাইকেল বলল, 'আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসে পড়ুন। আপনাদের নওকর ভারী বেতমিজ। লোশার প্রতিটি মানুষ আমাকে জানে, কিন্তু আপনাদের নওকর জানে না আমি এই শহরের গভর্ণর। পবিত্র পিতা! আজ আমি এর ফয়সালা করে যাব। কিন্তু 'ও' দাঁড়িয়ে কেন? আমি কি ভূত? ইনজিলা! তুমি আমায় ভয় পাও? খোদার দিকে চেয়ে বসে পড়ো। আমি তোমার দুশমন নই, তোমার মাকে দেখ, তিনি আমাকে এখানে আসার দাওয়াত দিয়েছেন। এখন আমার অবস্থা দেখে কাঁপছেন তিনি।'

'মীরা বসে পড়ো।' বলল বিশপ। 'ইনজিলা, বেটি, ভয় নেই, মাইকেল এক নাইট। গীর্জার মেয়েদের তাকে ভয় পাবার কারণ নেই।'

মাইকেল বলল, 'পবিত্র পিতা! এদের সম্মান দেখানো আমার ফরজ, কিন্তু ঘরে ডেকে বেইজ্জতি করাকে কোন নাইট বরদাশ্ত করবে না। এরা কি এখানে আসার দাওয়াত আমাকে দেয়নি?'

তাচ্ছিল্যের সাথে ইনজিলা চাইল মায়ের দিকে। বিশপ আবার বলল, 'আমি এইমাত্র তোমাদের বলছিলাম, বর্তমান অবস্থা আমাদের ভাল সিপাইদের মদ্যপ করে দিয়েছে। অবস্থার পরিবর্তনে এ বদ অভ্যাসও দূর হয়ে যাবে। ইনজিলা! মীরা বসে পড়ো। তোমাদের অপমান করার ইচ্ছা জন মাইকেলের দীলেও আসতে পারে না।'

খানিক সংকোচ বোধের পর বসে পড়ল মীরা। কিন্তু ইনজিলা দাঁড়িয়ে রইল। স্বর পরিবর্তন করে মাইকেল বলল, 'পবিত্র পিতা! আপনার সাথে ওয়াদা করেছিলাম, শরাব পানে আজ সন্ধ্যায় একটু সাবধান হবো। আফসোস! আমি সে ওয়াদা রক্ষা করতে পারিনি। জানি! শরাবকে ইনজিলা ঘৃণা করে। পবিত্র পিতা! মদ আমি ছেড়ে দেব। ইনজিলার জন্য সব কিছুই আমি করতে পারি। ইনজিলা! খোদার দিকে চেয়ে বসো। বসবেনা তুমি? বসতে হবে! তোমাদের ঘরে এসে এ অপমান আমি সইবো না।'

কম্পিত হাতে আর এক পেয়ালা তুলে মুখে দিল মাইকেল। ইনজিলার হাত ধরে আস্তে মীরা বলল, 'এ এক শরাবীর জিদ, খোদার দিকে চেয়ে বস তুমি।'

ইনজিলা কথার চেয়ে বেশী প্রভাবিত হলো মায়ের আবেদন মাখা দৃষ্টিতে। সে বসে পড়ল। মাইকেলের প্রতি তার ভয় পরিবর্তিত হল ঘৃণায়। খানিক পূর্বে লজ্জায় চলে যেতে চাইছিল সে। কিন্তু এখন বিবেক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অনুপ্রাণিত করছে তাকে।

জন মাইকেল খামোশ হয়ে ইনজিলার দিকে চেয়ে থাকল অনেকক্ষণ। বলল, 'তুমি খাওয়া ছেড়ে দিলে কেন? খাও। আমার জন্য ভেবো না। এ সময় খানা আমি খাই না। শুধু পান করি। পবিত্র পিতা। আমার সাথে শরীক হতে চাইলে সোরাহী হাজির। সেদিনের শরাব ছিল হালকা। এ জন্য নিজের সোরাহী তুলে নিয়ে এলাম। ইনজিলার মত আপনিও হয়ত মদ ঘৃণা করেন। আমার স্থানে হলে আপনি অনেক বেশী পান করতেন, আমার চেয়ে বেশী। হামেশা মাতাল থাকতেন আপনি। সব সময় এভাবেই মদ খাই, এমন ভাববেন না। কোন এক সময় মদ আমি এত বেশী ঘৃণা করতাম ধর্মীয় রসমেও স্পর্শ করতাম না মদ। কিন্তু এখন সবচে বেশী পান করি আমি। আমার এ অভ্যাস ইনজিলা পছন্দ করে না। রাতে আমি অন্যের ঘরে চলে যাই, তাও সম্ভবত তার পছন্দ নয়। ইনজিলা হয়ত আমায় জালিম বলবে।'

বিশপ মাইকেলকে কিছু একটা বলা জরুরী মনে করে বললেন, 'স্ত্রীর মৃত্যুতে আপনি শরাবে অভ্যস্ত হয়েছেন ইনজিলাকে একথা আমি বলেছি।'

'মিথ্যে কথা, বিল্‌কুল ভুল। আমি জানি শরাবের অভ্যাসই আমার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ। শুধু মদের অভ্যাসেই নয়, আমার অনেক অভ্যাসকেই ঘৃণা করত সে। আলহমা বিজয়ের পর যা কিছু ঘটেছে তাতে সে বলত তুমি জানোয়ার। কিন্তু তা আমার অপরাধ ছিল না। আলহমা বিজয়ের পূর্বে আমি খুব অল্পই মদ পান করতাম। কিন্তু খুশির চোটে সোরাহী খালি করে দিয়েছি বিজয়ের দিন। তার পরই ঘটল সে ঘটনা। আমি কি করেছি মাতাল অবস্থায় বুঝতে পারিনি।

সে ছিল অপূর্ব সুন্দরী। তার জীবন রক্ষা করব এ ওয়াদা তার সাথে করেছিলাম। তার অপরাধ মামুলী ছিল না, আমাদের দু'জন সিপাইকে হত্যা করেছে সে। যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তার চার ভাই। হাতিয়ার সমর্পণ করেছিল শহর বাসী। আমাদের জন্য তাদের ঘরের দুয়ারগুলো খুলে দেয়া ছিল ফরজ। কিন্তু এক সুন্দরী মেয়ের ঘরের দরজা ছিল বন্ধ, আমি হুকুম দিলাম দরজা ভেঙ্গে ফেলতে। এমনটি হয়ত করতাম না আমি। কিন্তু বিজয় উল্লাসে একটু বেশীই পান করেছিলাম।

আমার সিপাইরা যখন দরজা ভাংছিল ছাদ থেকে ছুটে এল ক'টা তীর। আমার আটজন সিপাই আহত হল। দু'জন পড়ে গেল সাথে সাথেই। ভেতরে ঢুকলাম, একটি মাত্র মেয়ে সেখানে। খঞ্জর নিয়ে সে আমায় হামলা করল। কিন্তু খঞ্জর ছিনিয়ে নিলাম তার হাত থেকে। আমি নিষেধ না করলে সিপাইরা ছিঁড়ে ফেলত তাকে। চলে গেল সিপাইরা। আমি রইলাম সেখানে।

শরাব এনে এক পেয়ালা পেশ করলাম তাকে। বললাম, তোমার জীবন রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। শহরের বাইরে তোমায় রেখে আসব। কিন্তু সে কি জেদী। ঠিক ইনজিলার মত। শরাবের পেয়ালা আমার মুখে নিক্ষেপ করল সে। আঁচড়ে দিল আমার মুখ। তার গালি ছিল বরদাশতের বাইরে। আমার হুশ রইল না আর। খেয়াল ছিল না কি আমি করছি। তড়পাচ্ছিল সে। তার গলায় মজবুত হয়ে এল আমার হাত। ভোরে হুশ ফিরে পেয়ে দেখলাম তার লাশ পড়ে আছে আমার সামনে। তার অনিন্দ্য সুন্দর গলায় ছিল আমার আংগুলের দাগ। মনে হচ্ছিল ঘুমিয়ে আছে সে। তার সুরত দেখে ভাবতেই পারিনি আমিই তার হত্যাকারী।

আমি তাকে জাগানোর চেষ্টা করলাম। সারা দিন ডুবে রইলাম মদে। এরপর থেকে হামেশাই আকণ্ঠ মদে ডুবে থাকতে লাগলাম। এ এমন এক নেশা যা কখনো দূর হবার নয়। প্রথমে ইনজিলাকে দেখেই সে মেয়েটাকে মনে পড়ল আমার। আজ পর্যন্ত যা কিছু আমি করেছি তার জন্য সে মেয়েই দায়ী। আর ভবিষ্যতে যা করব তার জন্যে দায়ী হবে ইনজিলা। আজ এর ফয়সালা করতেই এসেছি আমি। ইনজিলা! আমার সাথে শাদী মঞ্জুর করেছ কি করনি এর জওয়াব দিতে হবে তোমায়।'

ইনজিলার চোখে ছলছল অশ্রু। কল্পনায় সে শুনছিল অসহায়া নারীর হৃদয় বিদারক চিৎকার। জন মাইলের প্রশ্নে চমকে উঠল সে। 'আমার জওয়াব মনে আছে

নিশ্চই।' উঠে দাঁড়াল ইনজিলা।

গর্জে উঠে মাইকেল বলল, 'যদি সে মেয়ের মতই হয় তোমার জওয়াব তবে শোন, যে ফুলের সুষমা আমার জন্য নয় তাকে নিজের হাতে মথিত করার অভ্যাস আমার আছে।'

ইনজিলা জওয়াব দিল, 'সে মেয়ের সাথে কালিমা লিপ্ত করতে চেয়েছ তোমার মুখ। আর আমায় দিয়েছ বিয়ের পয়গাম। ফার্ডিনেন্ডের নাইট আর গীর্জার বাহাদুরের জন্য আমার জওয়াব, 'আমার দৃষ্টিতে লোশার এক ভিখারী তোমার চেয়ে বেশী ইজ্জত পাওয়ার উপযুক্ত। অসহায়া মেয়ের জন্য তুমি ছিলে এক ক্ষুধার্ত নেকড়ে আর আমার সামনে একটা পাগলা কুকুর। তুমি তখনও ছিলে ঘৃণার পাত্র, এখনও ঘৃণার উর্ধে নও।'

'ইনজিলা। ইনজিলা।' এক সাথে চেচিয়ে ওঠল মীরা এবং বিশপ।

কিন্তু সে তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই বলল, 'মানবতার কলংক তুমি। তুমি ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? কিন্তু যতোক্ষণ খোদার হাত রয়েছে আমার ওপর, কিছুই করতে পারবে না তুমি। যে জমিনে তোমরা গীর্জার জন্য শানদার ইমারত তৈরী করেছ, সে জমিন রংগীন করেছ নিস্পাপ মানুষের খুনে! সময় এলে এ ইমারত মিশে যাবে মাটির সাথে। ভবিষ্যত বংশধররা দেখবে ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু কালের বিবর্তন ইতিহাসের পাতা থেকে মুছতে পারবে না নিরপরাধ মানুষের খুন রাঙা লেখা।'

বিশপের দিকে তাকাল ইনজিলা, 'আর তোমরা পুজা কর মরিয়মের প্রতিমা। সিপাইদের হাতে মাসুম মেয়েদের ইজ্জত লুণ্ঠনকে মনে কর দ্বীনের বহুত বড় খেদমত। খোদার বেটাকে যে ক্রুশে লটকানো হয়েছে তার পূজা তোমরা কর। আমি জিজ্ঞেস করছি, স্পেনের প্রতিটি শহরে প্রতিদিন কত নিরপরাধ মানুষকে লটকে দাও ফাঁসীতে?'

উঠতে উঠতে বিশপ বলল, 'মেয়েটা গোমরা হয়ে গেছে। তার বৈমাত্রেয় বোন তাকে যাদু করেছে। সে কি বলছে নিজেই জানে না। মাইকেল চল যাই আমরা।'

'না। ফয়সালা করে আমি যাবো।'

শেষ পেয়ালা পান করার পর তার মাতলামী বেড়ে গেল চরম ভাবে। ওঠে ইনজিলার দিকে এগোল সে। পা দুটো তার কাঁপছিল। টেবিলের ওপর থেকে ভারী ফুলদান হাতে নিয়ে একদিকে সরে গেল ইনজিলা। মীরা ডাকলো হাবশী গোলামকে। ছুটে ভেতরে প্রবেশ করল সে। ততক্ষণে মাইকেল পৌঁছে গেছে ইনজিলার কাছে। ফুলদান তার মাথায় ছুঁড়ে মারল ইনজিলা। পড়ে যাবার জন্য একটা বাহানা দরকার ছিল মাইকেলের। ফুলদানীর সামান্য আঘাতে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল জন মাইকেল।

সে পড়ে যেতেই বিশপ এগিয়ে হাবশী গোলামকে বলল, 'একে তুলে তাড়াতাড়ি তার কামরায় রেখে আসো। তার নওকর জিজ্ঞেস করলে বলবে মদ খেয়ে সে মাতাল হয়ে গেছে।'

দীর্ঘদেহী হাবশী তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ইনজিলার দিকে তাকিয়ে বিশপ বলল, 'ইনজিলা, জন মাইকেলকে আমি দাওয়াত দিয়েছি। তোমার মায়ের কোন অপরাধ নেই। তোমার সৎ বোন তোমাকে যাদু করেছে এমন বলা বিলকুল ভুল। তুমি মাইকেলকে যা বলেছ এ কথাগুলো সে তোমাকে শিখিয়ে থাকলে তার কাছে তোমার অনেক কিছু শেখার আছে। ভেবেছিলাম মাইকেল সংশোধিত হবে। কালই ইস্তফা দিচ্ছি আমি। দীর্ঘদিন থেকে ভাবছিলাম এক বিশপ হিসাবে গীর্জার কোন খেদমতই করতে পারছি না আমি। আমার বিবেকে মৃদু আঘাতের প্রয়োজন ছিল। তোমার শোকরগুজারী করছি আমি। ঝিমিয়ে পড়া এক ইনসানকে জাগিয়ে দিয়েছ তুমি। মীরা, স্বামীকে লিখবে তার আসতে দেরী হলে তোমাদের যেন অনতিবিলম্বে সে তার কাছে নিয়ে যায়।'

পাপের সাজা

পরদিন। মাইকেলের তরফ থেকে চাকরানী এক চিঠি নিয়ে এল মীরার কাছে। চিঠি পড়ে বিশ্বাস হচ্ছিলনা মীরার। চাকরানীকে বার বার প্রশ্ন করলো সে, 'এ লেখা কি আসলে তার?'

মরিয়মের কসম খেলো চাকরানী। বলল, 'খোদার কসম।'

অত্যন্ত বিনম্র চিত্তে ক্ষমা চেয়েছে মাইকেল। সে লিখেছে, 'গতকালের কাজের অনুতাপ আর আফসোস প্রকাশের ভাষা নেই আমার। আমি দারুণভাবে লজ্জিত। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, নেশা করে আর কখনো আপনার ঘরে পা রাখবো না। ঐ পর্যন্ত ইনজিলার সাথে কথা বলার দুঃসাহস করবো না, যতোক্ষণ না সে নিজেই বলতে বাধ্য হবে আমার চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। জানি, রাতের ঘটনার পর আমার জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে আপনার ঘরের দরজা। কিন্তু আপনি আশ্বস্ত থাকুন, না ডাকা পর্যন্ত আপনার ঘরের দরজায় আমি কখনো আর করাঘাত করবো না।'

মাইকেলের চাকরানী আসার আগে মীরা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল স্বামীর কাছে। কিন্তু মাইকেলের চিঠি পড়ে সে চিঠি আর দূতের হাতে দিল না। জন মাইকেলের চিঠির কি জওয়াব দেবে ভাবছিল মীরা, চাকরানী এসে বলল, 'মোলাকাতের কামরায় বিশপ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

মাইকেলের চাকরানীকে মীরা বললো, 'তুমি যাও। তাকে বলো, জওয়াব আমি

পাঠিয়ে দেবো।'

নিচে নেমে মোলাকাতের কামরায় হাজির হলো মীরা। কুশল বিনিময়ের পর বিশপ বললো, 'কিছুক্ষণ পূর্বে মাইকেলের একটা চিঠি পেয়েছি আমি। সে লিখেছে, রাতে হুশ ছিল না তার। এ জন্যে সে খুব লজ্জিত। তার হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে সে আমাকে অনুরোধ করেছে।'

'আমাকেও লিখেছে সে! পড়ে দেখুন।' বিশপের দিকে এগিয়ে দিল মীরা চিঠিটা।

হালকা নজর বুলিয়ে বিশপ বললো, 'এমনটিই লিখেছে আমাকেও। আমি জানতে এসেছি, রাতের ঘটনা স্বামীকে জানিয়ে দাওনি তো?'

'চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু পাঠাইনি।'

'ইনজিলা এ চিঠি পড়েছে?'

'না।'

'তাকে ডাকো। তার সাথে কিছু কথা বলতে চাই আমি।'

'হুকুম তামীল করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ মুহূর্তে জন মাইকেলের কোন কথা হয়তো সে শুনতে চাইবে না।'

'মাইকেলের দূত হয়ে আসিনি আমি।'

'আমি তাকে ডাকছি।'

বিশপ বললো, 'এ চিঠি নিয়ে যাও। আমার কাছে আসার পূর্বে ইনজিলা এ চিঠি পড়ে নিলে ভালো হবে।'

ইনজিলাকে ডাকতে ওপরে চলে গেলো মীরা। রাতে বিদায়ের সময় বিশপ যে সব কথা বলেছিল, তাতে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল ইনজিলা। কিন্তু মীরা যখন মাইকেলের চিঠি তার হাতে দিয়ে বলল, 'বিশপ তোমার সাথে দেখা করতে চাইছেন।' সে বললো, 'বিশপ সেই মদ্যপের দূত হয়ে এলে কখনো তার সাথে আমি দেখা করবো না। কাল তিনি বলেছেন, বিশপের পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। কিন্তু এখন এক ঘৃণ্য ব্যক্তির নিকৃষ্টতম খেদমত করতে লজ্জা হচ্ছে না!'

'ইনজিলা, মাইকেলের চাকরানী এ চিঠি আমাকে দিয়েছে। বিশ্বাস না হয় তোমার চাকরানীকে জিজ্ঞেস করে দেখো। এ চিঠির সাথে বিশপের কোন সম্পর্ক নেই।'

'আপনি জওয়াব দিয়েছেন?'

'এখনো দেইনি। বিশপকে দেখিয়েছি। তার কাছেও নাকি সে এমন একটা চিঠি লিখেছে।'

'তাই আমাদের মাঝে সন্ধির করাতে তিনি এসেছেন।'

'সাক্ষাৎ করা ছাড়া তার নিয়তে সন্দেহ করা উচিত নয়।'

'চলুন।' উঠতে উঠতে বললো ইনজিলা।

ওরা ড্রয়িং রুমে এলে বিশপ বলল, 'বেটি! কাল তোমাকে বলেছিলাম, বিশপের

পদে ইস্তফা দেবো। কিন্তু আজ মাইকেলের একটা চিঠি পেলাম। সে দারুণ অনুতপ্ত। কিন্তু এ পরিবর্তন যদি আবেগতাড়িত অথবা ক্ষণস্থায়ী না হয় তবে ইস্তফায় তাড়াহুড়া করতে চাই না। তাছাড়া ভেবে দেখেছি, তোমার পিতার অনুপস্থিতিতে আমার পাশে থাকা উচিত। তোমার মাও তার একটা চিঠি আমায় দেখিয়েছেন।'

'আমি দেখেছি চিঠি।'

'চিঠির ব্যাপারে তোমার কি অভিমত?'

'আমি শুধু এতটুকু বুঝি, কাজ হাসিল করতে হায়েনার হিংস্রতার পরিবর্তে শিয়ালের ধূর্তামি সে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কাজের পদ্ধতিই পাল্টেছে, প্রকৃতি পাল্টায়নি। পাঞ্জায় শিকার করতে পারেনি যাকে তার জন্যে বুনছে জাল। ফুসে উঠা আজদাহার চাইতে যে পরের জন্য নীরবে জাল বোনে তাকে আমি বেশী ঘৃণার যোগ্য মনে করি।'

'হয়তো তোমার ধারণাই ঠিক। খোদা ছাড়া কারো দীলের খবর কেউ জানে না। এ পরিস্থিতিতে তোমাদের সাথে থাকবে আমার হামর্দদী। তোমাকে আর তোমার মাকে পরামর্শ দেব, চিঠির এমন জওয়াব দেবে না, যাতে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তার সাথে দহরম মহরমেরও দরকার নেই, আবার এমন কথাও বলবনা যে, শক্ত ভাষায় চিঠির জওয়াব দাও। কোন কোন আঘাত মানুষকে সোজা করে দেয়। হয়তো গত রাতের ঘটনা তার জিন্দেগী বদলে দেবে।

তার এ কাজ যদি আবেগপ্রসুত বা ক্ষণস্থায়ীও হয় তবুও আমি চাই, যতোদিন সে এ শহরের গভর্ণর এবং তোমাদের পড়শী থাকবে, এক শান্ত প্রতিবেশীর মতোই থাকবে তোমরাও। গ্রানাডা হামলা করবে আমাদের ফৌজ। সেভিলে আবু দাউদ এমন এক কাজে নিয়োজিত, গ্রানাডা বিজয়ের পূর্বে হয়ত ফিরতে পারবে না। তার ফিরে আসা পর্যন্ত একটু সাবধানে কাজ করলে হয়তো সে তোমাদের উত্যক্ত করবে না।'

' সে আর উত্যক্ত করবে না, এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যতোদিন এ ওয়াদায় সে অটল থাকবে, আমরা বাড়াবাড়ি করবো না। আপনি যদি মনে করেন, আমার মায়ের কোন জওয়াব তার এ পশু চরিত্র পাল্টাতে পারে, লিখিয়ে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু আমার ব্যাপারে? খোদা সাক্ষী, মাইকেল যদি এক হাজার বছরও ইবাদত করে, আর স্বচক্ষে দেখি আসমান থেকে ফেরেশতা এসে তাকে সালাম করছে, তবুও তাকে আমি ঘৃণার যোগ্যই মনে করবো।'

এ ঘটনার একমাস পর ফার্ডিনেন্ড গ্রানাডা হামলা করলেন। সম্রাট এবং রানী সমগ্র শক্তি নিয়ে ময়দানে এসে শপথ করলেন, 'গ্রানাডা জয় না করে ফিরে যাবো না।'

সেভিল ছেড়ে গ্রানাডা সীমান্তের কয়েক মাইল দূরের এক শহরকে কেন্দ্র করলো আবু দাউদ। চার মাসে কয়েকশো গোয়েন্দা ট্রেনিং দিয়ে গ্রানাডা পাঠিয়েছিল সে। স্ত্রীকে লিখলো, 'গ্রানাডা জয় হবে আমাদের ধারণার পূর্বেই। মহামান্য সম্রাট আমাকে

গ্রানাডায় গভর্ণর বানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

প্রায় একমাস পর্যন্ত লোশায় জন মাইকেল্ কোন রকম উত্যক্ত করেনি মীরাকে। শেষ সাক্ষাতের পর তার কাজে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছিলো।

'কোন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের!' অথবা 'কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি?' তার চাকরানী মাঝে মাঝে এসে এসব কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যেতো। জওয়াবে শুধু শুকরিয়া আদায় করতো মীরা।

তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতো জন মাইকেল। না ডাকলে সে আসবে না এ প্রতিশ্রুতিতে সে অটল, কয়েক হপ্তা পর এ মীরারও বিশ্বাস জন্মেছিলো। তার এ পরিবর্তনের কারণ ইনজিলা, এ কথা ভেবে গর্ব অনুভব করতো মীরা। কিন্তু যখন সে ভাবতো, কোন অবস্থাতেই তাকে শাদী করার জন্য ইনজিলা রাজী হবে না, তখন তার পেরেশানী বেড়ে যেতো।

মাইকেল এখন ব্যবসায়ী দোস্তের বাড়িতেই সারারাত কাটায়। আগের চেয়ে বেশী পাশব ছিলো শহরের দুর্বল মেয়েদের প্রতি তার ব্যবহার। এ সম্পর্কে মীরা ছিল বেখবর, কিন্তু শহরে মুসলমাদের দূরবস্থার কথা রাবিয়া, রাবিয়া থেকে ইনজিলা পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। জন মাইকেলের প্রতি বেড়ে যেতে লাগলো ইনজিলার ঘৃণা বোধ।

একদিন বিশপ মীরাকে বললো, 'দু'একদিনের মধ্যেই যুদ্ধে যাচ্ছে মাইকেল।'

পরের দিন। মাইকেলের বিদায়ী অনুষ্ঠানের দাওয়াত পেল মীরা শহর কোতওয়ালের বিবির পক্ষ থেকে। রাবিয়া ও ইনজিলাকে দাওয়াতে নিয়ে যেতে চাইল মীরা। কিন্তু দুজনেই অস্বীকার করল দাওয়াত। ইনজিলাকে মীরা বুঝালো, 'বেটি! লড়াইয়ে যাচ্ছে সে। তার বিরুদ্ধে তোমার দীলে কোন দুশমনী থাকা উচিত নয়। শহরের সকল সম্মানিত ব্যক্তিরা আসবেন সেখানে। তুমি না গেলে লোকেরা ভাববে, তোমাদের মাঝে অশালীন কিছু ঘটেছে।'

কিন্তু নিজের জেদে অটল রইল ইনজিলা। বাধ্য হয়ে তাকে একাই যেতে হলো। সাঁঝের আবছা আলোয় টাংগায় সওয়ার হয়ে মহল থেকে বেরুতেই সে দেখল দরজায় মাইকেল কয়েকজন সিপাইয়ের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সাথে কথা বলছিলো সে। নওকরকে টাংগা থামানোর হুকুম দিলো মীরা। টাংগার বাইরে ঝুঁকে হাতের ইশারায় মাইকেলকে ডাকলো সে।

তার নিকটে এসে মাইকেল বললো, 'কোতওয়ালের ওখানে যাচ্ছেন আপনি?'

'হ্যা। কিন্তু আমার অনুযোগ থাকবে, আপনি যাচ্ছেন আমায় বলেন নি।'

'আপনাকে না বলে লোশা ত্যাগ করা সম্ভব নয়. কিন্তু ওয়াদা করেছিলাম ইনজিলা না ডাকলে আপনাদের আমি পেরেশান করবো না। ওয়াদার ওপর একজন নাইটকে অটল থাকতে হয়।'

'ইনজিলা অনেকটা বদলে গেছে। লড়াই থেকে ফিরে এলে আপনাকে ডাকতে সম্ভবত তার আপত্তি থাকবে না। কখন পৌছবেন আপনি?'

'কয়েকজন দোস্তের অপেক্ষা করছি আমি। আপনি যান, আমি আসছি। কিন্তু আপনি একা?'

'হ্যাঁ। আফসোস! ইনজিলার শরীরটা ভালো নেই। নইলে আমার সাথে আসার জন্যে তৈরীই ছিল।'

'প্রায়ই তার শরীর খারাপ থাকে। তাকে ডাক্তার দেখানো জরুরী। আচ্ছা, আপনি চলুন।'

কিছুটা এগিয়ে গেল মীরার টাংগা। সাথীদের দিকে ফিরে মাইকেল বললো, 'তার প্রয়োজন একজন ডাক্তারের। আর বহু রোগীর চিকিৎসা আমিই করেছি।'

দোতালার এক কামরায় খাচ্ছিল রাবিয়া ও ইনজিলা। হঠাৎ শোরগোল শোনা গেল নিচে। চমকে ওঠল রাবিয়া। বলল, 'কেউ হয়তো আহমদের সাথে লড়ছে।'

'নিশ্চয়ই জেসমিন। আজ তার চুল ছিঁড়বো। আহমদের ওপর আমার দারুণ রাগ হয়। হাতীর মতো মোটা অথচ সব চাকরের হাতেই মার খায়।'

চাকরানীকে ইনজিলা বললো, 'যাও, জেসমিনকে ডাকো। আজ তাকে দেখে নেব আমি।'

আচানক সিঁড়ি থেকে ভেসে এলো কারো পায়ের আওয়াজ।

'দাঁড়াও, সে নিজেই আসছে হয়তো।'

রাবিয়া, ইনজিলা এবং চাকরানী তাকিয়েছিল দরজার দিকে। চাকর নয়, তাদের সামনে জন মাইকেল দাঁড়িয়ে। ইনজিলা উঠে দাঁড়িয়ে গেল।

'তুমি!' ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো সে।

'হ্যাঁ, আমি। কিন্তু তোমার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন? তোমার পরিচর্যার জন্য, থুরি, চিকিৎসার জন্যে আমি এসেছি। তুমি আজকাল প্রায়ই অসুস্থ থাক।'

এক পা এগিয়ে এল মাইকেল। ইনজিলা পিছিয়ে গেল চার পা। এই সুযোগে রাবিয়া ছুটে পৌছলো পিছনের কামরার দরজায়। চাকরানী ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কাঁপছিলো ভীষণ। মাইকেল বললো, 'ইনজিলা! পালালে অথবা শোরগোল করলে কোন লাভ হবে না। তোমাকে সাহায্য করতে এ মুহূর্তে কেউ আসবে না। তোমার নওকররা আমার সিপাইদের কাছে বন্দী। আমার বিদায়ী অনুষ্ঠানে শরীক হতে চলে গেছে তোমার মা। আমি না গেলে সে আসবে না।'

আরো কয়েক পা এগিয়ে এল জন মাইকেল। ইনজিলা ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো এক কোণে। সে চিৎকার করে বললো, 'তুমি জানোয়ার! কমিনা। তুমি মদে মাতাল।'

জওয়াব না দিয়ে চাকরানীকে মাইকেল বললো, 'কি দেখছো দাঁড়িয়ে। ভাগো এখান থেকে।'

ঊর্ধশ্বাসে ছুটে পালালো চাকরানী। মাইকেল এগিয়ে গিয়ে ঘেরাও করে ইনজিলাকে নিয়ে এলো কামরার অপর কোণে। রাবিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি কি তার বোন? মিথ্যে বলে না লোকেরা। পেনের রূপের সমস্ত সম্পদ খোদা তোমাদেরকেই দিয়েছেন। কিন্তু এখন শুধু ইনজিলার জন্যে এসেছি আমি। তুমি যেতে পারো।'

রাবিয়া একচুলও নড়ল না নিজের স্থান থেকে। মাইকেল চিৎকার দিয়ে বলল, 'যাও।' অবজ্ঞা ভরে তার দিকে তাকিয়ে রাবিয়া বলল, 'তুমিতো আচ্ছা বাহাদুর। নারীদের মোকাবেলায় আসলেও তুমি বাহাদুর। একজন যুবতীকে হামলা করতে সাথে এনেছ মাত্র গুটিকয় সিপাই। যদিও এ অভিযানের জন্যে পুরো একটা বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। খঞ্জর বের করছ না কেন? ইনজিলা, তাকে বলো, তোমার হাত শূন্য। ফার্ডিনেন্ডের নাইটের আঘাত হানার এইতো সময়!'

গোস্বায় কেঁপে ওঠে মাইকেল বলল, 'বদজবান মেয়ে! খামোশ!' আমাকে তুমি জান না।'

'তোমাকে আমি ভালই চিনি। তুমি এক বাহাদুর নাইট। এ শহরের গভর্ণর। মাসুম মেয়েদের সতীত্বের খুনে রংগীন করেছ গীর্জার ঝাণ্ডা। এ জন্যে তোমাকে নিয়ে গীর্জার কত গর্ব। তোমার মত বাহাদুরের বদৌলতে নিরপরাধ নারীদের খুনে ভাসছে গীর্জার তরী। এ জন্য সে গর্ববোধ করছে। জানি, তুমি পুরুষের মোকাবেলায় ভেড়া, আর নারীদের কাছে সিংহ।'

আহত পশুর মতো এগিয়ে গিয়ে রাবিয়ার দুই বাহু ধরে ফেললো মাইকেল। ঝাকুনি দিয়ে ঠেলে দিল পিছনের কামরায়। ততক্ষণে ইনজিলা সিঁড়ির দিককার খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তার দিকে ফিরল মাইকেল। রাবিয়া তাড়াতাড়ি উঠে দরজা বন্ধ করে খিল এটে দিল।

ইনজিলার পিছনে ছুটল মাইকেল। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিল ইনজিলা। আর চিৎকার করছিল সাহায্যের জন্য। অর্ধেক সিঁড়ি পেরিয়ে সে অনুভব করল, তার ডাকে সাড়া দেবার জন্য মহলে কেউ নেই। রাবিবার কথা মনে পড়তেই থেমে গেল তার পা।

আচানক নিচ থেকে অট্টহাসির শব্দ ভেসে এল তার কানে। সিঁড়িতে জ্বলছিলো মোমের আলো। হাতের ধাককায় প্রদীপ নিভিয়ে দিল সে। হাসতে হাসতে উপরে উঠে আসছে মাইকেলের লোকেরা। তার খেয়াল হলো, দোতালার গ্যালারীতে পৌঁছে চিৎকার করলে ফটকের পাহারদাররা শুনবে হয়তো। দ্বিধা কুণ্ঠিত পদে ওপরে এলো সে। বারান্দার শেষ মাথায় শোনা গেল এক ভয়ংকর অট্টহাসি। মাইকেলের কঠিন হাতের লৌহ বেষ্টনী ধরে ফেললো তার বাহু। চিৎকার দিচ্ছিল সে, 'জালেম! দাগাবাজ! কমিনা! আমায় ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমায়!'

ওপরে উঠে আসা সিপাইদের আওয়াজ করলো মাইকেল, 'এখন তোমরা কেল্লার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকো। অনুমতি না পেলে এদিকে আসবে না।'

সিপাইরা ফিরে গেলো। চিৎকার দিয়ে তড়পাচ্ছিল ইনজিলা। খানিক পূর্বে যে ঘরে খাচ্ছিল ওরা, তার লৌহ কঠিন হাতের বেষ্টনী ইনজিলাকে নিয়ে এলো সেই ঘরে। এক হাতে দরজা বন্ধ করে সে বললো, 'চিৎকার করলে আমার কিছুই হবে না। তুমিই অপমানিতা হবে। তোমার পিতাকে আমি ভয় পাই না। সে তার বিবেক আমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তার দাম আমরা আদায় করেছি। আমার বিরুদ্ধে মহামান্য সম্রাটও তার কোন ফরিয়াদ শুনবেন না।'

ইনজিলা দুহাতে তার মুখ আঁচড়ে বলল, 'আমায় ছেড়ে দাও। জানোয়ার! জালেম! কমিনা! ছেড়ে দাও আমায়।'

তার মজবুত হাতের চাপে ইনজিলা তড়পাচ্ছিল। আচানক মাইকেল ককিয়ে উঠল। তার এক আংগুল চলে এসেছে ইনজিলার দাঁতের আওতায়। দ্বিতীয় হাতে ইনজিলার গলা টিপে আঙ্গুল ছাড়িয়ে নিলো সে। মাইকেল পাগল হয়ে গেল এরপর। এক হাতে ইনজিলাকে জড়িয়ে রেখে আরেক হাতে খুলে ফেলল তার পোশাক।

হঠাৎ খুলে গেল পেছনের কামরার দরজা। বর্শা হাতে সন্তর্পণে এগিয়ে এল রাবিয়া। তার দিকে ছিল মাইকেলের পিঠ। কিন্তু ইনজিলা দেখছিল তাকে। মাইকেলের নিকটে এসে সমস্ত শক্তি দিয়ে বর্শা মারল রাবিয়া। গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল সে। বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা ভেদ করেছে তার বক্ষ। তড়পাচ্ছিল সে।

রাবিয়াকে জড়িয়ে ধরল ইনজিলা। ফুপিয়ে ফুপিয়ে বলল, 'রাবিয়া! রাবিয়া! ভেবেছিলাম, আমাকে ছেড়ে তুমি পালিয়ে গেছ।'

'বর্শা খুঁজতে আমার দেরী হয়েছে। বাইরে কোণার দিককার সিঁড়ি পেরিয়ে আহমদের ঘরে যেতে হয়েছে আমায়।'

'কিন্তু তুমি তাকে খুন করেছ। কি উপায় হবে এখন! না, না, রাবিয়া! তুমি তাকে খুন করোনি। আমি করেছি। সিপাইরা এখনি এখানে এসে পড়বে। নিজের কামরায় চলে যাও তুমি। রাবিয়া, খোদার দিকে চেয়ে জলদি করো। আমি আদালতের সামনেও বলতে পারবো, কেন আমি তাকে হত্যা করেছি।'

প্রশান্ত চিত্তে রাবিয়া জওয়াব দিল, 'না ইনজিলা, এ নেক কাজ থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করো না।'

'না রাবিয়া এমনটি করতে তোমায় আমি দেবনা। না! না! কক্ষনো না।' ফুলে ফুলে কাঁদছিল সে।

'ইনজিলা, তোমার লেবাস? সারা শরীরই প্রায় দিগম্বর। চলো লেবাস পাল্টে নাও।'

'প্রতিশ্রুতি দাও এ ব্যাপারে তুমি চুপ থাকবে।'

জওয়াব না দিয়ে ইনজিলার হাত ধরে তার কামরায় নিয়ে গেল রাবিয়া। বারান্দায় কেউ ছিল না। মাইকেলের লোকেরা শোরগোল করছিল নিচে। শোবার ঘরের পেছনে

ছিলো ইনজিলার প্রসাধন রুম। কামরার দরজা খুলল ইনজিলা। ভেতরে অন্ধকার। অপর কামরা থেকে বাতি এনে ভেতরে রাখলো রাবিয়া। 'ইনজিলা! ভেতরে ঢুকে জলদি পোশাক পাল্টে নাও। আমি দাঁড়ালাম এখানে।'

লেবাস পাল্টাচ্ছে ইনজিলা। আচানক দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে দিল রাবিয়া ভেতর থেকে। চিৎকার করে ইনজিলা বলল, 'রাবিয়া! রাবিয়া! খোদার দিকে চেয়ে দরজা খুলে দাও।'

'খোদা হাফেজ।'

'না, জিন্দেগী আর মওতে তোমার সাথে ছিলাম। আমার সাথে প্রতারণা করো না। রাবিয়া, আমার রাবিয়া! বোন আমার।' কেঁদে ফেলল ইনজিলা।

অশ্রু মুছে রাবিয়া বলল, 'তোমার দীলে কিভাবে এ খেয়াল হলো, আমার জন্য আত্মহত্যার অনুমতি দেব তোমাকে? মনে পড়ে, আলহামরায় তুমি তার জীবন রক্ষা করছিলে? তখন তার প্রতি কারো এহসান সইতে পারিনি। তোমার সাহসিকতায় সন্দেহ ছিল আমার। ইনজিলা! এ ছিল এমন এক উপকার, যার বদলা হয়তো এ জিন্দেগীতে পরিশোধ করতে পারতাম না। আমার দীল কমজোর, হামেশাই এ খেয়াল তুমি করেছ। এখনো সম্ভবত আমার কমজোরীতে তোমার রাগ হচ্ছে। কিন্তু আমার কর্তব্যে আমি সচেতন।'

'দরজা খোল রাবিয়া। ওয়াদা করছি আমি চুপ থাকব।'

'না, ইনজিলা! আমি জানি, হায়েনার মতো ওরা যখন আমাকে ছিন্নভিন্ন করবে, তুমি নীরবে দেখবে না শুধু।'

'শোন রাবিয়া! এখান থেকে আমাদের পালিয়ে যাওয়া কি সম্ভব নয়?'

'এমন কোন চেষ্টা যে সফল হবে না তা তুমিও জানো। তবুও কোন প্রকারে কেল্লা থেকে বেরুতে পারলেও শহরে তো কোন আশ্রয় নেই আমাদের। সর্বত্রই ফৌজ পাহারায় লেগে যাবে।

মহল থেকে বেরুতে পারলেও শিকারী কুকুরের মতো শহরময় ধাওয়া করবে ওরা। ইনজিলা! কোন অপরাধ তো করিনি। মওত থেকে পালাব কেন? আমার ফরজ আমি আদায় করেছি, লোশার আদালতে কেন একথা বলতে পারবো না। ওদের কাছে অনুকম্পা যাঞ্চা করবো না। আমার পিতা কওমের গাদ্দার। গাদ্দারীর প্রতিদান তো পেতে হবে তাকে। আমার কোরবানীর পর হয়তো তওবার দুয়ার তার জন্য খুলে যাবে।'

শোরগোল শোনা গেল মহলের দরজায়। বারান্দার দিকে ছুটল সে। ঝুঁকে এক নজর নিচে দেখে ফিরে এসে বলল, 'দরজায় লোকেরা জমায়েত হচ্ছে। কোতওয়ালের ঘর থেকে সম্ভবত কেউ তার খোঁজে এসেছিল। মাইকেলের লোকেরা তাকে সংবাদ দিতে উঠে আসছে। ইনজিলা! আমি যাচ্ছি। খোদা হাফেজ।'

'না, না, রাবিয়া আমার কথা শোন। মওতের দুয়ার পর্যন্ত তোমার সাথে আমি থাকবো। রাবিয়া! দাঁড়াও! রাবিয়া! রাবিয়া!'

ততক্ষণে রাবিয়া চলে গেছে।

যে কামরায় ছিলো মাইকেলের লাশ, ইনজিলাকে খোদা হাফেজ বলে সেখানে পৌঁছলো রাবিয়া। গালিচায় জমে গেছে তার রক্ত। বিভৎস হয়ে উঠেছে চেহারা। পাশের কামরা থেকে চাদর এনে রাবিয়া ঢেকে দিল তার মুখ। নিজে বসে পড়লো চেয়ারে। একটু পরই সিঁড়িতে শোনা গেল কারো পদধ্বনি। দরজার নিকটে এসে কেউ বলল, 'নেতা! অনেক দেরী হয়ে গেল। কোতওয়ালের লোকেরা আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে।'

দীলের ধুকপুকানী সংযত করে উঠে দাঁড়ালো রাবিয়া। দরজা খুলে বাইরে ঝুঁকে বলল, 'এদিকে এসো। এক শরাবীর লাশ পড়ে আছে আমার কামরায়। দেখতো চিনতে পারো কিনা!'

ভড়কে গিয়ে অন্দরে প্রবেশ করলো সিপাইটি। রাবিয়ার দিকে নজর বুলিয়ে নুয়ে উল্টে ফেলল লাশের চাদর 'জন মাইকেল' ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলো সে।

'তুমি চেনো একে?'

'ইনি শহরের গভর্ণর। ফার্ডিনেন্ডের মশহুর নাইট। রাণীর আত্মীয়। কে একে কোতল করেছে?'

'এ ব্যাপারে আমাকে কোন সওয়াল করার অধিকার তোমার নেই। কোতওয়ালকে খবর দাওগে।'

'কিন্তু এর বদলে ফাঁসী দেয়া হবে আমাদের সবাইকে। যাবার পূর্বে এর হন্তারককে গ্রেফতার করা জরুরী।'

'আমি কোতল করেছি।'

স্তম্ভিত হয়ে সিপাইটি তাকিয়ে রইল রাবিয়ার দিকে। চিৎকার দিয়ে রাবিয়া বললো, 'যাচ্ছ না কেন? কি দেখছো আমায়। তুমি কি জান না এ শহরের আসল গভর্ণর আমার পিতা! তিনি শহরের গভর্ণরই নন, ফার্ডিনেন্ডের দোস্ত। এমন ব্যক্তির হেফাজতের জিম্মা কেন নিয়েছ, মদ খেয়ে যে শরীফ লোকের ঘরে ঢুকে পড়ে? আমি জিজ্ঞেস করি, এ কামরায় যখন এক অসহায় মেয়ে চিৎকার করছিল, তখন কোথায় ছিলে তোমরা? তোমরা নিচে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিলে। আমি হুকুম দিচ্ছি, যাও। নইলে তোমারও কল্যাণ হবে না। মনে রেখো! কোতয়াল না আসা পর্যন্ত ওপরে আসার অনুমতি নেই তোমাদের।'

কি করা উচিত? পেরেশান সিপাই এর কোন ফয়সালা করতে পারল না। ঘুরে রাবিয়ার দিকে খানিক তাকিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

সিপাই চলে যাওয়ার পর কামরা থেকে বেরিয়ে এলো রাবিয়া। বারান্দায় দাঁড়িয়ে

ঝুঁকে দেখলো নিচে। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ আসছিল ইনজিলার কক্ষ থেকে। ভেসে এল ইনজিলার আওয়াজ, 'রাবিয়া! রাবিয়া!'

বারান্দার প্রান্তের সকীর্ণ অন্ধকার সিঁড়ি ভেংগে ছাদে উঠে এল রাবিয়া। কি সুন্দর জোসনা ছাদে। চাদের সে মনলোভা আলোয় তাকাল সে চারদিকে। আকাশের দিকে চলে গেল দৃষ্টি। চাঁদের পেশানী থেকে বইছে আলোর ঝর্ণাধারা। মিষ্টি মেদুর হাসছে সিতারার দল। এ জগৎ তেমনি আছে। জিন্দেগীতে আশা জাগানোর জন্যে এতে রয়েছে হাজারো সম্পদ। এসব আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু তো মজুদ। জীবনের এ দুর্ঘটনা তার দীল থেকে বদরকে পাওয়ার উদগ্র কামনা ছিনিয়ে নিতে পারেনি। প্রশান্ত দীলে নিজের ভবিষ্যত ভাবছে সে।

কয়েদখানার অন্ধকারের ভয় তার ছিল না। ফাঁসীতে ঝুলতে অথবা জ্বলন্ত চিতায় জ্বলতেও ভয় নেই তার। মওতের চেহারা তার সামনে বিভীষিকাময় নয়। কিন্তু দীলে বদরের মতো নওজোয়ানের তামান্না নিয়ে মওতের দিকে পা বাড়ানো, তার জন্য ছিলো চরম ধৈর্যের পরীক্ষা। হায়! মৃত্যুর পূর্বে যদি তাকে একবার দেখতে পেতাম! যদি তাকে বলতে পারতাম, এক নতুন জিন্দেগীতে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো আমি। হায়! সে যদি তার জন্য বেঁচে থাকতে পারতো। মওতের পর তাকে যদি আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিতো এ চাঁদ সিতারার দল। তাকে বলতো, বিচ্ছেদের পর এমন কোন সন্ধ্যা ছিলো না, তার স্মরণ থেকে যখন আমি গাফেল ছিলাম।

আপন মনে ভাবছে রাবিয়া। কিন্তু .... একি ভাবছি আমি! বদর আমার একার নয়। সে কওমের সিপাহী। আমার মতো হাজারো নারীর অশ্রু আর সতীত্বের হেফাজতের জন্য সে লড়ছে। কতো মুর্খ আমি। ভাবছি, বদরও চাঁদ সিতারা দেখছে কোন পাহাড়ে দাঁড়িয়ে। আর তার দীলে উথলে উঠেছে আমার জন্য ভালবাসা। আমি ভাবছি, আমার এ আকুতি শুনছে সে। কিন্তু এ যে তার অবমাননা। তার কল্পনা শুধু আমাকে ঘিরেই নয়। সে শুনছে হাজারো অসহায়া নারীর করুণ কান্না। তাদের অশ্রু দেখেছে সে। তাদের সে অশ্রু আর আহাজারীর তুফানে আমার আওয়াজ চেনা তার জন্য মুশকিল।

কোন পাহাড়ে দাঁড়িয়ে চাঁদের কাছে আমার কথা না বলে, সে বলছে, হে চাঁদ! তুমি কি দেখেছ আমার কওমের উত্থান, পতনও দেখে নাও আজ। আর দেখে নাও আবু আবদুল্লাহর জিল্লতী এবং বেইজ্জতি। স্পেনের সাগর তীরে যে সব মুজাহিদ নিজেদের তরীগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তাদের দেখেছ তুমি। আজ জাতির সে-ই সব বেঈমানদের দেখে নাও, যারা কওমের ইজ্জত আজাদী বিক্রি করেছে দুশমনের কাছে। আমাদের শাহ সওয়ারদের দেখেছ ময়দানের দিকে ধাবমান, আজ তাদের দেখ গ্রানাডার চার দেয়ালের দিকে হটে যাচ্ছে যারা। তুমি চেন এদের! এরা কি সে কওম? এক বোনের ইজ্জতের জন্য যারা নিশ্চিহ্ন করে দিতো বড়ো বড়ো সালতানাত।

একটু পরে নিচে নেমে আসার সময় দীলের বোঝা হালকা অনুভূত হলো তার। সে মনে মনে বলছিল, 'রাবিয়া! এ সামগ্রিক বিপদে কোন মূল্য নেই তোমার জিন্দেগীর। ইচ্ছে করলে নিজের মওতকে স্পেনের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখতে পারো। মওত অসহনীয় হলেও বাহাদুরীর সাথে তোমাকে তার মোকাবেলা করতে হবে। 'জুলুমের হাত ঘৃণার যোগ্য' একথা প্রমাণ করতে হবে তোমাকে।

তোমার আর বদরের জিন্দেগীর একটাই মাকসুদ। বাতিলের বিরুদ্ধে লড়ছে সে। আর সত্যের জন্য কোরবানী দিচ্ছ তুমি। কিয়ামতের দিন তার আস্তিন ধরে তুমি বলতে পারবে, দুনিয়ায় আমরা পরস্পর সংগী ছিলাম, এক ছিল আমাদের চিন্তা-চেতনা, এক ছিল আমাদের আশা ও স্বপ্ন।'

মাইকেলের লাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলো শহর কোতওয়াল, ফৌজি অফিসারবৃন্দ, বিশপ, এবং কজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। সংবাদবহনকারী সিপাইকে ধমকাচ্ছিল কোতোয়াল। 'তুমি বেকুফ! এ ঘর থেকে বেরুবার কয়েকটা পথ আছে। নিশ্চয়ই কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেছে সে। কেল্লার ফটক বন্ধ করার জন্যেও সঙ্গীদের তুমি বলোনি। আমি জিজ্ঞেস করি, তাকে কেন তুমি গ্রেফতার করো নি?'

ফৌজ এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারের দিকে ফিরলেন কোতোয়াল।

'এখানে কি দেখছো তোমরা? শহরের ফটক বন্ধ করে দাও। তল্লাশী করো প্রতিটি মুসলমানের ঘর। কয়েকজন থেকে যাও এ মহল তল্লাশীর জন্য।'

'মহল তল্লাশীর দরকার নেই।' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল রাবিয়া।

এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। প্রশান্ত চিত্তে এগিয়ে গেল সে। অভাবিত ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠল তার চেহারায়। কোতোয়াল বলল, 'তুমি জন মাইকেলকে খুন করেছ?'

'হ্যাঁ, অশালীন ইচ্ছা নিয়ে সে ঢুকেছিল আমাদের ঘরে, তাকে আমিই খুন করেছি।'

'তোমার সাথে কেউ শরীক ছিল?'

'না।'

হাপাঁতে হাপাঁতে কামরায় প্রবেশ করল মীরা। 'ইনজিলা কোথায় রাবিয়া? কি হয়েছে তার? খোদার দিকে চেয়ে বলো কোথায় গেছে সে?'

লাশ দেখে খুব ভয় পেয়েছে সে। চিৎকার করে এদিক ওদিক ছুটছিল।

'আমি তাকে শোবার ঘরের পিছনের কামরায় বন্দী করে রেখেছি। তাকে এখানে না আনলেই বরং তার জন্য ভাল হবে। আমার ভয় হয়, এখানে এসে আবার পাগলামী জুড়ে না দেয়।'

ছুটে ইনজিলার কামরার কাছে পৌছল মীরা। কামরার দরজার দিকে 'ইনজিলা ইনজিলা' বলে এগিয়ে গেল। ভেতর থেকে চিৎকার দিয়ে ইনজিলা বলল, 'রাবিয়া

কোথায়? খোদার দিকে চেয়ে দরজা খুলে দিন। তাকে আমি হত্যা করেছি। রাবিয়া নিরপরাধ।'

ছিটকিনি পর্যন্ত পৌছে থেমে গেল মীরার হাত। সে ছুটে গিয়ে বারান্দার দিকের দরজাও বন্ধ করে দিল।

দারুণ ফাঁপরে পড়লেন শহর কোতোয়াল। মাইকেলের খুন কোন মামুলী ঘটনা নয়। কিন্তু হন্তারক এমন এক ব্যক্তির বেটি, ফার্ডিনেন্ড যার প্রতি মেহেরবান। আদালতের ফয়সালার পূর্বে গভর্ণরের মেয়েকে গ্রেফতার করে আ'ম কয়েদীদের মতো রাখাও ছিল মুশকিল। কিন্তু ভয়ও ছিল তার, কাজে একটু গাফলতি হলে শহরের জনগণই নয় বরং স্পেনের সব নাইট তার দুশমন হয়ে যাবে।

সন্ধ্যায় গাড়ীতে উঠে সে তাকে এ সংবাদ পাঠিয়েছিল, 'একটা জরুরী কাজে আমার কিছুটা দেরী হতে পারে। মীরার সাথে কিছু কথা বলতে চাই। যে কোন ভাবেই হোক ধরে রাখবে তাকে।'

সে কাজটা কি ছিল, এখন কোতোয়ালের কাছে পরিষ্কার। কিন্তু শরাবী আর চরিত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও সে ছিল এক নাইট। আর আবু দাউদের মেয়ে হলেও রাবিয়া মুসলমান। অবশ্য আবু দাউদ স্বীয় খেদমতের বিনিময়ে মেয়ের বিরুদ্ধে আদালতের ফয়সালাও পরিবর্তন করাতে পারে, এ সম্ভাবনাও ছিল।

বিশপের পরামর্শ চাইলেন কোতোয়াল। তিনি বললেন, 'আমি মনে করি আদালতের রায় না আসা পর্যন্ত কেল্লার কোন আলাদা কামরায় তাকে নজরবন্দী করে রাখা যেতে পারে। নতুন গভর্ণর না আসা পর্যন্ত আ'ম কয়েদীর সাথে না রাখলেই ভাল হয়। এ সুযোগে এ মেয়ের ব্যাপারে মহামান্য সম্রাটের নির্দেশও পেয়ে যাবেন।'

এক হপ্তা কঠিন জ্বরে ভুগলো ইনজিলা। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতো। হুশ ফিরে পেলেই 'রাবিয়া, রাবিয়া' বলে উঠে বসতো। কখনো আবেগে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতো কিন্তু কয়েক কদম গেলেই পড়ে যেতো বেহুশ হয়ে। চাকরদের সহযোগিতায় জোর করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিতো মীরা। অসহায় ভাবে চিৎকার দিতো সে, 'আমায় ছেড়ে দাও, তার কাছে যেতে দাও আমায়। মাইকেলকে আমি হত্যা করেছি! আমার কারণে সে নিহত হয়েছে। আমার জান বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন কুরবানী দিচ্ছে রাবিয়া।'

ভয়ে দরজা বন্ধ করে ফেলতো মীরা। তাকে দেখার জন্য শহরের মহিলারা এলে বিভিন্ন বাহানায় ইনজিলার কামরা থেকে মীরা দূরে রাখতো তাদের। মীরার পেরেশানী ছিল, এ সময় আবু দাউদ আবার না এসে পড়ে। তার ভয় ছিলো, ইনজিলার জন্য রাবিয়াকে কোরবানী হতে সে দেবে না। ইনজিলার চাইতে রাবিয়াকে সে বেশী স্নেহ করে। এজন্য এ ঘটনার খবরও মীরা তাকে দেয়নি। রাবিয়ার ব্যাপারে আশংকা ছিল,

আদালতে আবার সে অস্বীকার করে ফেলে কী না। আপাততঃ সে ভয়ও কেটে গেছে। পাদ্রীদের সামনে সে স্বীকার করেছে নিজের অপরাধ।

রানী ইসাবেলা আদালতকে হুকুম পাঠাল, মাইকেলের হন্তারককে যেনো কঠিন শাস্তি দেয়া হয়। মাইকেল হত্যার ঘটনায় এতো বেশী ক্ষিপ্ত হলো খৃষ্টানরা যে, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শরীক হওয়ার পূর্বে বেশ কিছু মুসলমানকে হত্যা করলো ওরা। শহর কোতোয়াল সেভিলের হাকীমকে লিখলেন, 'এখুনি এ মেয়েটাকে সাজা না দিলে শহরে চরম অশান্তির সৃষ্টি হবে।'

যুদ্ধের ময়দানেই এ সংবাদ পেয়েছিলেন ফার্ডিনেন্ড। অন্য কেউ নিহত হলে তা চুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা তিনি করতেন। কিন্তু মাইকেল তার নাইট এবং রানীর আত্মীয়। হত্যাকারী কে আর তার পিতার খেদমতই বা কি, তা শোনার জন্য রানী প্রস্তুত ছিলেন না। মাইকেল এক নাইট, আর তার হন্তারক এক মুসলিম মেয়ে।

দু'মাস পূর্বে এ ঘটনা ঘটলেও ফার্ডিনেন্ড এবং রানী আবু দাউদের মনোকষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। এখন তার সীমাহীন চেষ্টায় স্পেনের প্রত্যেক শহরে জাতীয় বেঈমান সৃষ্টি হয়েছে। যে সব সরদার এবং ওলামাকে গ্রানাডাবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য আবু দাউদ ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়েছিল, তারা ফার্ডিনেন্ডের সাথে সম্পর্ক তৈরী করে নিয়েছে। বেশী এনামের লোভে আবু দাউদকে বাদ দিয়ে সম্রাট এবং রানীকেই তাদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করতো তারা। বাদশাহ এবং রানী জানতো, তাদের হাতে এখন এমন হাজারো ব্যক্তি তৈরী হয়েছে, যারা আবু দাউদের স্থান দখল করতে পারে। তিনি আরো জানতেন, গ্রানাডার শেষ প্রতিরোধের শক্তি ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজন সিপাইদের তরবারী। আর মাইকেলের হত্যাকারীকে শাস্তি না দিলে ফৌজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে বদ ধারণা। বড় বড় নাইটও প্রতিকূলে চলে যাবে।

রানী সম্রাটকে বললেন, 'এ লড়াইয়ে আমাদের শেষ মাকসুদ কি মুসলমানদের সামনে গীর্জার শান শওকত প্রদর্শন করা নয়! এক মুসলিম মেয়ে মাইকেলের মতো নাইটকে খুন করবে, অথচ আমরা প্রতিশোধ নেবো না, এটি কি গীর্জার অবমাননা নয়! গীর্জার সাথেই নিজের জীবন সম্পৃক্ত করে ফেলেছে বলে দাবী করে আবু দাউদ। আমাদের সে কয়েকবার বলেছে, মুসলমানদের সাথে আদৌ তার কোন হামদর্দী নেই। মুসলমানদের ধোকা দিয়ে গীর্জার খেদমত করতেই সে পরেছে ওদের পোশাক। এখন তার পরীক্ষার সময়। আমাদের ধোকা না দিয়ে থাকলে মেয়ের জন্য কোন হামদর্দী থাকবে না তার। সে আমাদের উৎকৃষ্ট এক সিপাই হত্যা করেছে। সে মেয়ে মুসলমান। মাইকেলকে কোতল করেছে ধর্মীয় উন্মাদনায়। আবু দাউদের খেদমতের পুরো প্রতিদান আমরা তাকে দিয়েছি আমাদের কোষাগার থেকে। ওফাদারীর দাবী হচ্ছে, এ মোকদ্দমার ফয়সালার ভার তাকে দিলেও মেয়েকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা সে করবে না।'

ফার্ডিনেন্ড বললেন, 'ভয় হয়, সে আমার কাছে এলে আদালতের ফয়সালা

পরিবর্তন করার জন্য আমি মজবুর হবো।'

রানী রেগে বললেন, 'তুমি সম্রাট। এক নিকৃষ্ট নওকর আদালতের ফয়সালা পরিবর্তনে বাধ্য করবে তোমায়, রানী তা সহ্য করবে না।'

রানীর পিড়াপীড়িতে গভর্ণরকে সম্রাট লিখলেন, 'অপরাধীকে আদালতের সাজা দিতে দেরী করবে না।'

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল রাবিয়া। কামরায় ভেতরে ও বাইরে ছিল মানুষের ভীড়। পাদ্রীদের বিচারকমণ্ডলী ফয়সালা শোনালেন বিশপকে। অপরাধ স্বীকার করেছে রাবিয়া। কোতোয়াল এবং মাইকেলের নওকরদের সাক্ষীর পর আদালত আর কোন সাক্ষীর প্রয়োজন মনে করে না। দুদিন পূর্বে রাবিয়া আদালতে যে জবানবন্দী দিয়েছে এতে কঠিন শাস্তির যোগ্য করেছে নিজেকে। এ আদালতকে সে বিদ্রুপ করেছে। বেহুরমতি করেছে গীর্জার। সে বলেছিলো, 'সে আদালতকে আমি মেনে নেবো না, যে এক মদ্যপ আর বদমাইশকে মানুষের ঘরে ঢুকে অপকর্মের অনুমতি দেয়, কিন্তু এক অসহায়া মেয়ে সতীত্ব রক্ষার জন্য হাত তোলার অনুমতি পায় না। এ নাইট মানুষের ঘরের কপাট ভাংছিল যখন, তোমরা তখন কোথায় ছিলে? যখন এক অসহায়া মেয়ে চিৎকার দিয়ে দিয়ে তোমাদের ডাকছিল সাহায্যের জন্য, যখন সে বলছিল, হে ইনসাফের ইজারদারেরা! আমার সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হচ্ছে, আমায় বাঁচাও!'

আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করার দরকার ছিলনা। মোকদ্দমা ছাড়াই শাস্তি দিতে পারতে! গীর্জার শান শওকত প্রদর্শনে যেমন হাজারো নারীকে বিনা বিচারে হত্যা করেছ তোমরা। নিষ্পাপদের খুনে ভিজে গেছে তোমাদের জামা। আমার ক ফোটা খুন সে বদনাম কতটুকু আর বৃদ্ধি করবে? ইনসাফ তোমরা জান না। তোমাদের কাছে অনুকম্পার আশা করাকে মনে করি মানবতার চরম অবমাননা।

তোমরা এখনো আমাকে জিজ্ঞেস করোনি, কেন সে ঢুকেছিল আমাদের রুমে। তোমরা এখানো জিজ্ঞেস করোনি, কেন তাকে আমি খুন করেছি। আমি তাকে খুন করেছি এতটুকুই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। সতীত্বের হেফাজতের জন্য এক মুসলমান মেয়ে তোমাদের এক নাইটকে হত্যা করেছে। তোমরা কি মনে করো, এ জানোয়ারের মৃত্যুর পর গীর্জার এক স্তম্ভ ভেংগে গেছে?

বাধ্য হয়েই তোমরা আমাকে শাস্তি দিচ্ছ। আমার সাথে ইনসাফ করা তোমাদের সাধ্যের অতীত। স্পেনে গীর্জার প্রাসাদের তোমরা নতুন প্রতিষ্ঠাতা। নিরপরাধ মানুষের খুন আর অস্থির ওপর গড়েছ তার ভিত।

আমার মওতের পরোয়ানা নাকচ করার জন্য এতটুকুই কি যথেষ্ট নয় যে, আমি নিরপরাধ, ইজ্জত বাঁচানোর চেষ্টা আমি করেছি। আমি এক মুসলমান। এ জন্যে আমার খুন, অস্থি গীর্জা তৈরীর কাজে লাগাতে পারো। আমি শুধু একজন মাইকেলকেই হত্যা

করেছি। মদে মাতাল হয়ে দুর্বল মুসলমানদের হত্যা করতো সে। আর তোমরা ইনসাফের আদালতে বসে নিরপরাধকে শোনাও মৃত্যুর পরোয়ানা। তোমরা ক্ষত বিক্ষত করো মানবতার চেহারা। টুটি চেপে ধরো ন্যায় ও সত্যের।'

এ জবানবন্দীর পর মোকদ্দমার ফয়সালা শোনার জন্য রাবিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। লোশার বিশপ এবং প্রধান বিচারপতি জন লুকাস গভর্ণরের দেয়া ফয়সালা পড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের ফয়সালা ছিল মেয়েটাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হোক। জন মাইকেলের ওপরও দোষ আরোপের চেষ্টা তিনি করেছেন। গভর্ণর এবং পাদ্রীদের ধারণা, লুকাসকে রাবিয়া যাদু করেছে। আর তাই এ ফয়সালা পড়ার জন্য জর্জের চেয়ারে ছিলো অন্য পাদ্রী।

আদালতের ভেতর-বাইরে ছিল লোকে লোকারণ্য। এ মোকদ্দমার ফয়সালা কি হবে জানতো সবাই। বিশপ লুকাসের অনুপস্থিতির কারণও জানত অনেকেই। রাবিয়াকে ওরা মনে করতো এক বিপজ্জনক যাদুকর। পরস্পর কানাঘুষা চলছিলো, 'তাকে ফাঁসীতে লটকানো হবে।' 'লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করা হবে তাকে।' 'তাকে করা হবে জীবন্ত দগ্ধ।'

সকলকে নীরব থাকতে বলে রায় পড়ে শোনালো জর্জ। উপস্থিত জনতা তাকিয়েছিল রাবিয়ার দিকে। মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করা হয়েছে তার। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে ছিলো নির্বিকার ভাবে। জর্জ যখন বলছিলেন, 'অপরাধিনী আদালত এবং গীর্জার অবমাননা করে কঠিন শাস্তি যোগ্য হয়েছে। কিন্তু তার পিতার খেদমতের মর্যাদা রক্ষা করে জীবন্ত আগুনে পোড়ানোর পরিবর্তে আদালত তার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করছে।'

সে সময় ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো এক যুবতী। রাবিয়ার কাছে পৌছে চিৎকার করে বললো, 'থামো। ইনসাফ আর মানবতাকে খুন করো না। জন মাইকেলকে হত্যা করেছি আমি।'

নিস্তব্ধ হয়ে গেল আদালত কক্ষ। চমকে রাবিয়া চাইল তার দিকে। একটা পোটলা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ইনজিলা। জর্জকে লক্ষ্য করে রাবিয়া বললো, 'আপনারা অস্থির হবেন না। ও আমার বৈমাত্রেয় বোন। এ ঘটনায় তার মাথা বিগড়ে গেছে।'

এক কদম এগিয়ে ইনজিলা বললো, 'এ মিথ্যে, সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমায় বাঁচানোর জন্যে ও এসব করেছে। ও বেকসুর। মাইকেলকে আমি খুন করেছি, তাকে খুন করা ছিলো আমার জন্য অপরিহার্য।' জর্জ প্রশ্ন করলো, 'এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?'

'মাইকেলকে খুন করার পর রাবিয়া আমাকে এক কামরায় বন্দী করে রেখেছিল। কয়েকদিন আমি বেহুশ ছিলাম। আমার মা আমার কামরার সামনে পাহারা বসিয়েছিল। আমার বোনের মতো তিনিও আমার জীবন বাঁচাতে চাইছেন।'

'এখনো অসুস্থ মনে হচ্ছে তোমাকে। জবানবন্দী নেয়ার পূর্বে তোমার মাথা ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করতে হবে।'

'আমার মাথায় শুধু একটা বোঝাই ছিল, আমার বোন আমার জন্যে জীবন কোরবানী দিচ্ছে। সে বোঝা এখন নেই।'

'আদালতে এর প্রমাণ দরকার।'

'প্রমাণ? এই দেখুন।' ইনজিলা কাপড়ের পোটলাটা রেখে দিল জর্জের টেবিলে।

'ভালো করে দেখুন। সে রাতে এ পোশাক আমি পরেছিলাম, যে কাপড় তোমাদের বাহাদুর নাইট টুকরো টুকরো করেছিল। এ লেবাস সাক্ষ্য দেবে, নিহত হওয়ার পূর্বে গীর্জার বাহাদুর সিপাই কার ওপর হাত তুলেছে।'

আবার নীরবতা ছেয়ে গেল আদালতে। হাঁপাতে হাঁপাতে কামরায় প্রবেশ করলো মীরা। এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো ইনজিলাকে। 'ইনজিলা! ইনজিলা! বেটি আমার! তোমার শরীর ভালো নেই, ঘরে চলো।'

হাত ধরে তাকে বাইরে নেয়ার চেষ্টা করল মীরা।

'দাঁড়াও!' বলল জর্জ। 'তাকে কিছু প্রশ্ন করবো।'

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলো ইনজিলা। একরাশ মিনতি নিয়ে জর্জের দিকে তাকিয়ে মীরা বলল, 'এ হত্যাকান্ডের সাথে আমার মেয়ের কোন সম্পর্ক নেই। ও অসুস্থ, অস্বাভাবিক।'

পোটলা খুলে কাপড়গুলো দেখিয়ে বললো, 'তুমি জানো এ কার পোশাক?'

জওয়াব না দিয়ে ইনজিলার দিকে চাইল মীরা। 'মা! চুপ হয়ে গেলে কেন? তুমি নিজেইতো আমার জন্য এ পোশাক কিনেছ! সবই জানো তুমি। তুমি জানো সে এসেছিলো আমার জন্য। এ ছিলো দ্বিতীয় হামলা। প্রথমবার তুমি দাওয়াত দিয়েছিলে তাকে। তার মাথায় ফুলদানী ছুঁড়ে নিজেকে আমি রক্ষা করেছিলাম। কার্ডিজের বিশপ এর সাক্ষী। নিজের কাজে সে যে চিঠিতে লজ্জা প্রকাশ করেছিলো, তা আমার কাছে আছে। নিজের বদমতলব হাসিলের জন্য কায়দা করে সে রাতে সে তোমাকে ঘর থেকে বের করেছিল। তুমি আসতে চাইছিলে ঘরে। কিন্তু তোমাকে বাঁধা দিয়েছিল কোতোয়াল। মাননীয় জর্জ! স্নেহ বাৎসল্য আমার মাকে হক কথা বলতে দিচ্ছে না। কিন্তু বিশপ লুকাস এর সাক্ষী দেবেন। আমার ব্যাপারে মাইকেলের নিয়ত ভাল ছিল না। বিশপের উপস্থিতিতে তাকে শাদী করতে আমি অস্বীকার করেছি। আর এ অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজছিল সে।'

অসহায় ভাবে জর্জের দিকে তাকিয়ে মীরা বলল, 'মোকাদ্দাস বাপ! আমার মেয়ে বেকসুর! রাবিয়া তাকে যাদু করেছে। ধর্মচ্যুত করেছে আমার মেয়েকে। রাবিয়ার যাদুর তোড়ে গোপনে নামাজ এবং কোরআনও পড়ে সে। মাইকেলের সাথে তার শাদী দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রাবিয়া তাকে বিগড়ে দিয়েছে। যাদুর জোরে তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেয় সে। আমার সন্দেহ, বিশপ লুকাসের ওপরও রয়েছে তার যাদুর প্রভাব! মাইকেল নিহত হওয়ার দিন আমার মেয়ের পাগলামীর বেগ বেড়ে গিয়েছিল।

দরজা ভেংগে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল সে। যে পোশাক দেখছেন আপনারা, পাগল অবস্থায় নিজেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে।'

এক বুক ঘৃণা নিয়ে মায়ের দিকে তাকাল ইনজিলা। তারপর জর্জকে লক্ষ্য করে বললো, 'আমার বোন আমার অপরাধ মাথায় তুলে নিয়েছে। আমার সম্পর্কে তার নিয়ত খারাপ হলে এমনটি সে করতো না। কিন্তু আমার মা! তার আত্মত্যাগে প্রভাবিত না হয়ে শুধু আমার জীবন রক্ষার জন্য সত্যের চেহারা পাল্টে দেবার চেষ্টা করছে। মায়ের ধারণা, যেহেতু রাবিয়া মুসলমান, তার ব্যাপারে সব মিথ্যেই আদালত মনে নেবে। তার বিশ্বাস, এক মুসলমান মেয়েকে আর কিছু না হোক যাদুকরের অপবাদ চাপানো খুব সোজা।

কিন্তু এই আদালতে আমি ঘোষণা করছি, আমার বৈমাত্রেয় বোনের মত আমিও এক মুসলমান। ইসলাম যদি যাদু হয়ে থাকে, তবে সে প্রভাবে আমি প্রভাবান্বিত। দুনিয়ার কোন শক্তি সে প্রভাব দূর করতে পারবে না। আমার যদি কোন আফসোস হয়, তা হলো এতদিন গোপনে নামাজ পড়েছি। তা ছিল আমার বুযদিলী। কিন্তু এখন জীবন মৃত্যুর রহস্য আমার সামনে উদঘাটিত। কাউকেই আমি ভয় পাই না। মুসলমান হওয়ার অপরাধে কোন শাস্তি এলে তার জন্যে আমি প্রস্তুত। কিন্তু মাইকেল হত্যার প্রশ্নে এ কোন অপরাধ নয়। সে ছিল এক জানোয়ার! বদমাশ। আদালত তার জন্য পেরেশান হওয়ার কারণ, সে রানীর আত্মীয়। হায়! রানী যদি জানতেন দুনিয়ার প্রতিটি নারী বিশেষ করে কলেমা তাওহীদ যে পড়েছে, জীবনের চেয়ে সতীত্বকে বেশী প্রিয় মনে করে তারা। গীর্জার আদালতের আফসোস! মানুষের দীলে গীর্জার ভয় ঢুকানোর একটা হাত ভেংগে গেছে। হায়! যে হাত আমার পোশাক ছিন্ন ভিন্ন করেছে সে হাত যদি প্রসারিত হতো আদালতের এজেন্টদের স্ত্রী কন্যাদের দিকে।

জর্জ, পাদ্রী এবং উপস্থিত জনতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। গর্জে উঠলো জর্জ, 'বেয়াদব মেয়ে। খামোশ!'

কিন্তু স্তব্ধ হলো না ইনজিলার আওয়াজ। ঘোরের অবস্থায় কি বলছে জানা ছিল না তার। মোকদ্দমার নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছিল। নীরবে শুনছিলেন গভর্ণর ডন লুই। আদালতের দরজায় দাঁড়িয়ে ইনজিলার বক্তব্য শুনছিলেন তিনি। ইনজিলা গীর্জার ন্যায়-ইনসাফকে বিদ্রুপ করছে। বর্ণনা করছে মুসলমাদের উপর পাশবিক জুলুমের কাহিনী। এতটুকু পর্যন্ত বলেছে, 'গরীব, দুস্থ আর অসহায়দের ওপর তোমরা জুলুম করো, কিন্তু ভেড়ায় পরিণত হও শক্তিধরের সামনে। আটশো বছর গোলামীর পর হুকুমত পরিচালনার মওকা তোমরা পেয়েছ, কিন্তু নিজেরাই প্রমাণ করে দেখালে তোমরা এর যোগ্য নও।'

ডন লুই এগিয়ে এসে বললো, 'আদালতের এ অবমাননা আমি বরদাশত করবো না। এ মেয়ে নিকৃষ্টতম শাস্তির যোগ্য করেছে নিজেকে। বদনাম করেছে গীর্জার। সে

সালতানাতের গাদ্দার। মাইকেল হত্যার সাথে এর সম্পর্ক কি, আমাদের জানার দরকার নেই। আমি চাই এ দু'মেয়ের মোকদ্দমা নতুন করে শুরু হোক।'

ডন লুইকে লক্ষ্য করে ইনজিলা বলল, 'তোমাদের পাশব কাজে যদি গীর্জার অবমাননা না হয়, আমার কথায় কেন তা হবে! তোমাদের হুকুমত যদি হয় জালিমের আশ্রয় কেন্দ্র, ফরিয়াদ জানানোর অধিকার না দেয় মজলুমকে, তাহলে আমি এক বিদ্রোহী। সে আদালতের অবমাননা করতে আমি বাধ্য, যে আদালত এক পাগলা কুকুরকে আমার গলা টিপে হত্যা করার অনুমতি দেয়, অথচ আমাকে তা প্রতিরোধ করতে নিষেধ করে।'

গভর্ণরের ইশারায় ইনজিলাকে ধাক্কিয়ে বাইরে নিয়ে গেল সিপাইরা। সে চিৎকার করে যাচ্ছিল, 'তোমরা জালেম। তোমরা জানোয়ার! বুযদিল তোমরা। আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে তোমরা পছন্দ করো না।'

বেহুশ হয়ে পড়ে গেল মীরা। গভর্ণরের ইশারায় সিপাইরা তাকে তুলে বাইরে নিয়ে গেল। তখনও রাবিয়া আদালতে দাঁড়িয়ে। গভর্ণর কি যেন বললেন জর্জের কানে কানে। জর্জ রাবিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি কি স্বীকার করো ইনজিলা জন মাইকেলকে হত্যা করেছে!'

'জবানবন্দী আমি শেষ করেছি। রায় ঘোষণা করেছে আদালত। এজন্য কিছু বলার প্রয়োজন নেই, ইনজিলা যা কিছু বলেছে, অসুস্থাবস্থায় বলেছে। মাইকেল হত্যার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

'ইনজিলা গোমরা হয়েছে একথা কি সত্যি!' প্রশ্ন করলো জর্জ।

'না, ইনজিলা গোমরা হয়নি। এক সত্য দ্বীন কবুল করেছে।'

গভর্ণর এগিয়ে আবার জর্জের কানে কি যেন বললেন। মাথা দুলিয়ে জর্জ বলল, 'এই মোকদ্দমার ক্রান্তিলগ্নে এক অভাবনীয় পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আসামী রাবিয়া সম্পর্কে আদালত তার প্রথম রায় বাতিল করছে। আসামীর বৈমাত্রেয় বোনের জবানবন্দী শোনার পর আদালতের বিশ্বাস মাইকেল হত্যার ষড়যন্ত্রে দুবোনই শরীক। তাছাড়া আদালত রাবিয়া এবং তার বোন ইনজিলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং গীর্জার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর অভিযোগ আরোপ করছে। গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতার জন্যে আদালত আগামীকাল পর্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবী ঘোষণা করছে।'

অজ্ঞানাবস্থায় সন্ধ্যা পর্যন্ত চিৎকার করলো মীরা। জ্ঞান যখন ফিরলো, নিজের কামরায় নয়, দেখল ছোট এক কামরায় শুয়ে আছে সে। তার পাশে একটা টুলে বসেছিল চাকরানী। মীরা কামরার পুরানো ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে নির্বাক হয়ে। হঠাৎ উঠে বসে বলল সে, 'ইনজিলা কোথায়! কোথায় আমি?'

অশ্রুসিক্ত নয়নে চাকরানী বললো, 'রাবিয়ার সাথে ইনজিলাও কয়েদখানায়।'

আদালতের সব ঘটনা মনে হলো মীরার। বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল সে।

'গভর্ণরের কাছে যাচ্ছি আমি। তিনি আমার মেয়ের সাথে এ ব্যবহার করতে পারেন না।' চাকরানী ধরে ফেললো মীরার হাত। বলল, 'আপনার শরীর ভালো নেই, বাইরে যাবার উপযুক্ত নন আপনি।'

'আমি বিলকুল ঠিক। কিন্তু কোথায় আমি! সম্ভবত আদালতেই বেহুশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এ কার ঘর?'

চাকরানীর জওয়াবের অপেক্ষা না করেই বাইরে ঝুকে চাইতে লাগল মীরা। চাকরানীকে লক্ষ্য করে বললো, 'কেউ নেই এখানে? এ ভাংগা ঘরে কে এনেছে আমাকে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? এ ঘরের আঙ্গিনায় আমার মালপত্র এলো কিভাবে?'

জওয়াব না দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো চাকরানী। আঙ্গিনায় দেখা গেল বিশপ লুকাসকে। মীরা বেরিয়ে এল তাকে দেখে। কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে সে বলল, 'মোকাদ্দস বাপ! এ কেমন তরো ব্যবহার। আমি কোথায়? মালপত্তর এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কেন? চাকরানী আমার কোন প্রশ্নের জওয়াব দিচ্ছে না কেন?'

'এসব তোমার আমলের সাজা।' ক্ষুব্ধ স্বরে জওয়াব দিলেন বিশপ।

হয়রান হয়ে এক কদম পিছিয়ে গেল মীরা। অসহায় দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল বিশপের দিকে।

'আমায় রহম করুন, বলুন এ কেমন ব্যবহার, এখানে কিভাবে আমি এসেছি? কি হবে ইনজিলার? আমার মেয়েকে রক্ষা করুন।'

'তোমার মেয়েকে বাঁচানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সৎ মেয়ের ত্যাগের কদর তুমি করোনি, তার প্রতি আরোপ করেছো যাদুকরের অপবাদ। বেকুফ আওরত! ভেবেছ এক মুসলমান মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলে ইনজিলার অপরাধ ঘুচে যাবে? হায়! প্রথমদিন যদি ইনজিলাকে আদালতে যেতে বাঁধা না দিতে! তখন কেউ জানতোনা সে মুসলমান।

ইনজিলার ব্যাপারে বদনিয়াত নিয়ে মাইকেল তোমার ঘরে প্রবেশ করেছিল। এর যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে। তুমি এমনটি না করলে মোকদ্দমার গতি বিলুকুল অন্য দিকে মোড় নিতো। মানুষ ভাবতো ইনজিলা খৃষ্টান। 'ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে সে যা করেছে তা শাস্তির যোগ্য একথা বলার সাহস হতো না সম্রাট অথবা রানীর। তারা দুজনই এখন কয়েদী। অজ্ঞান অবস্থায় মহল থেকে বের করে গভর্ণর এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে তোমাকে। এ তোমার দুষ্কর্মের ফল।'

মীরার স্তম্ভিত আঁখীতে জমা হতে লাগলো অশ্রুরাশি। এগিয়ে বিশপের পায়ে পড়ে সে বললো, 'মোকাদ্দস বাপ! আমায় রহম করুন। খোদার দিকে চেয়ে রক্ষা করুন ইনজিলাকে। সে মাইকেলকে হত্যা করেছে, আমার বিশ্বাস হয় না। আর হত্যা করলেও সে বেগুনাহ্‌। যা ও করেছে, ইজ্জত আর সতীত্বের হেফাজতের জন্যেই করেছে।'

মীরার অশ্রুতে প্রভাবিত হলেন না লুকাস। তিনি এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'বেকুফ আওরত! এখন কাঁদলেই বা কি ফায়দা। এ হত্যার পরও নিরাপরাধ প্রমাণ করা যেতো তাদের, কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ির কারণে হত্যার চেয়ে গুরুতর অপরাধ তাদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। গীর্জার অবমাননা, স্বধর্মে বিদ্বেষ এবং হুকুমতের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ মামুলী অপরাধ নয়। এখন তাকে বাঁচানো আমার পক্ষে অসম্ভব।'

মীরা দাঁড়িয়ে লুকাসের আস্তিন ধরে বললো, 'না, না, অনেক কিছুই আপনি করতে পারেন। লোশার বিশপ আপনি।'

'আজ থেকে আমি আর লোশার বিশপ নই। কাল আদালতে গভর্ণরের ইচ্ছানুযায়ী রায় পড়তে অস্বীকার করেছি। এর সাথেই লর্ড বিশপকে পাঠিয়েছি আমার ইস্তফাপত্র। রাবিয়া ও ইনজিলার ব্যাপারে আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি। লিখিত বক্তব্য পাঠিয়েছি আদালতে। আমি লিখেছি, ইনজিলার ব্যাপারে মাইকেলের ইচ্ছা ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক। লেখার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছি, মাইকেলকে হত্যা করতে ইনজিলা বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আমার কথা যেহেতু গভর্ণরের মর্জি মোতাবেক নয়, আমার মনে হয় আদালত তা দাবিয়ে দেবে। আবু দাউদের কাছে আমি যাচ্ছি। সম্ভবত সে সম্রাট এবং রানীর কাছে ওদের জীবন ভিক্ষা চাইতে পারে। যে কারণে সম্রাট তাকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন, যদিও তার অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে।

গ্রানাডা অবরোধ করেছেন ফার্ডিনেন্ড। আবু দাউদের প্রচেষ্টায় গ্রানাডার এক প্রভাবশালী দল লড়াইয়ের বিরোধিতা করছে। সম্রাটের বিশ্বাস, গ্রানাডা বিজয় মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। আবু দাউদের দলের অনেকেই তার আসন পূরণে সক্ষম।

এ অবস্থায় সম্রাট আবু দাউদের দরখাস্ত অনুকম্পার দৃষ্টিতে চিন্তা ভাবনা করবেন কিনা নিশ্চিত করে বলতে পারছিনা। তার চিন্তার তূনীরে এখনো কোন তীর বাকী থাকতে পারে। আর প্রয়োজন অনুভব করে সম্রাট তার দরখাস্ত বিবেচনাও করতে পারেন। তোমাকে কিছু জরুরী কথা বলার জন্য আমি এসেছি। আদালতে গিয়ে বলবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন সাক্ষী না দিচ্ছি আদালত যেন মোকদ্দমার ফয়সালা না করে। কিন্তু আদালত যদি তোমার এ কথা অগ্রাহ্য করে ফয়সালার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে তবে সম্রাটের কাছে আপীল করার সময় চাইবে। হয়তো তোমাকে আপীল করার সময়ও আদালত দেবে না। কিন্তু আদালতের ফয়সালায় সম্রাটের অনুমোদন নিতে বাধ্য হবে। এ সময়ের মধ্যে দৌড় ঝাপ করার মওকা পাবেন তোমার স্বামী।'

আশান্বিতা হয়ে মীরা বলল, 'মোকাদ্দস বাপ! আপনি বড় রহম দীল। আপনার এ এহসান কখনো আমি ভুলব না। কবে যাচ্ছেন আপনি?'

'আজ রাতেই আমি রওনা করবো।'

এপ্রিল। ১৪৯১ সাল। পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে গ্রানাডা হামলা করল ফার্ডিনেন্ড। সম্রাট এবং রানীর মতো স্পেনের আর সব নাইটও এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে, 'গ্রানাডা জয় না করে ফিরে যাবো না।'

ঈগল উপত্যকা এবং আল পিকরার মুজাহিদদের ব্যস্ত রাখার জন্যও ফৌজি দল পাঠানো হয়েছে। গ্রানাডার ফৌজের নেতৃত্ব ছিল মুসার হাতে। মোনাফিক এবং গাদ্দারদের বড়ো এক দল যদিও গ্রানাডায় কাজ করে যাচ্ছিল, তবুও জনগণের অধিকাংশই জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল মুসার ইশারায়।

অতীত পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়েছিল ফার্ডিনেন্ড। যথেষ্ট সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাকায়দায় শহর হামলা না করে, একটু দূরে ছাউনি ফেলল, মারধোর শুরু করল

আশপাশের বস্তিগুলোতে। তিন দিক থেকে গ্রানাডা অবরোধ করল খৃষ্টান ফৌজ। কিন্তু শহরে হামলা না করে শহরের বাইরে বাগান এবং ঘরবাড়ী জ্বালাতেই ব্যস্ত রইল তারা। ফার্ডিনেন্ডের বিশ্বাস, দীর্ঘ অবরোধের পর ক্ষুৎপিপাসায় গ্রানাডাবাসী হাতিয়ার ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এজন্যই কৃষকদের বস্তি জ্বালানোর পর তাদেরকে শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হল। দুই মাসের মধ্যে গ্রানাডার তিন দিকে মাইলের পর মাইল সবুজ শস্য ক্ষেত আর শ্যামল ভূমি বিরাণ করে দিল তারা।

জাবালুল বাশারাতের দিক থেকে রসদ এবং সাহায্যের রাস্তা খোলা রইল শুধু গ্রানাডবাসীদের জন্য। সিরানুবিদার শ্যামল উপত্যকা থেকে কিছু তরিতরকারী, সব্জী এবং ফল গ্রানাডা পৌঁছত এই পথে। কিন্তু গ্রানাডার মুসলমানের জন্য তা ছিল অপর্যাপ্ত। দিন দিন নাজুক হতে লাগল গ্রানাডাবাসীর অবস্থা। শহর থেকে বেরিয়ে ফার্ডিনেন্ডের ফৌজের সাথে খোলা ময়দানে মোকাবেলা করা মুসার জন্য সহজ ছিল না। সওয়ারদের ছোট ছোট দল শহর থেকে বেরিয়ে দুশমন ফৌজের কিছু ক্ষতি সাধন করে ফিরে আসত। মুসার ধারণা ছিল, ক্ষতির দিক বিবেচনা করে শহর হামলা করতে ফার্ডিনেন্ড বাধ্য হবে। কিন্তু এ ক্ষতিতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল না ফার্ডিনেন্ডের মধ্যে। বরং শহরের বাইরে খন্দক তৈরীতে ব্যস্ত রইল তার ফৌজ।

অবরোধের মুহূর্তের গ্রানাডার শাহসওয়ারদের অসংখ্য একক বীরত্বের কাহিনী মশহুর হয়ে আছে। ঘোড়া বাগিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে আসত এক সওয়ার। ফার্ডিনেন্ডের কোন প্রখ্যাত নাইটের নাম নিয়ে দূর থেকে আহবান করত মোকাবেলার জন্য। মোকাবেলার আহবানে সাড়া না দেয়া ছিল অপমানজনক। বাধ্য হয়ে ময়দানে আসতে হতো তাকে। মোকাবেলায় গ্রানাডার শাহসওয়াররাই এগিয়ে থাকত। এক নাইটকে খতম করে আরেকজনকে মোকাবেলার জন্য আহবান করত গ্রানাডার শাহসওয়ার।

একদিন ময়দানে এলো গ্রানাডার এক সওয়ার। লৌহবর্ম চমকাচ্ছিল তার। চোখ দুটো ছাড়া বাকীটা ঢাকা ছিল শিরস্ত্রানে। অত্যন্ত খুবসুরত ছিল ঘোড়া। ফার্ডিনেন্ড ফৌজের কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামিয়ে সে বুলন্দ আওয়াজে বলল, 'মৃত্যুর কোলে ঝাপিয়ে পড়ার মত কেউ আছো কি?'

কিছুক্ষণ পর্যন্ত দুশমন ফৌজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব এল না। সে আবার বলল, 'দেখো তো আমার ঘোড়া! এমন অশ্বে আরোহণ তোমাদের বাদশাহরও নসীব হয়নি। আমার কৃপাণে রয়েছে এমন হীরকসাজ, তোমাদের বাদশাহর মুকুটেও যা নেই। এই তরবারী আর ঘোড়ার লোভ তোমাদের কারো আছে কি?'

কাউন্ট টিন্ডিলা ঘোড়া সহ এগিয়ে এসে জওয়াব দিল, 'তরবারী আর ঘোড়ার চেয়ে ঐ অহংকারী জবান স্তব্ধ করে দেয়ার খাহেশই আমার বেশী।' কিন্তু মুহূর্ত পরে তার লাশ দেখা গেল খুনের মাঝে তড়পাচ্ছে।

মারকুইস অব কাউস এগিয়ে এল ময়দানে। তারও হল একই অবস্থা। গ্রানাডার শাহসওয়ার একের পর এক হত্যা করলো ফার্ডিনেন্ড ফৌজের নামকরা সাতজন নাইট। প্রাচীরের ওপর থেকে যারা এ দৃশ্য দেখছিল, খুশীর জয়ধ্বনি দিল তারা। আর কোন

নাইট এর মোকাবেলায় এগিয়ে আসার সাহস পেল না। সওয়ার খানিক প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষা করে বলল, 'সম্রাট কোথায়? আমার আত্মা কতোক্ষণ তার জন্য প্রতীক্ষা করবে? তাকে বলো, এক ব্যক্তির তলোয়ার তার খুনের রং দেখতে চায়।'

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠল এক নাইট। কিন্তু ফার্ডিনেন্ড ধরে ফেলল তার ঘোড়ার বাগ। 'তার মোকাবেলায় যাওয়ার অনুমতি নেই তোমাদের।'

গ্রানাডার শাহসওয়ার শহরের ফটকের নিকট এসেই শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলল। পাহারাদাররা আদবের সাথে সালাম দিয়ে পথের একপাশে সরে দাঁড়াল। মুসা বিন আবিগাস্সান। গ্রানাডার মুসলমানদের শেষ তলোয়ার।

ফার্ডিনেন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আবু দাউদ। অসহায় ভাবে তার প্রার্থনার প্রভাব দেখছিল সম্রাটের চেহারায়। লোশার ধর্মীয় আদালতের ফয়সালার বিরুদ্ধে তার আপীল সম্রাট নাকচ করে দিয়েছিলেন। ইনসাফ থেকে নিরাশ হয়ে অনুকম্পার দরখাস্ত করল আবু দাউদ। সম্রাটের নীরবতা ছিল তার জন্য চরম ধৈর্যের পরীক্ষা। সে অনুভব করছিল, তার ভাগ্যের সিতারা ডুবে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এই প্রথম বসার পরিবর্তে সে দাঁড়িয়েছিল ফার্ডিনেন্ডের সামনে। সে যখন খিমায় ঢুকছিল, ভেবেছিল, ফার্ডিনেন্ড অভ্যাস মতো এগিয়ে এসে তার সাথে মোসাফেহা করবেন। বসাবেন নরম সোফায়। তার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করে বলবেন, 'লোশার পাদ্রী পাগল হয়ে গেছে।' যখন তাকে দেখেই ফার্ডিনেন্ড বলল, 'আবু দাউদ! তোমার প্রতি দরদ আছে আমাদের, কিন্তু আদালতের ফয়সালা কেবল অনুমোদনের জন্য আমার কাছে পাঠিয়েছে মাত্র। আমি মজবুর। এমনটা তোমার মেয়েদের কাছে আশা করিনি।'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না আবু দাউদ। অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে রইল সম্রাটের দিকে। ভাংগাভাংগা শব্দে সে শুরু করল তার কথা। একটু পরই তার বক্তব্যে ফিরে এল গতি। রাবিয়া এবং ইনজিলাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য অনেক যুক্তির অবতারণা করল সে। কিন্তু মাথা দুলিয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল ফার্ডিনেন্ড। বলল, 'তুমি আমায় প্রভাবিত করতে পারবে না। তোমার মেয়েরা অপরাধ স্বীকার করেছে। মাইকেলের হত্যার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া যেত। কিন্তু গীর্জার অবমাননা? হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? কখনো তা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না। তোমার এক মেয়ে যাদুকর, এ ধারণা করতে আদালত বাধ্য হয়েছে। তোমার অপর মেয়ে যা কিছু বলেছে বা করেছে, তোমার দ্বিতীয় মেয়ের যাদুর প্রভাবে সে এতসব করেছে। কিন্তু হুকুমত, গীর্জা এবং আদালতের ব্যাপারে তার কথা আমিও বরদাশত করতে পারিনি। লর্ড বিশপের মেয়ে এমন কথা বললেও তোমার মেয়ের পরিণতিই হত তার।'

আওয়াজ ধরে এল আবু দাউদের। তবুও দ্বিতীয়বার সাহস করে অনুকম্পার দরখাস্ত করল সে। খেদমতের প্রসংগ টেনে সে বলল, 'আলীজাহ! এই চুল সফেদ করেছি আপনার খেদমতে। এ মেয়েরাই আমার শেষ সম্বল। আমার ওপর রহম করুন।'

এ আবেদনের জওয়াবে অনেকক্ষণ নীরব রইল ফার্ডিনেন্ড। বলল, 'আমার রহম গীর্জার আদালতের ফয়সালা বদলাতে পারবে না। আফসোস হচ্ছে আমার। ধৈর্য্য ধর। আবু দাউদ, তোমার ওফাদারীর পরীক্ষার সময় এসেছে।'

'আলীজাহ! আমার খেদমতে কোন খাদ নেই। ওরা আপনার সেই খাদেমের বেটি, যার চেষ্টার ফলে আপনার ফৌজ আজ গ্রানাডার চার দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে। ওরা তার মেয়ে যার জন্য আবুল হাসান আর আল জাগলের মত পাহাড় সরে গেছে আপনার পথ থেকে। সে আল হামরার ফটক খোলার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে।

নেতা আমার! এত সব সাফল্যের পরও আজ পর্যন্ত কোন এনামের জন্য আপনার কাছে হাত পাতিনি আমি, যদিও আপনি অনেকবারই জানতে চেয়েছেন এতসব সাফল্যের বিনিময়ে আমি কি চাই। আজ আমি ছোট্ট একটি আবেদন নিয়ে এসেছি। গ্রানাডায় আমাকে আপনার নায়েব করার ওয়াদা করেছেন, আমার অনুপস্থিতিতে আপন সতীত্ব রক্ষার অধিকারও কি নেই আমার মেয়েদের?'

'কিন্তু মাইকেলকে ওরা হত্যা করেছে। সে ছিল রানীর প্রিয়পাত্র। তোমার খেদমত স্বীকার করছি আমি। কিন্তু মনে রেখ, মাইকেলের খেদমতও অস্বীকার করতে পারি না।'

রানী ইসাবেলা পর্দার আঁড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিল, কামরায় ঢুকল এবার। আশায় বুক বেঁধে আবু দাউদ বলল, 'মহামান্য রানী! আমার ওপর রহম করুন।'

কোন জওয়াব না দিয়ে রানী বাদশাহর পাশে আসন গ্রহণ করল। ফার্ডিনেন্ড বলল, 'আবু দাউদ! যদি গীর্জার হিফাজত করতে না পারলাম, বিজয়ে ফায়দা কি?'

'আলীজাহ! এ বিজয়ে আমারও অংশ আছে। আপনার বিজয়ের জন্য এখনও অনেক কিছু করতে হবে আমাকে।'

রানী বলল, 'তোমাকে ছাড়া গ্রানাডা বিজয় সম্ভব নয়, যদি এ ভয় দেখাও তবে ভুল করবে। তোমার মাধ্যমে কিছু লোকের বিবেক আমরা খরিদ করেছি। এখন তুমি না হলেও চলবে। তুমি শুধু সওদা করেছ। দাম উসুল হয়েছে আমাদের খাজাঞ্চিখানা থেকে। আমাদের ছেড়ে চলে যাবে যদি এ ধমক দাও, তবে শোন, গ্রানাডায় এমন অনেক লোক রয়েছে, তোমার চেয়ে যারা বেশী হুঁশিয়ার, বেশী কর্মক্ষম।'

একটু ভেবে নিয়ে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে আবু দাউদ বলল, 'আলীজাহ! হয়তো আপনার সব আশা আমি পূরণ করতে পারিনি। হয়তো গ্রানাডা বিজয়ের জন্য আমার প্রয়োজন অনুভব করবেন না। কিন্তু এখনো এমন এক কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে আমার দরকার রয়েছে আপনার। সীমান্ত ঈগলের সাথীদের দেহে এখনো প্রাণ রয়েছে। বদর বিন মুগীরার মৃত্যুর পর তাদের তেজ এবং ক্ষিপ্রতায় কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি।'

আবু দাউদের দিকে তাকিয়ে ফার্ডিনেন্ড বলল, 'তুমি কি জান বদর জীবিত? তুমি আমাদের ধোকা দিয়েছ।'

আমি যদ্দুর জানি মরে গেছে সে। তাকে আমি গ্রেফতার করেছি। তাকে জল্লাদের হাওলা করেছে আবু আবদুল্লাহ। কুদরতের কোন মোজেযাই কেবল তাকে বাঁচাতে পারে। আমি জিম্মা নিচ্ছি, বেঁচে থাকলে তাকে জীবিত আপনার খেদমতে পেশ করব। এজন্য হয়তো আমাকে চরম ঝুঁকি নিতে হবে। কিন্তু যদি আপনি আমার মেয়েদের জীবন বাঁচানোর ওয়াদা করেন, এ ঝুঁকি নিতেও আমি প্রস্তুত। বদর বেঁচে থাকলে আপনার কাছে তাকে নিয়ে আসব। আর সে বেঁচে না থাকলে তার স্থলাভিষিক্তকে হত্যা করে তার দলে বিভেদ সৃষ্টি করার জিম্মা আমি নিচ্ছি।'

'গ্রানাডা ফৌজের কয়েকজন কয়েদী আমাকে বলেছে সে জীবিত। কিন্তু একবার তাকে ধোকা দিয়েছে। তোমার সাথে কোন ওয়াদা করার পূর্বে জানতে চাই, এ অভিযানে সাফল্যের সম্ভাবনা কদ্দুর।'

'আলীজাহ! গোস্তাখীর জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু এ এক সওদা। আমার বিশ্বাস, সাফল্যের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জল। কিন্তু ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছুই বলব না, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার মেয়েদের জীবন রক্ষার ওয়াদা না করবেন।'

ফার্ডিনেন্ড রানীর দিকে তাকালেন। সামান্য ভেবে নিয়ে বললেন, 'আবু দাউদ, বসো। তোমার মেয়েদের উপর গীর্জার অবমাননার অপরাধ আরোপিত না হলে মাইকেল হত্যা ভুলে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। তবুও এ অভিযানে কামিয়াব হলে লর্ড বিশপ তোমার মেয়েদের শাস্তি মওকুফ করতে পারেন।'

'আলীজাহ! এ গোলামের সাথে ওয়াদা করতে হবে আপনাকে।'

'আমি ওয়াদা করছি তোমার মেয়েদের শাস্তি ক্ষমা করে দেয়া হবে। তোমার শর্ত পূরণ না হলে দ্বিতীয়বার তাদের প্রসংগ আমার সামনে তুলতে পারবে না।'

'আলীজাহ! এর জন্য একমাস সময় চাই আমি। চন্দ্র মাসের আজ পাঁচ তারিখ। আগামী মাসের চার তারিখ পর্যন্ত তাদের শাস্তি মুলতবী রাখার জন্য আদালতকে হুকুম দিন। সফল হয়ে এ এক মাসের মধ্যে ফিরে না এলে, আগামী চার তারিখ সূর্যাস্তের পর তাদের শাস্তি দেয়ার অধিকার আদালতের রইল। আমার অনুপস্থিতির অর্থ, বেঁচে নেই আমি। অন্য জগতে মেয়েদের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'লোশার গভর্ণরকে আজই আমি নির্দেশ পাঠাচ্ছি। কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা কদ্দুর এর পূর্বেই বলতে হবে তোমাকে।'

'আমার বড় মেয়ে রাবিয়াকে শাদী করতে চায় বদর বিন মুগীরা। সে জীবিত থাকলে এ আশ্বাস তাকে দিতে পারব, মহামান্য সম্রাট তোমার অতীত অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। তাহলে রাবিয়ার খাতিরে আমার সাথে আসতে প্রস্তুত হবে সে।'

রানী এবং সম্রাট একথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। আবু দাউদ, সীমান্তবর্তী কেল্লায় তার অবস্থান এবং আলহামরায় বদরের আগমনের ঘটনা রং চড়িয়ে বর্ণনা করলে বিশ্বাস করল তারা।

'সে জীবিত না হলে আপনি শুনবেন নিহত হয়েছে তার স্থলাভিষিক্ত। আপনি দেখবেন তাদের মধ্যে এক প্রভাবশালী দল আপনার দিকে সন্ধির হাত প্রসারিত করেছে।'

'দু অবস্থায়ই তোমার মেয়েদের জীবন বাঁচাতে আমি প্রস্তুত। তাছাড়া তোমার জন্য রয়েছে অনেক বড় এনাম। কিন্তু এ অভিযানে কামিয়াব না হলে অবশ্যই তোমার মেয়েদের শাস্তি দেয়া হবে। নির্দিষ্ট সময়ের দুদিন পূর্বে আমার কাছে তুমি পৌঁছে যাবে যাতে আদালতের হুকুম তামিল না করতে গভর্ণরকে সঠিক সময়ে নির্দেশ দিতে পারি।'

'হয়তো আমি পৌঁছে যাবো দুহপ্তার মধ্যেই। কোন কারণে অপেক্ষা করতে হলে আপনাকে মাস শেষের পূর্বেই অবহিত করব। প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত সময় চেয়ে নেব। আমার বিশ্বাস, জাহাঁপনা নিশ্চয়ই কয়েকদিন সময় আমায় দেবেন। কিন্তু মাস

শেষেও হুজুরের খেদমতে যদি কোন পয়গাম না আসে, তবে মনে করবেন, গোলাম আপনার জন্য আত্মদান করেছে।'

'তোমার দরখাস্ত পেলে আরো কদিনের সময় তোমাকে বাড়িয়ে দেব।'

আবু দাউদ এগিয়ে নতজানু হয়ে চুমো খেল ফার্ডিনেন্ডের হাতে। বলল, 'আলীজাহ! আমার সফলতার জন্য দোয়া করুন।'

রানীর দিকে ফিরল এরপর। তার দিকে হাত প্রসারিত করলেন রানী। হাঁটু গেড়ে রানীর হাতে চুমো খেল সে। উঠতে উঠতে বলল, 'মহামান্য রানী! আমি জানি মাইকেল আপনার প্রিয়জন, তার মৃত্যুতে আফসোস হচ্ছে আমার। আশা করি আপনার গোলাম এ খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে নিজকে প্রমাণ করবে রহম ও করমের যোগ্য।'

রানী বললেন, 'অভিযানের সফলতাকে মাইকেল হত্যার পরিপূরক মনে করব। পিছন থেকে কবিলাগুলোর ছোটখাট হামলা আমাদের খুব পেরেশান করে।'

সেদিনই বিকেল বেলা। দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে ঈগল উপত্যকার দিকে রওনা করল আবু দাউদ। একদিকে দেখছিল সে গ্রানাডার শানদার ইমারত, অপরদিকে ফার্ডিনেন্ড ফৌজের খিমার সারি।

এক টিলায় চরে ঘোড়া থামাল সে। তাকিয়ে রইল আলহামরার দিকে। দীর্ঘশ্বাস টেনে বলল, 'আলহামরা। তোমার চার দেয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়েছে অনেক বড় বড় বাদশাহর জানাজা। দেখ আমায়, আমার এ রিক্ততা, কারো সুন্দর স্বপ্নের তাবীর।'

ফার্ডিনেন্ডের খিমার দিকে তাকাল আবু দাউদ। স্বগতোক্তি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। 'ঐতিহাসিকগণ লিখবেন, গ্রানাডা বিজয় করেছে ফার্ডিনেন্ড। ইতিহাস লিখবে, গ্রানাডা ফৌজের চেয়ে শক্তিশালী ছিল ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ। হায়! যাবার পূর্বে যদি আলহামরার প্রতিটি পাথরে লিখে যেতে পারতাম, আবু দাউদ না হলে এক বিজয়ী হিসেবে ইতিহাস তাকে স্মরণ করতো না। গ্রানাডার আকাশ সাক্ষী! এ কওমকে ধ্বংস করতে পারত না ফার্ডিনেন্ড। বরং আবু দাউদ নিজেই তাকে হত্যা করেছে। আলহামরা! খোদা হাফেজ, বিদায় গ্রানাডা।'

এশার নামাজের পর। পাহাড়ী কেল্লার এক কামরায় বশীর, মনসুর এবং কয়েকজন বাছাই করা সালারের সাথে বসেছিলেন বদর। গতকাল সীমান্ত এলাকায় এক সফল অভিযান চালিয়ে ফিরে এসেছে তার ফৌজ। নতুন অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এখন। এক সিপাই কামরায় ঢুকে আদবের সাথে সালাম করে বলল, 'চারজন সিপাই সীমান্ত থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে। তাদের ধারণা সে কোন গোয়েন্দা হবে। সিপাইরা বলল, সীমান্তের সালারের কাছে জবানবন্দী দিতে অস্বীকার করেছে সে। সে বলছে, সালারে আজমের কাছে আমায় নিয়ে চলো।'

বদর বললেন, 'এখন তাকে কয়েদখানায় রাখ। ভোরে নিয়ে এসো আমার সামনে।'

'তার নাম কি?'

'নাম বলতেও অস্বীকার করছে সে। সে বলছে সালারে আজম না হলে বশীর বিন হাসানের কাছে আমায় নিয়ে চল।'

খানিক ভেবে বদর বললেন, 'কে হতে পারে? আচ্ছা ডাকো তাকে।'

একটু পরে সিপাইটি আবু দাউদকে কামরায় নিয়ে এল। রাগের পরিবর্তে বদর এবং তার সংগীরা পেরেশান হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বদর এখনো বেঁচে আছে এ কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না আবু দাউদের। অপলক নেত্রে বদরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। বলল, 'আমাকে এখানে দেখে আপনারা হয়রান হচ্ছেন। কিন্তু আসতে হলো আমায়।'

বদর বললেন, 'তুমি তোমার সাহস প্রদর্শনে একটু বাড়াবাড়ি করো নি?'

'জানি নিকৃষ্ট সাজার যোগ্য আমি। কিন্তু যে শাস্তি আমি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছি, সম্ভবত আপনারাও তা করবেন না। কিন্তু তার আগে আমার কিছু কথা ছিল।'

'তুমি বলতে চাও ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ অনেক বেশী। আমরা যেন হাতিয়ায় সমর্পণ করি?'

'না। আমি বলতে এসেছি, লোশার আদালত রাবিয়া ও ইনজিলাকে জীবন্ত দগ্ধ করার শাস্তি দিয়েছে। আপনারা চাইলে তাদের বাঁচাতে পারেন।'

বদর এবং বশীর কখনো পরস্পরের দিকে আবার কখনো আবু দাউদের দিকে চাইতে লাগল। তাদের দৃষ্টি বলছিল, আবু দাউদ মিথ্যে বলছে। তাদর জন্য এ এক নুতন ফাঁদ। কিন্তু তাদের দীলের স্পন্দন বলছিল, যদি এ খবর সত্য হয়? তাদের দৃষ্টিতে আবু দাউদ দুনিয়ার নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। কিন্তু রাবিয়া ও ইনজিলাকে জীবন্ত দগ্ধ করার খবর তাদের চঞ্চলতা ও পেরেশানী চরমে পৌছে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

'জানি। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমাকে মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ, দাগাবাজ আর মোনাফেক ভাবার অধিকার আপনাদের রয়েছে। কিন্তু আপনি এবং বশীর আমাকে যদ্দুর জানেন, তার চেয়ে বেশী জানেন রাবিয়া ও ইনজিলাকে। রাবিয়া মুসলমান। ইনজিলাও ইসলাম কবুল করেছে। আপনারা জানেন, নারী সুলভ লজ্জা আর বিবেক রয়েছে তাদের দীলে। আমি বলতে এসেছি, ফার্ডিনেন্ডের এক নাইট তাদের উপর হামলা করলে তারা খুন করেছে তাকে।

হত্যার অপরাধে রাবিয়ার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালিয়েছে আদালত। তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। কিন্তু ফয়সালার দিন আচানক ইনজিলা আদালতে পৌছে বলেছে, সে-ই নাইটের আসল হত্যাকারী। সে মুসলমান হয়েছে, জনাববন্দীতে তাও স্বীকার করেছে সে। তাছাড়া গীর্জা এবং আদালতের অবমাননা করেছে সে। তার বক্তব্য ছিল নেহায়েত দেশদ্রোহীতামূলক। আদালত রাবিয়াকে যাদুকর এবং হুকুমত আর গীর্জার দুশমন ঘোষণা করেছে। হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ধর্মান্তর এবং গীর্জা আর আদালত অবমাননার অপরাধ আরোপ করেছে ইনজিলার ওপর। দুজনকে অপরাধী করা হয়েছে ফার্ডিনেন্ডের নাইট জন মাইকেল হত্যার জন্য। তাদের জীবন্ত দগ্ধ করার শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে।'

বদর প্রশ্ন করল, 'কবে?'

পেরেশান হয়ে আবু দাউদ বলল, 'এ প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছি আমি।'

সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বদর বলল, 'বশীর এবং মনসুর ছাড়া আর সবাই যেতে পারো।' ওরা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলে বদর বললেন, 'একই ঢংগে মুমিনকে দুবার ফাঁকি দেয়া যায় না। লোশা যদি আসমানে না হয়, মনে রেখো, এক সপ্তার মধ্যেই আমার লোকেরা এর সত্যতা যাচাই করতে পারবে। কথাগুলো এজন্যই বলছি, আমাদের ধোকা দেওয়ার নিয়তে এসে থাকলে, নিজের আঞ্জাম সম্পর্কে এতটা বেপরোয়া হওয়া উচিত হয়নি তোমার।'

'কি আপনাকে করতে হবে এ পরামর্শ আমি দেবো না। অতীত কাজের নিরিখে আমার প্রতিটি কথায় সন্দেহ করার অধিকার আপনার আছে। হয়ত ভাবছেন, আলহামরার পরিবর্তে আপনাদের জন্য এবার লোশায় ফাঁদ তৈরী করেছি। কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমি প্রমাণ করব, রাবিয়া ও ইনজিলার ব্যাপারে আমি যা বলেছি তা সত্য। ভোর পর্যন্ত আমাকে কয়েদ করে রাখুন। সকালে আপনাদের সামনে লিখিত বক্তব্য পেশ করব। বন্দী অবস্থায় শুধু লেখার অনুমতি চাই।'

'কুটিলতার আশ্রয় নেবে না। ভেবো না তোমার জবানের যাদুকরী প্রভাব এখন আর কোন কাজ দেবে। তোমার লেখা বিশ্বাস করব এতটা বেকুফ আমরা নই। লোশায় তোমার প্রতিটি কথা আমরা যাচাই করবো। বদরের প্রশ্নের জওয়াব তুমি দাওনি, কবে তাদের শাস্তি দেয়া হবে?' বললেন বশীর।

'আগামী চন্দ্র মাসের চার তারিখে জীবন্ত দগ্ধ করা হবে তাদের।'

'তুমি কি চাও সেদিন আমরা লোশায় হামলা করি?' বললেন মনসুর।

'ফার্ডিনেন্ডের এ খাহেশও পূর্ণ করতাম আমরা। কিন্তু আফসোস, লোশা এখান থেকে অনেক দূরে। সামরিক বিবেচনায় আমাদের চিন্তাধারাকে ভুল বুঝেছ তোমরা। সীমানার আশপাশের কোন শহরে ষড়যন্ত্রের জাল তৈরী করলে, ধরা দিতে বাধ্য হতাম আমরা। এখন যদি আমরা ধোকা খেতে প্রস্তুত না হই, তবে ঐ ব্যক্তির দুঃসাহসে মাতম করা দরকার, জাল বিছানোর সময় যে ভাবেনি, যে ঈগলকে চক্রান্তের জালে আবদ্ধ করতে চাইছে, সে দৃষ্টি শুন্য নয়।'

বদর বললেন, 'আবু দাউদ! রাবিয়া ও ইনজিলাকে শাস্তি দেয়া হবে, লোশায় হামলা করার জন্য যে এ ষড়যন্ত্র করা হয়নি, কিভাবে তা বিশ্বাস করব। আদালত আর হুকুমতের সাথে যোগসাজস তুমি করোনি এর নিশ্চয়তা কি? কেন ভাবব না, এর সবটাই চক্রান্ত। তোমার পরামর্শে হুকুমত গ্রেফতার করেছে তাদের। আদালত মোকদ্দমা চালিয়েছে তোমার ইচ্ছায়। লোশায় ওরা আমাদের পথ চেয়ে থাকবে আগামী মাসের চার তারিখে। হয়তো চিতাও একটা তৈরী হবে। আর মেয়েদের চিতার সামনে দাঁড় করাতেও কুণ্ঠিত হবে না তুমি। কিন্তু আমাদের আগমনে নিরাশ হয়ে চক্রান্তের জাল গুটাতে তুমি বাধ্য হবে। হায়! সামান্য মানবতাবোধ যদি থাকত তোমার মধ্যে! জিল্লতির কটা কড়ির জন্যে লোশাবাসীর সামনে নিজের মেয়েদের যদি হাস্যাস্পদ না করতে। মনে রেখো, আগামী মাসের চার তারিখে আমার লোক মজুদ থাকবে লোশায়। এ খেলা সমাপ্তি পর্যন্ত ওখানেই থাকবে। যদি জানতে পারি, লোক দেখানো চিতা থেকে রাবিয়া ও ইনজিলা পৌছে গেছে ঘরে, ফাঁসীতে লটকানো হবে তোমাকে। ততোদিন

পর্যন্ত তুমি থাকবে আমার কয়েদী। এ নতুন অপরাধ ছাড়াই নিকৃষ্টতর শাস্তির তুমি যোগ্য। তবুও এই শর্তে তোমাকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত, যদি এ চক্রান্তের বিস্তারিত খবর আমাকে দাও। লোশার মেয়েরা তোমার মেয়েদের তামাশা দেখুক, তা আমি সইব না।'

আবু দাউদ বলল, 'বর্তমান অবস্থায় আমার জীবনকে মূল্যবান মনে করলে এখানে আসতাম না। লেখা পেশ করার জন্য ভোর পর্যন্ত সময় চেয়েছি। এ মুহূর্তে যা বলেছি তাই যথেষ্ট।'

'তোমার দরখাস্ত আমি বাতিল করছি না। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার লেখনী তোমার জবান থেকে বেশী ক্রিয়াশীল নয়।'

হাততালি দিলেন বদর। কামরায় ঢুকল এক সিপাই। বদর বললেন, 'কোন নিরাপদ কামরায় এর থাকার ব্যবস্থা করো। এর খানাপিনার খেয়াল রাখবে। লেখার সুযোগ দেয়া হবে তাকে। কিন্তু তার প্রতি দৃষ্টি দিতে দুর্বলতা যেন না হয়।'

আবু দাউদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমায়ও বলছি, পালাবার চেষ্টা করো না।'

জওয়াব না দিয়ে সিপাইয়ের সাথে বেরিয়ে গেল আবু দাউদ। নাংগা তলোয়ার হাতে দরজায় দাঁড়ানো আরো দু'জন সিপাই সংগী হল তাদের। খানিকক্ষণ বদর, বশীর এবং মনসুর পরস্পরে দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্বাক হয়ে। বদর নিজকেই নিজে প্রশ্ন করছিলেন, 'এও কি সম্ভব! এও কি হতে পারে?' হাজার ভাবে মনকে তিনি প্রবোধ দিতে চাইলেন। তবুও জ্বলন্ত চিতায় রাবিয়াকে কল্পনা করে কেঁপে উঠছিল তার হৃদয়। তার বুকের স্পন্দন বলছিল, রাবিয়ার জন্য এ অসম্ভব নয়। সতীত্বের হেফাজতের জন্য জীবন বাজী রাখতে পারে সে। কোন নাইটকে খুন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। ইসলামকে সে ভালবাসে। বড় আদালতেও সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করার সাহস রয়েছে তার হৃদয়ে। কিন্তু, না, না, আবু দাউদ প্রতারক। এর সবই ফেরেব, সবই ধোকাবাজি।

মনসুর উঠে বদরের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'বদর! এ খবর যদি সত্যি হয়, লোশার দেয়াল আমাদের পথ রুখতে পারবে না এ ব্যাপারে তোমার আশ্বস্ত হওয়া উচিত।'

বদর তার দিকে ফিরে বললেন, 'লোশার দুটি মেয়ের জীবন গ্রানাডার লাখো মেয়ের চেয়ে বেশী মূল্যবান নয়। এই মুজাহিদেরা গোটা কওমের বোঝা তুলে নিয়েছে কাঁধে। নিজের বোঝার ভাগ তাদের কাঁধে তুলে দেব না। এ মোয়ামেলা আমার আর বশীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।'

দু'জনই তাকালেন বশীরের দিকে। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন, তার প্রতিক্রিয়া অনুমান করা ছিল মুশকিল। সে তুফানের কোন প্রভাব ছিল না তার চেহারায়, দীলের গভীরে যা প্রকম্পিত হচ্ছিল। তিনি পাহাড়ের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর 'আমি যখমীদের দেখতে যাচ্ছি' বলেই বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ বদরের দিকে তাকিয়ে থেকে মনসুর বলল, 'আবু দাউদের সংবাদ যদি সঠিক মনে করেন, তাহলে আমাদের হামলা লোশায় সুন্দর ফল প্রকাশ করবে একথা স্বীকার করতে আপনি বাধ্য হবেন। এখনো আমাদের ইচ্ছা, দু'কেন্দ্রে নিয়োজিত করব ফার্ডিনেন্ডের দৃষ্টি।'

পরদিন ভোর। বদর, বশীর, মনসুর এবং কয়েকজন অফিসার নাস্তা করছিলেন। এক ভীত সন্ত্রস্ত সিপাই কামরায় প্রবেশ করল। সে বলল, 'বিছানা ছেড়ে আবু দাউদ ফরাশে পড়ে আছে বেহুশ হয়ে।'

ছুটে তার কামরায় প্রবেশ করল সবাই। আবু দাউদ মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়েছিল। বশীর তাড়াতাড়ি তার শিরায় হাত রেখে শুইয়ে দিল চিৎ করে। তার চোখ দেখে বলল, 'মরে গেছে, সম্ভবতঃ বিষ খেয়েছে সে।'

কামরার এক কোণে ছোট্ট টেবিল। কলম কালি আর কিছু কাগজ পড়ে ছিল তার ওপর। আবু দাউদের লেখা কয়েকটা পাতা তুলে নিলেন বদর। বশীরের ইশারায় সিপাইরা আবু দাউদকে শুইয়ে দিল বিছানায়। তার দেহ তল্লাশী করে ছোট্ট একটা শিশি বের করলেন বশীর। ছিপি খুলে বললেন, 'এমন বিষ সে খেয়েছে যার প্রতিষেধক আজো আবিষ্কৃত হয়নি।'

অন্য সিপাইরাও দলে দলে জমা হতে লাগল কামরার দরজায়। বশীর এবং মনসুর ছাড়া আর সবাইকে রুম থেকে বেরিয়ে যাবার হুকুম দিলেন বদর। দরজা বন্ধ করতে করতে তিনি বললেন, 'বশীর, আমরা ভুলের মধ্যে ছিলাম, এই তার চিঠি।'

বশীর হাত প্রসারিত করলেন চিঠির জন্য। কিন্তু কয়েক লাইন পড়েই তার সমস্ত অনুভূতি লেখনীর ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে এলো। বদর বললেন, 'বশীর, আওয়াজ করে পড়ো, আমি কটা লাইন মাত্র দেখেছি।'

চমকে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বশীর পড়তে লাগলেন জোরে জোরে।

'তখনি আমার লেখা পৌছবে আপনার হাতে, এ দুনিয়ায় যখন আমি থাকব না। রাবিয়া ও ইনজিলার ব্যাপারে আমার সংবাদ সঠিক এ জিল্লতির মওত ছাড়া আপনাকে এ একীন দেয়া সম্ভব ছিল না। এ জন্য তৈরী হয়েই এসেছিলাম আমি। যে কারণে আপনাদের দৃষ্টিতে আমি গাদ্দার, আমি জাতির বেঈমান এ অপমৃত্যুর সাথে সে সব নিকৃষ্ট খাহেশ এবং নাপাক ইরাদাও খতম হয়ে যাবে। গ্রানাডার শাসক হবার স্বপ্ন দেখেছিল যে আবু দাউদ, কওমের লাশের উপর নিজের মহল করার খাহেশ ছিল যার, আজ থেকে ক'দিন পূর্বেই মরে গেছে সে। তখনই সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হল, তার মেয়েদের প্রতি রহমের দরখাস্ত যখন নাকচ করে দিল ফার্ডিনেন্ড।

আজ যে আবু দাউদের শবদেহ পড়ে আছে আপনাদের সামনে, একজন পিতা হিসেবেই গতরাতে হাজির হয়েছিল সে আপনাদের দরবারে। দু মেয়ের জীবন রক্ষা করার সমস্যাই ছিল তার সামনে প্রকট। এজন্য আমার দ্বিতীয় মৃত্যু এক পিতার মৃত্যু। মৃত্যুর পূর্বে যা লিখছি, রাবিয়া ও ইনজিলার পিতা হিসাবেই লিখছি। বিষের পেয়ালা সামনে রেখেই লিখছি আমি। মিথ্যায় যেহেতু কোন ফায়দা হবে না, সত্য বলে চরম প্রশান্তি অনুভব করছি।

আমার ব্যাপারে তুমি শুধু জান, তোমাকে আলহামরায় ডেকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলাম। গাদ্দারীর প্রতি অনুপ্রাণিত করেছিলাম আবু আবদুল্লাহকে। কিন্তু আমার অপরাধ এরচে অনেক বেশী। তোমার পিতার হত্যাকারীও আমি। চিঠি লিখে আমিই তাকে টলেডো যাবার দাওয়াত দিয়েছিলাম। আমি ছিলাম ফার্ডিনেন্ডের গোয়েন্দা। রাতে

তোমার কেল্লায় দুশমনের হামলা করিয়েছি আমি। আমিই মুসাকে গ্রেফতার করিয়েছি আল হামরায়। গাদ্দারী করার জন্য যে সব মুসলিম গোয়েন্দা পাঠানো হয়েছে তাদের ট্রেনিং দিয়েছি আমি।

আমাকে তুমি প্রশ্ন করেছ, রাবিয়া ও ইনজিলাকে কবে শাস্তি দেয়া হবে? আমি বলেছি, চন্দ্র মাসের চার তারিখে জীবন্ত দগ্ধ করা হবে তাদের। আদালত কেন এত সময় দিল এজন্য তোমরা হয়রান হচ্ছ। রাতে তোমাদের তার কারণ বললে আমার প্রতি সন্দেহ বেড়ে যেতো। এক মাসের সময় হাসিল করতে ফার্ডিনেন্ডের সাথে আমাকে এ ওয়াদা করতে হয়েছে, 'বদর বেঁচে থাকলে এ সময়ের মধ্যেই আপনার খিদমতে পেশ করব তাকে। তার মুজাহিদদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির প্রতিজ্ঞাও আমি করেছি, এর বিনিময়ে রাবিয়া ও ইনজিলার জীবন ভিক্ষা দেয়ার প্রতিশ্রুতি ফার্ডিনেন্ড আমাকে দিয়েছেন।

রাজনীতিজ্ঞ আবু দাউদ হয়তো কখনো স্বীকার করতো না নিজের অপরাধ। কিন্তু রাবিয়া ও ইনজিলার পিতা মৃত্যুর পূর্বে নিজের চেহারার সব কালো পর্দা উন্মোচন করে দেয়াকে কল্যাণকর মনে করছে কন্যাদের জন্য। কোন তদবীরে মেয়েদের জীবন যদি বেঁচে যায়, রাবিয়াকে তোমায় আর ইনজিলাকে সমর্পণ করছি বশীরকে। অনেক দিন থেকেই জানি আমি, তোমাদের ওরা বন্ধু এবং মুহাফেজ হিসেবে বেছে নিয়েছে। কিন্তু আমার জিন্দেগীর মাকসাদে তাদের খাহেশ ছিল মূল্যহীন। একজন পিতা হিসেবে তখনই তাদের দেখেছি, লোশার আদালত আমার অনুপস্থিতিতে যখন তাদের দিল মৃত্যুদন্ড।

তাদের জীবন রক্ষার জন্য তোমাদের কাছে আবেদন করতাম না। তুমি জান, রাবিয়া ও ইনজিলার সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে আমার মওতের সাথে সাথেই। এ দুনিয়ায় তাদের কি হাশর হল দেখব না আমি। জ্বলন্ত চিতায় ওরা যখন চিৎকার করবে সে চিৎকার পৌছবে না আমার কান পর্যন্ত।

আমি বেঁচে থাকলেও মরণ মুহূর্তে পিতার কাছ থেকে দূরে থাকার বেদনা অনুভব করতো না তারা। আমার প্রতি নেই তাদের কোন আকর্ষণ। তুমি আর বশীর যে জগতে শ্বাস নাও, সে জগতকেই তারা ভালবাসে। তোমাদের জন্য লোশার গভর্ণরের মহলকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতেও তাদের কোন আফসোস নেই। জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে সে উপত্যকার কল্পনাই ওরা করবে, যেখানে ওদের আপনভোলা আত্মা শান্তনার সন্ধানে ঘুরে ফিরছে। দিকচক্রবালে তাকিয়ে ওরা বলবে, 'বদর! বশীর! তোমরা কোথায়?'

জীবন সাগরের যে গভীরতায় তোমরা একে অপরকে খুঁজেছ, তার তলা খুঁজে পায়নি আমার দৃষ্টি। আমি শুধু জানি, কেবলমাত্র তোমাদের কারণেই সে গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়েছে ওরা। ওদের জিন্দেগীর প্রদীপ যদি নিভে যায়, তার কারণ, তুফানের সাথে খেলা করার খাহেশ তাদের দীলে পয়দা করেছ তোমরা।

যে অনুভূতি মাইকেলকে হত্যা করতে রাবিয়া ও ইনজিলাকে অনুপ্রাণিত করেছে, তুমি আর বশীর তার উৎস। যে প্রেরণা কমজোর মেয়েদের হাতে বর্শা তুলে দিল

তোমরাই দিয়েছ সে সাহস। যে জবান আদালতে করল বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতা, তোমাদের চিন্তাধারায় তা পরিপুষ্ট।

রাবিয়া ও ইনজিলাকে নিকট থেকে দেখিনি আমি। কিন্তু যারা দেখেছে তারা আমায় বলেছে, কৃতকর্মের জন্য এতটুকু অনুতাপ নেই তাদের। তাদের ঈমান হচ্ছে, তাদের বেঁচে থাকা খোদার মঞ্জুর হলে, চিতার আগুনকে তিনি পরিণত করতে পারেন ফুলের বাগানে। বদর! বশীর! কে তাদের দীলে এ ঈমান পয়দা করেছে আমার চেয়ে বেশী তোমরাই জান।

ওদের জিম্মা নিতে যদি অস্বীকার করো তোমরা, তবু আমি বলব, রাবিয়া ও ইনজিলার মোয়ামেলা তোমার আর বশীরের মোয়ামেলা। এ ব্যাপারে পেরেশান হওয়ার দরকার আমার নেই। তাদের জীবন রক্ষার জিম্মা তোমাদের ওপর দিয়ে আমার জিম্মা থেকে আমি সরে গেলাম। কি ভাবে তাদের রক্ষা করবে তোমাদের বলতে পারছি না, সে চিন্তা তোমাদের।

স্পেনের ভবিষ্যত নিয়ে কিছু বলব না। সময় প্রমাণ করেছে, যা কিছু এতদিন আমি ভেবেছি বা করেছি তার সবই ছিল ভুল। নিজে ফুল নিয়ে কাঁটা বিছিয়েছিলাম কওমের জন্য। কিন্তু আমার ফুলের তোড়া ফার্ডিনেন্ডের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, কন্টকে যখম হয়েছে আমার হাত পা।

শেষ হয়ে গেছে আমার রাজনীতি। আমার মওত জিল্লতির মওত, আর মরছি কাপুরুষের মতো। আমার আত্মহত্যাকে ঘৃণা করবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ এ সত্য আমি উপলব্ধি করছি, ইজ্জতের জিন্দেগীর পথ যারা বেছে নেয় ইজ্জতের মওত শুধু তাদের জন্য।

আমার স্ত্রী সম্পর্কে কিছুই বলিনি। স্মরণযোগ্য সে নয়। ইনজিলাকে বাঁচাতে রাবিয়ার বিরুদ্ধে সে সাক্ষী দিয়েছে। আদালতের ফয়সালা শুনে বিষ না খেলে গলা টিপে দিতাম নিজের হাতে। এ লিখনীর সমাপ্তির সাথে লিখলাম আমার জীবন ডায়েরীর শেষ লাইনটুকু।

আবু দাউদ
ইনজিলা এবং রাবিয়ার পিতা

মুচকি হাসি

সূর্য তখনো ডুবেনি। লোশার বাইরে এক খোলা ময়দানে ইনজিলা ও রাবিয়ার চিতার সামনে জমায়েত হতে লাগলো হাজার হাজার পুরুষ ও নারী। কাঠের খুঁটিতে

পাশাপাশি বাঁধা ছিল দু'জন। একদল পাদ্রী মাতা মরিয়মের গান গাইছিল চিতার পাশে। লোকেরা সূর্যাস্তের অপেক্ষা করছিল বেকারার হয়ে। লোশার নতুন গভর্ণর ডন লুই এবং বিশপ বার বার তাকাচ্ছিলেন পশ্চিম দিগন্তে। লোকেরা জানত, সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফার্ডিনেন্ডের হুকুমের অপেক্ষা করা হবে, রাজদূত নতুন কোন হুকুম না নিয়ে এলে চিতায় জ্বালানো হবে বহ্নি শিখা। জ্বলন্ত মশাল হাতে চিতার পাশে দাঁড়িয়ে রইল দু'জন সিপাই।

পরিণতি সম্পর্কে সন্দেহ ছিলনা রাবিয়া ও ইনজিলার। কিন্তু চিতা বহ্নিমান করার গড়িমসির কারণ জানা ছিল না তাদের। ইনজিলা বলল, 'রাবিয়া! মওতকে ভয় পেতাম আমি। কিন্তু এখন অনুভব করছি, মৃত্যু তেমন ভয়ংকর নয়, এ প্রতীক্ষা সইছে না আমার। কিসের অপেক্ষা করছে ওরা?'

'এ জন্য হয়রান হচ্ছি আমিও। ইনজিলা! ঐ তো ডুবে যাচ্ছে সূর্য, সম্ভবত....।'

'সম্ভবত?'

'না, কিছু না ইনজিলা! আমি ভাবছি, সম্ভবত আল্লাহ লোশার আদালতের ফয়সালা বদলে দিয়েছেন। দেখ, সূর্য দাঁড়িয়ে আছে ওখানেই।'

'রাবিয়া, এসব উদ্ভট আশার আশ্রয় নেওয়ার সময় এখন নয়।'

'আমি শুধু বলছি, খোদা ইনসানের প্রতিটি ফয়সালা পরিবর্তনে সক্ষম। অগ্নিশিখা আমার বুকে এসে লাগলেও আমি একথাই বলব।'

'রাবিয়া, আমার ঈমানও তাই। কিন্তু মওতের দুয়ার মাত্র ক'কদম বাকী। দোয়া করো আমাদের পা যেন না কাঁপে।'

'তোমার পা স্খলিত হবে না। তোমায় নিয়ে গৌরব বোধ করি আমি। প্রতিটি মুসলিম মেয়েই তোমাকে নিয়ে গর্ব করবে।'

'দোয়া করো রাবিয়া, আশ্রয় দাও আমায়।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলো রাবিয়া। 'পুরস্কার আর শাস্তির অধিশ্বর, ওগো! অটল অনড় থাকার তৌফিক দাও আমাদের। আমাদের দূর্বলতা তুমি দেখছো, আমাদের কমজোরী তুমি জান। কিন্তু এ দূর্বলতা, এ অসহায়ত্ব অপরের সামনে প্রকাশ করো না। তোমার রহমতের দরজায় আমাদের শুধু এই মিনতি, এরা যেন আমাদের চিৎকার না শোনে।'

দোয়া করছে রাবিয়া। ময়দানের একদিকে দেখা গেল পাঁচজন সওয়ার। জনতা চিৎকার করে বলল, 'ওরা এসে গেছে।'

লোকেরা ঘিরে দাঁড়াল সওয়ারদের। এখন চিতার দিকে খেয়াল নেই কারো। তাদের পরণে কার্ডিজের সিপাইদের লেবাস। লোকেরা প্রশ্ন করছে তাদের, 'মহামান্য সম্রাটের কি হুকুম, আপনারা এত দেরী করেছেন কেন?'

লোশার গভর্ণর এবং বিশপ ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন। গায়ক পাদ্রীরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে সওয়ারদের নিকট পৌছার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাদের একজন পাদ্রী গাইতে গাইতে দাঁড়াল চিতার নিকটে। অন্য পাদ্রীদের মতো সফেদ জুব্বায় ঢাকা ছিল তার দেহ। তার আওয়াজে ইনজিলা ও রাবিয়া ফিরলো তার দিকে। গাইতে গাইতে রাবিয়া

ও ইনজিলার আরো কাছে এসে সে সরিয়ে দিল মাথার পাগড়ী। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না রাবিয়া ও ইনজিলা। হতভম্বের মতো তারা তাকিয়ে রইল তার দিকে। বদর বিন মুগীরা। আচানক আরেক পাদ্রী এসে দাঁড়াল তার পাশে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল জিন্দেগীতে এই প্রথম গানের অনুশীলন করছে সে। সংগীর সাথে কণ্ঠ মেলাতে চেষ্টা করছে সে। কিন্তু এত চেষ্টার পরও তার আওয়াজ কখনও চাপা আবার কখনও স্পষ্ট হচ্ছিল। বশীর বিন হাসান।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মির সাথে রাবিয়া ও ইনজিলা ভাগ্যের আকাশে দেখছিল জীবনের আলো। দীলের স্পন্দন খানিক কমে এলে চাপা আওয়াজে রাবিয়া বলল, 'আমাদের জন্য তোমরা আত্মহত্যা করোনা। খোদার দিকে চেয়ে ফিরে যাও।'

নিজের ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে তাকে চুপ করতে বলে বশীরের হাত ধরে গাইতে গাইতে চলে গেলো ভিড়ের দিকে। সওয়ারদের কাছে শোরগোলকারী জনতাকে অনেক কষ্টে থামালেন ডন লুই। সওয়ারদের লক্ষ্য করে বললেন, 'বড় দেরী করেছো তোমরা। আমরা চিতায় আগুন দিচ্ছিলাম প্রায়। কি হুকুম নিয়ে এসেছো?'

এক সওয়ার বললো, 'আমরা গভর্ণরের সাথে কথা বলতে চাই।'

'আমিই গভর্ণর।' রেগে বললো ডন লুই।

প্রশান্ত চিত্তে সওয়ার বলল, 'মহামান্য সম্রাট আপনাকে অপসারণ করেছেন। কাউন্ট এন্টিনিউ খানিক পর শাহী ফরমান নিয়ে পৌছে যাবেন। তিনি আমাদের হুকুম দিয়েছেন, আবু দাউদের মেয়েদের সাজা মুলতবী করা হবে। আমরা খুব দ্রুত ঘোড়া হাকিয়ে পৌছেছি এখানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবেন কাউন্ট এন্টিনিউ। আপনাকে শোনাবেন সম্রাটের শেষ ফরমান।'

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডন লুই। লোকেরা নিরাশ হয়ে কখনো গভর্ণর কখনো বিশপ আবার কখনো সওয়ারদের দিকে চাইতে লাগল। পরিশেষে বিশপ বলল, 'সম্রাটের লিখিত হুকুম আমাদের কাছে যা আছে, তা হচ্ছে লোশার আদালতের ফায়সালা পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়লে সূর্যাস্তের পূর্বেই দ্বিতীয় লিখিত হুকুম পৌছে যাবে! শাহী দূত সূর্য ডোবার আগে না পৌছলে বুঝতে হবে আদালতের ফয়সালার সাথে মহামান্য সম্রাট একমত। ডুবে গেছে সূর্য। শাহী দূত সম্রাটের ফরমান নিয়ে এখনো আসেনি। ডন লুই চিতায় আগুন লাগানোর হুকুম দিলে তিনি তার দায়িত্ব পালন করবেন। তুমি সম্রাটের দূত হলে লেখা পেশ করো। নইলে কোন কথা শুনতে আমরা তৈরী নই।'

সওয়ার জওয়াব দিল, 'কিন্তু দূতের সাথে আমরা এসেছি। আর এ গভর্ণর অপসারিত হয়েছেন।'

বিশপ বলল, 'কিন্তু সম্রাটের হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত তার কাজে কোন ফারাক হবে না। কাউন্ট এন্টিনিউকে যদি সত্যিই কোন হুকুম দিয়ে পাঠিয়ে থাকেন, সঠিক সময়ে না আসার জন্যে সব জিম্মা বর্তাবে তার ওপর। ডন লুইকে এজন্য কোন জওয়াবদিহী করতে হবে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করার হুকুম পেয়েছেন ডন লুই। এখন সন্ধ্যা।'

'জীবন বাজি রেখে তার মেয়েদের হিফাজত করার জন্য আমাদের পাঠানো

হয়েছে। আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করব।'

বিশপ এবং গভর্ণর পেরেশান হয়ে চাইতে লাগল জনতার দিকে। বর্মাচ্ছাদিত সিপাইদের হস্তক্ষেপ তাদের মনপূতঃ হয়নি। কাউন্ট জনতাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ফার্ডিনেন্ডের সিপাইদের গায়ে হাত তোলার জন্য কেউ তৈরী ছিল না। অধিকাংশ জনগণকে ভীত দেখে সিপাইকে বলল ডন লুই, 'জানিনা তুমি কে? তোমার সংবাদ কতটুকু সঠিক। খানিক অপেক্ষা করব আমি। কিন্তু তোমার সংবাদ মিথ্যে হলে কঠোর শাস্তির জন্য প্রস্তুত থেকো। কাউন্ট এন্টিনিউ কর্ডোভার গভর্ণর। বুঝতে পারছি না কিভাবে তাকে এখানে পাঠানো হচ্ছে। কি অপরাধ আমি করেছি যাতে আমায় অপসারণ করা হচ্ছে।'

'হয়তো আবু দাউদ মহামান্য সম্রাটের কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। একটু পরেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাউন্ট এন্টিনিউ আসছেন তো! ততোক্ষণে চিতার চারপাশটা একটু দেখি আমরা।'

ডনলুই জওয়াব দিল, 'চিতার চারপাশ পাহারা দেয়ার জন্য আমার সিপাইরাই যথেষ্ট।'

'না, চিতার কাছে এত ভীড় দেখলে কাউন্ট এন্টিনিউ আমাদের রাগ করবেন। লোকদের একটু দূরে সরিয়ে দিলে ভাল হয়।'

ডন লুই ছিল খিটখিটে মেজাজের। কিন্তু নিজের অপসারণের সংবাদে প্রথম দিকের জোশ রইল না তার। মনকে বার বার প্রশ্ন করছিল, কেন আমায় অপসারণ করা হল? এ মুহূর্তে কি অপরাধ হয়েছে? তার শানদার খেদমতের একি ধরণের পুরস্কার! নাকি আবু দাউদের যাদুর জোরে এবং রানীর যোগসাজসে ফার্ডিনেন্ড বিভ্রান্ত হলেন। তার মনে হল সে উড়ে গিয়ে পৌছে যায় রানীর কাছে।

সওয়াররা লেখা দেখিয়ে জনতাকে চিতার কাছ থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল। বাঁধা দিল না গভর্ণর। গভর্ণরের কাজের এ পরিবর্তন দেখে অনেকটা ঠান্ডা হয়ে এল বিশপের রাগ। নিজের কথার জন্য লজ্জিত হয়ে সে সিপাইদের আগে পিছে ঘুরছিল। প্রতিটি সিপাইকে বলছিল, 'দেখুন। কাউন্ট এন্টিনিউর লিখিত হুকুম নিয়ে এলে এত কথা হতো না। তবে তিনি নিজেই যখন আসছেন! আপনারা কত দূর ছেড়ে এসেছেন তাকে? অনেক দেরী হয়ে গেল, চাঁদও ডুবে যাচ্ছে। পথ ভুলে যাননি তো তিনি!'

ওদিকে ডন লুই ধমক দিয়ে লোকদের হটাচ্ছিল পেছনে। চতুর্থ রাতের চাঁদ মনযিলের সংক্ষিপ্ত সফর খতম করছিল তার। বদর আর বশীর পাদ্রীর পোশাকে চক্কর দিচ্ছিল চিতার আশপাশে অতি সাবধানে। শহর কোতোয়ালও ঘুরছিল চিতার পাশে।

বদর বশীরকে বললেন, 'তার লক্ষ্য তোমার দিকে ফিরিয়ে নাও। মনে হচ্ছে খুব হুশিয়ার ব্যক্তি।'

বশীর এগিয়ে কোতোয়ালকে বললেন, 'বড় আফসোসের কথা। গীর্জার আদালতের হুকুমের এত বড় অমর্যাদা আজ পর্যন্ত হয়নি।'

সওয়াররা চিতার অনেক দূরে হটিয়ে দিয়েছিল মশালধারীদের। এজন্য বশীরকে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিল না কোতোয়াল। সে প্রশ্ন করল, 'আপনি কে?'

সংযত হয়ে বশীর জবাব দিল, 'আমি টলেডোর পাদ্রী।'

'এখানে এলেন কিভাবে?'

'সেভিল যাচ্ছিলাম। অবস্থা দেখে থেমে গেলাম, আমি আবার ডাক্তারও। সেভিলের বিশপ চিকিৎসার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'আপনাকে জিজ্ঞেস করি, যদি সম্রাট হুকুম করেন এ চরম অপরাধে গীর্জা কি তার ফয়সালা তুলে নেবে?'

'ফয়সালা তুলে নেয়ার দরকার নেই গীর্জার। নিজের হুকুমে সম্রাট এ ফয়সালা নাচক করে দিবেন।'

'একি গীর্জার অবমাননা নয়?'

'গীর্জার ভালমন্দ আমাদের চেয়ে সম্রাট ভালই বুঝেন।'

বশীর কথাবার্তা বলছেন কোতোয়ালের সাথে। বদর রাবিয়ার পিছন দিয়ে এগিয়ে তার হাত এবং পায়ের রশি কাটতে কাটতে চাপা আওয়াজে বললেন, 'রাবিয়া! ঘোড়ায় সওয়ারী করতে পারবে?'

মুক্ত হয়ে জওয়াব না দিয়ে রাবিয়া ফিরে চাইল তার দিকে। 'রাবিয়া! নড়ো না, চুপচাপ আগের মতই দাঁড়িয়ে থাকো।'

খুঁটির সাথে সেটে দাঁড়িয়ে গেল রাবিয়া। বদর আবার বললেন, 'ঘোড়ায় সওয়ারী করতে পারবে তো?'

কম্পিত হৃদয়কে সংযত করে সে বলল, 'আপনার সাথে?'

'হ্যাঁ আমার সাথে।'

'আপনার সাথে সফরে পথ যত দীর্ঘই হোক আমার কোন কষ্ট হবে না।'

'ইনজিলা ঘোড়ায় সওয়ারী করতে পারে তো?'

'সে আমার চেয়ে ভাল সওয়ার।'

'বহুত আচ্ছা, তোমরা তৈরী হও।'

এবার ইনজিলার কাছে পৌছে বদর তার রশিও কেটে দিলেন। এক সওয়ারের কাছে গিয়ে বললেন, 'জলদি করে আমার রশি বের করে দাও।'

সওয়ার জীনের সাথে বাঁধা রশি খুলে দিল বদরের হাতে। দূর থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। লোকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সেদিকে। বিভিন্ন আলাপে বশীর কোতোয়ালের লক্ষ্য ফিরিয়ে রেখেছিল নিজের দিকে। কিন্তু অশ্বের খুরধ্বনি শুনে কোতোয়াল বলল, 'মোকাদ্দস বাপ। সম্ভবতঃ তিনি আসছেন, আমায় ক্ষমা করুন। আগামীকাল যাবার সময় অবশ্যই আমার সাথে দেখা করবেন।'

বশীরের জওয়াবের অপেক্ষা না করেই ছুটে এগিয়ে গেল কোতোয়াল। বিশপ এবং গর্ভণর এক সওয়ারের সাথে কথা বলছিলেন। গভর্ণর বললেন, 'কাউন্ট এন্টিনিউর সাথে কোন ফৌজ আসছে?'

'হ্যাঁ, জনপঞ্চাশেক হবে।' জওয়াব দিল সওয়ার।

বিশপ বললেন, 'এত লোক সাথে আনার কারণ আমি বুঝতে পারছি না।'

বদর এগিয়ে বললেন, 'তার কারণ আমি আপনাকে বলছি। আমার সাথে আসুন।'

পেরেশান হয়ে বিশপ বলল, 'কে তুমি?'

'আপনি চিনতে পারলেন না আমায়?'

'অন্ধকারে তোমাকে ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না ; তোমার আওয়াজ অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে।'

'মোকাদ্দাস বাপ! আপনার সাথে একটু জরুরী কথা আছে, তাহলেই আর কোন প্রশ্ন জাগবেনা আপনার মনে।'

'এমন কি কথা, যা গভর্ণর ডন লুইর সামনে বলতে চাইছ না।'

'পরে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো, আপনি আসুন, একাকী জরুরী বলতে চাই আপনার সাথে।'

বিশপের হাত ধরলেন বদর। পেরেশান হয়ে বিমূঢ়ের মতো চললেন তিনি। কয়েক কদম দূরেই বশীর দাঁড়িয়ে ছিল। বদরকে দেখেই নিকটে এল সে। বিশপ বললেন, 'তারা আসছেন, কি বলবে জলদি বলো, হাত ছেড়ে দাও আমার।'

আরো কঠিনভাবে তার হাত চেপে ধরে বদর বললেন, 'খামোশ।'

কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল বিশপ। বদর বললেন, 'বশীর! একে নিয়ে যাও, এই রশির অর্ধেকটা রাখবে গভর্ণরের জন্য। এক্ষুণি তাকে আমি নিয়ে আসছি।'

চিৎকার করার চেষ্টা করলো বিশপ, কিন্তু বশীরের খঞ্জর তার শাহরগের নিকটে দেখে কোন আওয়াজ বেরুল না মুখ থেকে। বশীরের আগে আগে চলল সে।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ এগিয়ে এল। সেদিকে যেতে চাইল ডন লুই। বদর এগিয়ে তার হাত ধরে পিঠে খঞ্জর ঠেকিয়ে বলল, 'আমার সাথে চল। আওয়াজ করার চেষ্টা করলে ....' বাক্য শেষ না করে বদর খানিক সেঁদিয়ে দিল খঞ্জর। বদরের হাতের বাঁধন আর খঞ্জরের চাপে অসহায়ভাবে তার সাথে এগিয়ে চলল ডন লুই।

কোতোয়ালের সিপাইদেরও চিতার অনেক দূরে রাখার চেষ্টা করছিল সিপাইরা। অত্যন্ত তেজের সাথে তারা চক্কর দিতে লাগল চিতার চারপাশে। কোতোয়ালের সিপাইরা ঘোড়ার আওতার বাইরে সরে গেল।

রাবিয়াকে একদিকে সরিয়ে তার স্থানে বদর খুঁটিতে বেঁধে দিল গভর্ণরকে। ততোক্ষণে ইনজিলার স্থানে বিশপকে বেঁধে ফেলেছেন বশীর। ওদিকে ভিড়ের কাছে পৌঁছেই পঞ্চাশজন সওয়ার বুলন্দ করলেন 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি। ভীত সন্ত্রস্ত জনতা চিৎকার দিয়ে পড়তে লাগল একে অপরের ওপর। চিতার খেয়াল ছেড়ে এদিক সেদিক ছুটে যাওয়া লোকদের সঙ্গী হতে লাগলো লোশার পুলিশ। চিতার পাশে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়ানো চারজন পাহারাদার ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। পাদ্রীর থলে খুলে চিতায় নিক্ষেপ করে উঠে বসলো এক ঘোড়ায়। বাকী তিন ঘোড়ায় সওয়ারী হলেন বশীর, রাবিয়া এবং ইনজিলা।

বদর বললেন, 'বশীর, রাবিয়া ও ইনজিলার সাথে ওখানে পৌঁছে আমাদের অপেক্ষা করবে। খানিক পরে আমরা পৌঁছে যাব, জলদি করো!'

ঘোড়ার বাগ ঘুরিয়ে নিলেন বশীর। পঞ্চম সওয়ারকে লক্ষ্য করে বললেন বদর, 'তুমি যাও এদের সাথে।'

বশীর এবং সিপাই রাবিয়া ও ইনজিলাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এক দিকে। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন বদর। একটু এগিয়ে সিপাইরা হাত থেকে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল চিতায়। লাকড়িতে আগুন ধরানোর জন্য চিতায় দেওয়া হয়েছিল শুকনো ঘাস; সাথে সাথে আগুন ধরে গেল তাতে।

গভর্ণর আর বিশপ চিৎকার করছিল দারুণ ভাবে। কিন্তু এই হাঙ্গামায় তাদের আওয়াজ শোনার মত কেউ ছিল না সেখানে।

কিয়ামতের সম্মুখীন হল ময়দান। সওয়াররা নেজা উঁচিয়ে লোক সরানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করে আহত হচ্ছিল লোকগুলো। অন্ধকারে লোশার বাসিন্দারা অনুভব করল, হাজার হাজার পদাতিক আর সওয়ার তাদের ওপর হামলা করেছে। কোতোয়াল আর তার সিপাইদের কোন পাত্তাই ছিল না। আগুনের লেলিহান শিখার মাঝে গভর্ণর আর বিশপকে দেখে চিনলো অনেকেই। কিন্তু তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার দরকার মনে করলো না কেউ। ময়দান খালি হয়ে গেল খানিক পর।

সওয়ারদের সংগঠিত করে বদর বললেন, 'কাজ আমাদের শেষ। কিন্তু ফিরে যাবার জন্য তাজাদম ঘোড়া জরুরী। লোশায় ঘোড়ার কোন অভাব নেই। এক ঘন্টার মধ্যে ফিরে যেতে হবে আমাদের, তোমরা প্রস্তুত?'

'আমরা প্রস্তুত।' ভেসে এল মনসুর বিন আহমদের কণ্ঠ।

'চলো।'

প্রায় দেড় মাইল চলার পর এক গির্জার চার দেয়ালের ফটকে পৌঁছলো বশীর এবং তার সঙ্গীরা। দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল দুইজন পাদ্রী। বশীরকে চিনতে পেরে দরজা খোলার জন্য আওয়াজ দিল তারা। ভেতর থেকে গেট খুলে দিল পাহারাদার।

গির্জার আঙ্গিনায় দাঁড়িয়েছিল আরো তিনজন পাদ্রী। তারা ঘোড়ার বাগ ধরে ফেলল। ইনজিলা ও রাবিয়া বশীরের সাথে প্রবেশ করল এক কামরায়। বেশ দামী আসবাবপত্রে সাজানো কামরা। রূপার আতশদান ঝুলছিল দেয়ালে। মর্মর পাথরের মেঝেয় রক্ষিত টেবিল। তার চারপাশে সাজানো আবলুশ কাঠের সোফা। টেবিলের মাঝখানে একটি সোনার আতশদান। আটটা মোম জ্বলছিলো তাতে।

'আপাততঃ এটাই আমাদের ঘর।' বললেন বশীর! 'কিছু সময় আরাম করতে পারেন এখানে।'

ইনজিলা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কিন্তু এ গির্জায় ....'

মৃদু হেসে বশীর বললেন, 'গত তিন দিন থেকে এ গির্জা আমাদের দখলে। যে পাদ্রীদের আপনারা দেখলেন ওরা আমাদেরই লোক। গির্জাবাসীরা বন্দী রয়েছে দোতালার তিনটি কামরায়। ক্ষুধা পেয়েছে আপনাদের?'

রাবিয়ার দিকে তাকাল ইনজিলা। বশীরের দিকে ফিরে বললো, 'এ ঘর যদি আপনাদের হয়, সংকোচ করার কোন কারণ নেই নিশ্চয়ই। ক্ষিধেয় আমার বোনের অবস্থা সত্যি করুণ।'

রাবিয়া জওয়াব দিল, 'আমার ভাই স্পেনের সব চেয়ে বড় ডাক্তার। আমাদের

দু'জনের মধ্যে কার বেশী ক্ষুধা পেয়েছে চিনতে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করবেন না।'

'আমার দু'জন মেহমানই ক্ষিধেয় কষ্ট পাচ্ছেন।' একথা বলেই হাত তালি দিলেন বশীর।

এক পাদ্রী প্রবেশ করল কামরায়। বশীর বললেন, এঁদের জন্য খানা নিয়ে এসো।'

একটু পরেই ওরা হাতে বড়ো এক খাঞ্চা নিয়ে রুমে ঢুকল । রুটি ছাড়াও খাঞ্চায় ছিল, আস্ত একটা ভুনা রান। আরেকজন নিয়ে এল সেব আর আঙ্গুরে ভরা খাঞ্চা। রেখে দিল টেবিলে। বশীর উঠতে উঠতে বললেন, 'ইচ্ছে মত খান আপনারা। অন্য কামরায় আছি আমি।'

'আপনি খাবেন না?' বলল রাবিয়া।

'আমি বাকী লোকদের সাথে খাব।'

করিডোর পেরিয়ে অন্য কামরায় চলে এলেন বশীর। সেখানে বসা ছিল চার ব্যক্তি। বশীরকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। বশীর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা সবাই খেয়েছে?'

'হ্যাঁ।' জওয়াব দিল একজন। 'কিন্তু আবু মোহসেন খাননি।'

বশীর বললেন, 'আচ্ছা, তাকে ডেকে আমাদের খানা নিয়ে এসো।'

মাঝ রাতে বদর ও তার সংগীরা পৌছল সেখানে। ফৌজি ছাউনি থেকে বাছাই করা ঘোড়া নিয়ে এসেছে তারা। তাছাড়া ছাউনির সবগুলো খিমা আর ঘরে আগুন লাগিয়ে এসেছে।

রাবিয়া, ইনজিলা এবং আরো প্রায় চৌদ্দ পনরজন তাদের আগমনের পূর্বেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। মার্চ করার হুকুম দিলেন বদর। নিজের সংরক্ষিত এলাকায় পৌঁছার পূর্বে পথে তিন স্থানে বিশ্রাম করলেন তারা। রাতে সফর করত আর দিনে অবস্থান করতেন গীর্জায়। কয়েকদিন পূর্বেই পাদ্রীর লেবাসে এগুলো দখল করে নিয়েছিল বদরের সিপাইরা। লোশার পাদ্রীর মত অন্যান্য স্থানের পাদ্রীরাও ওদের হাতে বন্দী ছিল।

বদর আসার আগেই সঙ্গীরা তাদের জন্য খাদ্য, ঘোড়ার জন্য ঘাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করে রাখত। প্রতি মনজিল থেকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল তাদের। ফার্ডিনেন্ড সালাতানাতের সীমা অতিক্রম করার সময় দেড়শতে এসে দাঁড়াল তারা।

পাহাড়ী কেল্লার এক কামরায় বেকারার হয়ে পায়চারী করছিলেন বদর বিন মুগীরা। নৈরাশ্যের বেদনা আর পেরেশানী ফুটে উঠছিল তার চেহারায়। রাবিয়া কামরায় প্রবেশ করল। গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলেন বদর। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকে তিনি লক্ষ্য করলেন না। এক কদম এগিয়ে রাবিয়া বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?'

চমকে বদর চাইল তার দিকে। 'হ্যাঁ, রাবিয়া বস। তোমার সাথে একটু জরুরী কথা আছে।'

তার ভাবনা বিধুর কণ্ঠে ভয় পেয়ে গেল রাবিয়া। চেয়ারের কাছে এসে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল সে। বদর আবার বললেন, 'বস রাবিয়া।'

বসতে বসতে রাবিয়া বলল, 'আপনি বেশ পেরেশান! সব ভালতো?'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বদর বললেন, 'রাবিয়া! তোমাকে নিয়ে আমি ভাবছি। খৃষ্টানদের চোখে আমাদের যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পড়েছে। তাই ভাবছিলাম, তোমাদের এখানে থাকা ঠিক নয়।'

আচানক দাঁড়িয়ে পড়ল রাবিয়া। কিছু বলতে গেল সে। কিন্তু রুদ্ধ হয়ে এল তার কণ্ঠ। কি এক আবেদন নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল সে। বদর বললেন, 'বস রাবিয়া। আমার কথা এখনো শেষ করিনি।'

রাবিয়া আবার বসে পড়ল। খানিক ভেবে বদর বললেন, 'তুমি জান, ফার্ডিনেন্ডের দীর্ঘ অবরোধে গ্রানাডার অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। সিরানুবিদার পথে আমাদের চেষ্টায় যে যৎসামান্য রসদ পৌছত, লাখো মানুষের প্রয়োজনে তা অপর্যাপ্ত। ক্ষুৎ পিপাসায় লোকদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছে। সামনে শীতের মওসুম। আগামী মাসের প্রথম তারিখে গ্রানাডার ফৌজ নিয়ে হামলা করার ফয়সালা করেছেন মুসা। আমিও সমস্ত কুওত নিয়ে পিছন থেকে হামলা করার ওয়াদা করেছি।

আমাদের একীন ছিল বিজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু আজ মুসার চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, আবু আবদুল্লাহর উজির শান্তির জন্য ফার্ডিনেন্ডের সাথে আলাপ করেছে। বড়ো বড়ো ওমরাদের প্রায় সবাই সন্ধির পক্ষে। গাদ্দারদের প্রচেষ্টায় জনগণের মধ্যে এমন ধারণা জন্ম নিয়েছে, তারাও সন্ধির জন্য বেকারার। হামলার দিন আবু আবদুল্লাহ এবং ওমরাদের নিয়ত পরিবর্তন হয়ে যায় কিনা, এজন্য মুসা হামলা মুলতবী করে দিয়েছেন।

তিনি আরো লিখেছেন, হামলার জন্য নতুন দিন নির্ধারণ করে আমায় জানাবেন। কিন্তু চিঠি পড়ে আমি অনুভব করছি, গ্রানাডার অবস্থা অত্যন্ত জটিল। রাবিয়া! তুমি বুঝতে পারছ, খোদা না করুন গ্রানাডা আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেলে কার্ডিজের বিরোধিতার সয়লাব ফুসে উঠবে আমাদের বিরুদ্ধে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এমন সময় আসার পূর্বেই তোমাকে মরোক্কো পাঠিয়ে দেবো। সুলতান আমার আব্বার দোস্ত। মনসুর এবং বশীরের খান্দানের অনেকে সেখানে আছেন। ওখানে কোন কষ্ট হবে না তোমাদের।'

রাবিয়ার দিকে না তাকিয়ে বাইরের দিকের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন বদর। বসে গেল রাবিয়ার দীল। খানিক খামোশ হয়ে বসে রইল সে। ভারাক্রান্ত স্বরে বলল, 'তাহলে আমাকে মরোক্কো পাঠাবার ফায়সালা করেই ফেলেছেন?'

'না, আমায় ভুল বুঝ না। আমি পরামর্শ দিচ্ছি শুধু। আমার আশা এ পরামর্শ তুমি কবুল করবে।'

'আপনার পরামর্শ!' কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল রাবিয়া, 'এ কথা কেন বলছেন না– রাবিয়া, তোমার দীল কমজোর, ঈগলের সাথে পাল্লা দিয়ে তুমি উড়তে পারবে না। এজন্য আমার হুকুম এখান থেকে চলে যাও, তোমার দরকার নেই এখানে।'

'কন্টক ছাড়া কিছুই নেই আমার দুনিয়ায়, কাঁটা মাড়িয়ে চলার জন্য কুদরত তোমায় পয়দা করেননি।'

'কুদরত আমায় আগুনের চিতায় নিক্ষেপ করেছিল। সে কন্টক মাড়ানোর খাহেশ

আমার ছিল। ফুলের চেয়ে কাঁটাই আমার বেশী প্রিয়। আপনার সাথে চলতে প্রকম্পিত হবে না আমার পা। কেন ভাবছেন না, আপনার মত আমিও একই মাকসাদে বেঁচে আছি। কুদরত আমার জিন্দেগী সেই রাজপথের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, যেখানে আপনার পদচারণা। আপনি ওয়াদা করেছিলেন, গ্রানাডার অবরোধ উঠে গেলে, কিন্তু ....' রাবিয়া বলতে পারলোনা কিছুই। দুহাতে ঢেকে ফেলল নিজের চেহারা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

বদর বললেন, 'রাবিয়া। আমায় ভুল বুঝো না, তোমার জীবন সাথী হওয়া আমার জন্য গৌরবের। আমার জন্য তুমি এমন শ্যামল সবুজ বৃক্ষ, শ্রান্ত মুসাফির যার ছায়ায় আশ্রয় নেয়। সেদিন তোমার কাছে যখন শাদীর দরখাস্ত পেশ করেছিলাম, মনে করেছিলাম গ্রানাডার যুদ্ধ থেকে সরে গিয়ে তোমার সাথে জিন্দেগীর কয়েকটি মুহূর্ত কাটানো হবে আমার ব্যথাতুর জীবনের দুর্লভ উপশম।

কিন্তু এখন অনুভব করছি, আমার আকাশে এক আঁধারের পর রয়েছে আরেক আঁধার। সেই সমুদ্রে ভাসিয়েছি আমার কিস্তি, প্রতিদিন দূরে সরে যাচ্ছে যার বেলাভূমি। এক উত্তাল তরঙ্গের পর আরেক তরঙ্গ। রাবিয়া! মরোক্কো চলে যাওয়াই তোমার জন্য কল্যাণকর। চরম ফয়সালা করার পূর্বে তোমার বিরুদ্ধে নিরুদ্বেগ হতে চাই আমি। হয়ত বা কোনদিন আমার সওয়ার বিহীন ঘোড়া ফিরে আসবে। আর তুমি ভাববে, এই উপত্যকায় তোমাকে জানার, তোমাকে বুঝার কেউ নেই।'

উঠে দাঁড়াল রাবিয়া। 'এই যদি হয় আপনার হুকুম, অমান্য করার সাধ্য আমার নেই। আর যদি হুকুম না হয় তবে আমার ব্যাপারে আমাকেই ফয়সালা করতে দিন।'

'আমার কথা শেষ করিনি এখনো। তোমায় বলতে চাইছি, গ্রানডাবাসী হাতিয়ার সমর্পন করলে খুন আর আগুনের তুফান থেকে এ উপত্যকাও নিরাপদ থাকবে না। হয়ত আমাদের জন্য সৃষ্টি হবে এমন এক পরিবেশ, ইজ্জতের মওত ছাড়া আমাদের আর কোন পথ থাকবে না।'

'ইজ্জতের মওতে আপনাদের সাথী আমি হতে পারি না?'

'রাবিয়া। তোমার ব্যাপারে আমার ভুল ধারণা নেই। জ্বলন্ত চিতার সামনে তোমাকে হাসতে দেখেছি। কিন্তু ক'দিনের আনন্দের জন্য জিন্দেগীর বিপদ সংকুল পথে তোমাকে নিয়ে যাবার অধিকার আমার নেই। আমার সান্নিধ্যে মুসিবত ছাড়া কিছুই পাবে না তুমি। রাবিয়া, রোজ আমি মওতের দুয়ারে হাজির হই। আমার জিন্দেগীতে আজ ছাড়া আগামী দিন বলতে কিছু নেই।'

'বদর! খোদা সাক্ষী। তোমার সান্নিধ্যের কয়েক মুহূর্তকে হাজার বছরের জিন্দেগীর চেয়ে শ্রেয় মনে করি আমি। উদ্দেশ্যহীন দীর্ঘ জীবনে ফায়দা কি? তুমি বলছ, অনাগত তুফানের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে আমাকে কোন সাগর সৈকতে ছেড়ে আসবে। কিন্তু জীবনের পরিণতি মওত ছাড়া যদি আর কিছুই না হয় তাহলে বেলাভূমিতে বসে ঢেউ গোনার চেয়ে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ মাঝে কেন তোমার সাথে থাকব না। আমাকে নিয়েই যদি তোমার ভাবনা হয়, তবে খোদার দিকে চেয়ে মরোক্কো যাবার পরামর্শ দিওনা আমায়। আর যদি তোমায় নিয়ে ভাব, বিশ্বাস কর, জমিনে নয়, হামেশা তোমাকে

দেখেছি আমার কল্পনার আকাশে।

আমার অসহায়ত্ব আর দূর্বলতা আমি অনুভব করি। অতীতের কোন ফয়সালার পাবন্দী করতে তোমাকে বাধ্য করবো না; কারণ, তোমার জীবন সঙ্গিনী হওয়ার উপযুক্ত আমি নই। কিন্তু তোমার সংগ্রাম সাথী হওয়ার সৌভাগ্য থেকে আমায় বঞ্চিত করো না। ময়দানে তিরন্দাজী আর নেজাবাজীর শৌর্য প্রদর্শন হয়ত করতে পারবো না। কিন্তু জখমীদের ব্যাণ্ডেজ তো করতে পারবো। আমায় মরোক্কো পাঠিয়ে দিওনা বদর! মওতের পূর্বেই জিন্দেগীকে বিদায় দিতে বাধ্য করো না আমায়।'

এই কল্যাণকামী আর প্রেমের স্বার্থক প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন বদর। আচানক তার বিধুর ঠোটে দেখা দিল এক টুকরো মৃদু হাসি। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মাথা নত করে ধীরে ধীরে কামরায় পায়চারী করতে লাগলেন। দু'তিন চক্কর দিয়ে রাবিয়ার কাছে এসে থামলেন। তার চেহারায় রাবিয়া দেখছিল স্বীয় কিসমতের ফয়সালা। দীল ধড়ফড় করছিল তার।

বদর বললেন, 'রাবিয়া, তোমার ফায়সালা দ্বিতীয়বার ভেবে দেখার মওকা তোমায় দিচ্ছি। এ ছিল আমার ফরজ। এর পরও যদি তুমি মখমলের ফরাশ ছেড়ে জিন্দেগীর পাথুরে ভূমিতে আমার সঙ্গে চলার ফয়সালা করো তাহলে আমি তোমার শোকর গুজার করছি। আমার হায়াত মাত্র ক'বছর, ক'মাস অথবা ক'টা দিন– এ তিক্ত সত্য থেকে যদি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারো, তোমায় শাদী করতে আজই আমি প্রস্তুত। জওয়াব দাও রাবিয়া। বলো, এ জন্য কি তুমি প্রস্তুত?'

লজ্জার লালিমা ঢেকে দিল রাবিয়ার চেহারা। ঘাড় নিচু করলো সে। স্তব্ধ হয়ে গেল জবান। কিন্তু তার দীলের স্পন্দন জওয়াব দিয়ে যাচ্ছিল বদরের সওয়ালের। বদর আবার বললেন, 'রাবিয়া! তোমার সাথে শাদীর দরখাস্ত করেছি, জবাব দাও।'

ঘাড় তুলে তার দিকে চাইল রাবিয়া। কম্পিত ঠোঁটের কাছে এসে থেমে গেল মুখের ভাষা। শোকর আর কৃতজ্ঞতার আবেগ আশ্রু খুঁজল লাজনম্র দৃষ্টির আড়ালে। তার আঁখিতে বদর দেখছিলেন সেই আঁসু, যেখানে বন্দী ছিল ভাষার এক জগত। তিনি পেরেশান হয়ে বললেন, 'রাবিয়া। যদি তোমার দীলে ব্যথা দিয়ে থাকি, ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমি তৈরী। রাবিয়া! তুমি কাঁদছো?'

তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছে তার দিকে তাকিয়ে আবেদন ভেজা কণ্ঠে রাবিয়া বলল, 'এ অশ্রুর জন্য আমায় ক্ষমা করুন। ভূমিকাতেই আলোচনা শেষ হবে এতটা আশা করিনি। অশ্রুই এক দূর্বল নারীর কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।'

'আজকেই আমাকে শাদী করতে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন?'

'ঠাট্টা আমি করছি না। কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হলে ডুবন্ত সূর্যের শেষ ঝলক বদর বিন মুগীরা এবং রাবিয়া বিনতে আবু দাউদকে স্বামী স্ত্রী হিসেবে দেখবে।'

'কিন্তু .... আজ? এত জলদি?'

'যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে।'

বদরের দিকে তাকিয়ে কিছু না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাবিয়া। পা

কাঁপছিল রাবিয়ার। দীলের ধুকপুকের সাথে তার চলার গতি কখনো দ্রুত আবার কখনো শ্লথ হয়ে আসছিল। 'ইনজিলা! ইঞ্জিলা' বলে কামরায় ঢুকল সে। ঘাড় ফিরিয়ে রাবিয়াকে দেখলো ইনজিলা। রাবিয়ার ধারণা, অনেক বড় খোশখবর নিয়ে এসেছে সে তার জন্য। কিন্তু ইনজিলার নয়ন ভরা অশ্রু দেখে সে বলল, 'কি হয়েছে ইনজিলা? তুমি কাঁদছ?' ভারাক্রান্ত আওয়াজে ইনজিলা বলল, 'তুমি জান না!'

দারুণ পেরেশানী নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল রাবিয়া। অশ্রু মুছে ইনজিলা বলল, 'কবে যাচ্ছি আমরা?'

'কোথায়?'

'রাবিয়া! কোন কথা আর লুকানোর দরকার নেই। তিনি সব বলেছেন আমাকে।'

'কে? বশীর বিন হাসান?'

হ্যাঁ, এই মাত্র গেলেন তিনি।'

'তিনি তোমায় বলেছেন আমি মরোক্কো যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ।'

'মরোক্কো আমি যাচ্ছি না। ইনজিলা, বিশ্বাস করো আমরা এখানেই থাকব।'

'রাবিয়া! দীলকে ধোকা দিয়ে লাভ নেই। হয়তো এই ছিল আমাদের ভাগ্য।'

'বশীরকে কি জওয়াব দিয়েছ তুমি।'

'কি জওয়াব তাকে দিতে পারতাম?' তিনি এসে 'তুমি রাবিয়ার সাথে মরোক্কো যাচ্ছ' বলেই চলে গেলেন। তিনি ছিলেন খুব গম্ভীর। আমি জানি রাবিয়া, এ তার দীলের আওয়াজ নয়। তাছাড়া অত্যন্ত দ্রুত তিনি বেরিয়ে গেলেন। তাকে আমি কিছু বলতে পারিনি। রাবিয়া! আমার কোন অভিযোগ নেই তার বিরুদ্ধে। আজ পর্যন্ত কোন কথা তিনি আমায় দেননি। কিন্তু তোমার সীমান্ত ঈগল তো শাদীর পয়গাম তোমায় দিয়েছিলেন। যে কারণে আমাদের মরোক্কো পাঠানো হচ্ছে, তোমায় এর কি ব্যাখ্যা তিনি দেবেন!'

'স্বপ্ন ঘোরে যদি তার সাথে কথা না বলে থাকি তাহলে সূর্যাস্তের পূর্বেই তোমার বোন হবে তার জীবন সংগীনী। আমার কথায় আস্থা রাখো ইনজিলা। তোমাকে মরোক্কো যেতে হবে না। সে সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেছে।'

ইনজিলা নিজের অজান্তে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল রাবিয়াকে। কান্নার গমকে গমকে বলল সে, 'রাবিয়া! আর ধোকা দিওনা। খোদার দিকে চেয়ে সত্য কথা বলো।'

'ইনজিলা! আমি মিথ্যা বলছি না। বসো তোমায় সব বলছি।'

বসল ইনজিলা। রাবিয়া পাশে বসে বদরের সাথে তার সাক্ষাতের কাহিনী বলল।

কেল্লার এক প্রশস্ত কামরা। বশীর এবং অন্যান্য ডাক্তাররা রোগী আর যখমীদের দেখা শোনায় ব্যস্ত ছিলেন। কামরায় প্রবেশ করলেন বদর বিন মুগীরা। যখমীদের ব্যাণ্ডেজ করছিলেন বশীর। সংগীর ইশারায় পিছন ফিরে দেখলেন তিনি। ব্যাণ্ডেজ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন বশীর।

'এখানে তোমার কত দেরী হবে?'

'আমার কাজ প্রায় শেষ।'

'তোমার সাথে একটু জরুরী কথা ছিল।'

'তাড়াহুড়া না হলে আর একজন রোগীকে দেখব। আমাকে ছাড়া কাউকে নিকটে ঘেষতে দিচ্ছে না সে।'

'না, তেমন তাড়াহুড়া নেই। কাজ সেরে আমার কামরায় এসো।'

একটু পরেই বশীর বদরের রুমে প্রবেশ করে বলল, 'মনে হচ্ছে খুব পেরেশান আপনি, গ্রানাডার কোন নতুন সংবাদ আসেনি তো?'

'না, আমি রাবিয়া ও ইনজিলা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।'

'ইনজিলাকে আমি বলে দিয়েছি। মরোক্কোর জাহাজ কখন পৌঁছবে, কোথায় নোংগর করবে এর কোন সংবাদ কি পেয়েছেন?'

'এখনো কোন সংবাদ আসেনি। দু এক দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে নিশ্চয়ই। সম্ভবত গত মাসের মত আলমিরিয়ার উত্তরেই নোংগর করবে।'

'আমার মনে হয় রাবিয়া ও ইনজিলার একটু তাড়াতাড়ি সাগর পারে পৌঁছা উচিৎ।'

'এ ব্যাপারেই তোমার সাথে আলাপ করতে চাই।'

'মনে হয় এর ফয়সালা হয়ে গেছে।'

বদর বললেন, 'বশীর! এ ব্যাপারে রাবিয়ার সাথে আমার কথা হয়েছে। তাকে মরোক্কো পাঠানোর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি।'

বশীরের ফ্যাকাশে চেহারায় অকস্মাৎ সজীবতা ফিরে এল। তিনি বললেন, 'আমার স্বপ্ন সঠিক হয়েছে।'

'হ্যাঁ, স্বপ্ন তা'বিরের শেষ অংশ শুনে তুমি হয়রান হয়ে যাবে।'

মৃদু হেসে বশীর বললেন, 'শেষ অংশের তা'বিরও আমি জানি।'

'আচ্ছা বলতো?'

'রাবিয়ার সাথে আপনার শাদী হচ্ছে।'

'তাই নাকি! কবে?'

'আজই।'

'কিন্তু এতসব তুমি জানলে কি করে? ইনজিলা তোমায় বলেছে। আর সে শুনেছে রাবিয়ার কাছে।'

'না বদর, আমার জন্য তোমার চেহারাই একটা কেতাব। সমগ্র দুনিয়ার জন্য তুমি অপরিচিত। কিন্তু আমার জন্য নও। তা কি ভাবে জানলাম বলবো?'

'হ্যাঁ বলো।'

'রাবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে যখন পেরেশান হয়ে আমার কাছে এলে, আমি বুঝেছি তোমার ফয়সালা বদলে ফেলেছ। গ্রানাডার কোন নূতন সংবাদে তুমি পেরেশান নও। এতে আমার ধারনা মজবুত হয়েছে। তা ছাড়া ফৌজ অথবা সিপাই সম্পর্কিত পেরেশানী হলে আমায় নয়, তালাশ করতে মনসুরকে, অথবা আহবান করতে মজলিশে শুরা। আর নিজেই যখন বললে, রাবিয়া এখানে থাকবে, আমি বুঝেছি নীড়ে আর একা থাকতে চাইছেনা আমাদের ঈগল।'

'কিন্তু শাদী হচ্ছে আজ বুঝলে কিভাবে?'

'তুমি চরম এক ফয়সালা করেছো, লেখা রয়েছে তোমার চেহারায়। আর তোমার চরম ফয়সালার বাস্তবায়ন একটু তড়িঘড়িই হয়।'

'তাহলে তুমি বলতে চাও আমি অস্থিরচিত্ত?'

'না, আমি এক সিপাহীর বিশেষ বিশেষত্বের প্রশংসা করছি। সাধারণ পাখীর উড়ার কথা চিন্তা করতেই যে সময়ের দরকার হয়, ততোক্ষণে ঈগল মহাশুন্যে চক্কর দিয়ে আবার ফিরে আসে। রাবিয়া এখানে থাকবে ফয়সালা যখন করেছে, আগামী দিনের জন্য শাদী মুলতবী রাখার প্রশ্নই আসে না।'

'আচ্ছা ধরে নাও, আজ আমি শাদী করছি এ কথাই সঠিক।'

'মনে করার দরকার নেই, আমি জানি।'

'আচ্ছা! এবার আমি স্পেনের এরিস্টটলকে জিজ্ঞেস করি তার ইচ্ছা কি?'

'তাহলে একটা মেয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজের দেয়া ফয়সালা ফিরিয়ে নিতে হয়। আর এ খুব একটা ভাল নয়। এ পরিস্থিতিতে এরিস্টটলের বুদ্ধি কোন কাজে আসছে না।'

বদর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বশীর! আমি চাই তোমার শাদীও আজ হয়ে যাক।'

'তোমার বলার দরকার নেই বদর। তার বিচ্ছেদ আমার জন্য ছিল চরম ধৈর্যের পরীক্ষা। তাদের মরোক্কো পাঠানোর ফয়সালা বদলেছ, এজন্য আমি তোমার শোকর গোজারী করছি। তারা চলে গেলে আমি প্রকাশ না করলেও বুঝতে, তোমার বন্ধু হারিয়ে ফেলেছে জীবনের অনেকটা পুঁজি। শত হাসির পরও তুমি অনুভব করতে, তোমার কাছে কোন কথা আমি গোপন করছি।'

'বশীর। যদি জানতাম ইনজিলার মত তুমিও চাও তাকে, তবে মরোক্কো যাবার প্রসংগ তুলতাম না। সকালে আমি যখন বললাম ওদের মরোক্কো পাঠাচ্ছি, তোমার চেহারা বলছিল, আমার এ ফয়সালায় সামান্যতম পেরেশানও হওনি তুমি।'

'তখন আমার সামনে নিজের সমস্যা বড় ছিল না। সে অপারগতা আমার জানা ছিল, যা বদরের মত মুজাহিদকে তার জীবনের প্রিয় শখগুলোকে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করেছে। যে মুজাহিদের তলোয়ার একটা কওমকে আশ্রয় দিচ্ছে, দেখছিলাম, এমন মেয়েকে সে বিদায় দিচ্ছে, যে হবে তার জীবন সঙ্গিনী। এক পর্বতের মতো আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলে তুমি। তোমার মহান ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত করছিল আমায়। কওমের গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলার জন্য জিন্দেগীর সব তার ছিন্ন করছিলে তুমি। তোমার এক সঙ্গী কিভাবে বলতে পারে, মহত্ত্বের সোনার তার কারো আঁচলে আমায় বেঁধে রেখেছে! রাবিয়ার ব্যাপারে আফসোস হচ্ছিল। আমি জানতাম, মরোক্কোয় বেঁচে থাকার চেয়ে তোমার সাথে মৃত্যুই পছন্দ করবে সে।'

'বশীর! এ আমার জিন্দেগীর প্রথম ফয়সালা, যা পরিবর্তন করতে আমি বাধ্য হয়েছি। রাবিয়ার দীল ভাঙতে চাইনি আমি। ভবিষ্যতের সব সম্ভাবনা খুলে তাকে বলেছি। বেলাভূমির চাইতে আমার সাথে ঢেউয়ের উত্তাল তরঙ্গ সে বেছে নিয়েছে। এ ফয়সালা ঠিক কি ভুল তা খোদাই জানেন। আমার ব্যাপারে তোমায় আশ্বস্ত করতে

পারি, আমার কঠোর দায়িত্ববোধে কোন পরিবর্তন আসবে না। দুশমনের জন্য কোন পার্থক্য হবে না আমার তলোয়ারের তেজে। ভয় ছিল, রাবিয়ার ব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি ফয়সালা পরিবর্তন করায় আমায় তুমি ঠাট্টা করবে। কিন্তু তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আমায় ভুল বোঝনি! এবার ইনজিলার কাছে গিয়ে তাকে শান্তনা দাও।'

ঈগল উপত্যকার সন্ধ্যা। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বেজে উঠল খুশীর নাকাড়া। বদর-রাবিয়া আর বশীর-ইনজিলার মোবারক শাদী দেখতে পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ছিল সিতারা হেলাল।

আলহামরার শেষ মোহাফেজ

গ্রানাডা অবরোধের সপ্তম মাস শুরু হয়েছে। নাজুক থেকে নাজুকতর হতে লাগল শহরের অবস্থা। ক্ষুৎ পিপাসায় কাহিল হয়ে পড়ল জনগণ। গ্রানাডার ওপর তবকার লোকেরা জমা হলো আলহামরার দরবার কক্ষে গ্রানাডার সিংহ পুরুষ মুসা বিন আবিগাসসান গযবের নজরে তাকিয়ে রইলেন আবু আবদুল্লাহ এবং দরবারীদের দিকে।

ফার্ডিনেন্ডের সন্ধি দূত প্রবেশ করল কামরায়। সিংহাসনের কাছে গিয়ে নুয়ে সালাম করল সে। কয়েক কদম পিছিয়ে আবার দাঁড়িয়ে রইল আদবের সাথে। ডান হাতে তার ফার্ডিনেন্ডর চিঠি। আবু আবদুল্লাহ এবং দরবারীদের লক্ষ্য নিজের দিকে দেখে চিঠি পড়তে লাগল সে।

'মহামান্য সম্রাট ফার্ডিনেন্ড গ্রানাডার বাদশাহ আবু আবদুল্লাহকে পরামর্শ দিচ্ছেন, বেহুদা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করে প্রজাদের বিপদ বাড়াবেন না। এতদিনে শাহে গ্রানাডার নিশ্চয়ই একীন হয়েছে, গ্রানাডা জয় না করে ফিরে যাবে না কার্ডিজের ফৌজ। আফ্রিকার গৃহযুদ্ধে লিপ্ত সুলতানদের গ্রানাডাবাসীর মদদে ফৌজ পাঠানোর কোন সম্ভাবনা নেই। ফার্ডিনেন্ডে আজমের একীন, গ্রানাডা এবং তাদের সাহায্যকারী পাহাড়ী কবিলাগুলোর প্রতিরোধ শক্তি ধ্বংস করার জন্য তার শক্তিই যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও সম্রাট এবং রানী আবু আবদুল্লাহ এবং তার প্রজাদের দিকে সন্ধির হাত প্রসারিত করছেন। প্রজাদের দূরাবস্থা বাড়াতে না চাইলে অনতিবিলম্বে হাতিয়ার সমর্পন করা আবু আবদুল্লাহর জন্য জরুরী। শাহে ফার্ডিনেন্ড এই আশ্বাস দিচ্ছেন, তার ব্যবহার হবে অত্যন্ত উদার। অন্যথায় গ্রানাডার চরম পরিস্থিতির জন্য আবু আবদুল্লাহকেই সমস্ত জিম্মা নিতে হবে।'

দরবারীরা অস্থির হয়ে আবু আবদুল্লাহ, আবুল কাসেম এবং মুসার দিকে তাকিয়ে

রইল। দূত চিঠি ভাঁজ করে পেশ করল আবু আবদুল্লাহকে। আবু আবদুল্লাহ ডানে বামে উজীর এবং সিপাহসালারের দিকে তাকালেন।

আবুল কাসেম আবদুল মালেক দূতকে বললেন, 'আগামীকালই আমাদের জওয়াব পেয়ে যাবে।'

নুয়ে বাদশাহকে সালাম করে দূত বেরিয়ে গেল। দরজার দুজন পাহারাদার তাকে সংগে করে নিয়ে গেল শাহী মেহমানখানায়। চিঠি খুলে এক নজর দেখে মুসার দিকে তাকাল আবু আবদুল্লাহ। চিন্তাক্লিষ্ট ভাষায় সে বলল, 'মুসা, তোমার কি অভিমত?'

মুসা দাঁড়ালেন। খামোশ দরবারীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের বলা হয়েছে ফার্ডিনেন্ডের দূত সন্ধির পয়গাম নিয়ে আসছে। কিন্তু সন্ধির জন্য যে শর্ত আপনারা শোনলেন, তা হলো আমরা হাতিয়ার সমর্পন করব। আমার মতে হাতিয়ার সমর্পন করলে সন্ধির অন্য কোন শর্তের প্রশ্নই সৃষ্টি হয় না। এ লিখনীর মূল কথা হচ্ছে, প্রথমে ফার্ডিনেন্ডের শক্তির সামনে নতজানু হই। এরপর নির্ভর করি তার রহম আর মেহেরবাণীর উপর।

আবুল কাসেম আবদুল মালেক আমাকে বলেছেন, ফার্ডিনেন্ড আমাদের সাথে বা-ইজ্জত সমঝোতার জন্য প্রস্তুত। এজন্য খোলা ময়দানে লড়াই করার সংকল্প ছেড়ে দিতে হবে। আমার কথা তোমরা শোননি। আত্মপ্রবঞ্চিত হতে চাইছ তোমরা।

সুলতানে মোয়াজ্জম! উজিরে আজম এবং বুযর্গানে কওম!

আমার রায় তোমাদের জানা আছে। তরবারী হামেশা নাকচ করে কলমের ফয়সালা। কিন্তু কলম তরবারীর ফয়সালা নাকচ করেনি আজো। ফার্ডিনেন্ড ভাবছেন, গ্রানাডার লাশ কবরে সমাহিত, এখন শুধু ওপরে মাটি ছড়ানোই বাকী। তার দূত তোমাদের কাছে এ পয়গাম নিয়ে এসেছে, যদি কবরে দৌড় ঝাপ করতে চাও তোমাদের ইচ্ছামতোই তৈরী হবে কবরস্থান। আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হও। তোমাদের লাশের বেহুরমতি করা হবে না।

সুলতানে মোয়াজ্জম! ফার্ডিনেন্ডের চিঠির জওয়াব যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন, গ্রানাডার পক্ষ থেকে তার কাছে পাঠিয়ে দিন তরবারী। বা-ইজ্জত সন্ধি কলম নয় তরবারী দিয়েই লেখা হয়।'

কিছু সময়ের জন্য দরবার নীরব হয়ে রইল। উজিরের দিকে তাকিয়ে আবু আবদুল্লাহ বললেন, 'আবুল কাসেম! তুমি বলবে কিছু?'

আবুল কাসেম উঠে বললেন, 'সুলতানে মোয়াজ্জম! আমি মুসার বিরোধী নই। তার আবেগকে আমি সম্মান করি। আমার নেক নিয়তে যদি তার সন্দেহ হয়, ইস্তফা দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত। আমার অপরাধ! শহর থেকে বেরিয়ে এ সিদ্ধান্তমূলক লড়াই খোলা ময়দানে করার বিরোধিতা আমি করেছি। কিন্তু মুসা জানেন, বুযদিলের কারণে এ বিরোধিতা করিনি। বরং আমার কথা ছিল যুদ্ধের ফল যদি আমাদের পক্ষে না আসে, তবে চরমভাবে বিপর্যস্ত হবো আমরা।

ফৌজের অবস্থা আমার চেয়ে মুসাই বেশী ভাল জানেন। জনগণের অবস্থাও গোপন নেই কারো দৃষ্টি থেকে। সেদিন আলহামরার দরজায় জনতা যে বিক্ষোভ প্রদর্শন

করেছিল, তা হয়েছে আমার প্ররোচনায় মুসা নিশ্চয়ই এ অপবাদ আমাকে দেবেন না। সুলতানে মোয়াজ্জমের সামনে ফৌজের যে সব সালার এবং শহরের বড় লোকেরা খোলা ময়দানে যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের সবাইকে আমিই শিখিয়ে দিয়েছি, আর আজ শহরের যে সব লোক উল্লসিত, গোপনে আমি তাদের মদদ জুগিয়েছি একথাও বলবেন না কেউ।

গ্রানাডার সম্মানিত লোকেরা!

যদি আপনারা মুসার এ ফয়সালার সাথে একমত হন, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই ছাড়া কোন উপায় নেই, তবে আমিও আছি আপনাদের সাথে এবং এ ফয়সালা দুশমনকে জানিয়ে দেয়া হবে।'

এক সর্দার দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার মতে সিদ্ধান্তমূলক লড়াইয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত। কিন্তু দুশমনের সাথে যদি সম্মানজনক সমঝোতার সম্ভাবনা থাকে, তবে আলোচনার পথ রুদ্ধ করা ঠিক হবে না।'

আরেক সর্দার দাঁড়িয়ে বললেন, 'আবেগের আতিশয্যে তিক্ত সত্যকে ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়। শহরবাসী মরছে ক্ষুধায়। অবরোধ শীত মওসুম পর্যন্ত চলতে থাকলে আমাদের অবস্থা হয়ে পড়বে আরো নাজুক। বদর বিন মুগীরার অল্প ক'জন লোক ছাড়া বাইরের কোন সাহায্যের আশা আমাদের নেই। ক্ষুৎ পিপাসা আর লড়াইয়ের বিপর্যয়ে আমাদের ফৌজ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।'

এক আলেমে দ্বীন উঠে বললেন, 'ধরে নিলাম কতক মাস এ কেল্লা বন্ধ রেখে অথবা খোলা ময়দানে লড়াই করে অবরোধ তুলে নিতে ফার্ডিনেন্ডকে বাধ্য করতে পারব। কিন্তু কে বলতে পারে এ যুদ্ধ খতম হয়ে যাবে? চরম ধ্বংস সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার হামলা করবে না ফার্ডিনেন্ড? কতদিন লড়ব আমরা? আমাদের ভুললে চলবে না, যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রিতা স্পেনে আমাদের অসহায় ভাইদের বিপদ আরো বৃদ্ধি করছে, যারা এখানে সংখ্যাগুরু খৃষ্টানদের রহম ও করমের উপর বেঁচে আছে।'

মুসা দাঁড়িয়ে বললেন, 'গ্রানাডায় অন্তরীণ না থেকে এখন যদি আমরা কার্ডিজের চার দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম, এ দূরাবস্থা হতো না আমাদের ভাইদের মুসিবতের পাহাড় তখনি ভেংগে পড়েছে তাদের মাথায়, যখন খৃষ্টানরা আমাদের দূর্বলতা ধরে ফেলেছে।'

একজন দাঁড়িয়ে বলল, 'গ্রানাডার কোন কোন ওলামার খেয়াল ফার্ডিনেন্ডের স [illegible] এই অন্তহীন লড়াই জিহাদ নয়। আমাদের কওমের বিরাট এক অংশ ফার্ডিনেন্ডের অধীন। আমাদের এ যুদ্ধের ফল আমাদের ভাইদের বিপদ বাড়াবে ছাড়া আর কিছুই করবে না।'

রাগে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়ালেন মুসা। ক্রোধ কম্পিত আওয়াজ বেরুল তার কণ্ঠ থেকে। 'আমাদের লড়াই জুলুম আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবতার লড়াই। আমাদের বিজয় মানবতার বিজয়। পরাজয় মানবতারই পরাজয়। এই মজলিশে ঐ সব আহম্মককে আলেম হিসেবে স্মরণ করার অনুমতি আমি দেব না, এ লড়াইকে যে জিহাদ মনে করবে না।

গ্রানাডাবাসী! এ কথা কেন ভাবছ না, এ জমিনের জন্য আমরা লড়ছি, যার উপর দাঁড়িয়ে আছি আজো। ওরা এ জমিন ছিনিয়ে নিলে কোথায় দাঁড়াব আমরা? গ্রানাডা আমাদের হাতছাড়া হলে স্পেনে ইসলামের টিমটিমে প্রদীপ নিভে যাবে চিরতরে।'

দরবারীরা এ বিতর্কে অংশ নিল এরপর। মাঝ রাতে শেষ হল বিতর্ক। মুসা এবং তার কয়েকজন সঙ্গী ছাড়া আর সবার মত ছিল 'ফার্ডিনেন্ডের জওয়াবে আবুল কাসেম বিন আবদুল মালেককে পাঠানো হবে। সন্ধির যে সব শর্তাবলী নিয়ে আবুল কাসেম ফিরে আসবে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। যদি শর্তগুলো গ্রহণযোগ্য হয় তবে ভাল, না হয় চরম লড়াইয়ের কথা চিন্তা ভাবনা করে দেখা যাবে।'

মুসা ভেবেছিল, ফার্ডিনেন্ডের পক্ষ থেকে এতো অপমানকর হবে সন্ধির শর্তাবলী যা গ্রানাডাবাসী গ্রহণ করতে পারবে না। এজন্য আবুল কাসেম তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন রওনা হল ফার্ডিনেন্ডের সাথে কথা বলার জন্য, তিনি ফৌজকে হুকুম দিলেন হামলার জন্য প্রস্তুত থাকতে। বদর এবং তার সঙ্গীদেরও তৈরী থাকতে অনুরোধ করলেন তিনি। আবুল কাসেম তিন দিন পর্যন্ত সমঝোতার আলোচনা করল ফার্ডিনেন্ডের সাথে। এই সুযোগে গ্রানাডার মসজিদে মুসার অগ্নিক্ষরা বক্তৃতায় নতুন প্রাণের সঞ্চার হল শহরবাসীর মধ্যে। জনগণের জোশের মুখে যুদ্ধবিরোধী চক্র দমে রইল অনেকটা।

তিন দিনের দীর্ঘ মোলাকাতের পর আবুল কাসেম ফার্ডিনেন্ডের সাথে যে সব সন্ধিশর্তে একমত হল তা হচ্ছেঃ

'(১) দু দলের মধ্যে সত্তুর দিন পর্যন্ত যুদ্ধ মুলতবী থাকবে। নিম্নোক্ত শর্তের ভিত্তিতে এ সময়ের মধ্যেই গ্রানাডার হুকুমত ফার্ডিনেন্ডকে সোর্পদ করতে হবে।

(২) দু দলই মুক্তি দেবে যুদ্ধ বন্দীদের।

(৩) গ্রানাডার খৃষ্টান হুকুমত মুসলমানদের জান মাল এবং ইজ্জতের হেফাজতের জিম্মাদারী গ্রহণ করবে। মুসলমানদের মসজিদ, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খৃষ্টানরা হস্তক্ষেপ করবে না। নামাজ, রোজা এবং আজান দেয়ার পূর্ণ আজাদী থাকবে তাদের। মুসলমানদের ঘর এবং মসজিদে কোন খৃষ্টানের প্রবেশের অনুমতি থাকবে না। শরীয়ত অনুযায়ী মুসলমানদের মোকদ্দমার ফয়সালা হবে। এজন্য নিয়োগ করা হবে মুসলমান কাজী। কোন ইহুদী অথবা খৃষ্টানের এ মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার থাকবে না।

(৪) ইচ্ছে করলে মুসলমানরা আফ্রিকা হিজরত করতে পারবে। এর জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করবে খৃষ্টান হুকুমত।

(৫) ধর্মান্তরে মুসলমানদের বাধ্য করা হবে না। যে খৃষ্টান মুসলমান হয়েছে, ইসলাম ত্যাগ করতে চাপ দেয়া হবে না তাকেও। মুসলমানদের ঘরে খৃষ্টান পাহারা বসানো হবে না, অথবা কোন প্রকার কর তাদের উপর ধার্য করা হবে না।

(৬) গ্রানাডা ছেড়ে দেয়ার পর সুলতান আবু আব্দুল্লাহকে আল বাসারাতের হুকুমত সোপর্দ করা হবে।

(৭) সত্তুর দিনের মধ্যে গ্রানাডা শহর, আলহামরা, কেল্লা এবং অস্ত্রসম্ভার খৃষ্টানদের

হাওলা করে দিতে হবে।

(৮) খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ফার্ডিনেন্ড ছাড়াও রোম সম্রাট এই সন্ধিপত্রে দস্তখত করবেন এবং এর তামিলের সম্পূর্ণ জিম্মা বহন করবেন।'

শাহী দরবারে শর্তাবলীর যে পর্যালোচনা হবে গ্রানাডার জনগণ যেন তা জানতে না পারে সন্ধির শর্ত পড়ে শোনানোর পূর্বে আবু আবদুল্লাহর দরবারে হাজিরীন থেকে এ ওয়াদা নিলেন আবুল কাসেম। দরবারের অধিকাংশ ওমরা এবং ওলামার ধারনা, ফার্ডিনেন্ড অত্যন্ত উদারতা দেখিয়েছেন। কিন্তু এ সন্ধির বিরোধিতায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করলেন মুসা। সন্ধির শর্তের অনুকূলে অধিকাংশ ওমরা তাদের মত পেশ করেছেন। আজ পর্যালোচনার শেষ দিন।

আলহামরায় শোনা যাচ্ছিল শেরে গ্রানাডার শেষ গর্জন। দরবারীরা নীরব হয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। মুসা বিন আবিগাস্‌সান বলছিলেন, 'গ্রানাডাবাসী! তোমাদের মুর্ছিত চেহারার সামনে ঐ কওমের তকদীরের শেষ ফয়সালা পড়ছি, যারা এদেশে আটশো বছর হুকুমত চালিয়েছে। আমি জানি, আমার চিৎকার তোমাদের মাঝে কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না। তোমাদের শিরা উপশিরায় সে খুন শুকিয়ে গেছে, বক্তৃতা যাতে তুলত আবেগ। জানি, আমার আওয়াজ আর একবার প্রাসাদের প্রাচীরে টক্কর খেয়ে শুন্যতায় হারিয়ে যাবে। তবুও কিছু বলতে আমি বাধ্য।

বক্তৃতা মুর্দাদের জন্য আবেহায়াত হতে পারে না। যদি তোমাদের মধ্যে সামান্যতম জীবনের স্পন্দনও বাকী থাকে, তাহলে মন দিয়ে আমার কথাগুলো একটু শোন। যখন তোমরা নিজেরাই নিজদের গলা টিপে ধরছিলে, কেউ তোমাদের নিষেধ করেছিল। আলহামরার প্রাচীর আর এ প্রাণহীন পাথর কিয়ামতের দিন এ কথার সাক্ষী হবে। যখন তোমরা ছিলে মরণ ঘুমে, ঝাকুনি দিয়ে জাগাতে চেয়েছিল কেউ। যখন তোমরা নিজের আর কওমের জন্য জিল্লতির জিন্দেগী বরণ করেছিলে, কেউ তোমাদের দেখিয়েছিল ইজ্জতের মৃত্যুর পথ।

নিজের হিম্মত আর খোদার রহমত থেকে নিরাশ হয়েছ তোমরা। ভেবেছ, দুশমনের কাছে হাতিয়ার সমর্পণ করে জিন্দেগীর আগামী দিনগুলো প্রশান্তিতে কাটাবে। কিন্তু তোমরা জান না, গোলামীর জিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্ত হবে মৃত্যুর চেয়েও নিকৃষ্টতম। তোমাদের পূর্ব পুরুষদের অস্থি গ্রানাডার মাটিতে প্রোথিত। কিয়ামতের দিন তাদের মুখ দেখাতে হবে এ লজ্জার অনুভূতি যদি না হয়, খোদার দিকে চেয়ে ভাবো, উত্তরসুরীরা কি বলবে তোমাদের। পূর্বসুরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছ হুকুমত, অনাগত বংশধরদের জন্য কি ছেড়ে যাচ্ছ তোমরা? গোলামী, জিল্লতি, অপমান....।

যদি তোমরা হাতিয়ার ছেড়ে দাও, আমাদের অতীত খুনই শুধু ব্যর্থ হবে না বরং তারিক বিন যিয়াদ থেকে শুরু করে এ জমিনে যত খুন ঝরেছে আজ পর্যন্ত সবই হবে ব্যর্থ। কওমের শহীদী আত্মা তোমাদের দেখছে। তাদের খুনের অবমাননা করো না, এখনো আমার একীন, এ লড়াইয়ে আমরা জিতবো। তোমরা বলছ ক্ষুৎপিপাসায়

গ্রানাডাবাসীর অবস্থা সংকটজনক। তোমরা হিম্মত না হারালে কওম আজো লড়তে প্রস্তুত। লোশার লড়াইয়ে চল্লিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে দুশমনকে আমরা পরাজিত করেছি। এক লক্ষ সিপাই কি গ্রানাডা রক্ষা করতে পারবে না?

আজ পর্যন্ত আমরা রয়েছি গ্রানাডার চারদেয়ালের আঁড়ালে। কিন্তু এবার মাথায় কাফন বেঁধে ময়দানে যাবো। যদি বেঁচে থাকি আজাদী মাহফুজ থাকবে! আর যদি শহীদ হই তবুও আমাদের ইজ্জতে কোন হামলা আসবে না। যে জমিনের প্রতিটি বালুকণায় খোদিত রয়েছে পূর্বসুরীদের ইজ্জতের শত কাহিনী, তারা আমাদের অবমাননা দেখবে না। এই আকাশ আটশো বছর ধরে দেখেছে আমাদের বুজুর্গানদের তলোয়ার, আমাদের হাতেও গোলামীর জিঞ্জির দেখবে না। কিয়ামতের দিন আমাদের জামা থাকবে খুনে রঙ্গীন। তাতে থাকবে না গোলামী আর জিল্লতির কলংক।'

এক প্রভাবশালী সর্দার উঠে বললেন, 'আবার আবেগে ভেসে যাচ্ছেন আপনি। আপনি বাহাদুর স্বীকার করি। কিন্তু আপনি তিক্ত সত্যকে পাশ কাটাচ্ছেন। আপনি জানেন কথায় পিপঁড়ে শক্তিশালী হয় না।'

মুসা গর্জে উঠলেন। বললেন, 'বসো! তিক্ত সত্যকে পাশ কাটানোর অপরাধী আমি নই, তুমি।'

সে বসতেই আরেক আলেম দাঁড়িয়ে বলল, 'মুসা, আত্মহত্যা কোন ধর্মেই বৈধ নয়। খোদার ইচ্ছার সামনে আমরা অসহায়। তকদীর কখনো পরিবর্তন হয় না।'

রাগে বিবর্ণ হয়ে গেল মুসার চেহারা। ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তোমরা গোলামী আর জিল্লতিকে জিন্দেগী আর শাহাদাতকে মনে করছো আত্মহত্যা। এ নতুন কথা নয়। স্পেনের সাগর সৈকতে নিজের নৌকাগুলো জ্বালিয়ে তারিক যখন এগিয়ে যাবার হুকুম দিলেন তার বাহিনীকে, তোমাদের মত দূরদর্শীরা তখনো বলছিল, এ আত্মহত্যা। সুলতান আবুল হাসানের ফৌজ যখন লোশার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তোমাদের ধারনায় সে অগ্রাভিযানও ছিল আত্মহত্যা। তারিক আর আবুল হাসান আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিলেন।

আল্লাহর রসূল (সঃ) তিনশত তেরজন আত্মনিবেদিত মুজাহিদ নিয়ে বদরের ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন। একদল মুনাফিক কাফেরদের সংখ্যায় ভয় পেয়ে বলছিল, ইসলামের প্রদীপ কুফরীর আঁধারের মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। আমি জানিনা, কোন খোদার ইচ্ছার কথা তোমরা বলছ। আমি শুধু এক খোদাকেই জানি। মানি তাকেই আর মাথা নত করি তারই ইচ্ছার সামনে। যিনি মুহম্মদ (সঃ) এর প্রতি কোরআন নাজিল করেছেন, তিনিই আমার প্রভু। সেই খোদার প্রিয় নবী আমায় শিক্ষা দিয়েছেন, বাঁচলে গাজী আর মরলে শহীদ। সেই খোদার মান্যকারীরা নাচতে পারে তরবারীর তীক্ষ্ণতায়। গোলামীর জিঞ্জিরের বোঝা ওরা বয় না। সেই খোদার ইচ্ছা হলো মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে আমরা ময়দানে আসবো। জুলুম, অন্যায়, পশুত্ব আর বর্বরতাকে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করব।

গ্রানাডাবাসী।

তোমাদের নয়নে অশ্রুধারা। কিন্তু গ্রানাডা চাইছে তোমাদের খুন। অশ্রুতে নয়

কওমের ইজ্জত আজাদীর ইতিহাস লেখা হয় খুন দিয়ে। তোমরা কওমের পথের দিশারী। ভবিষ্যতের ফয়সালা করার অধিকার জাতি তোমাদের দিয়েছে। যদি ভুল কর খেসারত দিতে হবে গোটা জাতিকে। প্রকৃতির নিয়মে ব্যক্তির ভুল ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু ব্যষ্টির অপরাধ ক্ষমা করা হয় না। যদি নিজেরা ডুবতে চাও, খোদার দিকে চেয়ে জাতিকে ডুবার পরামর্শ দিও না। তোমাদের সুযোগ রয়েছে, মুসীবতের সময় গ্রানাডা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে। কিন্তু জাতির জন্য এমন অবস্থার সৃষ্টি করো না যাতে দু'কূলই হারায় তারা।'

মুসা বসে পড়লেন। দরবার ছিল নিস্তব্ধ। উপস্থিত সকলে এদিক ওদিক চাইতে লাগল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। পরিশেষে আবুল কাসেম দাঁড়িয়ে বললেন, 'বুজর্গানে কওম! কিসমতের ফয়সালা এখন আপনাদের হাতে। আপনাদের হুকুমেই দুশমনের সাথে সন্ধির কথাবার্তা আমি বলেছি। কিন্তু এই শর্তসমূহ মঞ্জুর করা অথবা নাকচ করা আপনাদের এখতিয়ারভুক্ত। আপনারা যদি মনে করেন লড়াই চালিয়ে যাবো, আমি আপনাদের ফয়সালাকে স্বাগত জানাব। কিন্তু যদি আপনারা ভয় পেয়ে থাকেন, আমি বলব সন্ধির শর্তসমূহ আমাদের জন্য গনিমত।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মুসার চিন্তাধারার সাথে একমত। কিন্তু এক উজির হিসাবে আপনাদের ফয়সালার প্রতীক্ষা করছি। এখানে ঐ সব ওলামা এবং সরদার হাজির রয়েছেন, যারা গ্রানাডার ফৌজ এবং জনতার মুখপত্র। আমি জানি, আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ফয়সালা করলে হিম্মতহারা অবস্থায়ও গোটা জাতি আবার উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু যদি হন সন্ধির পক্ষে, তবে ফৌজ এবং জনতার কাছে কিছু আশা করে লাভ নেই। দোয়া করি, ফয়সালা করার সময় তিনি যেন আপনাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।'

একজন প্রভাবশালী সর্দার দাঁড়িয়ে বললেন, 'মুসা বিন আবি গাস্সানের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, চরম হতাশ মুহূর্তেও লড়াইয়ে তার সঙ্গ দিয়েছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ঢাকা দেয়া নিরর্থক। যুদ্ধ চালিয়ে গেলে এটাই ফল দাঁড়াবে পরিপূর্ণ বিজয় অথবা পরিপূর্ণ ধ্বংস। কিন্তু সন্ধি অবস্থায় পরিপূর্ণ ধ্বংস থেকে বাঁচার পথ খোলা থাকবে।'

আরেক সর্দার দাঁড়িয়ে এর সমর্থন করলেন। ওলামায়ে দ্বীন একের পর এক দাঁড়িয়ে বললেন, 'এ হচ্ছে খোদার মর্জি। এর বিরুদ্ধে লড়তে পারি না।'

গ্রানাডার এক মুফতি, যিনি দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে লিখেছেন কয়েকটা কিতাব, দাঁড়িয়ে বললেন, 'খৃষ্টানরা আমাদের দুশমন সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্ধির পর শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সামনে দ্বীনের তবলীগ করার মওকা আমরা পাব। ঘৃণার যে দেয়াল রয়েছে আমাদের মাঝে, এমনিতেই ভেংগে যাবে তা। এ সন্ধির মাধ্যমে সেই দিনকেই আমি দেখছি, মুসলমানের দুশমনরা যেদিন হবে ইসলামের উৎকৃষ্ট সৈনিক।'

কর্ডোভার এক মুহাজির। গত কমাসে স্বীয় যোগ্যতা বলে গ্রানাডার দরবারে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করছিলেন। তিনিও দাঁড়িয়ে এ চিন্তাধারার সাথে ঐক্যমত পোষণ করলেন।

দুপুর পর্যন্ত চলল এ বক্তৃতার ধারা। গ্রানাডার ওলামা আর ওমরার দল সন্ধির

পক্ষেই দিয়েছিল তাদের ফয়সালা। সবশেষে আবুল কাসেম দাঁড়িয়ে তাকালেন আবু আবদুল্লার দিকে। মস্তক অবনত করে বসেছিল বদনসীব কওমের শেষ সুলতান। আবুল কাসেম বললেন, 'সুলতানে মোয়াজ্জম! কওমের দিশারীদের ফয়সালা হচ্ছে সন্ধির শর্ত সমূহ মঞ্জুর করা হোক। আপনার হুকুম কি?'

অসহায় ভাবে দরবারীদের দিকে তাকালেন আবু আবদুল্লাহ। মুসা ছাড়া আর সবার চেহারা থেকে ঝড়ে পড়ছিল নৈরাশ্য। গম্ভীর কণ্ঠে আবু আব্দুল্লাহ বললেন, 'আমার ধারণা ছিল কওমের এসব পথ প্রদর্শক মুসার বক্তৃতার পর তাদের রায় পরিবর্তন করবেন। কিন্তু মনে হয় বরবাদীর ঐ দাবানল নেভানোর কোন ঔষুধ নেই, যা নিজের হাতে আমি প্রজ্জ্বলিত করেছি।' আরো কিছু বলতে চাইলেন তিনি। কিন্তু বসে গেল তার আওয়াজ। অশ্রুতে ভরে এল দু'চোখ।

আবুল কাসেম মুসার দিকে তাকালেন। প্রচণ্ড আক্রোশ ঠিকরে বেরুচ্ছিল তার চোখ থেকে। 'মুসা! আর কিছু বলবে তুমি?' বললেন আবুল কাসেম।

জওয়াবে উঠে দাঁড়ালেন মুসা। খানিক নীরব থেকে বললেন, 'শেষবারের মতো তোমাদের কিছু বলতে চাই। এর পর কখনো তোমরা আমার আওয়াজ শুনবে না। আজ থেকে পৃথক হয়ে যাবে আমাদের পথ। ইজ্জতের মওতে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারি। কিন্তু জিল্লাতির জীবনে তোমাদের সংগী হবো না। তোমরা ভাবছ, ফার্ডিনেন্ডের সন্ধির শর্তাবলী তোমদের জন্য শান্তি এবং দুস্তির পয়গাম। তোমরা ভাবছ, স্বীয় আজাদী দুশমনের হাওলা করে আরামে বসতে পারবে।

কিন্তু আত্মাকে প্রবঞ্চিত করো না। যে কাগজে সন্ধির শর্ত লেখা হয়েছে, সে কাগজের চাইতেও লেখাটা মূল্যহীন। ফার্ডিনেন্ডের গোলামীতে যে জিল্লতি তোমাদের নসীব হবে, তা ভেবে কেঁপে উঠছে আমার আত্মা। ওরা গ্রানাডা কব্জা করলেই এ উদার শব্দমালা সম্পূর্ণরূপে বদলে যাবে। মনে করেছ, ফার্ডিনেন্ডের প্রহরায় আরামে ঘুমোতে পারবে তোমরা। তোমরা ভেবেছ, দুনিয়াতে অসহায় আর অপদস্ত হবার পরও দ্বীনের তবলীগ করতে পারবে। কিন্তু মনে রেখো, ফার্ডিনেন্ডের হুকুমতে পশুত্ব ও বর্বরতার এমন এক যুগের সূচনা হবে, আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন কওম যা দেখেনি।

খোদা এবং রসূলের নাম নেয়া জিহবা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে। বেহুরমতি করা হবে মসজিদের। লুণ্ঠিত হবে তোমাদের ঘর। তোমাদের স্ত্রী কন্যাদের অপমান করা হবে হাটে মাঠে। তরবারীর জোরে খৃষ্টান বানানো হবে তোমাদের। প্রশস্ত এবং আলীশান মহল নয়, তোমাদের স্থান হবে সংকীর্ণ অন্ধকার কয়েদখানায়। জমিন দেখবে তোমাদের অশ্রুর বন্যা। আকাশ শুনবে তোমাদের আহাজারী। এসব দেখব না আমি। আজাদীর মৃত্যুই আমার কাছে সহজ। গোলামীর জীবন অত্যন্ত কঠিন হবে তোমাদের জন্য। আমি জানি, এরপর কখনো আমায় তোমরা দেখবে না।'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন মুসা। দারুল আসওয়াদের বাইরে দাঁড়িয়েছিল আবু আবদুল্লাহর মা এবং বিবি। অশ্রু ভারাক্রান্ত ছিল তাদের চোখ। তাদের দেখে একটু থেমে আবার হাঁটা দিলেন মুসা। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মহলের বাইরে বেরুলেন তিনি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছিল বর্মে জড়ানো। লোকেরা তাকে দেখে হটে গেল এদিক

ওদিক। কারু সাথে কথা না বলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন তিনি। তার বিদ্যুৎ গতি ঘোড়া হারিয়ে গেল দিগন্তের মেঘপুঞ্জে। আজ কেউ জানেনা শেরে গ্রানাডার খবর। কারো কারো ধারণা, ফার্ডিনেন্ডের সিপাইদের সাথে লড়াই করে সুনীল সাগর পারে তিনি শহীদ হয়েছেন। আবার কেউ বলেন, ফার্ডিনেন্ডের ফৌজে ঢুকে অসংখ্য লোককে হত্যা করেছেন তিনি। দারুণভাবে আহত হয়ে লাফিয়ে পড়েছেন অন্তহীন সাগরের বুকে।

আলহামরার এ গোপনীয়তা গ্রানাডার জনগণের কাছে বেশীদিন গোপন রইল না। শহরের যেসব নওজোয়ান মুসাকে ত্রাণকর্তা ভাবতো তারা চলে গেল ওমরাদের প্রতিকূলে। একদল সন্ধিপ্রিয় সৃষ্টি হয়েছিল ফৌজে। কিন্তু অধিকাংশই লড়াই ছাড়া এ পরাজয় মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

এক ভোর। ঘুম থেকে ওঠেই লোকেরা দেখল মসজিদের দেয়ালে পোষ্টার সাঁটা। তাতে লেখা রয়েছে, 'আবু আবদুল্লাহ এবং তার ওমরাদল কওমের ইজ্জত আজাদী দুশমনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।' কিন্তু পরদিন ভোরে সন্ধিপ্রিয় বিধ্বস্ত মানসের লোকেরা স্থানে স্থানে পোষ্টার সেঁটে দিল, 'ফার্ডিনেন্ডের উদার শর্তাবলী বাতিল করা নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা।'

এ ছিল বিভেদের সূত্রপাত। অবস্থা এমন চরমে পৌঁছল, কদিন পর প্রতিটি গলি, মহল্লা এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ হতে লাগল সন্ধি পন্থী আর বিরোধীদের মধ্যে। বিপ্লবী ওলামাদের বক্তৃতা চলল মসজিদে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমূহে। এক সন্ধ্যায় আবু আবদুল্লাহ আর সালতানাতের ওমরাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করল গ্রানাডার জনতা। সন্ধিপ্রিয় একদল বুঝানোর চেষ্টা করল তাদের। কিন্তু উত্তেজিত জনতা টুটে পড়ল তাদের ওপর।

তাদের পিটিয়ে শহরে এক বিশাল মিছিল বের করল জনগণ। ফার্ডিনেন্ডের গোয়েন্দা সন্দেহে কতক ওমরা আর ওলামার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল তারা। গৃহযুদ্ধের আশংকায় সত্তর দিন শেষ না হতেই শহর ফার্ডিনেন্ডের হাওলা করার ফয়সালা করলেন আবু আবদুল্লাহ। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৮৯৭ হিজরী ১২ই রবিউল আউয়াল দুশমনের কব্জায় ছেড়ে দেয়া হল শহর।

ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আলহামরা থেকে বেরিয়ে এল আবু আবদুল্লাহ। তার পিছনে ঘোড়ায় সওয়ার হল আরো পঞ্চাশজন ওমরা। রানী ইসাবেলা, ফার্ডিনেন্ড এবং ফৌজ কাতারবন্দী হয়ে শহরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। খৃষ্টান সম্রাটের নিকটে এসে ঘোড়া থেকে নামলো আবু আবদুল্লাহ। চেষ্টা করেও চোখের উছলে ওঠা অশ্রু রোধ করতে পারলো না সে। ফার্ডিনেন্ড ঘোড়া থেকে নেমে জড়িয়ে ধরল আবু আবদুল্লাহকে।

তাকে আলহামরার চাবি পেশ করে আবু আবদুল্লাহ বলল, 'খোদা তোমায় গ্রানাডার হুকুমত দান করেছেন। দোয়া করি তোমাকে রহম, ন্যায় ও ইনসাফের যোগ্যতা দান করুন।'

রানীর দিকে তাকাল আবু আবদুল্লাহ। আলহামরার শান শওকতের সামনে গ্রানাডার শেষ সুলতানের অসহায়ত্ব দেখে রানী প্রভাবিত না হয়ে পারল না। মুহূর্ত মাঝে তিনি তাকালেন শহরের দিকে। রানীর ইশারায় আবু আবদুল্লাহকে শান্তনা দিতে

কিছু বলতে চাচ্ছিলেন ফার্ডিনেন্ড। কিন্তু অপেক্ষা না করে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বাগ ফিরিয়ে নিল আবু আবদুল্লাহ। এগিয়ে গিয়ে শামিল হল অশ্রুকুশগামী সেই কাফেলার সাথে, যেখানে ছিল তার মা, স্ত্রী এবং সহায় সম্পদ। বিজয়ের নাকারা বাজিয়ে ফার্ডিনেন্ড ফৌজ প্রবেশ করল শহরে। সম্রাট এবং রানী ধর্মীয় যাজককে বললেন, 'আপনার পবিত্র হাতেই আলহামরার চূড়ায় ক্রুশের পতাকা উড্ডীন করুন।'

গ্রানাডার আবাল বৃদ্ধ বণিতার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল আলহামরার চূড়ায়। ইসলামের মুজাহিদরা এতদিন দূর দূরান্ত থেকে ফিরে আসত বিজয়ের বার্তা নিয়ে। এ শহর শুনেছে তাদের খুশীর নারা ধ্বনি। আজ শুনছে দুশমনের বিজয় শ্লোগান। তখনো আলহামরার বুরুজে উড়ছিল ইসলামী নিশান। গ্রানাডাবাসী দেখছিল তাদের শেষ সৌভাগ্য শশী চির দিনের জন্য ডুবে যাচ্ছে। যখন খুলে ফেলা হচ্ছিল হিলালী পরচম, আর সে স্থানে তোলা হচ্ছিল ক্রুশের ঝাণ্ডা, একদিকে আনন্দের গান গাইছিল ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ, অপরদিকে শোনা যাচ্ছিল গ্রানাডাবাসীর কলজে ফাটা আহাজারী। এক বিজয়ী কওমের শিরায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল খুনের ফোয়ারা, অপরদিকে রুদ্ধ হয়ে আসছিল বিজিত কওমের নাড়ীর স্পন্দন।

আল বাশারাতের এক পর্বত চূড়ায় পৌছে ঘোড়া থামালেন আবু আবদুল্লাহ। গ্রানাডাকে শেষবারের মতো দেখে ফুলে ফুলে কাঁদছিলেন তিনি। বাহাদুর মা ঘৃণা মাখা কণ্ঠে বললেন, 'যে সালতানাতের জন্য পুরুষের মত খুন ঝরাতে পারনি, তার ধ্বংসে রমনীর মত কাঁদলে কি লাভ?'

আল বাশারাতের নির্দিষ্ট এলাকায় অল্প কটা দিন টিকল আবু আবদুল্লাহর হুকুমত। সেখানকার আজাদী প্রিয় মুসলমানদের মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার জন্য। খৃষ্টান ফৌজের সাহায্যে তাদের ওপর হুকুমত চালাবার পরিবর্তে মরক্কোর দিকে হিজরত করল সে। চাকুরী নিল এক সুলতানের ফৌজে।

সত্যে পরিণত হল মুসা বিন আবিগাসসানের ধারণা। যে চুক্তিকে গ্রানাডাবাসী মনে করতো শান্তি আর বিপদ মুক্তির পয়গাম, তা ছিল এক বড় প্রবঞ্চনা। তারা ফেঁসে যাচ্ছিল এতে। তরবারী নাকচ করে দিয়েছিল কলমের লেখা। নিজের ইচ্ছানুযারী বিজয়ীরা চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করছিল। বিজিতের বিরোধিতা ছিল অর্থহীন। বিজয়ী কওমের ধর্মীয় গুরুরা ফয়সালা দিলেন– মুসলমানদের ধর্ম স্পেনের ঐক্যের পথে এক বড় বাঁধা। মুসলমানরা হুকুমতের কল্যাণকামী হতে পারে না।

গ্রানাডাবাসী মরক্কো অথবা অপর কোন মুসলিম বিশ্বের সাহায্যের অপেক্ষা করছে। ওরা গোয়েন্দা। ওদের আলাদা ভাষা, লেবাস এবং তমুদ্দুন ভবিষ্যত খৃষ্টান হুকুমতের জন্য হুমকি স্বরূপ। ওদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটলেই হুকুমত শুধু তাদের হেফাজতের জিম্মা নেবে। এ পরিবর্তন প্রমাণের জন্য নেতাদের কথাই যথেষ্ট নয়। একজন শান্তিপ্রিয় নাগরিক হওয়ার জন্য তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে হুকুমতের ধর্ম। দুনিয়াতে স্বাধীন ভাবে শান্তিতে বসবাস করার জন্যই নয় বরং পারলৌকিক মুক্তির জন্যেও ইসলাম ছেড়ে খৃষ্টবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

মুসলমানদের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল মসজিদের দরজা। নামাজ আর আজানের

অনুমতি ছিল না তাদের। পথে ঘাটে আরবী কথা বলা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। গ্রানাডার সেই আজিমুশ্বান শিক্ষার পাদপীঠ, শত শত বছর ধরে পাশ্চাত্যের দেশগুলোকে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোতে আলোকিত করেছিল; নির্দেশ বলে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছিল সে সব। জ্ঞানের আলোতে উজ্জ্বল লাইব্রেরীগুলো পুড়িয়ে দেয়া হল। গ্রানাডার বাইরের শস্য শ্যামল উদ্যান আর ক্ষেত খামার কব্জা করল খৃষ্টানরা। ব্যবসা বাণিজ্য আর দোকানগুলো থেকে বঞ্চিত করা হল মুসলমাদের। শুরু হল লুটপাট আর হত্যার তুফান।

গ্রানাডার ইহুদী ব্যবসায়ীরা ছিল যথেষ্ট সম্পদশালী। স্বীয় সম্পদ রক্ষা করার জন্য ওরা লুটেরাদের দেখিয়ে দিত দৌলতমন্দ মুসলমানদের দিকে। এ ছিল ভূমিকা মাত্র।

প্রতিটি ভোর গ্রানাডার মুসলমানদের জন্য নিয়ে আসত নিত্য নতুন মুসীবতের পয়গাম। প্রতিটি অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি মুসলমানদের চেহারায় দেখত নিরাশার নুতন প্রবৃদ্ধি। গ্রানাডা নীরব ভাষায় বলছিল, কি হবে এখন! এখন আমরা কি করব? এখন আমরা কি করতে পারি!

তুনীরের শেষ তীর

জাবালে শেরিরের উপত্যকা। সীমান্ত ঈগলের ফৌজ ছাড়াও ঐ সব পাহাড়ী কবিলার লোকেরাও জমায়েত হয়েছে, গ্রানাডা হারিয়ে যাবার পর যারা শেষ আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেছে ঈগল উপত্যকা। একটা উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন বদর বিন মুগীরা।

'দুশমন চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে আছে। আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে ওরা একত্রিত করছে সমগ্র শক্তি। আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন তা তোমাদের অজানা নয়। এ পরিস্থিতিতে আমি তোমাদের শুধু একটা প্রতিশ্রুতিই দিতে পারি, তা হচ্ছে, তোমরা যদি ইজ্জত ও আজাদীর জীবন হাসিল করতে না পারো, ইজ্জতের মৃত্যুর দুয়ারে আমি তোমাদের পৌছে দিতে পারব! তোমাদের জন্য রয়েছে আজাদীর জীবন অথবা ইজ্জতের মওত! গোলামীর জীবন অথবা অপমানকর মওত নয়। যা পয়দা হয়, একদিন তার মৃত্যু অবধারিত। এটাই প্রকৃতির বিধান। জীবনের শেষ যদি হয় মওত, তবে এক মুহূর্ত অথবা শত বছরে পার্থক্য কি? মৃতের কবরে দুনিয়া শুধু একথাই জিজ্ঞেস করে, কেন তুমি বেঁচে ছিলে, আর কি নিয়ে মরেছ?

এ জমিনে যখন পূর্বসুরীদের কবর দেখি, লজ্জায় মাথা নোয়াতে হয় না। এ জন্যে

আমি গর্ব অনুভব করি। ইতিহাস সাক্ষী! কখনো তারা ইজ্জতের পথ ছেড়ে জিল্লতির জীবন বরণ করেননি। ইজ্জতের পথ থেকে সটকে কখনো ধরা দেননি জিল্লতির দরজায়। আমার কবরকে অনাগত বংশধরেরা ঘৃণার চোখে দেখুক পূর্বসুরীদের মতো আমিও তা চাইনা। হক ও ইনসানিয়াতের জন্য লড়াই করে যারা আত্মদান করেছেন, কিয়ামতে তাদের সংগী হতে চাই আমি। কিন্তু যারা জিল্লতির জীবনের জন্য ন্যায়ের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য রেখে যেতে চায় চিরস্থায়ী গোলামী আর লানত, কিয়ামতের দিন তাদের সংগী আমি হতে চাইনা। মুমিন আত্মদান করে সত্য ও ন্যায়ের জন্য। সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াকে মনে করে চরম অপমানকর।

আমরা সংখ্যায় অনেক কম। সামর্থ্য আমাদের সীমাবদ্ধ। কিন্তু খুলে দেখো অতীত ইতিহাসের পাতা। স্মরণ করো সেই সব দিন, অল্প ক'জন সত্যপন্থী পেটে পাথর বেঁধে কাইজার ও কিসরার প্রাসাদ শীর্ষে বিজয় কেতন উড্ডীন করেছিল। স্মরণ করো, তারিক বিন জিয়াদ স্পেনের উপকূলে পৌঁছে নৌকাগুলো পুড়িয়ে দিয়ে জানবাজদের বলেছিলেন, 'মুসলমানের পা এগিয়ে চলে, পিছু হটেনা।'

আমাদের এ যুদ্ধ পশুত্ব আর বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবতার লড়াই। লড়াই করে নিঃশেষ হয়ে গেলেও আমাদের মাকসাদ বেঁচে থাকবে। মানবতা প্রতি যুগেই বর্বরতার বিরুদ্ধে আওয়াজ বুলন্দ করে। প্রতি যুগেই একদল সত্যপন্থী এ আজিমুশ্বান মাকসাদের জন্য অস্ত্র তুলে নেয় হাতে। যতোদিন বেঁচে থাকবো এই উদ্দেশ্যেই বাঁচবো, আমরাও থাকবো চীরঞ্জীব। স্পেনের ঐতিহাসিকরা মানবতার এ ধ্বজাধারীদের কখনো ভুলে যাবে না। কালের বিবর্তন ইতিহাসের পাতা থেকে শহীদী খুনের লেখা মুছতে পারে না।

গ্রানাডার ব্যাপারে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক সংবাদ আসছে। তরবারীর জোরে ইসলাম ত্যাগে মুসলমানদের বাধ্য করা হচ্ছে। পশুত্ব, বর্বরতা, আর জুলুমের কালো হাত চারদিক থেকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে। হাটে ঘাটে তাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই। স্ত্রী কন্যাদের ইজ্জত, আব্রু ঘরেও নিরাপদ নয় সেখানে।

যে চুক্তিকে গ্রানাডাবাসী মনে করেছিল ইজ্জত ও আজাদীর জামিন, তা বদলে গেছে। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তরবারী ধরতে যারা অস্বীকার করেছিলো, দুশনের জঘন্য ফয়সালা মানতে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের। স্বীয় ইজ্জত ও আজাদীর জন্য রক্ত ঝরাতে চায়নি যারা, রিক্ততার আঁসুতে তারাই লিখবে ইতিহাসের শেষ অধ্যায়। আজাদীর মুকুটের চেয়ে ওরা বেশী প্রাধান্য দিয়েছিল গোলামীর জিঞ্জিরকে। ওরা ভেবেছিলো, গোলামীর মামুলী বোঝা বয়ে, জীবনের হাজারো এনাম হাসিল করতে পারবে। কিন্তু এখন! জীবনের নেয়ামতের দুয়ার রুদ্ধ হয়ে গেছে। গোলামীর বোঝা বেড়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সে বোঝার নিচে পিষ্ট হচ্ছে তাদের অস্থি। কিন্তু পারছে না বাঁধা দিতে। কেউ কেউ ভেবেছিলো খৃষ্টান হয়ে বিপদ মুসীবদের যন্ত্রণা থেকে নাজাত পাবে। কিন্তু এখন অনুভব করছে, খৃষ্টানদের গোলাম আর প্রজার মধ্যে তফাৎ পার্থক্য খুব কম।

বন্ধুরা আমার!

জীবন আছে যতোদিন, আপনারা যতোদিন রয়েছেন আমার সাথে, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এ উপত্যকায় গ্রানাডার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। আমরা লড়বো। শেষ

নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করবো আমরা। অসহায় অশ্রুতে নয়, আমাদের তাজা খুনে সিক্ত হবে স্পেনের মাটি।'

খৃষ্টানরা গ্রানাডা কব্জা করেছে অতীত হয়ে গেছে সাত বছর। দক্ষিণ পূর্বে ছোট্ট এক পাহাড়ী এলাকা ছাড়া গোটা স্পেন ছিলো তাদের করায়ত্বে।

স্বাধীনতার জন্য যখন গ্রানাডা লড়ছিলো– কর্ডোভা, সেভিল এবং টলেডোর মুসলমানরা ভেবেছিলো গ্রানাডার লড়াইয়ের জন্য খৃষ্টান হুকুমতের জুলুমের শিকার হচ্ছে তারা। তাদের ধারণা ছিলো, মুসলমান হাতিয়ার ছেড়ে দিলে খৃষ্টান তাদের ওপর জুলুম করবে না। নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার এক নবযুগের সূচনা হবে স্পেনে। যখন তারা শুনল, গ্রানাডা হাতিয়ার সমর্পন করেছে, ফার্ডিনেন্ড আর রানী ইসবেলাকে মোবারকবাদের পয়গাম পাঠাল। খৃষ্টানদের খুশী করার জন্য ওরা শরীক হল বিজয় মিছিলে। খৃষ্টান হাকিমদের দুয়ারে জমায়েত হয়ে তুলল বিজয়ের না'রা। ধর্মীয় গুরুরা ঘোষণা দিলেন, গ্রানাডা বিজয় শুধু খৃষ্টানদের নয় আমাদের সকলের বিজয়। বদর আর তার সংগী যারা পাহাড়-অরণ্যে আজাদীর জন্য লড়ছিলেন তাদের প্রতি ওরা দেশদ্রোহীতার অপবাদ আরোপ করল।

কিন্তু এ সাত বছরে তারা অনুভব করল জুলুমের যাঁতাকলের দুপাটির মাঝে গ্রানাডা ছিল মজবুত পাথর। এ প্রস্তরখণ্ড পিষে গেলে দুপাটি মিশে গেলো এক হয়ে।

পাশব বর্বরতার সয়লাব এতোদিন অবস্থান করছিল গ্রানাডার প্রান্তসীমায়, শেষ উপলখণ্ড সরে যাওয়ায় চারদিক থেকেই তা মুসলমানদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। স্পেনের যে সব মুসলমান গ্রানাডার বিজয় সংগ্রামে শরীক হতে পারেনি জিল্লতি, অপমান আর জুলুমে অন্যদের সাথে ওরাও ছিল সমান অংশীদার। পাশব হাত প্রতিটি বস্তি আর শহরে মানবতার আঁচল করছিল ছিন্ন ভিন্ন।

খৃষ্টান হুকুমত ঘোষণা করল, 'স্পেনে মুসলমানদের জন্য তিনটি পথ খোলা। ধর্মত্যাগ, দেশ ত্যাগ অথবা মৃত্যু। যারা খৃষ্টান হলো, সম অধিকার পেল না। শাসক বর্গ ঘৃণার চোখে দেখতো তাদের। নিয়তে তাদের সন্দেহ করা হতো। ওরা গোপনে নামাজ পড়ে, ঘরে আরবী বলে এবং পাহাড়ী বিদ্রোহীদের সাফল্যের জন্যে দোয়া করে এ অপবাদ তাদের দেয়া হতো। এসব অপরাধীদের গ্রেফতার করে সাধারণতঃ মারা হতো বেত্রাঘাত। যে সব মুসলমান তওহীদের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল ছিল, কঠিন শাস্তির যোগ্য মনে করা হতো তাদের। তাদের গরম লোহা দিয়ে দাগ দেয়া হত। জীবন্ত দগ্ধ করা হত মসজিদের সামনে।

এ অবস্থায় লাখ লাখ মুসলমান মরক্কো হিজরত করল। উত্তরের কাফেলা দক্ষিণের বন্দরে চলে যেত। রাস্তায় লুটপাট থেকে বেঁচে যারা সাগর উপকূলে পৌঁছত, মরক্কো পৌঁছতে জাহাজীদের হাতে তুলে দিতে হত বাকী সঞ্চয়। যদিও চুক্তির শর্তানুযায়ী হুকুমত হিজরতকারী মুসলমানদের নিজের খরচে আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছানোর জিম্মা নিয়েছিল তথাপি হুকুমতের অফিসাররা চুক্তির অপরাপর শর্তের মত এ শর্তকেও গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিল না। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম শাসক স্পেনের মোহাজিরদের জন্য

নিজের সবকটা জাহাজ ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু লাখ লাখ মুসলমানের বেরিয়ে যাবার জন্যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল।

গ্রানাডাবাসী খৃষ্টান হুকুমতের জুলুমে অতীষ্ট হয়ে বিদ্রোহ করল। কিন্তু কয়েক দিনে হুকুমত হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে দমন করলো বিদ্রোহ।

দক্ষিণ পূর্বের পার্বত্য এলাকায় তখনো উড়ছিলো স্বাধীন পতাকা। বদর বিন মুগীরাকে হত্যা করার জন্য ফার্ডিনেন্ড কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করলেন। কিন্তু প্রতিবারই দেখেছেন ব্যর্থতার মুখ। দিন দিন কমে যেতে লাগলো ঈগল উপত্যকার মুজাহিদ। চুক্তিবদ্ধ অনেকেই ভয় পেয়ে হিজরত করল। কিন্তু যারা রয়ে গেল তাদের সাহস আর দৃঢ়তায় এলো না কোন পরিবর্তন।

নিশুতি রাত। গভীর নিদ্রা থেকে জেগে চোখ খুললো রাবিয়া। কামরায় জ্বলছে মোমের আলো। লৌহবর্ম পরে বদর তার শিয়রে দাঁড়িয়ে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

উঠে বসলো রাবিয়া, 'আপনি কখন এলেন?'

'এই মাত্র এলাম। এক্ষুণি আবার যাচ্ছি।'

প্রশ্নঝরা নয়নে বদরের দিকে চাইলো রাবিয়া। বদর বললেন, 'রাবিয়া! উত্তরের রণ ক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদের বিজয় দিয়েছেন। দুশমনকে ত্রিশ ক্রোশ পিছু হটিয়ে দিয়েছি আমরা। কিন্তু এখানে পৌঁছেই মনসুরের দেয়া সংবাদে শুনলাম বিশাল ফৌজ নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে দুশমন হামলা করে দিয়েছে। এখন সেখানেই যাচ্ছি। সে বিজয়ের পর ইনশাআল্লাহ কয়েক রাত আরামে ঘুমুতে পারবো। ইউসুফ কেমন আছে?'

'এখন ভালো। পরশু জ্বর নেমে গেছে। জাগিয়ে দেবো?'

'না, তাকে ঘুমুতে দাও। আমার সাথে যেতে আবার জেদ ধরবে।'

'যোবায়দা কেমন?'

'যোবায়দা ভালো। গল্প শোনার জন্য সে এখন ইউসুফের কামরায় শোয়। বশীর কোথায়?'

'যখমীদের এখানে নিয়ে আসছে সে। সম্ভবতঃ আগামীকালের মধ্যে পৌঁছে যাবে। এ লড়াইয়ে আমাদের দু'শ সেপাই আহত আর পঞ্চাশজন শহীদ হয়েছেন। কিন্তু এর বিনিময়ে দুশমনের তিন হাজারের বেশী সিপাই নিহত হয়েছে।'

রাবিয়া নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো শওহরের দিকে। কেল্লার বাইরে শোনা যাচ্ছিল সিপাইদের শোরগোল। আচানক পাশের কামরার দরজা খুলে সাত বছরের একটি বালক চোখ ডলতে ডলতে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো বদরকে। বদর তাকে তুলে বুকের সাথে লাগালেন। তার কপোলে চুমো খেয়ে বললেন, 'ইউসুফ! বেটা! তুমি জেগেছিলে!'

'যোবায়দা আমায় জাগিয়ে দিয়েছে। আবারো আপনি যাচ্ছেন? আমিও আপনার সাথে যাবো।'

'না বেটা! এখনো তুমি অনেক ছোট।'

'সব সময়ই আপনি একথা বলেন। যোবায়দাকে জিজ্ঞেস করুন, তার পুতুল হাওয়ায় ছুড়ে তীরের নিশানা করেছি আমি। সে বলল, এখন তুমি বড় হয়েছো, জিহাদে যেতে পারবে।'

'না বেটা, তোমার কচি হাত তরবারী আর নেযা তোলার উপযুক্ত এখনো হয়নি। তুমি এখনো ছোট্ট ধনু দিয়ে খেলা করো। যখন বড় ধনু থেকে তীর চালাতে পারবে, তোমায় সাথে নিয়ে যাবো। এখন তোমার মায়ের সাথে থাকবে।'

'কিন্তু আমি বড় হতে হতে এ লড়াই খতম হয়ে যাবে না তো?'

'ইসলাম আর কুফরীর লড়াই কখনো শেষ হয়না। একজন মুসলমানও যতো দিন বেঁচে থাকবে, এ লড়াই টিকে থাকতে ততোদিন।'

যোবায়দা ইউসুফের দু'বছরের ছোট। দরজার আড়ালে লুকিয়ে ওদের কথা শুনছিল সে। লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে কামরায় ঢুকল। ইউসুফকে ছেড়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন বদর।

'আমার আব্বাজান কেনো আসেননি?'

'বেটি! তিনি কালই চলে আসবেন।'

ওদের সাথে খানিক কথা বলে অপর কামরায় এলেন বদর। বাধ্য হয়ে নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে পড়লো ওরা।

বিদায়ের মুহূর্তে পরস্পর মুখোমুখী দাঁড়ালেন বদর-রাবিয়া। মুজাহিদের স্ত্রী অশ্রু আর আহাজারী ছাড়া শওহরকে বিদায় দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। 'খোদা হাফেজ' বললেন বদর।

কেউ বারান্দার দিককার দরজার কড়া নেড়ে আওয়াজ দিল, 'রাবিয়া। রাবিয়া।'

আওয়াজ চিনতে পেরে রাবিয়া জওয়াব দিল, 'এসো ইনজিলা।'

দরজা খুলে ইনজিলা এসে কামরায় ঢুকল। বেদনা মাখা দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল বদরের দিকে। 'ইনজিলা আগামীকালই বশীর এখানে পৌঁছে যাবে। যখমীদের নিয়ে আসছে সে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইনজিলা বলল, 'নিচে সিপাইদের শোরগোলে ঘুম ভেংগে গেল। সম্ভবতঃ আপনি আবারো কোথাও যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, পশ্চিমের রণক্ষেত্রে যাচ্ছি। বশীরকে বলে দিয়েছি, যখমীদের দেখাশোনা করতে এখানেই থাকবে সে।'

রাবিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন বদর।

খানিকপর। রাবিয়া ও ইনজিলা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। মুজাহিদ ফৌজ কেল্লা থেকে বেরিয়ে মিশে গেল বনের মধ্যে। কিন্তু তখনো ভেসে আসছিল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। ধীরে ধীরে সে শব্দ মিইয়ে এসে মিলিয়ে গেলো মহাশুন্যে। বাইরের দিকে না তাকিয়ে পরস্পরকে দেখছিল রাবিয়া ও ইনজিলা।

পাশের কামরায় ইউসুফ এবং যোবায়দাও বিছানা থেকে উঠে এসে দরজায় দাঁড়াল। জ্ঞান হওয়া অবধি যে আওয়াজ ওরা আগ্রহ ভরে শুনছে, তা হল, কেল্লা থেকে

বেরিয়ে যাওয়া এবং কেল্লায় ফিরে আসা অশ্বের খুরধ্বনি।

কেল্লার কয়েকটা রুম ছিল যখমীতে ভরা। ইনজিলা ও রাবিয়া ব্যাণ্ডেজ শিখেছিল আগেই। ডাক্তারদের সাথে নার্সের কাজ করছিল ওরা। গত কয়দিন বিশ্রামহীন কেটেছে ওদের সময়। পশ্চিমের রণক্ষেত্র থেকে যখমীদের সংখ্যা বাড়তে লাগল প্রতিদিন। এ কেল্লা ছাড়াও কয়েক মাইল দূরে আরো কেল্লায় যখমীদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এ জন্যে বশীরকে দিনে কমপক্ষে একবার যেতে হতো ওখানে। দিনের পর দিন নৈরাশ্যজনক সংবাদ আসছিল লড়াইয়ের ময়দান থেকে। মুজাহিদরা দুশমনকে কয়েকবারই পিছু হটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিটি পরাজয়ের পরই নতুন রসদ ময়দানে নিয়ে আসতো ওরা। সীমান্তে এই প্রথম লড়াই, শহীদের পরিমাণ যেখানে পৌঁছেছিলো এক হাজার।

একদিন ভোর বেলা। যুদ্ধের ময়দান থেকে দূত এসে বশীরকে শোনালো বিজয়ের খোশ খবর। সে বলল, 'ফার্ডিনেন্ড ফৌজকে পরাভূত করে আমাদের মুজাহিদরা তাদের পিছু নিয়েছে।' কেল্লায় বেজে উঠলো বিজয়ের নাকাড়া। আশপাশের বস্তি আর ফৌজি চৌকির লোকেরা জানতো এ নাকারার অর্থ।

এর জওয়াবে নিজ নিজ স্থান থেকে নাকারা বাজাতে লাগলো তারাও। মুহূর্তে ঈগল উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিনাদিত হল আল্লাহু আকবার ধ্বনি। যখমী আর শহীদদের ফলাফলে যারা ছিল ভীত, খোদার দরবারে পেশ করল কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

বিজয়ের সংবাদ শুনে অনেক যখমী কেল্লার কামরা থেকে বেরিয়ে এল। যেতে অক্ষমরাও ওঠে বসল। ওদের ফ্যাকাশে চেহারায় খেলা করতে লাগল জীবনের স্পন্দন। বেদনাতুর দৃষ্টিরা গর্বে উঠে আসছিল আকাশের দিকে। যখমী মুজাহিদদের সাথে আলিংগনাবদ্ধ হল কেল্লার পাহারাদাররা। রাবিয়া এবং ইনজিলা অল্প বয়স্ক সন্তানদের নিয়ে দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনছিল উচ্ছ্বসিত বিজয় ধ্বনি।

খানিক পর। বিজয়ের বিস্তারিত সংবাদ শোনার জন্য আশপাশের লোকেরা ছুটে এল কেল্লায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওরা বসে রইল। প্রিয় নেতার অপেক্ষা করল দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। এশার নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আহতদের কামরায় যাচ্ছিলেন বশীর। কেল্লার বাইরে শোনা গেল অশ্বের খুরধ্বনি। থেমে কেল্লার দরজার দিকে তাকালেন তিনি। ফটক খুলে দিল পাহারাদার। ভেতরে প্রবেশ করল চারজন সওয়ার। এক সওয়ার ঘোড়ার বাগ টেনে পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করল, 'বশীর বিন হাসান কোথায়?'

সওয়ারকে দেখে বশীর এগিয়ে বললেন, 'আবু মোহসেন, আমি এখানে।'

'আপনাকে নিতে এসেছি। জলদি তৈরী হয়ে নিন। বদর আহত।'

ঘাবড়ে গিয়ে বশীর প্রশ্ন করলেন, 'বদর আহত? কোথায় সে?'

'এখানে থেকে প্রায় আট ক্রোশ দূরে। বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এ জন্য এখানে আনতে পারিনি। নদীর পারে পুলের কাছে এক বস্তিতে আছেন তিনি।'

'এক্ষুণি আসছি।' বলেই বশীর ঔষুধের ব্যাগ নিয়ে ছুটলেন। আবু মোহসেন তার চারপাশে জমায়েত সিপাইদের তাজাদম ঘোড়ায় জিন লাগানোর হুকুম দিল।

বস্তির সরদারের ঘর। বিছানায় শুয়েছিলেন বদর বিন মুগীরা। তিন তিনবার বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। মনসুর ছাড়াও কামরায় তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল আরো অনেকে। এদের মধ্যে দু'জন ডাক্তার। লড়াইয়ের ময়দান থেকে এসেছেন বদরের সাথে। কামরার বাইরে থামানো হয়েছিলো যাদের, প্রিয় নেতার জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিল ওরা।

বদরের শরীরে ছিল সাতটি জখম। যখমী হয়েও কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন তিনি। অনেক রক্ত ঝরেছে তার শরীর থেকে।

সীমাহীন উৎকণ্ঠা নিয়ে লোকেরা বশীরের অপেক্ষা করছিল। চতুর্থবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে পানি চাইলেন বদর। নিজের হাতে ঠেস দিয়ে তাকে পানি পান করালেন মনসুর। কয়েক ঢোক পান করে বদর বললেন, 'আমাকে কোরানের তেলাওয়াত শোনাও।'

মধুর সুরে তেলাওয়াত শুরু করলেন একজন। উচ্ছ্বসিত আবেগে চোখ বন্ধ করলেন মুজাহিদ। ডাক্তার এগিয়ে তার শিরায় হাত রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মৃদু হেসে বদর বললেন, 'আমি এখন বেহুশ নই। এ আওয়াজ আমার চেতনা ফিরিয়ে দেয়, নিদ্রাতুর করে না।'

দূর থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। খানিকপর দ্রুত পায়ে কামরায় ঢুকলেন বশীর। এদিক ওদিক সরে গেল লোকেরা। বশীরকে দেখে বদরের ফ্যাকাশে চেহারায় আচানক ফিরে এল আলো। এগিয়ে তার শিরায় হাত রাখলেন বশীর।

এক অনাবিল হাসিতে ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করলেন বদর। তার প্রশ্নোবোধক দৃষ্টি খানিক দরজার দিকে ফিরে বশীরের চেহারায় নিবদ্ধ হয়ে রইল। বুঝতে পেরে বশীর বললেন, 'আবু মোহসেনের সাথে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।'

চোখ মুদলেন বদর। মনসুর এবং ডাক্তারদের ছাড়া বাকী সবাইকে কামরার বাইরে যেতে বললেন বশীর। তারা বেরিয়ে গেলে ডাক্তারদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আবার তিনি বেহুশ হচ্ছেন! সম্ভবতঃ রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে তোমরা দেরী করেছো।'

'আহত হয়েও অনেক দূর পর্যন্ত তিনি দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন।' বললো এক ডাক্তার। 'এ জন্য আমরা সময় মতো ব্যাণ্ডেজ করতে পারিনি।'

ব্যাগ খুলে শিশি বের করলেন বশীর। পিয়ালায় ঔষধ ঢেলে তাকালেন মনসুরের দিকে। মনসুর আলগোছে বদরের মাথা তুলে ধরল। কঁকিয়ে চোখ খুললেন বদর। পিয়ালা তার মুখের কাছে ধরে বশীর বলল, 'খেয়ে নিন।'

ঔষধ খেয়ে আবার চোখ বন্ধ করলেন বদর। মনসুর আস্তে নামিয়ে রাখলো তার মাথা। বশীরের ইশারায় এক ডাক্তার আতশদান রেখে দিল বদরের বিছানার কাছে। গভীরভাবে তাকে নিরীক্ষণ করে বশীর বললেন, 'কোন বিষাক্ত অস্ত্রে তিনি আহত হয়েছেন। সবগুলো জখম দেখতে চাই আমি।'

বশীরের সংগীরা একটার পর একটা ব্যাণ্ডেজ খুলছিল। প্রতিটি যখমে বশীর নতুন

করে ব্যাণ্ডেজ করছিলেন। তখনো কাজ শেষ হয়নি, বস্তির বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। মনসুরের দিকে তাকিয়ে বশীর বললেন, 'সম্ভবতঃ রাবিয়া ও ইনজিলাকে নিয়ে আবু মোহসেন পৌঁছে গেছে! তোমরা বেরিয়ে যাও। তাদের অন্য কোন কামরায় অপেক্ষা করতে বলবে। খানিক পরে আমি তাদের ডেকে পাঠাবো।'

মনসুর বেরিয়ে গেলেন।

উৎকণ্ঠা নিয়ে বাড়ীর অপর কামরায় দাঁড়িয়েছিল রাবিয়া ও ইনজিলা। তাদের ঘিরে রেখেছিল বস্তির মহিলা আর বালিকারা। সকলের চোখেই অশ্রু, মুখে দোয়া।

আরো কিছু পর। পাশের রুমের দরজায় গলা বাড়িয়ে রাবিয়া ও ইনজিলাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন বশীর। তারা এলে বশীর কপাট আটকে দিলেন। বদরের কামরায় বশীর, রাবিয়া ও ইনজিলা ছাড়া কেউ নেই। তিনজনই দাঁড়িয়েছিলেন বিছানার পাশে। বশীর তার নাড়ীতে হাত রেখে বললেন, 'যখমে দ্বিতীয়বার ঔষধ লাগানোর জন্য ইচ্ছে করেই তাকে অজ্ঞান করেছি। হুশ ফিরে আসার জন্য ঔষধ খাইয়েছি; তারই ক্রিয়া হচ্ছে।'

অনিমেষ নেত্রে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিল রাবিয়া। বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছিল তার। তার হৃদয়ের অনুভূতি তকদীরের ফয়সালা জানিয়ে দিচ্ছিল তাকে। আশাহত দীল বসে যাচ্ছিল বারবার।

কয়েকবার কাৎরিয়ে চোখ খুললেন বদর। রাবিয়া ও ইনজিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইউসুফ আর যোবায়দা আসেনি!'

'এ পরিবেশে নিয়ে আসা ভালো মনে করিনি।' বললো রাবিয়া। 'খোদা আপনাকে সুস্থ করুন। ওরা সকালেই পৌঁছে যাবে।'

ব্যাগ থেকে শিশি বের করে পেয়ালায় ঔষধ ঢালছেন বশীর। দুর্বল কণ্ঠে বদর বললেন, 'বশীর! এখন এর দরকার নেই। আমার মনযিল নিকটে এসে গেছে।'

'আপনি ঠিক হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।'

'আমি জানি, আমার ডাক্তার অত্যন্ত জেদী' বলেই শুয়ে হাঁ করলেন তিনি। তাকে ঔষধ খাইয়ে ইনজিলাকে হাতের ইশারায় বেরিয়ে যেতে বলে দু'জনই অপর কামরায় চলে গেলেন।

বদরের ইশারায় তার কাছে বসলো রাবিয়া। তার হাত নিজের হাতে নিয়ে বদর বললেন, 'রাবিয়া! আগুনের চিতায় তোমায় হাসতে দেখেছি। কিন্তু আজ তুমি ভারাক্রান্ত, এমন কোন কাজ আমি করিনি, যা তোমার শওহরের অযোগ্য হতে পারে। পিঠে কোন জখম আমার নেই। কিয়ামতের দিন আমাকে নিয়ে তোমার লজ্জা পেতে হবে না।'

রাবিয়ার কম্পিত ঠোঁট থেকে বেরুলো বেদনার গহীনে নিমজ্জমান আওয়াজ, 'প্রিয়তম! এমন কথা বলবেন না। আপনাকে নিয়ে আমার গর্ব।' একথাটুকুই কোন মতে বলতে পারলো রাবিয়া। এতাক্ষণের ধরে রাখা অশ্রুধারা বেরিয়ে এলো হু হু করে। কান্নার গমকে হারিয়ে গেল তার আওয়াজ।

'তোমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে মনসুরকে সব বলেছি। সে তোমাদেরকে মরক্কো

পৌঁছে দেবে। এ পরাজয়ের পর দুশমন স্বস্তিতে বসবে না। শীতের পর সম্ভবতঃ সমগ্র শক্তি নিয়ে ওরা হামলা করবে। এ পরিস্থিতিতে পিছু হটে মুজাহিদদের কঠিন পার্বত্য এলাকা থেকে গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। এমন লড়াইয়ে নারী আর শিশুর হেফাজত অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। এ জন্য মনসুরকে বলেছি নারী আর শিশুদেরকে মরক্কো পৌঁছে দিতে।'

'না, আমি হিজরত করবো না। আমার বিশ্বাস খোদা আপনাকে সুস্থ করে তুলবেন। কিন্তু তা যদি খোদার মঞ্জুর না হয়, তা হলে যে জমিনে আপনার খুন ঝরেছে, তার কন্টক মরক্কোর ফুলের চেয়ে আমার কাছে বেশী প্রিয়।'

ব্যথায় চোখ বন্ধ করলেন বদর। আবার রাবিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাবিয়া! এক বড় মাকসাদের জন্য সংগীদের কাছে কোরবানীর কামনা করেছিলাম। কিন্তু আমি জানি, আমার পর তাদের বড়ো সমস্যা হবে আমার বিবি আর বেটার হেফাজত। পাহাড় অরণ্যে গেরিলা যুদ্ধে লড়ার চেয়ে আমার ঘরের দরজায় জীবন দেবে ওরা। তুমি নিষেধ করলেও ওরা তাই করবে। কিন্তু তোমার ব্যাপারে আশ্বস্ত হলে শুধু সে জন্যই লড়াই জারী রাখবে, যে জন্য আমি তরবারী নিষ্কোষিত করেছিলাম।

ইচ্ছে করলে মরক্কো পৌঁছেও ওদের জন্য তুমি অনেক কিছুই করতে পারো। নারী আর শিশুদের এখানে থেকে পাঠাতে অনেক জাহাজের প্রয়োজন। তাছাড়া মরক্কোবাসীকে মোহাজের শিশু আর নারীর সাহায্যেও উদ্বুদ্ধ করতে পারো। আমার বিশ্বাস, মরক্কোর ওমরা এবং সুলতানগণ তোমার ডাকে সাড়া দেবেন। রাবিয়া, এদের সাহায্যে ওখান থেকে কোন ফৌজ পাঠাতে না পারলেও গত লড়াইগুলোতে আমার শহীদ বন্ধুদের এতীম শিশু আর বিধবা স্ত্রীদের তো কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারবে! এই তোমার জন্য যথেষ্ট। তাদের তুমি লালন পালন করো। সে সব এতীম বাচ্চারা বড়ো হয়ে যেনো জিহাদ করতে পারে সে ভাবে গড়ে তোলো ওদের। হয়তো তাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে কোন তারিক বিন জিয়াদ অথবা আবদুর রহমান।'

'আমি আপনার হুকুম তামীল করবো।'

'এ আমার ইচ্ছা, হুকুম নয়।'

'আপনার ইচ্ছাই আমি পূরণ করবো।'

'আমার পূর্ব পুরুষদের মুখ উজ্জল করতে পারে, ইউসুফকে সে ভাবে গড়ে তুলো।'

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে রাবিয়া বললো, 'ইউসুফ আপনার নামে কলংক দেবে না ইনশাআল্লাহ, কিন্তু ....

'কিন্তু কি?'

'এখনো আরো কয়েকটা বছর ইউসুফের জন্য পিতার আশ্রয় জরুরী ছিল। আমার বিশ্বাস, খোদা তাকে আপনার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। কওমের প্রয়োজন আপনাকে।' ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো রাবিয়া।

বশীর এবং ইনজিলা কামরায় ঢুকল। অশ্রু মুছে উঠে দাঁড়াল রাবিয়া। বলল, 'আমায় ক্ষমা করে দিন।' চিন্তা ক্লিষ্ট মৃদু হাসি দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন বদর।

কয়েক বারই তিনি জ্ঞান হারালেন। আশপাশের বস্তির হাজার হাজার লোক বাড়ীর চারপাশটা ঘিরে রেখেছিল। সিপাইদের কাফেলার সাথে পৌঁছল ইউসুফ এবং যোবায়দা।

উষার লালিমা ফুটে উঠেছে পূর্ব দিগন্তে। সেবকদের দিকে অন্তিম দৃষ্টি বুলিয়ে চোখ বন্ধ করলেন বদর। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'মনসুর! আমার অর্ধ সমাপ্ত কাজ তোমায় সঁপে যাচ্ছি। বাকী সব মুসলমান মরক্কো পৌঁছা পর্যন্ত দুশমনের দৃষ্টি নিজের দিকে নিবদ্ধ রাখবে। যদি তুমি হাতিয়ার ছেড়ে দাও, চারদিক থেকে নিশ্চিত হয়ে মুসলিম নিধনে সমগ্র শক্তি ওরা ব্যয় করবে। মরক্কোয় এখানকার এতীম আর বিধবা নারীদের আশ্রয় স্থান খুঁজে বের করার দায়িত্বও তোমায় সমর্পণ করছি। ওখানেও তোমার প্রয়োজন। কিন্তু এ কাজ অত্যন্ত জরুরী।

আবু মোহসেন! মনসুর একা, তুমি সাথে থাকলে নিশ্চয়ই সে এই একাকীত্ব অনুভব করবে না। আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে আমার মনযিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া..... ' শেষ শব্দ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে কলেমা শাহাদাত পড়তে লাগলেন বদর।

ক্ষীণ হয়ে এলো তার কণ্ঠ। আওয়াজ বিহীন ঠোঁট দুটোই নড়ছিলো শুধু। দর্শকরা মনে করছে শুয়ে আছেন তিনি। ডাক্তারদের ধারণা তিনি বেহুশ হয়ে পড়েছেন। শেষ বারের মতো তাঁর নাড়ীতে হাত রাখলেন বশীর। খুলে দেখলেন তার চোখ দুটো। 'ইন্না লিল্লাহে ....' বলে বশীর মাথা নত করলেন।

দুমাস পর। নারী আর শিশুদের নিয়ে স্পেনের সাগর উপকূল থেকে মরক্কোর পথ ধরল কতক কিশতি। এক কিশতিতে বশীরের সাথে ছিল রাবিয়া, ইনজিলা, ইউসুফ এবং যোবায়দা। পূর্ব দিগন্তে ভেসে উঠল সূর্য। এই সে সূর্য, প্রায় আটশো বছর আগে স্পেনের সাগর তীরে ইসলামের গাজীদের প্রথম তরী যে দেখেছিল। এর পর দেখেছে মুসলমানদের বিজয় সয়লাবের তরঙ্গমালা, যে তরঙ্গমালা স্পেনের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছেছিল ফ্রান্সের ফটক পর্যন্ত। এই সে সূর্য! বিগত আটশ বছর যার দৃষ্টি আশ্চর্য হয়ে ইসলামী স্পেনের শানদার উত্থান দেখেছে। এ তো সেই আকাশ! যার প্রশস্ত বক্ষে খোদিত রয়েছে তারিক বিন জিয়াদ আর আবদুর রহমানের পদাংকানুসারীদের বিজয় আর অগ্রগতির শত কাহিনী। রোম সাগরের উন্মত্ত উর্মীমালা এ তরঙ্গরাজি থেকে ভিন্নতর ছিল না, যার প্রচণ্ড উন্মত্ততা তন্দ্রাচ্ছন্ন মুজাহিদদের চাবুক হানতো। আজ সে সাগর, আকাশ আর সূর্য সেই কওমের নারী ও শিশুদের চোখের কোণে দেখছে অসহায়ত্বের অশ্রু। যাদের শহীদী খুনের পরশ স্পেনের বালুকারাশিকে করে তুলেছে চিত্তাকর্ষক নয়নাভিরাম। যুগ পরিবর্তনের এ নীরব ঘটনারাজী সময়ের আঁচল ধরে জিজ্ঞেস করছে, এ কি সেই কওম, আলহামরার রক্তিম প্রান্তরে ঝলকাচ্ছে যাদের খুন!

কিশতির এক কোণে দাঁড়িয়ে স্পেন উপকূলের শেষ দৃশ্য দেখছিল রাবিয়া। বাধ ভাঙা অশ্রুতে তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। ইউসুফ এগিয়ে এসে বলল, 'আম্মি।

যোবায়দা বলছে, খালুজান আমাদের মরক্কো ছেড়ে ফিরে আসবেন।'

'হ্যা বেটা।' তার দিকে না তাকিয়েই জওয়াব দিল রাবিয়া।

খানিক চিন্তা করে ইউসুফ আবার বলল, 'আম্মিজান! তার সাথে আমিও ফিরে আসবো।'

ছেলের মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে মা বলল, 'না বেটা! এখনো তোমার সময় হয়নি। যখন বড়ো হবে, তোমায় নিষেধ করবো না।'

'আমি খুব জলদি বড়ো হয়ে যাবো। আমি হবো নাবিক। আপনি না বলেছেন মরক্কোর সবাই মুসলমান। জাহাজে করে আমি তাদের সবাইকে নিয়ে যাবো স্পেনে। আমাদের দেশ থেকে দুশমনদের বের করে দেবো। আম্মি! আপনি না বলেছেন তারিক যখন এখানে এসেছিলেন বেশী লোক তার সাথে ছিল না। তবুও তাদের বিজয় হয়েছে। একজন মুসলমান যখন দশজন কাফেরের সাথে লড়তে পারে তখন গ্রানাডার হাজার হাজার মুসলমান দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেনো? আপনি বলেছেন, কর্ডিজ, সেভিল এবং অন্যান্য শহর থেকেও লাখ লাখ মুসলমান মরক্কো চলে গেছে। এক হয়ে তারা লড়াই করেনি কেনো?'

'বেটা, তারেকের সংগীদের ছিলো ঈমান। কিন্তু এদের ঈমান কমজোর। ওরা মৃত্যুকে নিয়ে খেলতো। কিন্তু এরা মওতকে ভয় পায়। একজন সাধারণ মুসলমানও তখন কওমের সাথে গাদ্দারী করেনি। কিন্তু এখন কওমের নেতারাই গাদ্দার।'

রাবিয়ার কয়েক কদম দূরে যোবায়দা ইনজিলাকে বলছে, 'আম্মি! ইউসুফ বলছে সে জাহাজের কাপ্তান হবে। মরক্কো থেকে বিশাল ফৌজ নিয়ে যাবে স্পেনে।'

'হ্যা বেটি! ইউসুফ ঠিকই বলেছে।'

'আম্মিজান! আমিও তার সাথে যাবো।'

'তার সাথে গিয়ে তুমি কি করবে বেটি?'

'যখমীদের ব্যাণ্ডেজ করবো। আম্মিজান, তীর চালাতেও শিখে নেবে আমি।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

কিশতির অপর প্রান্তে নৌকার চালক কথা বলছে বশীর বিন হাসানের সাথে। বদর বিন মুগীরার শেষ বিজয় এবং শাহাদাত সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে কাপ্তান জানতে চাইল, 'আপনারা এ লড়াই কতোদিন চালিয়ে যাবেন?'

'যতোদিন আমাদের শিরায় থাকবে খুনের সঞ্চরণ। দীলে থাকবে শাহাদাতের তামান্না।'

'আপনার আবেগকে কদর করি। কিন্তু এ কথা কি ভাবছেন না, আপনাদের এ লড়াই স্পেনের মুসলমানদের মুসিবতই বৃদ্ধি করছে কেবল?'

'না, আমরা ভাবছি, যখন আমাদের তরবারী কোষবদ্ধ হবে, তাদের দিকে জুলুমের হাত এগিয়ে আসবে আরো শক্ত ভাবে।'

'কিন্তু আপনাদের এ সল্প সংখক মুজাহিদদের লড়াইয়ের পরিণতি কি?'

'মুজাহিদদের লড়াইর দুটোই আঞ্জাম। বিজয় অথবা শাহাদাত।'

'আমার মনে হয় বিজয়ের চেয়ে শাহাদাতই আপনাদের বেশী প্রিয়।'

'তবুও আমরা নিশ্চিহ্ন হবো না। স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাসে আমাদের খুনে লেখা হবে যে অধ্যায়, গ্রানাডাবাসী অসহায়ত্বের আঁসুতে যে অধ্যায় লিখছে তার চেয়ে তা হবে ভিন্ন।'

'কুদরত আমাদের কল্যাণ চাইলে মুসার মতো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মুজাহিদদেরকে ব্যর্থতার মুখ দেখতে হতো না। তারপর মুসলমানদের শেষ ভরসা মুজাহিদদের এ ক্ষুদ্র দল বদরের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হতো না।'

বিরক্ত হয়ে বশীর বললেন, 'কে বলেছে স্বীয় মাকসাদে ব্যর্থ হয়েছেন মুসা। গ্রানাডাবাসীর পরাজয় মুসার পরাজয় নয়। এ ছিল সে সব গাদ্দার আর বেঈমানের পরাজয় যারা ইজ্জতের মওতের চেয়ে গোলামী আর জিল্লতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। এ ছিল আবু আবদুল্লাহর পরাজয়। এ ছিল সে সব ওমরা আর আলেমদের পরাজয় যারা কয়েকদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকার লোভে জিল্লতি আর অপমানকে কবুল করে নিয়েছিল।

মুসা ছিলেন এক মুমিন। মুমিনের জীবনই যাপন করেছেন তিনি। মরেছেন মুমিনের মতোই। যদি আপনি ভেবে থাকনে, কুদরত আমাদের কল্যাণ চান্ না, তাহলে ভুলের মধ্যে রয়েছেন। কুদরত শত শত বছর ধরে স্পেনের অল্প সংখ্যক মুসলমানের ওপর নিয়ামতের বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, দুনিয়ার বড় বড় শক্তিকেও পরাভূত করেছিলাম আমরা। ঈগলের উপত্যকায় বছরের পর বছর ধরে অল্প কজন মুজাহিদ পশুত্ব আর বর্বরতার সয়লাব রুখে ছিলো। একি তার এনাম নয়? যে কওমের সামগ্রিক নৈতিকতা বিধ্বস্ত হয়েছিল তাদের আর একবার সিরাতুল মুস্তাকীমে চলার মওকা দেয়ার জন্য মুসা আর বদরের মতো নেতৃত্ব দান করেছেন, একি তার এনাম নয়?

কওম এদের সাথেই যদি গাদ্দারী করতে পারে তবে কুদরতের কি দোষ? কওমে এমন লোক আজো বিদ্যমান, যারা হিম্মত হারা হতে অথবা নিরাশ হতে জানে না। স্পেনে কওমের শেষ পরিখা এরাই ধরে রেখেছে। শুধু স্পেনের মুসলমানদেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কাছে এদের পয়গাম, এসো! ইসলাম আর কুফরীর এ লড়াইয়ে আমাদের সাথে শরীক হও। এদের আওয়াজ, মরক্কো, মিসর আর তুর্কিস্তানের মুসলমানদের অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঝাকুনি দিতে থাকবে।

এ আশা নিয়েই এরা লড়ছে, তাদের ভাইয়েরা জড়তার নিদ্রা থেকে কোনদিন হয়তো জেগে ওঠবে। কোন দিন কোন আবদুর রহমান, কোন ইউসুফ পৌছবে তাদের সাহায্যে। এতে যদি মুসলিম বিশ্বের হুশ না ফেরে স্পেনের মুসলমানদের বরবাদীর জিম্মা এ মুজাহিদদের ওপর বর্তাবে না। তারা নিজের খুনে ইতিহাসের পাতায় লিখে যাবে– সারা দুনিয়ার মুসলমান যখন ঘুমিয়েছিলো, স্পেনের এক প্রান্তে কজন নিবেদিত প্রাণ হারামে মক্কার নেগাবানি করেছে।'

কাপ্তান বললো, 'আপনাদের কাফেলায় কি আমি শরীক হতে পারি?'

'আমার অনুমতির প্রয়োজন নেই। আপনার বিবেকের সাথে পরামর্শ করুন।'

'দীলের সাথে আমি পরামর্শ করেছি।'

নতুন নেতা মনসুর বিন আহমদের নেতৃত্বে কয়েক বছর লড়াই করল মুজাহিদরা।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঈগল উপত্যকা রক্তাক্ত হল ওদের খুনে। কতোবার তাদের তরবারী পশুত্ব আর বর্বরতার বিরুদ্ধে সাইরাসের প্রাচীরের কাজ করেছে। এ সয়লাবের তোড়ে কখনো পিছু হটতে হয়েছে ওদের। কখনো এর উন্মত্ততর তরঙ্গরাশি দৃঢ়তা আর হিম্মতের পর্বতে টক্কর খেয়ে পিছু হটে গেছে। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব তখনো ঘুমিয়ে। মরক্কোর মুসলমান বালুকাময় প্রান্তর নিয়েই ছিল সন্তুষ্ট। মিশরের মুসলমান ঘুমিয়ে ছিল নীলের উপকূলে। কস্তনতুনিয়ার প্রাচীরের নিচে ঝিমুচ্ছিলো তুর্কীরা। আরবরা তাদের খর্জুর বীথিতে ছিল মাতলামীতে বিভোর। ভারতের মুসলিম শাসকগণ ব্যস্ত ছিলেন আরশী মহল নির্মাণে।

বছরের পর বছর ধরে ওদের তরবারী ছিল কোষবদ্ধ। কিন্তু মরক্কো থেকে কোন ইউসুফ বিন তাশফিন, মিশরের কোনো সালাউদ্দীন আইয়ুবী, তুর্কিস্থানের কোনো মূলকে শাহ্, আরবের কোনো মুহম্মদ বিন কাসিম অথবা আফগানিস্তানের কোন মুহম্মদ গজনভী এগিয়ে আসেনি তাদের সাহায্যে।

শহীদী খুনে সিক্ত হচ্ছিলো স্পেনের মাটি। জাবালুত্তারেকের পর্বতমালা উত্তর পূর্ব দিক থেকে আসা কিশতির প্রতীক্ষা করছিল। যতোদিন মনসুর আর তার সংগীরা ছিল তৎপর, স্পেনের মুসলমানদের জন্য কিছুটা খোলা ছিল হিজরতের পথ। ধীরে ধীরে কমে এল ওদের সংখ্যা। তবুও তিন পুরুষ পর্যন্ত লড়াই জারী রাখল ওরা। সেদিন খতম হলো এ লড়াই, যেদিন নিঃশেষ হয়ে গেল শিরার শেষ রক্ত বিন্দু। তখনি তরবারী অসহায়তা প্রকাশ করলো, যখন কেটে গেল সে তরবারী তোলার হাত।

এরপর নতুন শক্তি আর নতুন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলো বর্বরতার তুফান। স্পেনের বাকী মুসলমানদের জন্য আগুন, খুন, অশ্রু আর আহাজারী ছাড়া কিছুই বাকী রইল না।

অতীত ইতিহাস এসব প্রশ্নের জওয়াব আমাদের দিচ্ছে। কিন্তু সেসব হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী জানার জন্যে ইতিহাসের পাতা ওল্টানোর প্রয়োজন অনুভব করি না আমরা। বর্তমানের আয়নায় আমরা দেখছি অতীতের প্রতিবিম্ব। আটশো বছর শাসন করার পর স্পেনে আজ একজন মুসলমানও খুঁজে পাওয়া যায় না। কর্ডোভা, গ্রানাডা আর সেভিলের মসজিদ আজো আছে। কিন্তু চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে আযান দেয়ার কণ্ঠ।

গ্রানাডার প্রভাবশালী লোকদের ভুল কিছু ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, তা এক কওমের সম্মিলিত পাপে পরিণত হলো। আজো আলহামরার প্রাচীর তার নীরব ভাষায় বলছে, 'কুদরত কোন জাতির সম্মিলিত অপরাধ ক্ষমা করে না।'

সমাপ্ত